শ্রীগোবর্দ্ধন কৃত

বৃহৎ মাহিষ্যকারিকা

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার

এম্‌-এ, এল-এল-বি, এম-আর-এ-এস,

এড্‌ভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট।

দ্বারা

সংগৃহীত ও সংকলিত।

কলিকাতা।

সন ১৯৩২ সাল।

প্রকাশক
শ্রীশঙ্করনাথ সরকার
৩১নং এলগীন রোড,
কলিকাতা।

ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৯নং কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

যে কষ্টসহিষ্ণু বাঙ্গলার কৃষিজীবি মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় জাতি আবহ্ জনসাধারণের খাদ্য সম্ভার উৎপন্ন করিয়া খাওয়ার সংস্থান করিতেছে এবং অভিমানী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণাদি জাতির দ্বারা সমাজে সদাই দলিত হইতেছে, সেই জাতিকে উপদেশচ্ছলে এবং তাহাদের প্রকৃত সামাজিক অবস্থা জ্ঞাপন জন্য শ্রীযুৎ গোবর্দ্ধনাচার্য্য কৃত এই প্রাচীন বৃহৎ মাহিষ্য কারিকা বহু কষ্টে ও অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া ক্ষত্র-বৈশ্য-মাহিষ্য-জাতির মাথারমণি তম্রাজী বঙ্গ নিবাসী নির্ম্মল দ্রাবিড় ভূদেবগণের শ্রীচরণে এবং বঙ্গের সমগ্র মাহিষ্য ভ্রাতাদের করকমলে ভক্তি ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ অর্পিত হইল।

কলিকাতা
৩১নং এল্গিন রোড, ভবানীপুর
১৩৩৭ সাল—ইং ১৯৩১।

মাহিষ্যসেবক
শ্রীগ্রন্থকারস্য

শুদ্ধিপত্র

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	গোবর্দ্ধণের	গোবর্দ্ধনের
১	৬	ধ্যয়েৎ	ধ্যায়েৎ
৫	২	শূদ্রানাম	শূদ্রাণাম
৫	১	বর্ণঃ	বর্ণঃ
৫	৪	পশুম্লেচ্ছোহপি	পশুর্ম্লেচ্ছোহপি
৬	৪	শস্ত্রার্থপারগঃ	শাস্ত্রার্থপারগঃ
	৬	শ্রেষ্ঠ স্যাৎ	শ্রেষ্ঠঃ স্যাৎ
	৭	ক্রুহি	ব্রূহি
	৮	বাহু	বাহূ
৭	২	বাহু	বাঁহূ
	২	রাজন্য	রাজন্যঃ
	৩	বৈশ্য	বৈশ্যঃ
	৫	চতুর্ম্মুখম্	চতুর্ম্মুখম্
	৮	সঞ্জাতা	সঞ্জাতাঃ
	১০	গিরীশস্তং	গিরিশস্তং
৮	৫	বৈশ্য পঞ্চদশশ্চৈব	বৈশ্যাঃ পঞ্চদশাচৈব
	৭	দ্বিজা	দ্বিজাঃ
৯	১	জনয়ন্থপত্যং	জনয়ত্যপত্যং
	২	প্রসূধর্ম্মেণ	প্রস্থধর্ম্মেণ
	৮	যোণিং	যোনিং
	৮	পুরুষং	পুরুষঃ
১০	৪	ব্রহ্মণাদেব	ব্রহ্মণ্যাদেব
১১	৪	শাস্ত্রং	শাস্ত্রং
	৮	শূদ্রধর্ম্মিনঃ	শূদ্রধর্ম্মিণঃ
	১০	সদ্বৈশ্য	সদ্বৈশ্যে

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	৮	বৈশ্যবৃত্তিজ্ঞা	বৈশ্যবৃত্তিজ্ঞা † কাল লাইনের নীচে *শেষ লাইনের নীচে † চিহ্ন দিয়া "বহু বহু দক্ষিণ দেশীয় পুঁথিতে" ক্ষত্রবৃত্তিজ্ঞা পাঠ পরিদৃষ্ট হয়।
১২	১	প্রোক্ত	প্রোক্তা
॥	২	ধীবর ৪	ধীবর (৪)
	৮	সহবুস্থস্তেঃ	সহচোষুস্তে
	৯	জলধিতটে	জলধেস্তটে
১৪	২	তত্রবসতিঞ্চক্রে	তত্রাসৌবসতিঞ্চক্রে
	৩	মাহিষ্যানাং	মাহিষ্যাণাং
	৮	দ্রাবিড়াগতাঃ	দ্রাবিড়াগত
১৫	৩	মানার্হাঃ	মানার্হাশ্চ
	৩	বভুবুস্তে	বভুবুস্তে
	৮	ব্রহ্মণে	ব্রহ্মণি
১৬	৭	কর্ণাটাশ্চ	কার্ণাটাশ্চ
	৮	ঔড্রশ্চ	ঔড্রশ্চ
১৮	৮	ভূতির্দত্তশ্চ	ভূতির্দত্তশ্চ
২১	১০	সর্ব্বজ্ঞ	সর্ব্বজ্ঞঃ
২৩	৬	বৈদিকাখ্যাস্তে	বৈদিকাখ্যাস্তে
২৬	২	বৈশ্য বীর্য্যে	বৈশ্য বীর্য্যো
২৬	২	দ্বাদশভিদিনৈঃ	দ্বাদশভির্দিনৈঃ
২৬	৪	বৈশ্য	বৈশ্যঃ
২৭	১	কৃতশৌচা	কৃতশৌচো
২৭	৬	সূতকং	সূতকং

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮	১৯	ব্যাপয়া	ব্যাপিয়া
৩০	১৮	দ্বিজধর্মী	দ্বিজধর্ম্মী
৩১	৫	কেচাপরাসন্তেষাহৈ	কেচাপরাসন্তেষাহৈ * পাতের সর্ব্বনিম্নে * দিয়া "আর্ষ প্রয়োগাৎ সিদ্ধম্" বসিবে।
৩১	২০	প্রকাশ	সমাজ
৩২	১	ভবেযু শূদ্রাঃ বহুশঃ	স্যুঃ শূদ্রাঃ ভুবি
৩৪	৪	বৃন্দা	বৃন্দাবনপুরে
৩৪	১১	জেশ্চাৎম	জ্যোৎস্নাম
৩৪	২০	নারদবরণ	নীরদবরণ
৩৫	৬	পূর্ব্বম্	পুরা
৩৬	২	অপকর্ম্ম সেবনেন	অপকর্ম্ম সুসেবনাৎ
৩৬	৩	কংশকারঃ	কাংশকারঃ
৩৬	৬	তন্ত্রীক	তন্ত্রীকঃ
৩৬	৯	ধৈয্যেঃ	ধৈর্য্যৈঃ
৩৭	৪	মধ্যম	মধ্যমাঃ
৩৭	৯	গালি	মালি
৩৭	৬	চতুর্দ্দশ	চতুর্দ্দশঃ.
৪০	২০	১০৩২ হইতে	হইতে ১০৩২
৪৩	২	শ্রুতা	শ্রুত্বা
৪৩	২	মৌনীচিন্তারতোভবেৎ	মৌনীচিন্তারতোঽভবৎ
৪৫	২	ধন ধান্যতঃ	অপর পাঠ "(ধান্যতো) জ্ঞেয়ম্"
৪৫	৮	নসিদ্ধিমবাপ্নোতি	নসসিদ্ধিমবাপ্নোতি
৪৮	৪	পরিপাল্যেঽসৌ	পরিপাল্যোঽসৌ
৫৮	৬	দৃশ্যতে	দৃশ্যেত

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮	৬	বিনিদ্দিশেৎ	বিনির্দ্দিশেৎ
৫০	৪	যোগীবল্লভম্	যোগিবল্লভম্
৫০	৮	শিবম্	[illegible]ভূম্
৫০	৯	হিশৈলশিখরে	অপর পাঠ ("কৈলাস মূর্দ্ধণি ।")
৫০	১১	(২২	(২২)
৫১	৯	ভুমিদেবাণাং	ভূমিদেবানাং
৫৫	৪	ভঞ্জীপুরৌ	ভঞ্জীপুরে
৫৬	৩	সৌদগল্য	মৌদ্গল্য
৫৬	২	বিশ্বাশ্চৌধুরী	বিশ্বাসো চৌধুরী
৫৯	৭	গায়নস্ত্ত	গায়নস্ত
৬০	৩	নায়কৈৗ	নায়কৌচ
৬০	১২	ঝাময়ঃ	মাঝয়ঃ
৬১	৪	শিকারীচআদ্যাঃ	শিকারীচাদ্যাঃ
৬৩	৫	ভূমিপঃ	ভূমিপম্
৬৩	৩	দক্ষিণাদন্তেষেতে	দক্ষিণাদাগতাষেতে
৬৫	১০	সোনর	সেনের
৬৫	২১	ভূম্পতি	ভূপতি
৬৬	১০	হবেন	হয়েন
৬৭	১	দেবেন্দ্র	দেবচন্দ্র
৬৭	৬	দৃথক	পৃথক
৬৭	১৪	হহা	ইহা
,,	২২	মাহিষ্যযাজা	মাহিষ্যযাজী
৬৮	১	৩১৩	৩৫২
৬৯	১২	তৎযাজি	তৎযাজী
৭০	১	ভবেদাত্তিঃ	ভবেদার্ত্তিঃ
৭০	১৪	।হিষ্য	মাহিষ্য

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৯	৬	দত্বা	দত্বা
৭১	৭	মহাতা	মহাতপাঃ
৭১	৮	বিবা	বিবাহাষ্যাঃ
৭১	৮	পরম্পরম্	পরম্পরম
৭১	১২	প্রষা	প্রথা
৭৫	৫	এব	এবং
৭৬	১২	আনয়নেষ	আনয়নের
৭৮	২১	ব্রহ্মলুত্র	ব্রহ্মপুত্র
৭৯	২	থাশিষা	থাশিয়া
৭৯	২০	কায়ীধামে	কাশীধামে
৮০	১১	পদট্টি	পদটি
৮০	১২	বক্রবর্ত্তী	চক্রবর্ত্তী
৮০	১৯	বিম্বৃতি	বিস্তৃতি
৮১	৬	চুনীভূত	চুর্ণীভূত
৮২	৫	অন্তহিত	অন্তর্হিত
৮৩	১১	কযিলে	করিলে
৮৩	২২	ঘটনার কথা।	ঘটনার কথা। (৪১)
৮৪	১	দেশেষু	দেশে
৮৭	১০	ব্রাহ্মনাবাস	ব্রাহ্মণাবাস
৮৯	৩	গৌড়বাশী	গৌড়বাসী
৯০	১	চণ্ড কোশিকী	চণ্ডকৌশিকী
৯১	২৩	ষে	যে
৯২	৫	তধা	তথা
৯৪	১৯	বহুবাব	বহুবার
৯৪	৮	সমস্ত	সামন্ত
৯৮	৬	দ্বিজগণের	দ্বিজগণের
৯৫	২	বদহো	বদনো

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৫	৪	সেজন	সেনজ
৯৫	৯	ঋত্বিগভঃ	ঋত্বিগ্‌ভিঃ
৯৫	১৬	নৃপত্তি	নৃপতি
১০৫	৩	কয়াইয়া	করাইয়া
১০৫	২৩	৩২৮	৩২৯
১১০	১	উলুকান্দো	উলুকান্দৌ
১০২	৭	যশোধায়চাগ্নি প্রভঃ	যশোধরশ্চাগ্নি প্রভঃ
১০৭	১৭	বর্ত্তনান	বর্ত্তমান
১১১	৯	বোয়েচৈব	বোয়ৌচবৈ
১১৬	১২	জাউ	জীউ
১১৮	২	র্গাঙ্গাতটে	গঙ্গাতটে
১১৯	৯	ফাঁশীতলায়	ফাঁশীতলার
১২০	১৯	এব	এবং
১২০	৩	ভবানাপুরে	ভবানীপুরে
১২৫	২	ক্ষেমিদীয়ড়ে	ক্ষেমিদীয়াড়ে
১২৫	২১	শমমুদ্দীন	শমসুদ্দীন
১২৭	৬	ব্রাহ্মনবোড়ো	ব্রাহ্মণবেড়ৌ
১৩০	১২	হোন	হোম
১৩০	১২	হোন	হোম
১৩৪	১	য্যাথ	খ্যাত
১৩৫	২	রড়াসু	বড়াসু
১৩৭	৪	সন্নিধো	সন্নিধৌ
১৩৯	৫	যশোরেশ্বরা	যশোরেশ্বরী
১৩৯	৯	করিতেম	করিতেন
১৩৯	৫	যশোরেশ্বরা	যশোরেশ্বরী
১৪১	২	বংশীকুলডা	বংশীকুণ্ডা
১৪৪	২	বিরাজিতে	বিরাজতে

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৪	২	গোত্রায়	গোত্রীয়
১৪৯	৮	নাসরস্থ	নগরস্থ
১৫২	২০	৩৪৭-৩৪৮	৩৫৪-৩৫৮
১৫২	৪	জাভি	জাতি
১৫২	৭	বিষব	বিষয়
১৫৩	৪	৩৩৬৫	৩৬৫
১৫৫	৬	বে কুলীনা	যে কুলীনা
,,	৫	কৈবত্তানমি	কৈবর্ত্তনামিমি
১৫৫	৭	থেবসেয়ু	যেবসেয়ু
১৫৬	৩	চোধুরী	চৌধুরী
১৫৯	৪	ক্যাশ্যপ	কাশ্যপ
১৬০	১৪	ইস্মিথং	ইস্মিথ্
১৬১	২৩	ঐহাসিক	ঐতিহাসিক
১৬২	২	হাইবে	যাইবে
১৬৫	১২	তাহারপ	তাহারও
১৬৮	১২	পরিক্ষিত	পরিলক্ষিত
১৬৮	৬	গোপ	গো
১৬৯	১	আভার	আভীর
১৬৯	৩	প্রাচান	প্রাচীন
১৬৯	৪	আাসয়াছেন	আসিয়াছেন
,,	১৬	অতাত	অতীত
,,	১৮	নগরাস্থিত	নগরীস্থিত
,,	১৯	বঙ্গায়	বঙ্গীয়
১৭০	১৭	যাবগণ	যাদবগণ
১৭০	২১	পরিচাবক	পরিচায়ক
১৭৫	১১	হইয়াছেম	হইয়াছেন
১৭৬	১৯	বেথার	রেথার

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮০	৩	গরিকা	গরিফা
১৮০	১৬	জমাজও	সমাজও
১৮০	২২	ব্যপিয়া	ব্যাপিয়া
১৮৩	১৮	সনৈঃ	শনৈঃ
১৯০	১৫	জণ্য	জন্য
১৯৩	৪	দ্রাবিড়ত	দ্রাবিড়ত্ব
১৯৪	৭	শ্রীমুক্ত	শ্রীযুক্ত
১৯৫	৩	ব্যস	ব্যাস
১৯৭	১০	কয়প্রদ	করপ্রদ
২০০	১৬	মণ্ডপেয়	মণ্ডপের
২০৫	৩	সম্পদায়ের	সম্প্রদায়ের
২০৮	১৪	ব্রাহ্মগণ	ব্রাহ্মণগণ
২১৬	১০	বক্রেশ্বর	বক্রেশ্বর
২০২	১২	সাখ্য বেদান্ত	সাংখ্য বেদান্ত
২০৩	১৯	প্রমাণ্য	প্রামাণ্য
২০৪	২৩	আমায়	আমার
২১৫	২২	শ্রীশৈল পর্ব্বকে	শ্রীশৈল পর্ব্বতে
২১৮	২	হিতাকাক্ষী	হিতাকাঙ্ক্ষী
২১৯	১৫	ব্রহ্মণ	ব্রাহ্মণ
২২৫	২২	বিন্ধ্যাস্তো	বিন্ধস্তো
২২৭	২০	আখ্যাশ	আখ্যায়
২৩১	১৭	মাহিষ্যাজীব্যাশ	মাহিষ্যযাজীব্যাস
২৩৪	৯	মাহিস্য	মাহিষ্য
২৩৮	১০	মাহিষ্যবাজী	মাহিষ্যযাজী
ঐ	১১	কলিকাতায়	কলিকাতার
২৪২	১	বিশকোষে	বিশ্বকোষে
২৫৩	১৯	দ্রবষ্ট্য	দ্রষ্টব্য

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪৫	২২	জৌনপুরে	জৌনপুরে
২৫১	৩	বঙ্গানুবাদ	বাঙ্গানুবাদ
,,	,,	আমায়	আমার
২৫২	৩	ব্রাহ্মণ-পত্রে	ব্রাহ্মণ-পুত্রে
,,	,,	অতকিত	অতর্কিত
,,	৫	মাহিষ্য-যাজী	মাহিষ্যযাজী
২৫৩	১৬	প্রমাশিত	প্রমাণিত
২৫৬	৫	মাহিষ্যবিবৃত্রি	মাহিষ্যবিবৃতি
২৬০	৮	অস্মাৎ	অস্মৎ
২৩২	,,	গদাবরের	গদাধরের
১৬১	১	১৬১	২৬২
,,	১১	বোতলের	বেতালের
,,	২৩	কারিকারকে	কারিকরকে
২৬৩	৫	ছিলেন	ছিলেন
,,	,,	মাহিষ্যজাতি ;	মাহিষ্যজাতি
২৬৬	২১	নিদ্দিষ্ট	নির্দ্দিষ্ট
২৬৭	১৬	হয় কেন	কেন
২৬৮	১০	পুরোহিত	পৌরহিত্য
২৭১	১৬	pastrity	posterity
,,	,,	পেরে	পরে
২৭৪	১০	রাঢ়ীর	রাঢ়ীয়
২৮১	৯	ভুবানীর	ভ্রাণীর
,,	১৯	রাঢ়ীর	রাঢ়ীয়
,,	২১	সমিচীর	সমিচীন
২৮২	১২	প্রাস্ত	প্রাপ্ত
২৮২	১২	কাউদষ্ট	কীটদষ্ট
২৮৪	১০	সমসনয়িক	সমসাময়িক

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮৮	১	২৮৮	২৮৮(a)
২৮৮a	১৬	১২৮০	১২৯৬
*২৯২	১৭	পারে	পারে গ্রী।
,,	১৮	বলি	বলিয়া আমার
,,	২১	যথ	যথন
,,	২২	পরা-গণ	পরাশরগণ
,,	২৩	মর্য্যা	মর্য্যাদা
*২৯০	৬	দুই	ভিন্ন
,,	১৬	অতাত	অতীত
৩০০	১৫	পরিশিষ্ট	পরিদৃষ্ট
,,	২৩	যে	যে
৩০৫	১২	আশ্বলয়েনের	আশ্বলায়নের মতে
৩০৬	১০	জাবদগ্ন্য	যামদগ্ন্য
,,	২০	গোত্রে	গোত্র
৩০৮	১১	জালদগ্ন্য	জামদগ্ন্য
,,	১২	গুলতে	গুলিতে
,,	১২	জস	জন
৩০৯	১৩	রশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ
,,	১৪	স্নাক্ত	শাক্ত
,,	১৫	ইধনঞ্জয়	ধনঞ্জয়
৩১১	৫	বথন	যেমন
,,	৬	বিপ্লরের	বিপ্লবের
,,	৭	যথন	সেইরূপ মাহিষ্যগণ রাঢ়
৩১১	১১	বহিতেছেন	যাইতেছে
,,	১৬	প্রযোজ্য	প্রয়োজ্য ;
৩১১	১৯	বিস্তারিভ	বিস্তারিত
		লিখিত	লিখিত

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১৮	১৭	দিম	দীন
৩২২	১২	বশিষ্ট কম্ম	বশিষ্ঠ কম্ম
৩২২	২২	বিগ্রহেব	বিগ্রহের
৩২৪	৮	ভ্রান্তমত	ভ্রান্তমত
,,	১১	১৩৩৮	১৩৩৪
,,	২২	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
৩২৫	১৭	ববিয়া	বলিয়া
৩২৬	৬	সকালে	সেকালে
৩৩১	২০	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
৩৩২	২	খড়বেত্তা	গড়বেতা
,,	২	সিন্দুবা	সিন্দুর
,,	১২	মামক	নামক
,,	১৩	প্রদেশ	প্রদেশে
৩৩৩	৯	প্রবাসী	প্রবাসীর
৩৩৪	১৯	জালজীব	জালজীবি
৩৩৫	২৫	১১৯	১২৯
,,	,,	৩৫	৩৩৫
৩২৯	১৩	সসয়ে	সময়ে
৩৩৬	৮	মমে	মনে
৩৩৯	১৬	আগস্ত আণিক	আস্বর্গণিক
৩৪১	১১	দ্বিতয়	দ্বিতীয়
৩৪৩	৯	পার উত্তর	উত্তর পার
৩৪৩	১৮	শ্লোকে	শ্লোক
৩৪৭	১৮	মেনিনীপুর	মেদিনীপুর
,,	৬	প্রাচান	প্রাচীন
৩৪৯	৬	বত্তমান	বর্ত্তমান
,,	১২	ত্যাগা	ত্যাগী

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫০	৬	অশোচ	অশৌচ
৩৫২	১৪	১৯ ভাগ	* ১৯ ভাগ
৩৫৩	৩	তহো	তাহা
„	৮	আণ্ডোলন	আন্দোলন
„	২১	পাঁতিহাসে	পাঁতিহালে
৩৫৬	১০	পাশ	শাপ
৩৫৭	৩৬	উশানাব	উশনায়
৩৫৮	১৯	সুদর্শল	সুদর্শন্
৩৫৯	১৩	৪	৩
৩৬১	৬	মাধ্যে	মধ্যে
৩৬৪	১২	রাক্ষসাহ	রাক্ষসোহ
৩৬৬	৯	মূর্দ্ধাভিশিক্ত	মূর্দ্ধাভিষিক্ত
„	১২	বৌধায়নাদিরা	বৌধায়নাদির
৩৬৮	২০	কম্মাভু	কম্মান্ত
৩৭০	২	যম্মেজয়ের	যম্মেজয়ের
৩৭১	২	শাত্রায়	শাস্ত্রীয়
৩৭২	৮	প্রহীয়তো	প্রহীয়তে
৩৭৬	৫	সবণঃ	সবর্ণা
„	৪	খেচাস্থ	খোঢ়াস্থ
৩৮০	২৩	ব্রাহ্মণের	ব্রাহ্মণের
৩৮১	২৪	সেহজন্ত	সেইজন্ত
৩৮২	১২	বৈশ্যপত্নী	বৈশ্যাপত্নী
৩৮৩	১	অশবর্ণা	অম্বর্ণা
„	৫	ধর্ম্মাত্ত	ধর্ম্মাত্ব
৩৮৪	২০	শ্রীশ্যাচরণ	শ্রীশ্যামাচরণ
৩৮৫	১৮	চুড়ান	চুড়ান্ত
৩৮৬	২৬	খিশুদাশন	বিশুদাসন

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮৯	৯	বহু	বহু
৩৯০	৫	বৃিতসবিস্তার	সবিস্তারবিবৃত
৩৯১	৫	াকঞ্চিৎ	কিঞ্চিৎ
৩৯২	৬	অম্বষ্ট ;	অম্বষ্ঠ,
৩৯৩	৯	জানাঞ্জন	জ্ঞানাঞ্জন
৪০৫	৭	বস্ত্রা	ভস্ত্রা
৪০৬	৫	নন্দক	নন্দ
৩৯৫	২	চক্রবর্ত্তি	চক্রবর্ত্তী
৪১৫	১৩	হইয়াছেন	করিয়াছেন
৪১৬	৫	০০	৫০
৪১৮	৩	অনুমতি	অনুমিত
ঐ	১১	বাঙ্গলায়	বাঙ্গলার
৪২৮	১৮	পোপ	গোপ
৪৩৪	১৯	সমাজরে	সমাজের
৪৩৫	৬	তাইাতে	তাহাতে
৪৪২	১৯	নির্দ্দিষ্ঠ	নির্দ্দিষ্ট
ঐ	২০	অদ্দেক	অর্দ্ধেক
৪৬৩	১২	নন্দলান	নন্দলাল

উপনোট

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১৩	অপস্তম্ব	আপস্তম্ব
১১	১৩	কপো	কপোল
১৭	১০	বি	বিধি
২৫	১১	চৌঃ	প্রকাশচন্দ্র সরকার
২৬	৯	আমবা	আমরা
২৮	১২	উপবেন	উপবেশন
,,	১৫	ভোজন	ভোজন
৩৬	২১	ব্রাহ্মণেস্যোক্তং	ব্রাহ্মণস্যোক্তং
,,	২২	বৈশ্যস্থধন	বৈশস্যধন
,,	২৩	শর্ম্মাণ্ডং	শর্ম্মান্তং
৪০	১৩	ক্ষত্রিয়াশ্বতাঃ	ক্ষত্রিয়াস্বতাঃ
৪৫	১৫	জিজ্ঞাসমনানাম	জিজ্ঞাসমানানাম্
৪৯	১৯	হইবে	হইব
৫০	২০	আমাথিগকে	আমাদিগকে
৫৭	২০	দৌভাগ্যং	দৌর্ভাগ্যং
৫৮	১৫	বালেহি	বালাহি
৬৫	৪	ল	শোল
,,	৫	বাস	সহবাস
,,	৮	বা	হংস বা
,,	৯	না	-দশনা
,,	১৪	"বিশিষ্টার পরে"	"রোগিনী" বসিবে
,,	১৫	যা	শূন্ত।
,,	১৭	।রবে	করিবে
,,	২৩	য়া	যে হইয়া

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭০	৫	া	হইয়া
,,	৫	ভাগ্যবতী	সৌভাগ্যবতী
,,	৯	রীর	নারীর
,,	১৪	য়	স্থায়
,,	১৮	ম	স্বম
৭৩	২১	চতর্থেহহনি	চতুর্থেহহণি
৭৫	১৭	স্বদরে	স্বদারে
৭৭	২১	জ্শসা	জ্শনা
৮৮	১২	কবিকুলেরব	কবিকুলের
৯০	২০	হ্যনাণং	হ্যানাথাং
৯২	২০	পুত্রাণং	পুত্রাণাং
১১৯	১৪	করঅ	করত
,	২০	করেন	করেন।
,,	২৩	ওদল	স্বদল
১২০	২	তাম্রলপ্তের	তাম্রলিপ্তের
,,	৭	প্রআপে	প্রতাপে
১২১	১৩	হালিককৈবর্ত্তবীর্য্য	হালিক-কৈবর্ত্তবীর্য্য
,	১৬	মহাপ্রভাপান্বিতা	মহাপ্রতাপান্বিত
১২৫	১০	বংশভুত	বংশভূত
,,	,,	পরস্পরা	পরস্পরা
১২৬	৭	উচ্চচুড়	উচ্চচূড়
১২৭	২	কনকী	কণকা
,,	১৪	কুলে	কুল
১২৮	১৪	স্মূত্রে	স্মূত্রে
১২৯	৯	আসন্নদায়ন	আসন্নদায়ান
১৩০	৯	ইন্দ্রানী	ইন্দ্রাণী
,,	১১	ইন্দ্রানীর	ইন্দ্রাণীর

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩২	২২	ভৈজ্য	ভৈষজ্য
১৩৩	২২	অধীনস্থ	অধীন
১৩৬	১৬	মাহিষ্যাগ্রাগণা	মাহিষ্যাগ্রগণ্য।
১৪০	১৮	নিম্নগণ	নিম্নগন
,,	২০	নিরধিতি	চিরবিধি
১৪২	৭	পুরুষসব	পুরুষের
,,	৯	সতিশ	সতীশ
১৬৩	৩	ওক্ককেশ	পক্ককেশ
* ,,	১১		*
১৬৬	১৭	হালিকগণ	জালিকগণ
১৬৮	১৩	কামবশতঃ	ইচ্ছা হইলে
১৬৯	৮	বিশ্বমিত্র	বিশ্বামিত্র
১৭৩	১১	হইয়াছে	হইয়াছে।
১৭৫	৫	*	*
১৭৮	২১	সতিশ্মিন্নেব	সতশ্মিন্নেব
১৮৬	১০	ইহার	ইহারা
১৮০	২০	*	*
১৮১	৩	ক্ষত্রি.য়র	ব্রাহ্মণের
,,	৫	বৈশ্যের	ক্ষত্রিয়ের *
১৯০	১	১ এক্ষণে	
,,	১	সমস্ত	সমস্ত
২০২	১৫	৬	
২০৫	৫	ক্ষত্রবীর্য্যে	ক্ষত্রবীর্য্যেণ

* মাহিষ্য প্রকাশ ১ম ভাগ ২য় অধ্যায়। *পাতের শেষ লাইনের নীচে কাল লাইন বসাইয়া ষ্টার দিয়া "ভুল পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশেষ আলোচনা শেষ নোটের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় দেখ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৭	১০	উল্লৈখ	উল্লেখ
২০৯	১৮	দ্বিজৈরুৎপাদিনান্	দ্বিজৈরুৎপাদিতান্
২১৪	৭	ধান্যধমতঃ	ধান্যধনতঃ
২১৫	৬	১৬	২৬
২২৫	২২	৩	৪
২২৬	১৩	জন্মমতঃ	জন্মতঃ
২৩৫	১	দ্বিতীয়	তৃতীয়
২৫২	১০	নীচেকার	লাইন বসিবে
২৭৬	১১	ধব	ধর
২৭৭	৫	evry	very
২৭৮	১	মগুল	মণ্ডল

উপক্রমণিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে ইংরাজ এতবড় কেন? এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে যাইলে আমার মনে হয় যে ইংরাজ ইতিহাসের ও প্রত্নতত্বের সমাদর জানে তাই সে আজ সমস্ত সভ্য জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কোথায় কোন যুগে পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে একটি সামান্য আম্র বৃক্ষের গুঁড়ী-কাষ্ঠের দ্বারা কর্ণেল ক্লাইভের জীবন রক্ষিত হইয়াছিল তাই সে আজ সেই আম্রবৃক্ষটির স্মৃতি জাগরুক রাখিবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আম্রবৃক্ষের গুঁড়ী কাষ্ঠটি অতি যত্নে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে; আর ভেতো বাঙ্গালী আমরা, আমাদের বীরেন্দ্রকেশরী ভারতগৌরব সাহিত্যকুলাবতংশ মোহনলালের কথা কিম্বা বীরেন্দ্র সিংহ, দুর্গাদাসের বা রাজা হরিদাসের কথা একবার মুখেও আনি না। সামান্য নীলকুঠীর একজন নগণ্য সাহেব ফরাদ[illegible]র সুদূর প্রান্তে দেহত্যাগ করিয়াছে, আর তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণ জন্য অতি সামন্য ভাবেরও একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়া তদুপরি তাঁর নাম ধাম এবং কীর্ত্তিকলাপের পরিচয়-মেখলা জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত করিয়া রাখা হইল, আর আমাদের সম্প্রদায়ের কত শত মহাপুরুষ জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা ত দূরের কথা, আমরা তাঁহাদের জন্য একবার চিন্তাও করি না, তাঁহাদের পূত নাম পর্য্যন্তও মুখে আনি না। আমরা এইরূপ অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী!! কলহ প্রিয়,

অশিক্ষিত, পরশ্রীকাতর, হিংসাপূর্ণ আমার স্বজাতির ত কথাই নাই। দশে মিলে একটা জাতীয় কাজ আমরা করিতে পারি না ও শিখিলামও না। পক্ষ ও দল লইয়া দেশে আত্মকলহ ও দলাদলির অভাব নাই।

আর—সুলতান মামুদ হইতে আরম্ভ করিয়া লাট আর উইনের ভারত শাসনের শেষ দৃশ্য পর্য্যন্ত ধারাবাহিক বিবরণ অতি সুন্দরভাবে পর পর লিপিবদ্ধ আছে। ইংরাজ শাসনের ত কথাই নাই। কলিকাতার গড়ের মাঠই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লর্ড ক্লাইভ্ হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড কার্জ্জনের অনন্ত প্রস্তরমূর্ত্তি অতি সযতনে রক্ষিত হইতেছে। অবশ্য আমি একথা বলিতে ভরসা করিতে পারি না যে আমাদের কিছুই ছিল না। ছিল আমাদের সবই। নভেলী যুগের বিলাসের আবর্ত্তনে পড়িয়া, ভেদজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া জাতীয়তা হারাইয়া আমরা নিজেদের যাহা কিছু ছিল তার সমাদর করিতে শিখি নাই; তাই আমরা এত দীন ও ক্ষীন ভাবে সমাজ মধ্যে নিগৃহিত ভাবে কালযাপন করিতেছি; বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ রামায়ণ মহাভারত, তন্ত্র, কোষ, কাব্যশাস্ত্র প্রভৃতি আলোচনা করিলে আমাদের পূর্ব্বস্মৃতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, আমাদের অতীত অগৌরবমণ্ডিত ছিল না; কিন্তু আমাদের শিক্ষার ফলে, সেগুলি আজকাল ত্যক্ত ঝুড়ির আবর্জ্জনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আমাদের ঠাকুরদাদার গল্প কথায় বা ভাট ও চারণের মুখে যে সকল অতীত গৌরব গাথা অতি সযতনে রক্ষিত হইত, তাহাও এখন অতীতের অন্ধকারময়-তামসী গর্ভে নিহিত হইয়াছে!!

এখন নাটক নভেলের যুগের আবর্ত্তনে পড়িয়া আমরা ঐতিহাসিক সত্য আমাদের হৃদয় হইতে একেবারে দূরে অপসারিত করিতে বসিয়াছি, সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সেই লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বাঙ্গালী জাতি বিশেষতঃ এত অধঃপাতিত ও নির্য্যাতিত মাহিষ্য-জাতি ধরাপৃষ্ঠে সত্ত্বা বজায় রাখিতে যে কখন সমর্থ হইব তার ভরসা অতি কম। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে ভারতের তথা বাঙ্গলার প্রত্যেক গ্রামের মাটির পাদবিক্ষেপে প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ গ্রথিত আছে; যে জাতি তাহা উদ্ধার করিয়া সাধারণের নেত্রের গোচরীভূত করিতে পারে সেই জাতিই বরেণ্য এবং উন্নতির উচ্চ সোপানে অচিরে উঠিতে পারে। আমরা মাহিষ্য জাতি, আমাদের লুপ্ত গৌরবের ইতিহাস যাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা বরেণ্য এবং ধন্য। মাহিষ্য-প্রকাশ, মাহিষ্য-বিবৃতি, মাহিষ্যকুল-কল্পদ্রুম, মাহিষ্য-সমাজ, ভ্রান্তিবিজয়, উদ্দীপনা, মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি, মাহিষ্য-বিবাদ-ভঞ্জার্ণব, মাহিষ্য-সন্দর্ভ, সেবিকা, মাহিষ্য-বান্ধব, বিজয়াব-সান, শ্রীরামচরিত, মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত-জাতি, মাহিষ্য-পুরোহিত, তমলুকের ইতিহাস, "গয়ার ইতিহাস," "বঙ্গের পুরোহিত-ঠাকুর", মাহিষ্যদর্পণ, ব্রাহ্মণ-সংহিতা, মাহিষ্যসিদ্ধান্ত, মাহিষ্য-প্রসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ ও মাসিক সংবাদ পত্রিকার লেখকগণ এই জাতি সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক তথ্য সকল বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস সংকলনের অর্গল-বদ্ধ-দ্বার কতক পরিমাণে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সে বিষয়ে

অনুমাত্র সন্দেহ নাই। উল্লিখিত "মাহিষ্য-প্রকাশে" গদাধরের কুলজী প্রকাশ করিয়াছি। এখন স্বজাতিবর্গ এবং মাথার মুকুটমণিস্বরূপ বঙ্গের বিশাল মাহিষ্য সমাজের পূজ্য এবং প্রণম্য বঙ্গ-গৌড়নিবাসী-দ্রাবিড় শাখান্তর্গত ভূদেবগণের আনুকূল্যে এবং সাহায্যে এই বহুকাল হইতে লুপ্ত "গোবর্দ্ধনের বৃহৎমাহিষ্য-কারিকা" প্রকাশিত হইল। মিঃ রিজলীও হাণ্টার তাঁহাদের পুস্তকে এই কারিকার বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ১৬০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। ইহার দ্বারা এই বিশাল ক্ষত্র—বৈশ্যাচারা মাহিষ্যসমাজ যদি নিজেদের বিরাট হিন্দু সমাজে স্থান ও অধিকার বুঝিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব এবং বাঙ্গলার এই বিশাল হিন্দু পরিবারের মধ্যে মাহিষ্যের স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে দুর্ঘট হইবে না। আমরা ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য তাহা স্থির করা একান্ত প্রয়োজন। যদি কায়স্থ মহাশয়গণ ক্ষত্রিয়-বর্ম্মা হইতে পারেন, যদি বৈদ্য মহারাজগণ শাস্ত্র ও যুক্তির বলে তাঁহাদের লুপ্ত ব্রাহ্মণত্বের পদবী আজ পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, যদি যুগীগণ যোগী হইতে পারেন, পুণ্ড্রগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে পারেন, তাহা হইলে বঙ্গের ২৪ লক্ষের বিশাল-মাহিষ্য-সমাজ তাঁহাদের নানা বিপ্লব রাজাত্যাচারাদি প্রযুক্ত লুপ্ত ক্ষত্রিয়ত্ব কি পুনরুদ্ধার করিতে পারেন না? এই সকল কথা এই পুস্তকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা পাঠক মহোদয়গণ কৃপা করিয়া যত্নে পাঠ করিলে তাঁহাদের সকল সন্দেহই নিরসিত হইবে। "সময়" পত্রিকার সন্নিবিষ্ট ধারাবাহিক এসম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি সেই জন্য এই পুস্তকের যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। এই জাতি সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক কথা

ও তথ্য বিগত ২০বৎসরের "সাহিত্য-সমাজ" পত্রিকা পাঠ করিলে জানা যাইবে। প্রত্যেক স্বজাতিবৎসল সাহিত্যের এই পত্রিকা পাঠ করা একান্ত দরকার ও কর্ত্তব্য। তবে ইহা স্পষ্টই এইখানে বক্তব্য যে ইহার পরিচালন ভার বিজ্ঞ শিক্ষিত ও নিরপেক্ষ লোকের হস্তে সদাই প্রতিষ্ঠিত থাকা চাহি। আমরা তাহা করি না বলিয়া আমাদের সমিতির দুরবস্থা ও দুর্দ্দশা!!! আমার স্বজাতির বিশ্বাস ও আস্থা সেই জন্য জাতীয় সমিতির প্রতি শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

মৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত ৺গদাধরের কুলজীর দ্বারা এই বিশাল সাহিত্য সমাজের কম হিত সাধিত হয় নাই। এই কারিকার শেষ নোটে সকল কথাই একরূপ বলিয়াছি। ৩১৮-৩১৯শ্লোকে এই জাতির মধ্যে যে যে উপাধিধারীগণ সমাজে প্রখ্যাত এবং বিশেষ সম্মানার্হ তাহা বিবৃত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে আজকাল নানা দেশে বহু বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "সাহিত্য" সমাজ আছে, কিন্তু আমাদের জাতির মধ্যে স্বজাতিবাৎসল্য এবং জাতীয় প্রেমের এত অভাব যে বহু চেষ্টা ও পত্রোপচারেও তাহার উত্তর এবং জাতীয় অনুসন্ধানের তথ্য পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় যে বিগত ৫৭ বৎসরের তীব্র আন্দোলনে এই জাতির মধ্যে একটি জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে; এখন প্রচার কার্য যাহাকে ইংরাজীতে "প্রোপাগাণ্ডা ওয়ার্ক" (propaganda work) বলে তাহা শিক্ষা-বিস্তার এবং জাতীয় আন্দোলনের বিষয় সম্বন্ধে সমাজ মধ্যে প্রচার এবং জ্ঞাপনের জন্য করিতে হইবে। তাহার জন্য সম্যক্ অর্থ আমাদের নাই বা থাকিলেও তাহার অপব্যয় হয়

এবং সমাজ মধ্যে এমন নেতা নাই যিনি বরেণ্য বাবু বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বা অপর কোন ঐ রূপ জাতীয় নেতার মত সৎকার্য্যে জাতীয় চিন্তা-স্রোতকে অভিধাবিত করিতে পারেন। জাতীয়তা ছাড়া ব্যক্তিগত উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে না।

আমার মনে হয় যে আমাদের এই জাতীয় কাজ সুচারুরূপে সমাহিত হইতে পারে না, যদি আমাদের জাতীয় পুস্তকগুলির নূতন্ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া প্রচার কার্য্য করা না হয়; কিন্তু সেদিকে বা কৃষি গো-রক্ষা গো-চিকিৎসাদির উন্নতির দিকে আমাদের স্বজাতিবর্গের দৃষ্টি কোথায়? কারিকা এবং কুলজী পাঠে এবং "মাহিষ্য-প্রকাশ", "ভ্রান্তি বিজয়", "মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি", "মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত", "উদ্দীপনী", প্রভৃতি দৃষ্টে জানিতে পারি যে এই জাতিই দ্বাপরের গোপ জাতি; ইহারা ক্ষত্র-বৈশ্য জাতি। সব কথাই কারিকার শেষ নোটে দেখান হইয়াছে। জাতি তত্ত্বের কোন কথাই এই কারিকায় অপ্রকাশিত রাখা হয় নাই। এখন জাতীয় জীবন গড়িতে হইলে দেশকাল এবং পাত্র ভেদে এই জাতির ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া জাতীয়-সংঘ গঠন করিতে হইবে; জাতীয় আচার, নীতি, ব্যবহার, বৃত্তি আদির ক্রমিক উন্নতি করিতে হইবে; এই জাতির ভিন্ন ভিন্ন উপসমাজ মধ্যে যে সকল আবর্জনা কুরীতি ও কুনীতি আদি অলক্ষিতে প্রবিষ্ট এই সমাজকে উৎসাদিত করিতেছে, সেইগুলি স্থানীয় নেতাদের ক্রমে ক্রমে সমাজ হইতে অপসারিত করিতে হইবে।

কৃষি এবং গো-রক্ষাই এই জাতির জীবনোপায়ের প্রধান বৃত্তি। তাহার উন্নতি এবং রক্ষা কিসে সংসাধিত হইতে পারে তা

আমাদের যুবকদের স্বতই দেখা কর্ত্তব্য। বক্তৃতার দিন গিয়াছে, এখন কর্ম্ম এবং কর্ম্মীর আদরের দিন আসিয়াছে। আমাদের সাহিত্য যুবকদের জাতীয় আন্দোলনে সহানুভূতি বা ঐকান্তিকতা খুবই কম দৃষ্ট হয়, এটা জাতীয় এবং জাতিগত মহা ব্যাধি। ইহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

কোন কোন গুণ্ড-মাতিস্যাবাজী দ্বিজ সমাজ ২।১টি কাণ্যকুব্জীয়-ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তাঁহারা "দ্রাবিড়" শ্রেণার আদৌ নহেন; বাঙ্গলায় তাঁহাদের পৃথক কোন বড় সমাজ "দ্রাবিড়" বা পরাশর বা ব্যাসগণের স্থায় নাই। "ব্যাস বা ব্যসক" অথবা পরাশরগণের শীরায় শীরায় ধমনীতে ধমনীতে দ্রাবিড়-শোণিত বর্ত্তমান আছে। তখন তাঁহাদের "দ্রাবিড়" নামে পরিচয় দিতে কোন আপত্তি ধর্ম্মতঃ, শাস্ত্রতঃ, এবং ব্যবহারতঃ অথবা ঐতিহাসিকতঃ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে শেষ নোটে সকল কথাই বলা হইয়াছে। এই পুস্তক প্রণয়ন ও সংকলন করিতে আমি পণ্ডিত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী শর্ম্মা, অনন্তরামপুর, নিবাসী শ্রীনৃত্যগোপাল দেব শর্ম্মা,হাবড়া,—উগার দহের পণ্ডিত ৺নারায়ণচন্দ্র দেবশর্ম্মা, পণ্ডিত অনন্তরাম বাজপেয়ী সাং মোজফরপুর, গয়া খরখুরা টোলের, জ্যোতিষাধ্যাপক পণ্ডিত পুরুষোত্তম শর্ম্মা, পণ্ডিত উমাশঙ্কর যজুর্ব্বেদী, সাং শ্রীনগর, কাশ্মীর, পণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিহোত্রী জয়পুর, রাজপুতানা, পণ্ডিত শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জুইল্যা, হাবড়ার পণ্ডিত মহজ্জুবাবু ৺অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী,পণ্ডিত ৺কেদারনাথ মিশ্র, M A. PhD. পণ্ডিত ৺পুষ্কর শর্ম্মা, ৺রমাপতি মিশ্র, পণ্ডিত শ্রীদেবতা চরণ সাং গয়া, পণ্ডিত নানরত্ন শর্ম্মা, পণ্ডিত পদ্মনাথ শর্ম্মা

সাং কাশী, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল মদন্ধু মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র গুহশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন শর্ম্মা ও ৺পার্থ সারথী আমানুগার সাং মাদ্রাজ এবং বাবু সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস ও মৎপুত্র শ্রীমান শঙ্করনাথের নিকট এই কারিকা সংকলন কালে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি; তাঁহাদের ধন্যবাদ না দিয়া ও শ্রীশঙ্করনাথকে আশীর্ব্বাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এইখানে শেষ ব্যক্তব্য যে আমার সমব্যবসায়ী হাইকোর্টের উকীল ও বিপশ্চিতাগ্রগণ্য পণ্ডিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ শাস্ত্রী মহাশয় এই কারিকার প্রুফ্ ও স্থানে স্থানে কৃপা করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য তিনি কেবল আমার একক নহে, বরং সমগ্র ২৮ লক্ষ মাহিষ্য সমাজের ধন্যবাদার্হ। তিনি এই কৃপা না করিলে ও আমাকে উৎসাহিত না করিলে বোধ হয় এই কারিকা আদৌ প্রকাশিতই হইত না।

এই কারিকার শেষ নোটে ও স্থানে স্থানে শ্লোকের নোটে বহু আবশ্যকীয় কথা বলা হইয়াছে। এই সকলগুলি পাঠ করিলে ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগ "মাহিষ্য-সমাজ" পত্রিকা দেখিলে বাঙ্গালার এই বিশাল জাতির সামাজিক অবস্থার কথা কতকটা জানা যাইবে। পুস্তকখানি আরও সুন্দরও সম্পূর্ণ করা যাইত যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দলপতি, নেতা ও শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় এই জাতীয় ইতিহাস সংগ্রহে সাহায্য করিতেন। আমাদের জাতির মধ্যে অপর সম্প্রদায়ের মত এই সহানুভূতি নাই বলিয়া আমার মনে হয়, আমরা এত পদদলিত ও নিষ্পিষ্ট হইয়া সমাজ মধ্যে অবস্থান করিতেছি। মাহিষ্য নামে আত্ম-

পরিস্থর দিলে, বা ১৫ দিন অথবা ১২ দিন অশৌচ গ্রহণ করিলে সব দায়িত্বের অবসান হয় না; জাতীয় জীবন ও চরিত্র গড়িয়া তুলিতে হইলে এমন অনেকগুলি উপকরণ আছে যাহার দ্বারা ইহা পরিপুষ্ট হইতে পারে কিন্তু আমাদের তাহা নাই।

এই পুস্তক প্রকাশ করিতে বড় বিলম্ব হইয়াছে তাহার জন্ত আমি সমাজের কাছে বিশেষ লাঞ্ছিত আছি। এই পুস্তক সংকলন সময়ে আমি প্রতিজ্ঞা করি যে এই পুস্তকের জন্ত নিজ হইতে এক পয়সা বাহির করিব না ইহা জাতীয় কাজ, স্বজাতি ভ্রাতাদের প্রত্যেকের কাছে দ্বার দ্বার ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া সমাজ মধ্যে বিতরণ করিব। তাহা করিতে এত বেশী কাল বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্ত পাঠকগণ আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। যদি এই কুম্ভকর্ণী-নিদ্রাভিভূত জাতির নেতা, সমাজপতি ও স্বজাতি ভ্রাতাগণ সময়ে তাঁহাদের শক্তিমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য দান করিতেন, তাহা হইলে এই পুস্তক বহু সকাল সকাল প্রকাশিত হইত। এই বিলম্বের কারণ হইতেছে আমাদের জাতির কাজে সহানুভূতির অভাব, অশিক্ষা, এবং পরস্পরের পরস্পরের উপর অবিশ্বাস ও নব উদীয়মান তথাকথিত আজকালকার শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের এই জাতীয় আন্দোলনে ঔদাসিন্ত ও স্বজাতি-বাৎসল্যের অভাব। আমার মনে হয় সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত এই সকল দোষগুলি সমাজ হইতে ক্রমশই তিরোহিত হইবে এবং এই জাতির সকল লোকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থান, জেলা ও মহকুমা হতে সমবেত শক্তির দ্বারা কলিকাতায় কেন্দ্রীয়

সাহিত্য সমিতিকে পুষ্ট করিয়া সাহিত্য-ক্ষত্রিয় নামের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। ইহা ছাড়া মুদ্রাকর প্রমাদ ত আছেই।

পাঠক মহাশয়গণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন যে ৪৫৸৹ টাকায় ৫৭।৫৮ ফর্ম্মা ১২ পেজী ডিমাই বই এই মহার্ঘের দিনে কি ছাপা হইতে পারে? বহু স্বজাতীবৎসল মহোদয় আছেন যাঁহারা এই জাতীয় কার্য্যে দান ও ভিক্ষা স্বীকার করিয়া এবং পত্র দিয়াও অঙ্গীকার পালন করেন নাই। এইত আমাদের জাতির এবং সমাজের দুর্দ্দশা !!!

যে সকল বরেণ্য সাহিত্যগণ অতীতযুগে এই ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপে, শোর্য্যে বীর্য্যে ইতিহাস পৃষ্ঠা উদ্ভাষিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত আমরা অনুসন্ধান করি না। ভেলোর বিদ্রোহ দমনে একজন প্রধান বীর ও কর্ম্মী শ্রীযজ্ঞেশ্বর সরকার বা তাঁহার মত কত শত সহস্র বিস্মৃত সাহিত্যের কীর্ত্তিকলাপ আমরা অবগত নহি এবং অনুসন্ধানও করি না। পাটনা গয়া পালামু আদি বিহার প্রদেশের জেলা সমূহে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীউমেশচন্দ্র সরকারের প্রতিভা ও কীর্ত্তিকলাপ ও স্বজাতি-বৎসলতার কথা কয়জন সাহিত্য অবগত আছেন? "সরকার বংশের ইতিহাস", "শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসের "বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী" তথা "গয়ার ইতিহাস" যত্নে পাঠ করুন, এইরূপ কত শত স্বজাতি মহাত্মাগণ আছেন বা গত হইয়াছেন, যাঁহাদের জীবনি ও ইতিবৃত্ত জাতীয় পত্রিকায় স্থান পর্য্যন্ত পায় না। জাতীয় পত্রিকাখানি স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া পড়িয়াছে। আমার স্বজাতি ভ্রাতাদের এদিকে কি আশু দৃষ্টি

পড়িবে? আশা করি তাঁহারা আমার পাতিহাল ও আনন্দনগরের তথা ভাই শ্রীশরচ্চন্দ্র রানা বাবুর ১৩৩৭ সালের নীতির অভিভাষণ পাঠ করিয়া কার্য্য করিবেন। ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে হিন্দু জাতির বিবরণ মাত্র দুই কথায় শেষ, আর ইংরাজ ও মুসলমান শাসনকালের পুঙ্খানু পুঙ্খ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে। নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখক ত দেখা যায় না!!! সেই অভাব কতক পরিমাণে দূর করিবার জন্য বহু যত্নে, কষ্টে ও অর্থব্যয়ে এই পুস্তক সংকলন করিয়া আমার স্বজাতি ভ্রাতাদের হস্তে অর্পণ করিলাম; তাঁহারা ইহা আদরে পাঠ করিলে আমার শ্রমের সার্থকতা মনে করিতে পারিব। ইতি—

সাহিত্য সেবক
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার
৩১নং এলগীন রোড কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

৺গোবর্দ্ধণের কারিকা। ১

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায চ।
জগদ্ধিতায কৃষ্ণায গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১
শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ২

গোব্রাহ্মণের এবং জগতের হিতার্থে ব্রহ্মস্বরূপ গোবিন্দ কৃষ্ণ ভগবানকে নমস্কার করি।১ *

শুক্লাম্বরধারী শ্বেতবর্ণ চতুর্ভুজ প্রসন্নবদন বিষ্ণুকে সর্ব্ব বিঘ্ন শান্তির জন্য ধ্যান করিবে।২

১। এই কারিকা বহু প্রাচীন গোবর্দ্ধণাচার্য্যের দ্বারা সংগৃহীত এবং রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্যর উইলিয়াম হাণ্টার, স্যর হার্বার্ট রিজলী, ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, এবং অধ্যাঃ কোল্‌ব্রুক্, উইলসন্, শেরিং আদি পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণ তাঁহাদের পুস্তকের এই কারিকা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বহু চেষ্টা সত্বেও তাঁহারা এই কারিকা প্রাপ্ত হন নাই। ইহা স্থানে স্থানে নূতন এবং স্থানে স্থানে আদি রচনা বলিয়া মনে হয়। সকল প্রাচীন কুলজী এবং কারিকায় এইরূপ দৃষ্ট হয়; পুনশ্চ পুনশ্চ ইহার স্থানে প্রাচীন হরিভট্টের কারিকারও অনুলিপি পরিদৃষ্ট হয়। এই কারিকায় অনেকটা সাময়িক এবং ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ লিখিত আছে। আমি ইহা কোচিন, গাঞ্জাম এবং সম্বলপুর বাসী ব্রাহ্মণদের কাছে প্রাপ্ত হই। প্রথম মূল পুঁথিটি আমি মান্দ্রাজ বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক মদ্বন্ধু যতিশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী পার্থসারথি আয়েন্‌গায়ের নিকট হইতে ১২৯৮ সালে প্রাপ্ত হই; ইহার কতক কতক অংশ ১৩০৪ বা ১৩০৫ সালে "সময়" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর মূল পুঁথিখানিও পরে সংগৃহীত পুঁথীগুলি এবং কয়েকটি ভাব পত্র "দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ উর্থাসনী মহাশয়কে দিই; তিনি সেইগুলি ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুল গৃহে ১৯নং শ্রীনাথ দাস লেনের উক্ত ব্রাহ্মণ সমিতি গৃহে যত্নে সংরক্ষণ করিয়া রাখেন; এখন সেইগুলি কোথায় আছে আমি জানি না। এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী নোট সমূহে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। এই কারিকায় বহু ছন্দ পতন, অসংস্কৃত রচনা দোষাদি যেমন প্রাচীন কারিকা কুলজী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় আছে। আমি যেমন পাইয়াছি তেমনই প্রকাশ করিতেছি। ইহার দোষেরভাগী আমি নহি সুধীজন তাহা বিচার করিবেন।

চৌঃ শ্রী—প্র—চ—সরকার।

ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ ২ ॥ ৩
বেদাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো দেবতা ॥ ৪
কুলাকুলময়ীং দেবীং কুলদাং কুলরূপিণীম্।
নমামি পরমাং নিত্যাং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৫
কুলরূপা মহাদেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী।
অকুলস্তু মহাদেবঃ শিবসত্ত্ব স্বরূপকঃ ॥ ৬

পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা নিগুণ সৎরূপী ভগবানকে নমস্কার করি।৩

সমস্ত জগৎ বেদাধীন, সকল দেবতা মন্ত্রের অধীন; সেই মন্ত্র সকল ব্রাহ্মণাধীন এবং সেইজন্য ব্রাহ্মণ দেবতা হইতেছেন।৪

কুল এবং অকুলময়ী অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মময়ী কুলদা কুল রূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী নিত্যা ভগবতী দেবীকে প্রণাম করি।৫

পঞ্চতন্মাত্র মহাদেবী ভগবতী দুর্গা পার্ব্বতী ব্রহ্মময়ী শব্দরূপ ব্রহ্মস্বরূপিণী হইতেছেন, তাহার বাহিরে অর্থাৎ অতীতে শিবসত্ত্ব স্বরূপক মঙ্গল দায়ী ভগবান হইতেছেন তাঁহাদের প্রণাম করি।৬

২। এই মঙ্গলাচরণ দেখিয়া মনে হয় যে গোবর্দ্ধণাচার্য্য হিন্দু এবং বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মালম্বী কদাচ ছিলেন না।

অনয়োঃ সাম্য রসস্তু যোঽয়ং জানাতি সাধকঃ।
কুলীনঃ স সমাখ্যাতো ব্রহ্ম-জ্ঞান-পরায়ণঃ ॥ ৭

প্রণম্য পরমানন্দং পরমেশং পরাৎপরম্।
নির্ম্মলাং রচয়াম্যত্র মাহিষ্য-কুলকারিকাম্ ॥ ৮

যদ্ যদা চরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদ্দেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৯

আচারাদ্ বিচ্যুতো বিপ্রোন বেদ ফলমশ্নুতে।
আচারেণতু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণ ফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ১০

এই উভয়ের সন্ধি স্থল বা সাম্যাবস্থান যে জানে, সেই সাধু ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণ এবং কুলীন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারে।৭

পরমানন্দ পরমেশ্বর পরাৎপর ভগবানকে নমস্কার করিয়া আমি (গ্রন্থকার গোবর্দ্ধনাচার্য্য) এই নির্ম্মল মাহিষ্যজাতির কুল কারিকা রচনা করিতেছি।৮

শ্রেষ্ঠগণ সমাজে যে রূপ আচরণ করিয়া যান, তাহা সমাজে প্রমাণ স্বরূপ হইয়া থাকে এবং ইতর জন তাহা অনুসরণ করিয়া থাকেন।৯

শাস্ত্রানুমোদিত আচার হইতে ভ্রষ্ট হইলে বিপ্র অর্থাৎ দ্বিজাতি, বেদোক্তফল ভাগী হয় না; এবং আচার সংযুক্ত দ্বিজ সর্ব্ব তাহার এবং সম্পূর্ণ ফলভাগী হইয়া থাকে।১০

ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রানামসিতস্তথা ॥ ১১

দেবো মুনি দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালঃ বিপ্রাঃ দশবিধা স্মৃতাঃ ॥ ১২

ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্যতুতপোবার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্ ॥ ১৩

কৃষিকর্ম্ম রতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে ॥ ১৪

আসন্ পুরা কৃতে যুগে নৈমিষারণ্যমধ্যতঃ।
উপস্থিতাস্তদারণ্যে সমূহা ব্রহ্মপুত্রকাঃ ॥ ১৫

ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণের, ক্ষত্রিয় লোহিতবর্ণের, বৈশ্য পীত বর্ণের এবং শূদ্র মসি বা কালবর্ণের হইবেন।১১

দেব, মুনি, রাজা আদি দশবিধ বিপ্র সমাজে বর্ত্তমান আছে।১২

ব্রাহ্মণের তপ জ্ঞানলাভ, ক্ষত্রিয়েরতপ প্রজাপালন, বৈশ্যের তপ ব্যবসা এবং শূদ্রের তপস্যা সেবাধর্ম্মই হইতেছে।১৩

যে বিপ্র কৃষিকর্ম্মে রত, গো পালন করেন, বাণিজ্যও ব্যবসা করেন, তাঁহারাই বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।১৪

পুরাকালে সত্যযুগে নৈমিষারণ্যমধ্যে ব্রহ্মপুত্র সমূহ সমবেত হইয়া উপস্থিত ছিলেন।১৫

কেচিদধ্যয়নে বেদান্ কেচিদ্বার্ত্তা বিবেচনান্।
গৌতমঃ প্রণতোভূত্বা পপ্রচ্ছ মুনি সন্নিধৌ ॥ ১৬

গৌতম উবাচ—

শৃণুদেব মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্ব শাস্ত্রার্থপারগঃ।
ব্রাহ্মণো ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বর্ণ নির্ণয়ঃ ॥ ১৭
কেন কেনাপি শ্রেষ্ঠ স্যাৎ কেন বা দুষ্কৃতো ভবেৎ।
কো বা প্রবর্ত্ততে কস্মিন্ ব্রূহি মে শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ১৮
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরুযদস্যতদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥ ১৯

কেহ বেদপাঠে, কেহ বার্ত্তাব্যবসায়াদিচিন্তায় রত ছিলেন; গৌতম ঋষি প্রণত হইয়া ঋষিগণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।১৬

গৌতম বলিলেন :—

হে মুনি শ্রেষ্ঠ, শ্রবণ করুন, আপনি সর্ব্বশাস্ত্র এবং তদর্থ বিন্যাসে পারগ হইতেছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিটি বর্ণ নির্ণয় হইতেছে; ইহাদের মধ্যে কোনটি কোনটি শ্রেষ্ঠ এবং কোনটি নিকৃষ্ট বা অধম হইলেন এবং কে কোন ব্যবসা অনুসরণ করিলেন তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বিবৃত করুন।. ১৭-১৮

মনু বলিলেন :—

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখস্বরূপ হইলেন, ক্ষত্রিয় বাহু, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইল।১৯

গৌতম উবাচ —

কো ব্রাহ্মণস্য মুখোৎপত্তি বাহু রাজন্য কোঽপি চ।
ঊর্ব্বোবৈশ্য কোঽপিজাতঃ কঃ শূদ্রশ্চরণোদ্ভবঃ ॥ ২০

মনুরুবাচ—

কাণোজং ব্রহ্ম তিলকং বৈদিকশ্চ চতুর্ম্মুখম্।
দ্রাবিড়ং লোচনঞ্চৈব সারস্বত্তু কলেবরম্ ॥ ২১
বারেন্দ্রং যজ্ঞসূত্রঞ্চ ব্রহ্মবীর্য্যঞ্চ সাগ্নিকম্।
সঞ্জাতা ষঠ্ পুত্রাশ্চ বেদ-বেদাঙ্গ পারগাঃ ॥ ২২
উপস্যত্যাগশৃঙ্গেতু নানারত্নোপশোভিতে।
সদাশিবং গিরীশস্তং জ্ঞানাঢ্যং দেব-দেবকম্ ॥ ২৩

গৌতম বলিলেন :—

ইঁহার (ব্রহ্মার) মুখ হইতে কোন ২ ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে কোন কোন ক্ষত্রিয়, কোন ২ বৈশ্য ইঁহার উরু হইতে এবং কোন ২ শূদ্র ইঁহার চরণ হইতে উদ্ভুত হইলেন।২০

মনু বলিলেন :—

কণোজ ব্রহ্মার তিলক স্বরূপ, বৈদিক (ব্যাস) চতুর্ম্মুখ, দ্রাবিড় লোচন এবং সারস্বত কলেবর স্বরূপ হইলেন।২১

বারেন্দ্র যজ্ঞসূত্র, সাগ্নিকগণ ইহার বীর্য্যস্বরূপ এই বেদ বেদাঙ্গ-পারগ ছয়টি পুত্র জন্মিল।২২

নানা রত্নোপশোভিত, জ্ঞানময় দেবশ্রেষ্ঠ, প্রসন্নবদন, মঙ্গলময় সদাশিব ভগবানের নিকট হিমালয় শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া ঋষিগণ

প্রসন্নবদনং বীক্ষ্য প্রোচুস্তং ঋষযো মুদা।
বদাশু কৃপয়া দেব ইতিহাস পুরাতনম্॥ ২৪

শ্রীসদাশিব উবাচ—

প্রজাপতয়শ্চত্বারো দশ ক্ষত্রিয়া এবচ।
বৈশ্যপঞ্চদশশ্চৈব শূদ্রাঃ শতসহস্রশঃ॥ ২৫
চতুর্বেদাশ্চ ভো বিপ্রাশ্চতুঃশাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
দশবিধা দ্বিজা প্রোক্তা মাগধা মাথুরাঃ পুনঃ॥ ২৬
বিধিতো বৈশ্য কন্যায়াং ক্ষত্রিয়েণ সমুদ্ভূতাঃ।
কৈবর্ত্তাখ্যা ভবন্তিতে মাতৃ ধর্ম্মানুসারতঃ ৩॥ ২৭

হৃষ্টচিত্তে বলিলেন ভগবন্! আমাদিগের নিকট প্রাচীন ইতিহাস বলুন। ২৩-২৪

শ্রীসদাশিব বলিলেন :—

প্রজাপতি চারিটি, ক্ষত্রিয় দশ, বৈশ্য পঞ্চদশ, এবং শূদ্র শত সহস্র প্রকারের শাস্ত্রে বিদিত আছে। ২৫

শাস্ত্রানুসারে বেদ চারিটি, শাস্ত্র চারিটি, ব্রাহ্মণ দশ বিধ এবং মাগধ ও মাথুরকে লইয়া এই দ্বাদশ প্রকারের হইতেছে, হে বিপ্রগণ। ২৬

ক্ষত্রিয় পুরুষের দ্বারা বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্য কন্যার গর্ভে উৎপাদিত সন্তান কৈবর্ত্তাখ্যায় সমাজে অভিহিত হয়; ইহারা মাতৃধর্ম্মানুসারী হইতেছে। ২৭

৩। ধর্ম্মানুসারিণঃ এই পাঠও কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে দৃষ্ট হয়।

ক্ষত্র বিবাহিতা বৈশ্যাজনয়ত্বপত্যং শুভম্।
খ্যাতঃ স প্রসুধর্ম্মেণ কৈবর্ত্তাভিহিতোভুবি ॥ ২৮
শঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃ-মাতৃ প্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ২৯
পিত্র্যং বাভজতে শীলং মাতৃজং বাতথোভয়ম্।
নকথঞ্চন সংকীর্ণঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি ॥ ৩০
যথৈব সদৃশোরূপে মাতা পিত্রোর্হি জায়তে।
ব্যাঘ্রশ্চিত্রৈস্তথা যোণিং পুরুষং স্বং নিযচ্ছতি ॥ ৩১
কুলে স্রোতসি সংচ্ছন্নে যস্য স্যাদ্ যোনি সঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমথবাবহুঃ ॥ ৩২

ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্যা কন্যায় উৎপাদিত সুন্দর পুত্র মাতৃধর্ম্মাবলম্বী হয় এবং কৈবর্ত্ত নামে পৃথিবীতে পরিচিত হইয়া থাকে। ২৮

পিতৃমাতৃ প্রদর্শিত এই সকল সঙ্কর জাতি সকল সমাজে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ থাকুক না কেন, স্বকর্ম্ম দ্বারা জ্ঞেয়। ২৯

সঙ্কীর্ণ জাতি পিতা কিম্বা মাতা বা উভয়ের স্বভাব ভজনা করে; সে কখনও আত্মস্বভাব গোপন করিতে পারে না। ৩০

তির্য্যক্ যোনি জাত ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু যেমন বিচিত্র বর্ণের সহিত মাতা পিতার রূপের সদৃশ হইয়া জন্মে, তদ্রূপ পুরুষ স্বীয় যোনি প্রাপ্ত হয়। ৩১

বংশ স্রোত সংচ্ছন্ন হইলে যাহারা যোনি সঙ্কর হয়, তাহারা

অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সাপ্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ ৩৩
সমান গোত্র প্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ।
অস্যামুৎপাদ্যচাণ্ডালং ব্রহ্মণাদেবহীয়তে॥ ৩৪
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দার কর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥ ৩৫
সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বসংস্কার মর্হতি॥ ৩৬

যে যে মানবের (ব্যক্তির) ঔরসে জন্মে, তাহার বা তাহাদের বহু অথবা অল্প চরিত্র অবশ্যই তাহাতে আশ্রয় করে। ৩২

যে মাতার অসপিণ্ডা এবং যে পিতার অসগোত্রা, সেই রূপ কন্যা দ্বিজাতির বিবাহ এবং সঙ্গম কার্য্যে প্রশস্তা। ৩৩

সমানগোত্রা এবং সমপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিয়া উপগত হইলে পর এবং এই ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিলে দ্বিজাতি ব্রাহ্মণত্ব হইতে স্খলিত হইয়া চণ্ডালতা প্রাপ্ত হয়। ৩৪

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজত্রয়ের পক্ষে, প্রথম বিবাহে সজাতীয়া কন্যাই প্রশস্তা; কিন্তু কামবশতঃ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে হইলে, ক্ষত্রিয়া বৈশ্য অথবা শূদ্রা ভার্য্যা যথাক্রমে গ্রহণ করিতে পারে। ইহারা যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ এবং অশ্রেষ্ঠ হয়। ৩৫

উত্তম ক্ষেত্রে উত্তম বীজ বপন করিলে যেমন উত্তম শস্য উৎপন্ন হয়, তেমনি আর্য্য কর্তৃক আর্য্যাতে উৎপন্ন আর্য্য সন্তান সর্ব্ব সংস্কার লাভের যোগ্য হয়। ৩৬

বৈশ্যায়াং ক্ষত্রিয়াজ্জাতো মাহিষ্যস্ত্বনুলোমজঃ।
অষ্টাধিকারনিরত শ্চতুঃষষ্ট্যাঙ্গ কোবিদঃ ॥ ৩৭
ব্রতবন্ধাদি কাস্তস্য ক্রিয়াঃ স্যুঃ সকলাবিশঃ।
জ্যোতিষং শাকুনং শাস্ত্র স্বরশাস্ত্রঞ্চ জীবিকাঃ ॥ ৩৮
কৈবর্ত্তা দ্বিবিধাঃ প্রোক্তা হালিকাঃ জালিকাঃ মুনে।
হলবাহাঃ হালিকাশ্চ জালিকা মৎস্যজীবিনঃ ॥ ৩৯
হালিকা জন্মনা শ্রেষ্ঠাঃ জালিকা জন্মনান্ত্যজাঃ।
হালিকাঃ বৈশ্যবৃত্তিজ্ঞা জালিকাঃ শূদ্রধর্ম্মিনঃ ॥ ৪০
মাহিষ্যাঃ সদ্‌বৈশ্যাঃ জ্ঞেয়াঃ মাহিষ্যাঃ কৃষিকারকাঃ।
বৈশ্যতুল্যাহি কৈবর্ত্তাঃ সদ্‌বৈশ্য দ্বিজবৎ ক্রিয়াঃ ॥ ৪১

ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে অনুলোমজ মাহিষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহারা অষ্টাধিকার নিরত, চতুঃষষ্টি কলাভিজ্ঞ ; তাহার ব্রত বন্ধাদি সকল ক্রিয়া বৈশ্যের অনুরূপ ; জ্যোতিষশাস্ত্র, শাকুনশাস্ত্র এবং স্বরশাস্ত্র ইহাদের জীবিকা। ৩৭-৩৮

হে মুনে, কৈবর্ত্ত দ্বিবিধ, হালিক এবং জালিক ; হালিকাগণ হলবাহী, জালিকগণ মৎস্যব্যবসায়ী। ৩৯

হালিকগণ জন্মতঃ শ্রেষ্ঠ, জালিকগণ জন্মতঃ অন্ত্যজ ; হালিকগণ বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে এবং জালিকগণ শূদ্র ধর্ম্ম-সেবী। ৪০

মাহিষ্যগণ সদ্বৈশ্য এবং কৃষিকর্ম্ম জীবি ; এই কৈবর্ত্তগণ বৈশ্য তুল্য এবং তাহাদের ক্রিয়া কলাপ দ্বিজের ন্যায়। ৪১

কৈবর্ত্তাঃ দ্বিবিধাঃ প্রোক্তা স্তথা হালিক জালিকৌ।
তয়োরাদ্যশ্চ সদ্‌বৈশ্যঃ ধীবর ৪ শ্চাধমঃ স্মৃতঃ॥ ৪২
হালিকাঃ জন্মনা শ্রেষ্ঠাঃ ক্ষত্রিয়বর্ণ-সংজ্ঞকাঃ।
কলৌ ভবেৎ শূদ্রতুল্যা ব্রাহ্মণাদর্শনেনবৈ॥ ৪৩
জালিকা জন্মনান্ত্যজাঃ জালিকা মৎস্যজীবকাঃ।
কর্ম্মণা পতিতাস্তেবৈ ধীবর সংসর্গাৎ পুনঃ॥ ৪৪
দক্ষিণাদ্দেশাদাগত্য কৈবর্ত্তাহলবৃত্তয়ঃ।
ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহবুস্তস্তেঃ গঙ্গাতীরে সুনির্ম্মলে॥ ৪৫
কেচিদ্বসেরন্তদাতু দক্ষিণে জলধিস্তটে।
উত্তরস্যাং যযুঃ কেচিদ্ কালীযত্র বিরাজতে॥ ৪৬

হালিক এবং জালিক ভেদে কৈবর্ত্ত দুই প্রকার; হালিকগণ সদ্বৈশ্য জালিকগণ অধম এবং ধীবর সম। ৪২

হালিকগণ জন্মতঃ শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয় বর্ণ সংজ্ঞক; ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু তাহারা কলি কালে শূদ্র তুল্য হইয়াছে। ৪৩

জালিকগণ জন্মতঃ অন্ত্যজ এবং মৎস্যজীবি, তাহারা কর্ম্ম-দোষে ধীবরের সংসর্গহেতু পতিত হইয়াছে। ৪৪

হালিক কৈবর্ত্তগণ দক্ষিণ দেশ হইতে আসিয়া স্বপুরোহিতগণের সহিত গঙ্গানদীর সুনির্ম্মল তীর দেশে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ৪৫

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দক্ষিণ দেশে সমুদ্র তীরে এবং কেহ

৪। জালিকাশ্চাধমঃ ইতি বা পাঠঃ দৃশ্যতে কচিদন্যত্র।

অম্বষ্ট সমাজকা জ্ঞেয়া তদ্দেশে মাহিষ্যাশ্চ যে।
কুলীনাস্তে পরিজ্ঞেয়া মাহিষ্যকুল মধ্যতঃ॥ ৪৭
শাণ্ডিল্যকাশ্যপোগর্গাঃ, মৌদ্‌গল্যোঽথচ গোতমাঃ।
কুলীনাস্তে সমাখ্যাতাঃ কৈবর্ত্তাঃ কৃষিজীবিকাঃ॥ ৪৮
গোষ্ঠীপতয়স্তে স্মৃতা মান্যার্হাশ্চ সামাজকে।
জয়ং লেভে দিগ্বিদিক্ষু খ্যাতিঞ্চ প্রাপ্তবান্ ক্রমাৎ॥ ৪৯
দ্রাবিড়গৌড় দ্বিজানাং ত্রয় আসন্সমাজকাঃ।
ধর্ম্মসাগর এবৈকঃ শিবায়ী যত্র সংস্থিতঃ॥ ৫০
বৃন্দাবনপুরস্তু শ্রীভবানন্দাখ্য ভৌমিকঃ।
দ্বিতীয়স্য সমাজস্য পতিঃ স দ্বিজ মধ্যতঃ॥ ৫১

---

২ উত্তর দিকে প্রয়াণ করিয়া যেখানে কালিকা দেবী বিরাজমান সেই সেই দেশে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ৪৬

সেই সেই দেশের মাহিষ্যগণ অষ্ট সমাজ ভুক্ত; এবং মাহিষ্য-কুল মধ্যে তাঁহারা কুলীন বলিয়া খ্যাত। ৪৭

এই কৃষিজীবিদের মধ্যে শাণ্ডিল্য: কাশ্যপ, মৌদ্‌গল্য এবং গৌতম গোত্রীয়গণ পর পর কুলীন বলিয়া খ্যাত। ৪৮

তাঁহারা সমাজে গোষ্ঠীপতি বলিয়া মান্য এবং পূজ্য হইয়া থাকেন; এবং ক্রমে২ তাঁহারা চতুর্দ্দিকে জয়যুক্ত হইয়া সমাজে খ্যাতিমান হইয়াছিলেন। ৪৯

দ্রাবিড়দেশাগত এই গৌড়-নিবাসী দ্বিজগণের তিনটি সমাজ ছিল: ধর্ম্ম সাগর যেখানে শিবায়ী সন্ধিগ্রহী বাস করিয়াছিলেন; মাহিষ্যখ্যাত্তী দ্বিজকুল মধ্যে দ্বিতীয় সমাজের পতি হইয়া ভবানন্দ

বাঁকাকূলং তৃতীয়স্তু সমাজঃ (৫) খ্যাতিমানভূৎ।
তত্র বসতিশ্চক্রে গোরীচন্দ্রো বিদাম্বরঃ ॥ ৫২
মাহিষ্যানাং (৬) উত্তরাণাং একবিংশাঃ সমাজকাঃ।
দেবস্যাধিকারে জ্ঞেয়া জিনযুগে পুরাতনে ॥ ৫৩
উষিতাঃ কৃষকাঃ সর্ব্বে নানাদেশ নিবাসিনঃ।
লক্ষ্মণাধিকারাৎ পুরা স্বধর্ম্মেঽপি রতাঃ সদা ॥ ৫৪
ক্ষাত্রধর্ম্ম সমাযুক্তাঃ দ্বিজসেবাপরায়ণাঃ।
দ্রাবিড়াগতাঃ মাহিষ্যা জনয়ামাসুরন্বয়ান্ ॥ ৫৫

ভৌমিক বৃন্দাবন পুরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন ; বাঁকাকুল তৃতীয় সমাজ হইতেছে ; বিপশ্চিতাগ্রগণ্য গোরাচন্দ্র তথায় বাস করি-লেন। ৫১-৫২ (ইঁহাদিগের বংশ তালিকা পরিশিষ্টে দেখ।)

উত্তরস্থ মাহিষ্য কৈবর্ত্তদের প্রাচীন বৌদ্ধ যুগে দেবপাল দেবের রাজ্যকালে ২১টি সমাজ বর্ত্তমান ছিল। ৫৩

দ্রাবিড় দেশ হইতে আগত মাহিষ্য কৈবর্ত্তগণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে সদারত থাকিয়া লক্ষণাধিকারের পূর্ব্বে নানা দেশে বাস স্থাপন করিয়া সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ৫৪-৫৫

৫। শেষ নোট দেখ ; গৌড় প্রভা ১৩৩,১১৭৮ পৃঃ দেখ।

৬। গোবর্দ্ধণাচার্য্য এই খানে প্রাচীন ইতিহাসের কথা বলিতে-ছেন বলিয়া মনে হয়। পালরাজ দেবপাল দেবের রাজত্ব কালে তিনি বলেন যে বঙ্গে ২১টী ক্ষত্র-মাহিষ্যজাতির সমাজ বর্ত্তমান ছিল ; এবং ৺গদাধর ভট্টও তাঁহার কুলজীর ২১১ এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরেও সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি।

এতে সামাজিকা জ্ঞেয়া দক্ষিণোত্তর রাঢ়য়োঃ ।
বঙ্গে প্রাক্ স্বগণৈরূষুঃ রাজ্যাৎ পালাধিকারতঃ ॥ ৫৬
মানার্হাঃ বভুবুস্তে চ ভূসুরাণাং প্রসাদতঃ ।
প্রতিষ্ঠাং লেভিরে তদা দেবপালস্য (৭) পর্ষদি ॥ ৫৭
পুরা পুরোধসঃ প্রোক্তাঃ নিয়স্তুর্নিয়োগাদ্বিধেঃ ।
মাহিষ্যাণামেবৈতেস্যু শ্চতুর্বেদোপপারগাঃ ॥ ৫৮
এতান্ সংস্থাপয়ামাস ব্রহ্মা বেদপ্রবর্ত্তকান্ ।
সমুদ্ধৃত্য মহাবিষ্ণুং ব্রহ্মা ব্রহ্মণে সন্দধৌ ॥ ৫৯

দক্ষিণ এবং উত্তর রাঢ়ে ইঁহারা সমাজপতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন ; ইঁহারা পালরাজগণের অধিকারের পূর্ব্বে স্বআত্মীয়গণের সহিত বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিলেন । ৫৬

পালরাজগণের প্রসাদে তাঁহারা দেবপাল দেব নরপতির সভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং সমাজে মান্যাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন । ৫৭

চতুর্ব্বেদ এবং উপবেদ পারগ এই ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার নিয়োগক্রমে পুরাকালে মাহিষ্যগণের পুরোধা (পুরোহিত) পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন । ৫৮

এই সকল বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সমক্ষে উপস্থিত

---

৭ । ধর্ম্মপাল দেবের পুত্র শ্রীমৎ দেবপালদেবকে উল্লেখ করিতেছে । পালবংশের ইনি দ্বিতীয় রাজা ছিলেন ! পরবর্ত্তী ২৪১ শ্লোকের নোট দেখ, গৌড় রাজমালা দেখ ।

সামর্গ্যজুরথর্ব্বাণো বেদাশ্চত্বারঃ কীর্ত্তিতাঃ।
ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণা জাতা বেদ বাঙ্মনসঃ স্মৃতাঃ॥ ৬০
ষষ্টি সহস্র সংখ্যাতা খ্যাতা মন্বাদয়স্তথা।
তে চ ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে বেদ-বেদাঙ্গ-পারগাঃ॥ ৬১
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াশ্চৈব মহারাষ্ট্রাশ্চ গুর্জ্জরাঃ।
সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়াশ্চ মৈথিলোৎকলাঃ॥ ৬২
কর্ণাটাশ্চ সমাখ্যাতা দশব্রাহ্মণ জাতকাঃ।
যজুর্বেদীচ ঔড্রশ্চ ঋগ্বেদীচ কনোজকাঃ॥ ৬৩
অথর্ব্ববেদী কার্ণাটঃ সামগা ব্যাসবৈদিকাঃ।
ঔড্রোঽপি ব্রহ্মযাজীচ ক্ষত্রযাজী কনোজকঃ॥ ৬৪
কর্ণাটকো বৈশ্যযাজী দ্রাবিড়াঃ কৃষিযাজকাঃ।
বেদাধ্যয়নশীলাস্তে বক্তারশ্চ কলৌযুগে॥ ৬৫

করিলেন। ইঁহারা সাম, ঋক, যজুঃ এবং অথর্ব্ব বেদ পারদর্শী হইলেন। ব্রহ্মার বরে এইরূপ বেদবেদাঙ্গ পারগ ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। ৫৯-৬০

অন্ধ্র, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, গুর্জ্জর, কর্ণাট, সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল, এবং মৈথিল এই দশ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে বিদিত আছেন। উৎকল দ্বিজ যজুর্বেদী, কাণোজ ঋক্‌বেদী, কর্ণাট্ অথর্ব্ববেদী এবং ব্যাস-বৈদিক দ্রাবিড়গণ সামবেদাধ্যায়ী হইয়াছিলেন। উৎকলগণ ব্রাহ্মণ যাজী, কাণোজগণ ক্ষত্র যাজী, কর্ণাট্গণ বৈশ্যযাজী এবং দ্রাবিড়গণ কৃষি-যাজক হইলেন; এবং তাঁহারা কলিযুগে সকলেই বেদাধ্যয়নশীল ও বাগ্মীশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ৬১-৬৫

এতেবৈব্রাহ্মণাঃ শুদ্ধাঃ সানুজাঃ শুদ্ধসত্তমাঃ।
মুখ্যা দ্রাবিড়বিপ্রাঃ স্যু র্ভাবিনোদ্বাপরাৎ পরম্॥ ৬৬
গৌড়ীয় বৈদিকাঃযেবৈ মাহিষ্য যাজকাঃ পুনঃ।
মহীপস্যরাজ্যাৎ (৮) পরং দ্রাবিড়ৈঃসহ মিলিতাঃ॥ ৬৭
অমোঘাঃ পশ্চিমা মেঘা অমোঘাঃ পূর্ব্ববায়বঃ।
অমোঘানৃপতেরাজ্ঞা অমোঘা ব্রাহ্মণাশিষঃ॥ ৬৮

বেদাধ্যায়ী শুদ্ধচিত্ত এই সকল ব্রাহ্মণগণকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। দ্বাপরের পরে ইঁহাদিগের মধ্যে দ্রাবিড়গণকে মুখ্য (প্রধান) বলিয়া জানিবে। ৬৬

গৌড় দেশ নিবাসী যে সকল মাহিষ্যযাজী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন, মহীপাল দেবের রাজ্য কালের পর দ্রাবিড়গণের সহিত যৌন সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৬৭।

পশ্চিম দিকের মেঘ, পূর্ব্বদিকের বায়ু, রাজাদেশ এবং ব্রাহ্মণের আশিষ অমোঘ বলিয়া জানিবে। ৬৮।

---

(৮) পালরাজ মহীপাল দেবকে উল্লেখ করিতেছে। ইনি পাল বংশের নবম রাজা ছিলেন এবং ৯৮০ হইতে ১০২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। ঐতিহাসিক পাঠকের যেন ইহা স্মরণ থাকে যে বঙ্গের পালরাজগণ বৌদ্ধভাবাপন্ন মাহিষ্য ছিলেন। গৌড়রাজমালা, ভ্রান্তিবিজয়, নব্যভারতে গয়ার ইতিহাস, সন্ধ্যাকর নন্দীকৃত "রাম চরিত", "মাহিষ্যতত্ত্ব বারিধি" দেখ।

সকৃজ্জল্পন্তি রাজানঃ সকৃজ্জল্পন্তি পণ্ডিতাঃ।
সকৃৎ কন্যাপ্রদাতব্যা ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥ ৬৯
শর্ম্মান্তদেবো বিপ্রস্য বর্ম্মাত্রাতাচ ভূভৃতঃ।
গুপ্তভূত্যাত্মকং নাম মুখ্যং বৈশ্যমাহিষ্যয়োঃ ॥ ৭০
বর্ণত্রয়স্য শুশ্রূষাং কুর্য্যাচ্ছূদ্রঃ প্রযত্নতঃ।
দাসবদ্‌ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিশেষেণ সমাচরেৎ ॥ ৭১
শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতাচভূভুজঃ।
ভুতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ ॥ ৭২
শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞোরক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্ ॥ ৭৩

রাজা এক কথাই বলেন, পণ্ডিতগণও এককথাই বলেন, এবং কন্যা দান একবারই হইয়া থাকে। এই তিন কাজই একবার হইয়া থাকে। ৬৯।

ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মান্ত ও দেব, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা এবং ত্রাতা, বৈশ্যের এবং মাহিষ্যের ভূতি এবং গুপ্ত উপাধি সংযুক্ত নাম রাখিবে। ৭০।

শূদ্র অপর তিন বর্ণের শুশ্রূষা যত্নে করিবে; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের দাসবৎ সেবা করিবে। ৭১।

ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মা ও দেব, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা ও ত্রাতা, বৈশ্যের ভূতি ও দত্ত এবং শূদ্রের দাস যুক্ত রাখিবে। ৭২।

ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মাবাচক, ক্ষত্রিয়ের রক্ষাবাচক, বৈশ্যের পুষ্টিবাচক এবং শূদ্রের প্রৈষ্য বাচক হইবে। ৭৩।

মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যোক্তং ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্যোক্তং জুগুপ্সিতম্॥ ৭৪
শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্যচ।
ধনান্তশ্চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তং বান্ত-জন্মনঃ॥ ৭৫
সারস্বতাদি দেশেষু বিপ্রান্ সারস্বত ব্রতান্।
স্থাপয়ামাস তান্ ব্রহ্মা জপযজ্ঞপরায়ণান্॥ ৭৬
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রো ব্রহ্মণাপি নিয়োজিতঃ।
বৈগুণ্যশমনায়ৈব ক্ষত্রিয়স্য প্রবর্ত্তিতঃ॥ ৭৭
মাহিষ্যাঃ কৃষিকর্ত্তারো মাহিষ্যাঃ ক্ষাত্রধর্ম্মিণঃ।
সদ্‌বৈশ্যাস্তেপি বিজ্ঞেয়া জিনস্যাবতারাৎপরম্॥ ৭৮

মঙ্গলযুক্ত ব্রাহ্মণের, বলযুক্ত ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের ধন সংযুক্ত এবং শূদ্রের জুগুপ্সাযুক্ত নাম রাখিবে। ৭৪।

ব্রাহ্মণের শর্ম্মান্ত, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মান্ত, বৈশ্যের ধন সংযুক্ত এবং শূদ্রের দাসান্ত নাম রাখিবে। ৭৫।

যপ যজ্ঞ পরায়ণ সারস্বত ব্রতাবলম্বী সেই সকল দ্বিজগণকে ব্রহ্মা সারস্বতাদি দেশে (বঙ্গ, বিহার, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের সন্নিকট) স্থাপন করিয়াছিলেন। ৭৬।

ব্রহ্মা এই সকল ষট্‌কর্ম্মনিরত বিপ্রগণকে বৈগুণ্য প্রশমণের জন্য ক্ষত্রিয়গণের যাজনে ব্রতী করিয়াছিলেন। ৭৭।

মাহিষ্যগণ কৃষিকার এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী; বৌদ্ধাবতারের পর হইতে তাঁহারা সমাজে সদ্‌বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। ৭৮।

ব্যবসায়শ্চ বৈশ্যোঽপি শূদ্রশ্চ পরিচারকঃ।
ক্ষত্রিয়স্য বিশেষেণ প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ৭৯
কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতম্।
বার্ত্তায়াং নিত্যযুক্তঃস্যাৎ পশূনাঞ্চৈব রক্ষণে ॥ ৮০
বৈশ্যানাং কৃষিবাণিজ্যং বৃত্তং বিদ্ধি সনাতনম্।
যেনোপায়েন লোকানাং দেহযাত্রা প্রসিধ্যতি ॥ ৮১
ষট্‌কর্ম্মরহিতো বিপ্রঃ কৃষিবৃত্তিং সমাশ্রয়েৎ।
কুর্য্যাৎ কৃষিং প্রযত্নেন সর্ব্ব সত্ত্বোপজীব্যকৃৎ ॥ ৮২
শরীরং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।
শরীরাচ্চ্যবতে ধর্ম্মঃ পর্ব্বতাৎ সলিলং যথা ॥ ৮৩

বৈশ্যের বৃত্তি ব্যবসা, শূদ্রের সেবা, ক্ষত্রিয়ের বিশেষভাবে বৃত্তি প্রজা পালন হইতেছে। ৭৯।

বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি বাণিজ্য গো রক্ষা, গো ও পশু পালন, এবং ব্যবসায় নিত্যযুক্ততা হইতেছে। ৮০।

সনাতন কাল হইতে বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি এবং বাণিজ্য বলিয়া জানিবে; ইহার দ্বারাই ইহারা জীবন ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্মযুক্ত হইয়া কৃষি কর্ম্ম করিবে। যিনি সর্ব্বজীবের উপজীব্য হইতে অভিলাষ করেন, তিনি যত্ন পূর্ব্বক কৃষি অবলম্বন করিবেন। ৮১-৮২।

শরীরই ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব মূল; সেই জন্য দেহকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিবে। পর্ব্বত হইতে যেমন জল নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ শরীর দ্বারা ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৮৩।

সদাধর্ম্মে প্রবর্ত্তন্তে বিবর্দ্ধন্তে যথেচ্ছয়া।
বিধিনাবৈ কৃতা বিপ্রা মাহিষ্যক্ষত্রযাজকাঃ ॥ ৮৪

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

দেবদেব জগন্নাথ মন্নাথ করুণানিধে।
ত্বদধীনাস্মি দেবেশ তবাজ্ঞাকারিণী সদা ॥ ৮৫

বিনাজ্ঞয়া ময়া কিঞ্চিদ্ভাষিতুং নৈবশক্যতে।
কৃপাবলেশোময়িচেৎ স্নেহোঽস্তি যদি মাংপ্রতি ॥ ৮৬

তদানিবেদ্যতে কিঞ্চিন্মনসা যদ্বিচারিতম্।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য কস্ত্রিলোক্যাং মহেশ্বরঃ।
ছেত্তাভবিতুমর্হো বা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ৮৭

সদা ধর্ম্মে রত এবং বংশ বর্দ্ধনশীল এই দ্বিজগণকে ব্রহ্মা মাহিষ্য ক্ষত্রিয়গণের যাজক করিয়াছিলেন। ৮৪।

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন—

হে দেব দেব, জগতের নাথ, আমার স্বামী, করুণানিধি আমি আপনার সদাই আজ্ঞাধীন, এবং অধীনা; আপনার আজ্ঞা বিনা কিছুই বলিতে পারি না। যদি আপনার আমার প্রতি অনুমাত্রও কৃপা থাকে, তাহা হইলে যাহা মনে করিয়াছি তাহা নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। হে শঙ্কর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, আপনি ভিন্ন এই ত্রিলোকে কে অপর আছে যে এই সংশয়ের দূর করিতে পারে। ৮৫-৮৭

শ্রীসদাশিব উবাচ—

কিমুচ্যতে মহাপ্রাজ্ঞে ঋষীণাং সন্নিধৌ প্রিয়ে।
যদকথ্যং গণেশেঽপি স্কন্দে সেনাপতাবপি ॥ ৮৮
তবাগ্রে কথয়িষ্যামি সুগোপ্যমপি যত্নবেৎ।
কিমস্তি ত্রিষু লোকেষু গোপনীয়ং তবাগ্রতঃ ॥ ৮৯
ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা।
বিনয়াবনতা সাধ্বী পরিপপ্রচ্ছ শঙ্করম্ ॥ ৯০

শ্রীভগবত্যুবাচ—

ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবর।
কৃপাবতা ভগবতা ব্রহ্মান্তর্যামিনা পুরা ॥ ৯১
প্রকাশিতাশ্চতুর্ব্বেদাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপবৃংহিতাঃ।
বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা যত্র চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৯২

শ্রীসদাশিব বলিলেন—

হে মহাপ্রাজ্ঞে, ঋষিগণের সমক্ষে তুমি কি বলিতেছ; যাহা গণেশকে অকথ্য এবং সেনাপতি কার্ত্তিকেরও অশ্রোতব্য, এইরূপ গোপনীয়ও কিছু থাকিলে, তাহা তোমাকে আমি বলিব; তোমার সমক্ষে ত্রিলোকে কি গোপনীয় আছে। এইরূপ দেবতার বচন শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে, বিনয়াবনতা হইয়া সাধ্বী ভগবতী পার্ব্বতী দেবী ভগবান্ মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীভগবতী বলিলেন—

হে ভগবন! হে সর্ব্বভূতেশ! হে সর্ব্বধর্ম্মবিদাম্বর! কৃপাবান্

ত্বাং বিনা কোঽস্তি জীবানাং ঘোর সংসারসাগরে।
প্রিয়কৃদ্বক্তুংনো বিভু রিতিহাসাৎ পুরাতনাৎ ॥ ৯৩

শ্রীসদাশিব উবাচ —

পুণ্য পণ্য পরিপূর্ণে তাম্রপর্ণী প্রবাহিতে।
দ্রবিড়ে সন্নিবেশেন পুণ্যাবেশাদ্ বিশেষতঃ ॥ ৯৪
দ্রাবিড়া-বৈদিকাখ্যাস্তে লেভিরে ভুবি মানতঃ।
তদাখ্যয়াখ্যাতা বঙ্গে দক্ষিণোত্তর শ্রেণীতঃ ॥ ৯৫

এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী আপনার দ্বারা পূর্ব্বে চতুর্ব্বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল. এই বেদ সকল দ্বারা সর্ব্বধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং বর্ণাশ্রমাদির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আপনি বিনা এই সংসরে অপর কে আছে যে এই ঘোর সংসার সাগরে জীবের প্রিয় করণীয় কার্য্য পুরাতন ইতিহাস হইতে আমাদিগকে বলিতে পারে? ৮৮-৯৩

শ্রীসদাশিব বলিলেন—

পূণ্যরূপ পণ্যবাহিনী (দায়িনী) তাম্রপর্ণী নদী (তান্ত্রিক ও বৌদ্ধযুগের রূপানদী) প্রবাহিত হইয়া যে দ্রাবিড় দেশকে পূণ্যময় করিতেছে, (কলিঙ্গ দেশ প্রাচীন যুগে দ্রাবিড় দেশের অন্তর্গত ছিল, এবং তাম্রপর্ণী ও বর্ত্তমান যুগের মেদিনীপুর জেলা পূর্ব্বে কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল।) সুকৃতির ফলে সেই দ্রাবিড় দেশ সম্যক্‌রূপে অবস্থিতি হেতু, সেই সকল ব্রাহ্মণেরা পৃথিবীতে মানানুসারে দ্রাবিড়-বৈদিক এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং বঙ্গে সেই আখ্যায় পরিচিত হইয়া দক্ষিণ এবং উত্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। ৯৫

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ ॥ ৯৬

বঙ্গদেশাৎ সমারভ্য ভুবনেশান্তগঃ শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৯৭

গৌড়স্য পশ্চিমেভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরভাগে রাঢ়দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৮

যে চোত্তরে বৈদিকাস্তু চত্বারস্তে সমাজকাঃ।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ক্রমযোগতঃ ॥ ৯৯

সমুদ্র তীর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীর পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত ভূভাগ আছে, হে কল্যাণদায়িনী দেবি! তাহাকে আমি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বঙ্গদেশ বলিয়া আখ্যা দিয়াছি। ৯৬

বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া হে শিবে! ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত যে ভূভাগ, তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ গৌড় দেশ বলিয়া জানিবে। ৯৭

গৌড় দেশের পশ্চিম ভাগে' বীর দেশের (বর্ত্তমান বীরভূমের) পূর্ব্ব সীমায় এবং দামোদর নদের উত্তর দেশে যে ভূখণ্ড অবস্থিত তাহাকে "রাঢ়" দেশ বলিয়া জানিবে। ৯৮

যে সকল উত্তর দেশ নিবাসী বৈদিকগণ ছিলেন, তাঁহাদের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম এই চারি সমাজ যথাক্রমে অবস্থিত ছিল। ৯৯

সদ্বংশজাঃ সদাচারাঃ নৈষ্ঠিকাস্তে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ।
নিযুক্তাস্তে তদা বিপ্রাঃ যজনে চস্বশ্রেণীনাম্ ॥ ১০০

তেগৌড়-দ্রাবিড্য-বিপ্রা রাঢ়দেশনিবাসিনঃ।
ছন্দোগা শাস্ত্রজ্ঞারাসন্ নীতিমন্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১০১

অতঃ শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা।
দিন ত্রয়েণ শুধ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ প্রেতসূতকে ॥ ১০২

ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহকৈঃ।
শূদ্র শুধ্যতি মাসেন পরাশর বচনো যথা ॥ ১০৩

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবল বেদজ্ঞঃ নির্গুণো দশভির্দিনৈঃ ॥ ১০৪

সদ্বংশোৎপন্ন, সদাচার বিশিষ্ট এবং নৈষ্ঠিক এই সকল ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ শ্রেণীতে যজন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেন। ১০০

রাঢ়দেশ নিবাসী এই সকল দ্রাবিড় বিপ্রগণ, ছন্দশাস্ত্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রে, নীতি এবং মন্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ ও পারদর্শী ছিলেন। ১০১

অতঃপর জনন ও মরণে শুদ্ধির কথা বলিতেছি; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মরণ হইলে তিন দিনে শুদ্ধি লাভ করে। ১০২

পরাশর ঋষির বচনানুসারে ক্ষত্রিয় দ্বাদশ, বৈশ্য পঞ্চদশ এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধি লাভ করে। ১০৩

অগ্নি ও বেদযুক্ত ব্রাহ্মণ একদিনে, বেদজ্ঞ তিন দিনে এবং

ত্রিরাত্রাচ্ছুধ্যতি ক্ষত্রঃ বেদজ্ঞানপরায়ণঃ।
বৈশ্যবীর্যা নির্গুণশ্চ শুধ্যেৎ দ্বাদশভির্দিনৈঃ॥ ১০৫
শুধ্যেৎ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্য পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥ ১০৬
ক্ষত্রবিট্ শূদ্র দায়াদা যে স্যুর্বিপ্রস্য সেবকাঃ।
তেষামশেষং বিপ্রস্য দশাহাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥ ১০৭
দশাহং ব্রাহ্মণানাস্তু ক্ষত্রিয়াণাং ত্রিপঞ্চকম্।
বিংশৎরাত্রস্তু বৈশ্যানাং শূদ্রানাং মাসমেবতু॥ ১০৮
ক্ষত্রিয়স্তুদশাহেন স্বধর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ।
তথৈব দ্বাদশাহেন বৈশ্য শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১০৯

নির্গুণ দশ দিনে শুদ্ধি লাভ করে। বেদজ্ঞানপরায়ণ ক্ষত্রিয় তিন দিনে এবং নির্গুণ বৈশ্য দ্বাদশ দিনে শুদ্ধ হয়। ১০৪-০৫

ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পনের দিনে এবং শূদ্র এক মাসে জনন মরণে শুদ্ধি লাভ করে। ১০৬

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বংশীয় যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সেবক তাহাদের ব্রাহ্মণবৎ দশাহে শুদ্ধি শাস্ত্রকারদিগের অভিমত ইহা উশনার মত। ১০৭

ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয় পনের দিনে, বৈশ্য বিংশ দিনে এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধি লাভ করে ইহা দেবলের মত। ১০৮

সদ্গুণযুক্ত ও শুচি ক্ষত্রিয় দশদিনে এবং সদ্গুণ যুক্ত ও শুচি বৈশ্য বার দিনে শুদ্ধ হইবেন। ১০৯

ততোদশাহেতিগতে কৃতশৌচানৃপাত্মজঃ।
দ্বাদশেহহানি সম্প্রাপ্তে কর্ম্মাণ্যাকারয়ৎ ॥ ১১০
ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজীতস্যাবিশেষতঃ ॥ ১১১
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
স্বাধ্যায় ব্রতহীনস্য সততং সূতকং ভবেৎ ॥ ১১২
নবর্দ্ধয়েদঘানি প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ ;
নচ তৎকর্ম্মকুর্ব্বাণঃ সনাভ্যোহপ্যশুচির্ভবেৎ ॥ ১১৩
যস্য যস্য তুবর্ণস্য যৎ যৎ স্যাৎ পশ্চিমত্বহঃ।
সতত্র গৃহ শুদ্ধিঞ্চ বস্ত্রশুদ্ধিং করোত্বপি ॥ ১১৪

তাহার পর নৃপনন্দন ভরত দশদিন গত হইলে একাদশ দিনে অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তাদি শুদ্ধিকর্ম্ম করিয়া দ্বাদশদিন প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধকর্ম্ম করিয়াছিলেন। ১১০

ব্যাধিগ্রস্ত, অসচ্চরিত্র, ঋণগ্রস্ত, ধর্ম্মকার্য্য বর্জ্জিত, মূর্খ, স্ত্রৈণ, ব্যসনাসক্ত, পরাধীন, পূজাস্বাধ্যায় ও অধ্যয়ন এবং ব্রতহীন ব্যক্তি সর্ব্বদা অশৌচসম্পন্ন। ১১১—১১২

অশৌচদিন কদাচ বর্দ্ধিত করিবে না; শ্রৌতস্মার্ত্ত অগ্নি-ক্রিয়ার কদাচ ব্যাঘাত করিবেন না। কোন ব্যক্তির কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর, অশৌচ উপাস্থিত হইলেও অশুচি হয় না। ১১৩

প্রত্যেক বর্ণই স্ব স্ব বর্ণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট অশৌচের পশ্চিম (শেষ) দিনে গৃহ শুদ্ধি এবং বস্ত্র ধৌত করিবে। ১১৪

দশাহে শুধ্যতি বৈশ্যো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
ক্রিয়াহীনো দ্বাদশাহে পক্ষে শুধ্যতি নির্গুণঃ॥ ১১৫
বৈশ্যবচ্ছুধ্যতি শূদ্রঃ সৎ শূদ্রোহপিনসংশয়ঃ।
বালে প্রেতে চ সন্ন্যাসে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥ ১১৬
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিনঃ এব চ।
যথেষ্টাচরণস্যাহুর্মরণান্তমশৌচকম্॥ ১১৭

বেদ বেদাঙ্গ পারগ বৈশ্য দশ দিনে, ক্রিয়াহীন দ্বাদশ দিনে, এবং নির্গুণ পনের দিনে শুদ্ধি লাভ করে। ১১৫

সৎশূদ্র বৈশ্যবৎ শুদ্ধি লাভ করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই; সন্ন্যাস গ্রহণে এবং বালক মৃতে ইহাদের সদ্য অশৌচান্ত জানিবে। ১১৬

সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াহীনের, বেদ গ্রহণে অসমর্থ মূর্খর অথবা যাহার (অকৃত প্রায়শ্চিত্ত), মহারোগী তাহাদিগের মরণান্ত অশৌচ অর্থাৎ তাহাদিগের যাবজ্জীবন অশৌচ (১)। ১১৭

---

(১) ইহাদের চণ্ডালবৎ যাবজ্জীবন অশৌচ হয়। তাহা বলিয়া কলিযুগে হীনক্রিয় বিপ্র যাবজ্জীবন অশৌচ গ্রহণ করিবে এরূপ নহে। শাস্ত্রে কলিতে মরণান্ত অশৌচের নিষেধ হইয়াছে; সেই জন্য নির্গুণের প্রতি যে দশ দিন অশৌচ বিধান হইয়াছে, তাহাই করিবেন। সেইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাদিও দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ দিন ব্যাপিয়া শুদ্ধ হইলে মন্বাদি ঋষির নির্দ্ধারিত দিনে অশৌচান্ত হইবে, আর বৃদ্ধি হইবেনা।

মধ্যমাশ্চৈকবিংশত্যা চাধমাস্ত্রিংশতাদ্দিনৈঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রতাপবান্॥ ১১৮
বেদাধ্যায়িনঃ ভবেয়ুঃ সর্ব্বে বেদাঙ্গপারগাঃ।
অভিবাদনশীলাস্যুর্নিত্যং বৃদ্ধেষু ধর্ম্মতঃ॥ ১১৯
ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রিয়ঞ্চাপ্যনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেবচ (৯)॥ ১২০

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং প্রতাপবান শূদ্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে; ইহারা মধ্যম হইলে একবিংশতি দিনে এবং অধম হইলে ত্রিশ দিবসে শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ১১৮

সকল ব্রাহ্মণ বেদাধ্যায়ী হইবে এবং বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শীতা লাভ করিবে; ধর্ম্মতঃ বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি নিত্য অভিবাদনশীল হইবে। ১১৯

ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ হইলে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, ক্ষত্রিয় বিপদাদি সংঘটন ও স্বাস্থ্যের বিষয়, বৈশ্য ক্ষেম এবং শূদ্র আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিবে। ১২০

---

(৯) এ সম্বন্ধে সাংখ্যাসমাজ, ৫ম ভাগ, ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
বৈশ্য অর্পণাদাম ও বৈশ্যের অশৌচাবচার যত্নে পাঠ কর।

শনৈকস্তুক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতাঃ লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ (১০) ॥ ১২১
সৎশূদ্রা যে জনাস্তেঽপি বিদ্যাধ্যয়ন পারগাঃ।
অশৌচদ্বাদশাহঞ্চ ত্রয়োদশাহে শুধ্যতি ॥ ১২২
বিধেরুরুস্তবো বৈশ্যঃ মাহিষ্য এব কথ্যতে।
গোপোএব সঃ বিজ্ঞেয়ঃ কলেরাদৌমহীতলে (১১) ॥ ১২৩

ক্রিয়া লোপ প্রযুক্ত এবং ব্রাহ্মণ দর্শনাভাবে এই সকল অর্থাৎ নিম্নলিখিত পোণ্ড্রকাদি দেশস্থ ক্ষত্রিয় জাতিয়েরা ইহলোকে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ১২১

যে সৎশূদ্র বিদ্যা অধ্যয়ন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহাদিগের দ্বাদশ দিবসে অশৌচান্ত এবং ত্রয়োদশ দিবসে শুদ্ধি হইয়া থাকে। ১২২

ব্রহ্মার উরুদেশ হইতে উৎপন্ন বৈশ্যকে মাহিষ্য নামেও

---

(১০) এই শ্লোক মনু হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যবে এই শ্লোক রচিত হইয়াছিল, তখন বোধ হয় বঙ্গাদি দেশে ব্রাহ্মণাবাস হয় নাই। মাহিষ্য সমাজ ১ম ভাগ ২০৮ পৃষ্ঠা দেখুন। ইহা প্রাগ্‌মহাভারতীয় যুগের কথা। মাহিষ্য দ্বিজধর্মী জাতি বলিয়া ইহাদের বৃষলত্ব ঘটে না। এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা "মাহিষ্য-প্রকাশে" মাহিষ্য-দিধিতি নামক দ্বাদশ পরিচ্ছেদ যত্নে দেখ এবং পুরাণ ভাগ মাহিষ্য সমাজ পত্রিকা পাঠ কর। মাহিষ্য-সমাজ ৪র্থ ভাগ ৮৬ পৃঃ; শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৫ম অঃ ১৪ শ্লোক এবং শেষ নোট দেখ।

(১১) এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা শেষ নোটে করা

কৈবর্ত্তাখ্যা ভবেয়ুস্তে মাতৃধর্ম্মানুসারতঃ।
তেষাঃ কৃষিঃ পাশুপাল্যং বাণিজ্যং চেতিবৃত্তয়ঃ ॥ ১২৪
কেচশূদ্রত্বং সম্প্রাপ্তাঃ জিনস্যাবতারাৎ পরং।
কেচতেষাং ভবেয় র্মাতৃ-(১২) ধর্ম্মানুসারিণঃ ॥ ১২৫
কেচাপরাসন্তেষাম্বৈ ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারিণঃ।
ভবেচ্চশুদ্ধিস্তেষান্তু শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রসম্মিতম্ ॥ ১২৬

অভিহিত করা হয়; পৃথিবীতে কলির প্রারম্ভে ইহাদিগকে গোপ নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। বৌদ্ধাবতারের পর তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শূদ্রভাবাপন্ন হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাতৃধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ বৈশ্যবৎ আচারী হইয়াছে। তাহারা পৃথিবীতে কৈবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়া মাতৃধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে;

হইয়াছে। মহাভারতীয় যুগে গোপ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে সদ্গোপ, পল্লবগোপ, আভীর আদি ভিন্ন ভিন্ন গোপজাতির যে শাখা বঙ্গীয় সমাজে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা ব্রহ্মকৈবর্ত্ত স্কন্দ বা পদ্মপুরাণের সময় হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা মহাভারতীয় যুগের বহু পরের কথা। দ্বাপরের শেষে মহাভারতীয় যুগে মাহিষ্যই একমাত্রও প্রকৃত গোপ পদ বাচ্য শব্দ ছিল। তাই ভগবান কৃষ্ণ স্বীয় খুল্লতাত নন্দ গোপগৃহে বাল্যে পালিত। "মাহিষ্য প্রকাশ" প্রথম ভাগ ৫৩৭।৫৩৮ পৃষ্ঠা যত্নে দ্রষ্টব্য। "মাহিষ্য প্রকাশ" ৪র্থ ভাগ ৬৯ এবং ৮৫ পৃঃ।

(১২) কোন কোন পুঁথীতে "বৈশ্য" পাঠ ও দৃষ্ট হয়।

একবর্ণাদ্বহুবর্ণা ভবেয়ু শূদ্রাঃ বহুশঃ।
তেঽপিত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ স্যুঃ উত্তমমধ্যমাধমাঃ ॥ ১২৭
সচ্ছূদ্রাঃ ষড়্বর্ণাস্তেষু মধ্যমাশ্চ চতুর্দ্দশঃ।
অধমাঃ ষোড়শবর্ণাঃ মনুনাকথিতাঃ পুরা ॥১২৮
ক্ষত্রিয়বংশং বিহায় আশ্রিতাঃ কৃষিকর্ম্মণি।
শূদ্রত্বঞ্চ গতাস্তেঽপি জিনস্যাবতারাৎ পরম্ ॥ ১২৯

কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য তাহাদের বৃত্তি জানিবে। তাহাদের সকলের যথাক্রমে শুদ্ধ শূদ্র, বৈশ্য, এবং ক্ষত্রিয়, তুল্য বলিয়া জানিবে। ১২৩-১২৬

এই মাহিষ্য জাতীয় কন্যার সঙ্গমে শূদ্রের ঔরসে সহস্র সহস্র শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে; এক বর্ণ হইতে বহু বর্ণের শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে; তাঁহারা ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম এবং অধম বলিয়া সমাজে খ্যাত। ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের কৃপায় প্রসন্ন বদন প্রজাপতি এই মাহিষ্য কন্যার গর্ভে এবং অপরাপর এইরূপ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে ৬৪টী পুত্র নিজ সন্তানগণের দ্বারা উৎপন্ন করাইয়াছিলেন। ১২৭

সৎশূদ্র ছয় বর্ণের, মধ্যম চতুর্দ্দশ এবং অধম ষোড়শ বর্ণের; ইহা মনু পুরাকালে গৌতমকে বলিয়াছিলেন। ১২৮

বৌদ্ধ অবতারের পর কৃষিকার মাহিষ্যগণ ক্ষত্রিয় বংশ ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১২৯

ব্রহ্মণঃ বচনাৎ পুনঃ মাহিষ্যাঃ হলবৃত্তয়ঃ।
ভবেয়ুঃ কৃষিকৈবর্ত্তাঃ সদ্‌বৈশ্যাশ্চততঃ পরম্ (১৩)॥ ১৩০

হালিক কৃষকগণ ব্রহ্মার বাক্যপ্রযুক্ত কৃষিকৈবর্ত্ত হইয়া অর্থাৎ কৃষি কার্য্যে ব্রত হইয়া পুনশ্চ কালযুগে বৈশ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ১৩০

---

(১৩) রাঢ়দেশ মধ্যে দক্ষিণ এবং উত্তর শ্রেণীর মাহিষ্য পরিদৃষ্ট হয়। তাহারা মৌলিক এক হইলেও বহুকালের পৃথক্ বাস ও সংস্কার হেতু পৃথক সমাজরূপে পশ্চিম বঙ্গে বিদ্যমান আছে। উত্তর বঙ্গে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া, কৃষ্ণনগর আদি জেলায় মাহিষ্যদের বৃহৎ বৃহৎ সমাজ থাকিলেও এইরূপ শ্রেণী বিভাগ পরিদৃষ্ট হয় না। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র সমাজ বহু প্রাচীনকাল হইতে আছে। সে কথা ৺গোবর্দ্ধণাচার্য্য তাঁহার কারিকার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০ ও তদ্ পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন। মেদিনীপুরের ঐ সকল সমাজ হইতে বিপ্র এবং মাহিষ্যকুল উত্তরে গঙ্গা, সরস্বতী, রূপা, ভৈরব, দামোদর, যমুনা, ইচ্ছামতী, আদি নদীর কুলদেশে আসিয়া উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিলেন; এই করিকার ২৮৪ ও তৎপরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে ইহার সবিস্তার উল্লেখ আছে। ৺গোবর্দ্ধণ তাঁহার কারিকায় মেদিনীপুর দেশীয় এই কয়েকটি সমাজের স্থাপয়িতায় নামোল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু ৺গদাধর ভট্ট তাঁহার কুলজীতে ইহার একটু বিস্তারিত বিবরণও দিয়াছেন। এই সকল সমাজপতিদের বংশধরেরা বিস্তার লাভ করিয়া উত্তরে গঙ্গা

সরস্বতী, রূপা, চন্দ্রী, কাঁশাই, দামোদর আদি নদীর তীরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া অদ্যাবধি বাস করিতেছেন। বৃন্দাবন পুর সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমং দেবপ্রসাদ ভৌমিক চক্রবর্ত্তীর বৃদ্ধ প্রপৌত্র সুদর্শন শিরোমণি ভৌমিক প্রথম বৃন্দ . আসিয়া বাস স্থাপন করেন; তাহা মং প্রকাশিত "মাহিষ্য প্রকাশের" অন্তর্গত ৺গদাধরের কুলজীর ১০০ হইতে ১৩১ শ্লোকে বিস্তারিত ভাবে স্বয়ং ৺গদাধর ভট্টের দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। জোংবাণা গ্রামটি বহু ব্রাহ্মণের বাস হেতু দ্বিতীয় বৃন্দাবনধাম তুল্য হওয়ায় সেবা ভোগরাগাদির পারিপাট্য হেতু এবং বৃন্দাবন ধামের গৌরব অক্ষুন্ন রাখার জন্য এ স্থানের নাম বৃন্দাবনপুর রাখা হইয়াছে। সুদর্শনের বংশ ধারা যাহা বহু কষ্টে দেশপ্রাণ-রাসমঞ্চতলা M. E. Schoolএর হেড্‌মাষ্টার মদ্বন্ধু বাবু রামচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার যত্নে সংগৃহীত করিয়াছি, তাহা শেষ নোটের (ক) পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতুয়া পরগণার মধ্যস্থ ধর্ম্মসাগর গ্রামে শিবায়ী সন্ধিবিগ্রহী আসিয়া বাসস্থাপন করিলে প্রাচীন পটুলা-অনন্তপুর নামক গ্রামটি ধর্ম্মাধিকরণ শিবায়ীর জন্য "ধর্ম্মসাগর" নামে নামকরণ হইয়াছিল। তাঁহার মৎসংগৃহীত বংশধারা শেষ নোটের (খ) পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল। গোরা-চন্দ্র ঠাকুরের বংশধারা বাবু নারদবরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রকাশ করিবেন বলিয়া সে বিষয় আমি বড় চেষ্টা করি নাই কিন্তু ৫ম ভাগ মাহিষ্য সমাজ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে এ সম্বন্ধে মদ্বন্ধু বাবু রামচন্দ্র মাইতি মহাশয় কিছু প্রকাশ করিয়া

কেচন গৃহ্নীয়ুস্তয়োঃ ক্ষাত্রধর্ম্মং সুনির্ম্মলম্।
বিখ্যাতাস্তেঽভবন্ বঙ্গে দক্ষিণ শ্রেণীতঃ পুনঃ (১৪) ॥
তেষাং যে ঋত্বিজস্তে চ দক্ষিণোত্তরসংজ্ঞকাঃ।
একশ্রেণী স্থিতাস্তেঽপি পার্থক্যং লেভিরে তদা ॥ ১৩২
কেচন গৃহ্নীয়ুস্তেষাং শূদ্রধর্ম্মং নিন্দনীয়ং।
কৈবর্ত্তাখ্যাং লেভিরেচ বিখ্যাতাস্তে যথাপূর্ব্বম্ ॥১৩৩

তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সুনির্ম্মল ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে; তাহারা বঙ্গে দক্ষিণ শ্রেণী মধ্যে গণ্য ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। ইঁহাদের যাঁহারা পুরোধা, তাঁহারাও দক্ষিণ এবং উত্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন; যদিও তাঁহারা এক শ্রেণীর অন্তর্গত তাঁহারা এই সময় হইতে দেশভেদে পার্থক্য লাভ করিয়াছিলেন। ৩.-.১:

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিন্দনীয় শূদ্রধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; তাঁহারাও সমাজে উভয়ে ক্রমে উত্তর এবং দক্ষিণ শ্রেণীভেদে কৈবর্ত্তাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। .১১

ছিলেন আমার স্মরণ হয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকাগণ তাহা দেখিতে পারেন এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য তাঁহাকে জ্যোৎশ্যাম-রাসকুঞ্জতলা, নন্দনপুর M. E. Schoolএর হেড্ মাষ্টার, পোঃ সিকন্দরী, জেলা মেদিনাপুর এই ঠিকানায় পত্র দিলে সব সংবাদ পাইবেন। কোন কোন পুঁথীতে "কলৌযুগে" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

তেষাং যে ঋত্বিজস্তে চ দক্ষিণোত্তর সংজ্ঞকাঃ।
পার্থক্যং লেভিরে তেচ অপকর্ম্ম সেবনেণ ॥ ১৩৪
কংশকারঃ কায়স্থশ্চ সদ্‌গোপঃ কর্ম্মকারকঃ।
আভীরঃ বণিজশ্চৈব সৎশূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩৫

মনুরুবাচ :—

কায়স্থাম্বষ্ঠতন্ত্রীক গোপশ্চ কংশকারকঃ।
সৎশূদ্রঃ শ্রেষ্ঠী বিজ্ঞেয়ঃ শূদ্র শ্রেষ্ঠস্তু আভীরঃ ॥ ১৩৬
বেদাণাম্‌ ঋষয়োপিতা সেব্যমানাঃ সুধর্ম্মকৈঃ।
শৌচ-সত্য-ক্ষমা-ধৈর্য্যৈঃ প্রোক্তাঃ সচ্ছূদ্রাঃ সত্তমাঃ ॥ ১৩৭

তাঁহাদেরও যে সকল ঋত্বিক্ তাহারাও দক্ষিণ এবং উত্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। অপকর্ম্ম সেবন হেতু ইহারা সমাজে পৃথকত্ব লাভ করিয়াছেন। ১৩৪

কংশকার, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, কর্ম্মকার, আভীর, গন্ধবণিক এই ছয়টি সৎশূদ্র বলিয়া জানিবে। ১৩৫

মনু বলিলেন—কায়স্থ, বৈদ্য, তন্ত্রী (তাঁতী), গোপ, কাঁশারী, পট্টবস্ত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা (পাটোয়ার) এবং আহারগণকে সৎশূদ্র বলিয়া জানিবে; ইহাদের মধ্যে আভীর (গোপগণকে) আমাদের দেশে পল্লব (গোপ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। ১৩৬

ঋষিগণ বেদ সমূহের পিতা সেই হেতু ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি ঐ গুলিকে যত্ন সহকারে সেবা করিবেন ; সৎশূদ্রের শুচি, সত্যপ্রিয়তা, ক্ষমা ধীরতা এই সত্ত্বা বা শ্রেষ্ঠগুণ সমূহ বিদ্যমান থাকা কর্ত্তব্য। ১৩৭

মালিকঃ গোপতন্ত্রিকঃ বারিকঃ কুম্ভকারকঃ।
তিলিকঃ কর্ম্মকারশ্চ বণিজো নাপিতোঽপিচ ॥ ১৩৮
মোদক তাম্বুলী তৈলী (১৫) শঙ্খ কর্ত্তাচ মার্জ্জনীঃ
মধ্যম শূদ্রবর্ণাঃস্যুঃ নির্ণীতাশ্চ চতুর্দ্দশ ॥ ১৩৯
পঞ্চবর্ণাঃ গতাস্তেষু বিলয়ং কর্ম্ম ত্যাজিনঃ!
ইত্যেবং প্রোক্তা বর্ণাস্তে মধ্যমাশ্চ চতুর্দ্দশ ॥ ১৪০
কৈবর্ত্তঃ (১৬) শৌণ্ডিকঃ শৌচঃ কাণ্ডারী গঙ্গাপুত্রকঃ।
বাদকো দশ শূদ্রশ্চ ম্লেচ্ছশ্চাণ্ডালবৃত্তিকঃ ॥ ১৪১

মালি, গোপ (পল্লব) তাঁতী, বারিক, কুমার, তিলী, কামার, বেনে, নাপিত, মোদক, তাম্বুলী, তেলী, শাঁখারী এবং (যাহারা দেবালয়াদি ঝাঁট দেয়) এই চতুর্দ্দশ জাতিকে মধ্যম শূদ্র বলিয়া জানিবে। ১৩৮–১৩৯

ইহাদিগের মধ্যে পাঁচটী বর্ণ নীচ কর্ম্ম হেতু সমাজে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে উপরোক্ত চতুর্দ্দশ মধ্যম শূদ্রের পরিচয় দিলাম। ১৪০

কৈবর্ত্ত (মৎস্যজীবি), শুঁড়ী, শৌচ, কাণ্ডারী, মুর্দ্দাফরাশ, বাদক (কাওরা) এবং পোদ প্রভৃতি দশ জাতীয় শূদ্রগণ ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডাল বৃত্তিক (অধম ব্যবসায়ী) হইয়াছে। ১৪১

---

১৫ প্রথমটি তিলী (তিল বিক্রয়ী) এবং দ্বিতীয়টি তৈল ব্যবসায়ী বা বিক্রয়ী হইতেছে।

(১৬) এই 'কৈবর্ত্ত" মৎস্যঘাতী জালিয়ার অন্তর্গত।

কানপট্টী কুবেরীচ মল্লমেদভড়ুস্তথা।
রজকঃ ষোড়শ বর্ণাশ্চাধমেন প্রবর্ত্তকাঃ॥ ১৪২
কর্কশ কঠিন ক্রূরঃ খল ক্রোধাশ্চ ধর্ম্মহাঃ।
কদাচারং গতাস্তেন অধমেনচ ষোড়শাঃ॥ ১৪৩
বৌদ্ধাগমে কলৌযুগে দেবপালস্য (১৭) শাসনে।
ধর্ম্মশ্চ বিলয়ং যাতি প্রথশ্চৈতিচ সংকৃতিঃ॥ ১৪৪
নীচোঽপ্যধম বর্ণাণাং ছায়াং স্পৃশেন্ন কদাচিৎ।
দৃষ্টা বিষ্ণুং স্মরেৎ শুদ্ধৌস্পৃষ্টা স্নানং সমাচরেৎ॥ ১৪৫

কাণ, পটিক, কুবেরী, মল্ল (মাল), মেদ, ভড়, পুকস এবং রজক এই ষোল বর্ণের শূদ্রগণ অধম প্রবর্ত্তক বলিয়া জানিবে। ১৪২

কর্কশ কঠিন ক্রূর, খল, ক্রোধী, এবং ধর্ম্মত্যাগী হওয়ায় ঐ ষোড়শ অধম শূদ্রগণ অধর্ম্মতা প্রযুক্ত সমাজে কদাচারী হইয়াছে। ১৪৩

কলিযুগে বৌদ্ধাগমে দেবপাল দেবের শাসনের সময়ে সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং জাতি, ধর্ম্ম, কুলাচার, আদি সহ একাকার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৪৪

নীচ এবং অধম বর্ণের ছায়া অপর কোন উচ্চ জাতি কদাচ স্পর্শ করিবে না; অসাবধানতা বশতঃ দৃষ্টি করিলে বিষ্ণু স্মরণ এবং স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ১৪৫

---

(১৭) পালরাজ দেবপাল দেবকে উল্লেখ করিতেছে।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ :—

সচ্ছূদ্রত্বং গতাস্তেবৈ শূদ্রাঃ ষট্ কেন কর্ম্মণা।
ব্রুহি অস্মান্ জগদ্‌গুরুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ব্রহ্মবিত্তম ॥ ১৪৬

শ্রীসদাশিব উবাচ :—

কায়স্থো মসিবিদ্যায়ামম্বষ্ঠশ্চ সুচিকিৎসকে।
গোপালনেচ মাহিষ্যঃ শ্রেষ্ঠীচ পট্টকর্ম্মসু ॥ ১৪৭
শস্যোৎপত্তৈর্ক্ষিং কৃত্বা সদ্গোপ (১৮) কৃষিকারকঃ।
এবুতেহপি গতাঃ সর্ব্বে সচ্ছূদ্রাঃ বর্ণষট্‌সুচ ॥ ১৪৮

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন—হে ব্রহ্মর্ষে এবং সর্ব্বজ্ঞ জগৎগুরু! আমাদিগকে বলুন যে উপরোক্ত ষড়্বর্ণীয় সৎশূদ্রগণ কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিয়া সৎশূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৪৬

শ্রীসদাশিব বলিলেন—কায়স্থগণ লিখন (মসিবিদ্যা), অম্বষ্ঠ-বৈদ্য (চিকিৎসা বিদ্যা), মাহিষ্য (গোপালন) বণিক, পট্টবস্ত্র ক্রয় বিক্রয়ের, সদ্‌গোপ কৃষি এবং কৃষিকার (কৈবর্ত্ত) শস্যোৎপাদন ব্যবসা অনুসরণ করিয়াছেন। এই সকল উপরোক্ত ষড়্বর্ণ সৎ-শূদ্রগণ আপন আপন পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম ও ব্যবসা গ্রহণ করিয়াছেন। ১৪৭-১৪৮

---

(১৮) কোন কোন পুঁথিতে "কৈবর্ত্ত" পাঠ দৃষ্ট হয়। "কৈবর্ত্ত" এবং "মাহিষ্য" একপর্য্যায় বাচক পারিভাষিক শব্দ।

মহীপস্ত (১৯) রাজ্যাৎ পরং ভবেয়ুস্তেচাপিতা।
ক্ষাত্রবৈশ্যধর্ম্মযুক্তাঃ মাতৃধর্ম্মাবলম্বিনঃ ॥ ১৪৯
ব্যাপিতাঃ যড়েস্তে শূদ্রাঃ স্বকীয়ে জাতিকর্ম্মণি।
সন্তুষ্টোভগবান্ শম্ভুঃ কৈবর্ত্তে কৃষিকারকে ॥ ১৫০
বিশ্বহিতায় বিশ্বেশঃ স্বয়ং কৃষিং প্রবর্ত্ততে।
উপবিশ্য নগশৃঙ্গে পার্ব্বত্যাসহ শঙ্করঃ ॥ ১৫১
দর্শয়েৎ সর্ব্বথা নাথঃ কৃষকান্ কৃষিকর্ম্মসু।
কৃষি-বিহারী শঙ্করঃ জনয়েৎ দ্বাদশঃ (২০) সুতান্ ॥ ১৫২

মহীপাল দেবের রাজত্বকালের পর, এই সকল মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত প্রভৃতি যড়জাতীয় সৎশূদ্রগণ ক্ষত্র এবং বৈশ্য ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া মাতৃ-ধর্ম্মগ্রাহী হইয়াছেন। ১৪৯

এইরূপে পৃথক পৃথক জাতীয় যড় বর্ণের সৎশূদ্রগণ পৃথক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। অনন্তর একদা স্বয়ং ভগবান শম্ভু উমাপতি কৈবর্ত্তগণের উপর সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৫০

বিশ্বনাথ ভবানিপতি ভগবতা পার্ব্বতীর সহিত বিশ্বের হিতার্থে কৈলাশ পর্ব্বত শৃঙ্গে উপবেশন করিয়া পৃথিবীতে কৃষি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৫১

ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্বদা এই কৃষিজীবি কৈবর্ত্তগণকে (মাহিষ্য)

---

(১৯) পালরাজ মহীপাল দেবকে বুঝাইতেছে। ইনি ৯৮০ ১০৩২ হইতে খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গৌড় সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন।

(২০) এই নিমিত্ত অতি প্রাচীন অস্মরনীয় কাল হইতে

কৃষি কর্ম্মণি বর্ত্তন্তে ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ তে তদা।
সমাগম্য উমানাথঃ স্থাপিতাঃ মুনেরাশ্রমে ॥ ১৫৩

শ্রদ্ধয়া মুনয়ঃ সর্ব্বে পালয়ন্তি চ তান্‌মুদা।
তদা ভুবি সুখিনস্তে বিহরন্তি যথা সুখম্ ॥ ১৫৪

সঞ্চিন্ত্য মুনয়স্তেষাং বংশবিস্তারহেতুকং।
সমবেতাঃ গতাঃ সর্ব্বে যত্র শ্রীবৃষভধ্বজঃ ॥ ১৫৫

কৃষিকর্ম্মে ও কৃষিবিস্তার স্বয়ং উপদেশ দিতেন এবং কালে এই কৃষিজীবি কৈবর্ত্তগণের দ্বাদশ পুত্র তিনি উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১৫২

ইঁহারা সকলেই কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া স্বকীয় ঋত্বিকগণের সহিত বসবাস করিয়া থাকেন। একদা স্বয়ং প্রভু পার্ব্বতীবল্লভ উমানাথ আসিয়া তাহাদিগকে মুনির আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন। কৃপা পরবশ হইয়া আশ্রমস্থ সকল মুনিগণ তাঁহাদিগকে হৃষ্ট চিত্তে পরিচালন করিতে থাকিলেন। তাহারা তদনন্তর

মাহিষ্য ও তৎযাজী দ্রাবিড় শ্রেণীর ভূদেবগণ দ্বাদশ গোত্রীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; পরে তাঁহাদের গোত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া কোন কুল-কারিকার মতে ২৬ এবং কোন মতে ৪২ গোত্রের অন্তর্গত হইয়াছেন। সেই জন্য মাহিষ্যযাজী গৌড়ীয়-দ্রাবিড় দ্বিজগণ "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই" নহি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। জগন্নাথদেবের কুলজীর নোট দেখ। এই কারিকার শেষ নোটও দেখ।

সংপূজ্য বিধিনা শম্ভুং উচুস্তে বিনয়ান্বিতাঃ।
বশিষ্ঠ-গৌতম-গর্গাঃ অগস্ত্যাঙ্গীরসৌ ভৃগুঃ ॥ ১৫৬
যাজ্ঞবল্ক্যশ্চাষ্টবক্রঃ শাণ্ডিল্য-পুলোমৌ ততঃ।
মার্কণ্ডব্যাসবাল্মীকাঃ কশ্যপোজনকস্তথা ॥ ১৫৭
প্রচেতাঃ শুনকঃ বিষ্ণুঃ মন্বত্রী চ ভরদ্বাজঃ।
পরাশরঃ কপিলশ্চ বহুশো মুনয়ো গতাঃ ॥ ১৫৮

ঋষয়ঃ উচুঃ

শৃণুদেব পশুপতে! চাস্মাকং বিবিধাং কথাং।
সুবিধানং কুরুশম্ভো! প্রার্থনায়াঃ বিশেষতঃ ॥ ১৫৯

অত্যন্ত সুখাবিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে ইতস্ততঃ বিহার করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মুনিগণ দুঃখামর্ষযুক্ত হইয়া ভগবান মহাদেবের নিকট গমন করিয়া ইঁহাদের বংশবিস্তার হেতু চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৫৩-১৫৪

বশিষ্ঠ গৌতম গর্গ, অগস্ত্য, অঙ্গিরা, ভৃগু, যাজ্ঞবল্ক্য, অষ্টাবক্র, শাণ্ডিল্য, পুলোমা, মার্কণ্ড, ব্যাস, বাল্মীক, কশ্যপ, রাজর্ষি শ্রেষ্ঠ জনক, প্রচেতা, শুনক, বিষ্ণু, মনু, অত্রি, ভরদ্বাজ, পরাশর, কপিল প্রভৃতি বহু মুনিগণ তাঁহার নিকট বিধিপূর্ব্বক রত থাকিয়া তাঁহার আবাহন ও পূজাদি করিবার জন্য গিয়াছিলেন। ১৫৫-১৫৮

হে দেব ভগবন্ পশুপতে শম্ভো! আমাদিগের প্রার্থনার সবিশেষ সুবিধান করুন এবং আপনার কীর্ত্তি ও সৃষ্ট কৃষকগণের

ত্বংস্পৃষ্ট কৃষকানাস্তু বদ বিস্তার হেতুকং।
ইতি শ্রুত্বা বামদেবঃ মৌনীচিন্তারতো ভবেৎ ॥ ১৬০

আদ্যোবাচ :—

কিং নাম কিংবা তে গোত্রং গৃহিতা স্তিতিংবাকুতঃ।
ব্রাহিনঃ ত্বং ইতিহাসং শ্রোতুমিচ্ছামঃ প্রাচীনম্ ॥ ১৬১

শ্রীশঙ্করোবাচ :—

সত্যবতী কৃষ্ণা বিমলা কমলা তারা।
অহল্যামলা শান্তা কালিন্দী যমুনা গঙ্গা ॥ ১৬২

বিবিধ রহস্যযুক্ত কথা বিস্তার পূর্ব্বক বিবৃত করুন। তাহা শ্রবণ করিয়া বামদেব শিব মৌনাবস্থায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৫৯-১৬০

দেবী বলিলেন :—

তাঁহাদের কি কি নাম এবং কি কি গোত্র এবং কোথায় বাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা পুরাতন ইতিহাস হইতে আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা বলুন। ১৬১

শ্রীমহাদেব বলিলেন—

সত্যবতী, কৃষ্ণা, বিমলা, কমলা, তারা, অহল্যা, অমলা, শান্তা, কালিন্দী, যমুনা গঙ্গা নৃসিংহ, বামন বিষ্ণু, রুদ্র, কৃষ্ণ, শঙ্কর বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্ম, পরশুরাম, কল্কি, রামচন্দ্র, কীকট দেশের শ্রেষ্ঠ দেবতা বুদ্ধ এবং পুনঃপুনঃ নামা সরিৎ (নদী) এই সকল নাম এই

নৃসিংহোবামনো বিষ্ণু রুদ্রৈব কৃষ্ণ শঙ্করৌ।
বরাহ মৎস্য কূর্ম্মা যমদগ্নিকল্কিরাঘবৌ ॥ ১৬৩
কীকটেতুবুধঃ শ্রেষ্ঠঃ সরিতস্তু পুনঃপুনঃ।
এতেনাম প্রসীদন্তু যদুক্তং গোত্র পদ্ধতিঃ ॥ ১৬৪
যথা দিক্‌নির্ণয়ে চুম্বকো মূখ্যসাধকঃ।
তথাহি ধর্ম্মশাস্ত্রানি সত্যং সত্যং কলৌযুগে ॥ ১৬৫
যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তেষুধর্ম্মেষু যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপাহি ব্রাহ্মণা ঃ ॥ ১৬৬
তপোবীজ প্রভাবৈস্তৎতে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ ॥ ১৬৭

গোত্র পদ্ধতি বিবৃত করিবার কালীন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন (কৃপা করুন)। ১৬২-১৬৪

যেমন দিক নির্ণয়ে চুম্বক প্রধান সাধক (উপায়) সেই রূপ কলিযুগে সত্যনির্ণয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ সত্য সত্যই প্রধান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ট সহায় হইতেছে। ১৬৫

যুগে যুগে যে যে ধর্ম্ম প্রভাব হয় এবং সেই সেই ধর্ম্মে যে সকল দ্বিজ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগের নিন্দা করা উচিত নহে, যে হেতু দ্বিজগণ যুগরূপী। ১৬৬

ইঁহারা তপোবীজ প্রভাবে প্রতিযুগে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন এবং উত্তম এবং নীচ কর্ম্ম দ্বারাও অপকর্ষতাও প্রাপ্ত হইতে পারেন। ১৬৭

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়ানাস্তুবীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধন ধান্যতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥ ১৬৮

ধর্ম্মংজিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্ম শাস্ত্রস্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ॥ ১৬৯

আত্মীয়ে সংস্থিতো ধর্ম্মে শূদ্রোঽপিস্বর্গমশ্নুতে।
পর ধর্ম্মো ভবেৎ ত্যাজ্যঃ সুরূপ পরদারবৎ॥ ১৭০

য শাস্ত্রবিধিমূৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
নসিদ্ধিমবাপ্নোতি নসুখং ন পরাংগতিম্॥ ১৭১

জ্ঞানের উপর ব্রাহ্মণদিগের জ্যেষ্ঠত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) নির্ভর করে। বলের উপর ক্ষত্রেয়র, ধন এবং ধান্যের উপর বৈশ্যের, এবং জন্মের উপর (অর্থাৎ যাহার বয়স অধিক) শূদ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ১৬৮

যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বেদ সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ এবং লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ। ১৬৯

স্বধর্ম্মে থাকিয়া শূদ্র ও স্বর্গলাভ করে; সুন্দরী পরস্ত্রীর ন্যায় পরধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। ১৭০

যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া কামাচারে রত থাকে, সে না সুখ না সিদ্ধি না মরণান্তে উত্তমগতি লাভ করিতে পারে। ১৭১

স্মৃতের্ব্বেদবিরোধেতু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতির্বাধেপরিত্যজেৎ॥ ১৭২
শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধেস্মৃতির্বরা॥ ১৭৩
শ্রুতিস্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদাকার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা॥ ১৭৪
শ্রুতিস্তুবেদবিজ্ঞেয়ো ধর্ম্ম শাস্ত্রন্তু বৈস্মৃতিঃ
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাংধর্ম্মোহিনির্ব্বভৌ॥ ১৭৫

বেদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে যেমন স্মৃতিবাচ্য পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ লৌকিক বাক্য ও ব্যবহার স্মৃতির সহিত বিরোধ ঘটিলে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ১৭২

যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ পরিদৃষ্ট হইবে, তথায় বেদ কথিত বিধিই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য; এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ স্থলে স্মৃতির মতই বলবান। ১৭৩

জাবাল বলেন যে শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরোধ স্থলে শ্রুতিই প্রধান; অবিরোধ স্থলে স্মৃতিও বেদতুল্য; সুতরাং সর্ব্বলোকের তদুক্ত কার্য্যই করা কর্ত্তব্য। ১৭৪

বেদকে শ্রুতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ঐ শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা কদাচ মিমাংসা করিবে না; যে হেতু এই দুইটি হইতেই ধর্ম্ম স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হন। ১৭৫

ভারতং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গবেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥ ১৭৬
বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং।
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্যকুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং॥ ১৭৭
অনাম্নাতেষুধর্ম্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
যং শিষ্টা ব্রাহ্মণাব্রূয়ুঃ সধর্ম্ম স্যাদশঙ্কিতঃ॥ ১৭৮
কেবলং শাস্ত্রমাস্থত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥ ১৭৯

বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতির বাক্য অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে দেশাচারকে অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। মহাভারত, মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, সাঙ্গবেদ আয়ুর্ব্বেদ ইহারা আজ্ঞাসিদ্ধ, কোন যুক্তি দ্বারা ইহাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিবে না। ১৭৬

বেদ, স্মৃতি, ধর্ম্মার্থযুক্ত বচন প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়; যাহার প্রমাণ শাস্ত্রের দ্বারা হয় না, কে তাহার প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে? ১৭৭

ধর্ম্মশাস্ত্রে বা বেদে কোন বিধি না থাকিলে সেরূপ স্থলে শিষ্ট ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিবেন তাহাই শঙ্কাহীন ধর্ম্মস্বরূপ পরিগৃহীত হইবে।১৭৮

কেবল মাত্র শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বিচার করিবে না, যে হেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্ম হানি ঘটিয়া থাকে। ১৭৯

যস্মিন্‌দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্য বিধীয়তে।
ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধেতু যুক্তিযুক্তঃ বিধিস্মৃতং ॥ ১৮০
যস্মিন্‌ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদাবশমুপাগতঃ ॥ ১৮১
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোর্বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যতে তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১৮২
দেশাচারকুলাচারয়োঃ শাস্ত্রবিধির্বলবান্‌।
নযত্র সাক্ষাৎ বিধয়োর্নিষেধাঃ শ্রুতৌস্মৃতৌ।
দেশাচার কুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ॥ ১৮৩

যে দেশের যেরূপ আচার ও ব্যবহার—চিরন্তন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই সেই দেশে প্রতিষ্ঠা করিবে; ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে যুক্তিযুক্ত বিধিই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ১৮০

যে দেশে যে আচার, ব্যবহার এবং কুল পদ্ধতি চিরকাল ব্যবস্থিত আছে, রাজা দেশ জয় করিলেও সেইগুলি পূর্ব্বরূপ পরিপালন করিবেন। ১৮১

যে পুরুষের যে রূপ বর্ণজ্ঞাপক লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ লক্ষণ যদি অন্য পুরুষে পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহাকে সেই বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। ১৮২

দেশাচার এবং কুলাচার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধির দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবে; যথায় বেদ বা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা স্পষ্ট নিষেধ না থাকে তথায় দেশাচার ও কুলাচার অনুসারে ধর্ম্ম নিরূপণ করিবে। ১৮৩

চত্বারোবাত্রয়োবাপি যদ্‌ব্রূয়ুর্বেদপারগাঃ।
স ধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয়োনেতরৈস্তু সহস্রশঃ॥ ১৮৪
আগম্য মনু সন্নিধৌ পপ্রচ্ছু ঋষয়ঃ সর্ব্বে।
ব্রূহি দেব মুনিশ্রেষ্ঠ বেদবেদাঙ্গ পারগ॥ ১৮৫
দ্রাবিড়াগতবিপ্রাণাং মাহিষ্যযাজিনাস্তথা (২১)।
নির্ম্মলং গোত্রপ্রবর মিতিহাস পুরাণতঃ॥ ১৮৬

বেদ সংহিতা পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রজ্ঞ চারিজন বা তিনজন ব্যক্তি যাহা বলিয়া থাকেন, তাহাই ধর্ম। অনভিজ্ঞ সহস্র জনের বাক্য ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয় না। ১৮৪

ঋষিগণ মনুর সন্নিকট আসিয়া বলিলেন, হে মুনি শ্রেষ্ঠ বেদবেদাঙ্গপারগ! আপনি দ্রাবিড়-দেশাগত বিপ্রগণের তথা মাহিষ্যদিগের নির্ম্মল গোত্র এবং প্রবর সব আমাদিগকে পুরাতন ইতিহাস হইতে বিবৃত করুন। ১৮৫-১৮৬

---

(২১) কোন কোন পুঁথীতে "কৈবর্ত্ত" পাঠ দৃষ্ট হয়। এই "কৈবর্ত্ত" শব্দ এবং "মাহিষ্য" একার্থ পরিচায়ক হইতেছে।

আমার মনে হয় যে ৺গোবর্দ্ধণাচার্য্যের সময়ে মাহিষ্য এবং কৈবর্ত্ত এক অর্থে প্রযুক্ত হইত। বঙ্গের "মাহিষ্যই" তদ্দেশীয় "ক্ষত্রিয়" তাহা "মাহিষ্য সমাজ" ৫ ভাগ ১৫৫পৃঃ এবং "ভ্রান্তি-বিজয়" তথা "রামচরিত" দ্রষ্টব্য।

মনুরুবাচ :—

গচ্ছন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে পৃচ্ছন্তু বৈ আশুতোষম্।
দেবদেবং মহাদেবং সদাশিবং সদানন্দম্॥ ১৮৭
দিগম্বরং দীননাথং যোগীন্দ্রং যোগীবল্লভম্।
কর্পূরকুন্দধবলং শুদ্ধসত্ত্বময়ং বিভুম্॥ ১৮৮
বিভূতিভূষিতং শান্তং ব্যালমালং কপালিনম্।
ত্রিলোচনত্রিলোকেশং ত্রিশূলবরধারিণম্॥ ১৮৯
প্রসন্নবদনংশিবং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
পার্ব্বত্যা সহ রাজতে যথা হি শৈলশিখরে॥ ১৯০
মনুনা প্রেষিতা বয়মাগতা স্মস্বৎ সকাশে।
ব্যাসানাং (২২) প্রবরং শ্রোতুমিতিহাস পুরাণতঃ ১৯১

মনু বলিলেন :—

হে মুনিগণ তোমরা সকলে আশুতোষ সদাশিব সদানন্দ, কর্পূরের ন্যায় শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট, শুদ্ধসত্ত্বময়, বিভু, দিগম্বর, দীননাথ, যোগীন্দ্র, যোগীপ্রিয়, বিভূতি ভূষণ, শান্ত, সর্পমালায় বিভূষিত, কপালি, ত্রিলোচন, ত্রিলোকের ঈশ্বর, ত্রিশূলশ্রেষ্ঠধারী, প্রসন্নবদন জীবের হিতকামনায় সদা রত, হিমালয় পর্ব্বত শৃঙ্গোপবিষ্ট, ভগবতী পার্ব্বতী সহ সুখাসীন, মঙ্গল দাতা দেব দেব মহাদেবের নিকট গমন কর। তাঁহাকে সমাহিত চিত্তে নিবেদন কর যে পুরাতন ইতিহাস হইতে ব্যাস (গৌড়) ব্রাহ্মণগণের গোত্র এবং প্রবর পদ্ধতি শ্রবণাভিলাষে মনুর দ্বারা আমরা আপনার সকাশে প্রেরিত হইয়াছি। ১৮৭-১৯১

(২২) কোন কোন পুস্তকে "গৌড়ানাং" পাঠও দৃষ্ট হয়।

ঋষয়ঃ ঊচুঃ

দেব দেব মহাদেব দেবতানাং গুরোর্গুরো।
দেবানাং মহাদেবস্ত্বং চেশ্বরাণাং মহেশ্বরঃ ॥ ১৯২
পার্ব্বতীনাথো গিরিশ উমাপতিঃ সদাশিবঃ।
বক্তা ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মন্ত্রাণাং সাধনস্য চ ॥ ১৯৩
কথিতং যৎ পরং ব্রহ্ম পরমেশং পরাৎপরম্।
যমুপাস্য ভুবি মর্ত্ত্যো ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ১৯৪
প্রীতোঽসি যদি নো দেব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
গোত্রাণিঃ ভুমিদেবাণাং কৃপয়া কথ্যতাং প্রভো ॥ ১৯৫
শ্রোতুমিচ্ছামঃ গোত্রস্তু প্রবরঞ্চ মনোরমম্।
দ্রাবিড়দেশাগতানাং মাহিষ্যানাং তথা পুনঃ ॥ ১৯৬

ঋষিগণ বলিলেনঃ—

হে দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ, হে মহাদেব, আপনি দেবতাগণের গুরুর গুরু, দেবতাদের মধ্যে আপনি মহাদেব, ঈশ্বরদের মধ্যে মহেশ্বর, পার্ব্বতীনাথ, গিরিশ, উমাপতি, সদাশিব আপনি হইতেছেন, সর্ব্ব-শাস্ত্র, মন্ত্র ও সাধনের আপনি বক্তা হইতেছেন। হে ভগবন্! পরাৎপর, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম! আপনা কর্ত্তৃক কথিত হইয়া তাহার উপদেশ দ্বারা পৃথিবীতে মনুষ্যগণ ভোগ ও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ-সর্ব্বজ্ঞদেব, যদি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে কৃপা করিয়া প্রভো! আমাদিগকে দ্রাবিড়দেশাগত বিপ্রগণের তথা মাহিষ্যগণের মনোরম গোত্র এবং প্রবর পদ্ধতি বর্ণনা করুণ ১৯২-১৯৬

শ্রীসদাশিব উবাচ :—

জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ।
বশিষ্ঠকশ্যপাগস্তঃ মুনয়ো গোত্রকারিণঃ ॥ ১৯৭
ক্ষত্রিয় বৈশ্যশূদ্রাণাং গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকম্।
তথান্য বর্ণ সঙ্করাণাং যেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ ॥ ১৯৮
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।
সৌকালীনকমৌদ্‌গল্যৌ পরাশর বৃহস্পতি ॥ ১৯৯
কাঞ্চনো বিষ্ণু-কৌশিক্যৌ কাত্যায়নাত্রেয়কাম্বকাঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ ক্যৌণ্ডিন্যো গর্গসংজ্ঞকঃ ॥ ২০০
আঙ্গিরস ইতিখ্যাতঃ অনাবৃকাখ্য সংজ্ঞিতঃ।
অব্যজৈমিনি বৃদ্ধাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যো বাৎস্যএব চ ॥ ২০১

শ্রীসদাশিব বলিলেন :—

হে মুনিবরগণ, মৎকথিত গোত্র এবং প্রবর পদ্ধতি অতঃপর শ্রবণ কর। যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গোতম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য, এই মুনিগণকে গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিগণ বলিয়া জানিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যবর্ণ সঙ্করগণের গোত্র এবং প্রবর তাঁহাদের যাজক বিপ্র পুরোহিতগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯৭-১৯৮

ইঁহাদিগের অপত্যগণ সেই সেই গোত্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। সৌকালীন, মৌদ্‌গল্য, পরাশর, বৃহস্পতি, কাঞ্চন, বিষ্ণু, কৌশিক, কাত্যায়ন, আত্রেয়, কাম্ব কৃষ্ণাত্রেয়, সাঙ্কৃতি, কৌণ্ডিন্য,

সাবর্ণালম্যাণৌ বৈয়াগ্রপত্তশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ।
শক্তি কাণ্বায়নশ্চৈব বাসুকি গৌতমস্তথা ॥ ২০২
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে ॥ ২০৩
কাশ্যপঃ শুনকো গর্গঃ গৌতমশ্চ পরাশরঃ।
বশিষ্ঠো হারিষো (২৩)ঋষ্যশ্চাষ্টৌ গোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২০৪
শাণ্ডিল্য গোত্র সম্ভূতঃ সামন্তশ্চ মহামুনে (২৪)।
কাশ্যপ গোত্রীয়া জ্ঞেয়া শতরা কথিতাপুরা ॥ ২০৫
বাৎস্য গোত্রী ভূমিপশ্চ সাবর্ণে চ ভূপালকঃ।

গর্গ, অঙ্গিরা, অনাবৃক্, অব্য, জৈমিনি, বৃদ্ধ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, সাবর্ণি, আলম্যান, বৈয়াগ্র্যপদ, ঘৃত-কৌশিক, শক্তি, কাণ্বায়ন, বাসুকি, গৌতম, শুনক, সোপায়ন ঋষিগণ গোত্রকারী বলিয়া এই ৪২ ঋষিগণ বৃহন্মনুর সময়ে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের অপত্যগণ গোত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ১৯৯-২০৩

কশ্যপ, অগস্ত্য, শুনক, গর্গ, গৌতম, পরাশর, বশিষ্ঠ, এবং হারিষ এই অষ্ট শ্রেষ্ঠ গোত্রীয় দ্বিজ বলিয়া জানিবে। ২০৪

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সামন্ত শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, ভূমিপ বাৎস্যগোত্রীয়

(২৩) মাহিষ্য বা তন্তুজী দ্বিজগণ মধ্যে শাস্ত্রে উল্লিখিত থাকিলেও হারিষ গোত্রপ্রায় দৃষ্ট হয় না। যদিও কোথায় থাকে তাহা অতীব বিরল।

(২৪) কোন কোন পুঁথিতে "বরাননে" পাঠ দৃষ্ট হয়।

ভরদ্বাজ সমাখ্যাতঃ জানাবংশাবতংশকঃ ॥ ২০৬
মানাত্রি (২৫; গোত্র সম্ভূতো মৌদ্গাল্যার্দ্ধকসংজ্ঞকঃ।
বিশ্বাসসরকারৌচ কাশ্যপ গোত্রীয়ৌ স্মৃতৌ ॥ ২০৭
প্রোক্তো বিশ্বাসো মৌদ্গল্যঃ মণ্ডলাঃ ব্যাস গোত্রকাঃ।
হাজরা-কর-সামন্তাঃ সাঁতরা-খাঁড়া-তুঙ্গকাঃ ॥ ২০৮
পড়িয়া দণ্ডপাটশ্চ (২৬)সিংহ পাল ধাড়াসি নায়কাঃ।
করশ্চৈতে বাৎস গোত্রাঃ শাণ্ডিল্যঃ শাউতস্তথা ॥ ২০৯

শাঁতরা কাশ্যপ, ভুপাল সাবর্ণি-গোত্রীয়, জানা ভরদ্বাজ গোত্রধারী, মান্না অত্রিগোত্রীয়, আদ্দক মৌদ্গল্য, বিশ্বাস এবং সরকার কাশ্যপ এবং বিশ্বাস পুনশ্চ মৌদ্গল্য, মণ্ডল ব্যাস্‌গোত্রীয় হইতেছেন। হাজর, কর, সামন্ত, সাঁতরা খাঁড়া, তুঙ্গ, পড়িয়া, দণ্ডপাট, পাল ধাড়া, বক্‌শি নায়ক উপাধিধারীগণ উপরোক্ত এক এক গোত্রভাজী হইতেছেন। কর বাৎস্য, সাউৎ শাণ্ডিল্য, সাঁতরা পুনশ্চ কাশ্যপ-

(২৫) কোন কোন স্থানে মান্না পদ দৃষ্ট হয় মান্নাদের শাণ্ডিল্য গোত্রযুক্তও দেখা যায়। কলিকাতা সমাজের অন্তর্গত জানবাজারের মান্নাগণ "ব্যাস" গোত্রীয় হইতেছেন।

(২৬) কোন কোন পুঁথীতে "পাঠ" পাঠও দৃষ্ট হয়।

(২৭) এই সকল গোত্রধারী মাহিষ্যগণের উত্তরে সরস্বতী, গঙ্গা, ভৈরব, ইছামতী হুগলী, নদীয়া, বর্দ্ধমান আদিস্থানে উপনিবেশ স্থাপনের কথা এই এবং পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে সূচিত হইয়াছে।

সাঁতরা কাশ্যপশ্চৈব হাজরা ভরদ্বাজকঃ।
বসেরন্ তে তদা সর্ব্বে বর্দ্ধমান বিভাগশঃ (২৮)॥ ২১০
বালিগ্রামে গঙ্গাতটে শ্রীরামপুর সন্নিধৌ
আমৃতা ঝিঁক্র্যা জলেশ্বরে মুক্তবেণ্যাং ভঞ্জীপুরৌ (২৯)॥ ২১১
রাজগঞ্জ মহীয়াড্যাং যত্র সরস্বতী নদী।
লাট দ্বীপে কঙ্করাজ্যে যত্র দেবী ঢাকেশ্বরী॥ ২১২

গোত্রীয়, হাজরা ভরদ্বাজ গোত্রীয়, হইতেছেন। ইঁহারা সকলে নিজ নিজ ঋত্বিক্‌গণের সহিত বর্দ্ধমান বিভাগে গিয়া বাসস্থাপন করিলেন। ২০৫-২১০

ইঁহারা বাস করিলেন গঙ্গার তটে বালিগ্রামে, শ্রীরামপুরের সন্নিকট, আমতায়, ঝিঁক্রায়, জলেশ্বরে, মুক্তবেণীর নিকট, ভঞ্জীপুরে রাজগঞ্জে, মহীয়াড়ীর সন্নিকট যাহার নিকট সরস্বতী নদী প্রবাহিত, লাট দ্বীপে, কঙ্করাজ্যে যেখানে ঢাকেশ্বরী দেবী বিরাজ করিতেছেন। ২১১-২১২

(২৮) কোন কোন ওপুঁথিতে "সপ্তগ্রাম সমীপতঃ" এবং কোন পুঁথিতে "লক্ষ্মণাপুরী সন্নিধো" পাঠও পারদৃষ্ট হয়। পালরাজগণের সময়ে তমলুক এবং সপ্তগ্রাম বঙ্গে প্রধান বন্দর ছিল।

(২৯) ৺তারকেশ্বরের সন্নিকট কোন গ্রাম হইবে। ইহার অস্তিত্ব এখন আছে কি না জানি না; আমার মনে হয় ৺তারকেশ্বরের পার্শ্ববর্ত্তী ভঞ্জীপুর গ্রাম হইবে।

অপরন্ধা যত্র যত্র তে বসেরস্তদা মুদা।
শৃণুত যূয়ং তৎসর্ব্বং মদ্বক্ত্রাৎ অতঃপরং ॥ ২১৩
থাঁড়া মৌদ্গল্য গোত্রীয় স্তুঙ্গশ্চৈব বশিষ্ঠকঃ।
পড়িয়া গৌতমশ্চৈব দণ্ডপাটশ্চ পণ্ডিতঃ ॥ ২১৪
পাল কৌশিক গোত্রীয়ঃ ধাড়কাঃ গর্গ গোত্রকাঃ।
বক্সী শাবর্ণি গোত্রী চ কাত্যায়নে চ নায়কঃ ॥ ২১৫
কাত্যায়ন গোত্রীয়শ্চ দেবশ্চ জানীয়াম্মুনে!
প্রবরঞ্চ এতেষাং বৈ স্বঋত্বিজৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ২১৬

অপর যেখানে যেখানে তাঁহারা তৎপরে বাস করিয়াছিলেন তাহা অতঃপর আমার মুখ হইতে শ্রবণ কর। ২১৩

থাঁড়া মৌদ্গল্য, তুঙ্গ বশিষ্ঠ, পড়িয়া গৌতম এবং দণ্ডপাট ও পণ্ডিত ঐ গোত্রধারী হইতেছেন। ২১৪

পাল কৌশিক গোত্রীয়, ধাড়া গর্গ গোত্রীয়, বক্সি (সি) সাবার্ণিগোত্রীয়, নায়ক কাত্যায়নগোত্রীয়, দেব (দে) কাত্যায়ন-গোত্রীয় বলিয়া হে মুনিগণ জানিবে। ইহাদের প্রবরও ইঁহাদিগের ঋত্বিক প্রদত্ত গোত্রের অনুযায়ী *। ২১৫—২১৬

---

* ইহাদের অনাতিদিষ্ট গোত্র বলিয়া পুরোহিত কল্পিত গোত্রের অনুরূপ প্রবরও জানিবে।

বহুধাপ্যপরা গোত্রাঃ প্রবরাশ্চ ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
এষাং গোত্র প্রবরাশ্চ প্রত্যক্ষং কথিতাঃ ময়া ॥ ২১৭

দেব্যুবাচ :—

গৃহাঃ তু বহবঃ সন্তি মানী তু এষাং মধ্যতঃ।
তত্তু শ্রোতুমিচ্ছামঃ কৃপয়া ব্রূহিনঃ প্রভো ॥ ২১৮

শ্রীসদাশিবোবাচ :—

গোত্রাণি প্রবরাণ্যেষামুক্তানি চ যথাময়া।
কথিতানিপুরৈতানি সংপ্রকাশায় বিষ্ণুণা ॥ ২১৯
টিকাদারো গোলদারশ্চ শিকদারশ্চ পাথরঃ।
পুরাকায়স্থ সর্দ্দারৌ তালুকদারভৌমিকৌ ॥ ২২০
ভুয়ারি সাঁমুইর্ডিণ্ডা হাঁড়াচ গুড়মল্লিকৌ।

ইঁহাদিগের মধ্যে আরও বহু অপর গোত্র প্রচলিত আছে এবং তিনটি করিয়া প্রবরও প্রচলিত আছে। ইঁহাদিগের গোত্র এবং প্রবর পদ্ধতি আমি আপনাদিগকে প্রত্যক্ষ বলিলাম। ২১৭

দেবী বলিলেন :—

ইঁহাদিগের মধ্যে বহু-গৃহমানী হইতেছেন; হে প্রভো! তাহা আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, কৃপা করিয়া তাহা বলুন। ২১৮

শ্রীসদাশিব বলিলেন :—

আমি যে যে গোত্র এবং প্রবর বর্ণন করিলাম তাহা তোমরা শ্রবণ করিয়াছ। পুরাকালে বিষ্ণু আমাকে এইগুলি জগতে প্রকাশার্থ বলিয়াছিলেন। ২১৯

ইহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ১৯৫টি উপাধি বর্ত্তমান আছে

ঘোড়ুই ধনসংজ্ঞশ্চ গুচ্ছাইতো মইনীরি † ॥ ২২১
ঘোড়াখ্যশ্চ শাসমল্ল প্রামাণিকস্তু সেনশ্চ।
জোয়ার্দ্দার সমার্দ্দারৌ সাবুই পাড়ুইস্তথা ॥ ২২২
গুঁইশ্চ মহাপাত্রশ্চ কোলেচকাণ্ডারস্তু বৈ।
মল্লীকর্ষীতথাহালী রৈতিকঃ পাঠকোব্রীহী ॥ ২২৩
শুক্লকটকনীলাখ্যঃ পতাকা পাইকস্তথা।
আহবী শীতলঃ সন্তরক রক্ষ্যাস্ত্রী বীরকাঃ ॥ ২২৪
সেনাপতিঃ কপোতশ্চ ময়ূরঃ শিখিসংজ্ঞকঃ।
মহাবলঃ প্রসাদী চ মাহেশ্রী কৃষকোঽপরঃ ॥ ২২৫
পক্ষাশ্বোহশ্বপতিশ্চৈব সাউৎশী পাথরীঙ্গিতা।
ছত্রপতি গজপতি র্ঘোষো হলধরঃ (৩০) স্মৃতঃ ॥ ২২৬

যথা—টিকাদার, গোলদার, শিকদার, পাথর, পুরাকায়স্থ (পুরকুৎ), সর্দ্দার, তালুকদার, ভৌমিক, ভুয়ারি, সাঁমুই, দিণ্ডা, হাঁড়া, গুড়, মল্লিক, ঘোড়ুই, ধন (ও ধনসংযুক্ত), গুছাইত, (গুছুৎ) মই, ঘোড়া (বা তৎসংজ্ঞা বাচী) শাসমল, (শশ্মমল্ল), প্রামাণিক, সেন, জোয়ার্দ্দার, সমার্দ্দার, সাবুই, পাড়ুই, গুঁই, মহাপাত্র, কোলে, কাণ্ডার, মল্লী, কর্ষী, হালী, রৈতিক, পাঠক, ব্রীহী, শুক্লকটক, নীল, পতাকা, পাইক, আহবী, শীতল, সন্তরক, রক্ষি, অস্ত্রি, বীর

---

† জলে থাকিয়া যাহারা যুদ্ধ করে।

(৩০) অপভ্রংশ হইয়া হালদারে পরিণত হইয়াছে।

কেরানীচ মজুন্দারঃ ধাড়া রায়োঽথমল্লকঃ।
প্রধানশ্চ মহান্তীচ বিশ্বাশ্চৌধুরী সোণা ॥ ২২৭
জানাদকোসাউমাম্না (মান্যা) দাস করধরৌ তুবা।
হাজরা মণ্ডল ভূঞ্যাখ্যাঃ খাঁণ্ডাভুপাল-বারিকাঃ ॥ ২২৮
নায়ক পড়িয়া পল্ল্যে রণসিংহো গিরিস্তথা।
সিংহব্যাঘ্রপাছালশ্চ বাহুবলীন্দ্র নাগকৌ ॥ ২২৯
বিষয়ী করণোতুঙ্গঃ সামন্ত গায়নস্তু চ।
মহারথঃ রাউতশ্চ রুইশ্চ পট্টনায়কঃ ॥ ২৩০

সেনাপতি, কপোত, ময়ূর, শিখি, শিখিসংখ্যাযুক্ত, মহাবল প্রসাদী, মাহেশ্রী, কৃষক, পক্ষ, অশ্ব, অশ্বপতি, সাউৎ, শী, পাথরী, ছত্রপতি, ঘোষ, হলধর, কেরাণী, ধাড়া, রায়, মলে (মল), মজুন্দার, দোলুই, আউন্, কাপ, শিকারী, প্রধান, মহাণ্ডী, বিশ্বাস, চৌধুরী, সোনা, জানা, আদক, সাউ, মান্না দাস, কর, ধর, হাজরা, মণ্ডল, ভুঁঞ্যা, খাঁড়া, ভুপাল, বারিক, নায়ক, পড়িয়া, পল্লো, রণসিংহ, গিরি, সিংহ, বাগ, পাছাল, বাহুবলীন্দ্র, নাগ, বিষয়ী, কারণ, তুঙ্গ, সামন্ত, গায়েন, মহারথ, রাউৎ, রুই, পট্টনায়ক, বৈতালী, সমরী, সেনী, মেটিয়া ঝাটী, দৌবারিক, দেব, খাঁ, পাঁজা, সিন্ধা, হস্তি (হাতী), মহানায়ক, সাঁতরা, ভুপতি, গড়নায়ক লস্কর, পোড়েল, ঝাটী, ঘণ্টা, আঢ্যি, স্তম্ভভেদী, রণঝম্প, চোঙদার, কপাট, সহপা, মাইতি, পাঁতাৎ, বেজ্জা, ডুহা, শূর, পাণ্ডা, বন্ধু, বেরা, বৈষ্ণ, বালা, বাঁক, বড়াল, বাঙ্গাল, (বাঙ্গালী) চ্যাং, দে, সশারু, গৌড়ী, মহিষ মুদী, শীল, কলা, কুলে,

বৈতালী সমরী চৈব সেনীচ মেটায়া ঘাটী ণ†।
দৌবারিকশ্চ খাঁ দেবঃ পাঁজা সিদ্ধাচ দলুই *॥ ২৩১

হস্তিমহানায়কৌ সতরা এব ভূপতিঃ।
গড়নায়কলস্করৌ পোড়েল জাঠী ঘণ্টকাঃ ॥ ২৩২
স্তম্ভভেদীরণঝক্ষৌ চোঙ্গ্দারশ্চকপাটক:।
মহাপা, মাইতি গাঁতাৎ বেড়াতুহাশূরপাণ্ডাঃ ॥ ২৩৩
বন্নুবেরা বৈজ্যশ্চাপি বালাবাঁক্ বড়ালস্তথা।
বাঙ্গালি ঢ্যাং বল্লভশ্চ দেশসারু চগৌড়ী ॥ ২৩৪
মহিষমুদী শীলস্তু কলাকুলে কুড়েলশ্চ।
নিওগী পারাল পাত্রাঃ রাণা-সান্ত্রী-সেঠ-রাহাঃ ॥ ২৩৫
কীর্ত্তনীয়া মাকালশ্চ জাস্থুমুন্সীমাড়াস্তথা।
দেশমূলদেয়াশী চ আটা—মেউর-ঝামায়ঃ ॥ ২৩৬
খামরুই গণ্ডারশ্চ কোদালী করাতি দণ্ডীঃ।
টাকী ঢেঁকী বোধকশ্চ কয়ালীকড়ুই-ধঁকাঃ ॥ ২৩৭

কুড়েল, নিওগী, পারাল, পাত্র, রাণা, সান্ত্রী, শেঠ্, রাহা, কীর্ত্তনীয়া, মাকাল জাস্থু, মুন্সী, মাড়, দেশমূল, দেয়াশী, আটা, মেউর, মাঝি, খাম রুই, গণ্ডার কোদালি, করাতি, দণ্ডী, টাকী, ঢেঁকী, বোধক, কয়ালী, কড়ুই, ধঁক, রণজীত, হাইত, পাকৃড়ে, পলিতা, সাউ, মেদ্দার, মিস্তা,

* ইহা দলপতি শব্দের অপভ্রংশ হইতেছে।

† পার্ব্বত্যঘাট রক্ষক।

রণজীতো হাইতস্ত্ব পাকড়ে পলিতা সাউচ্চ *।
মেদ্দার-মিস্ত্রা-মশকাঃ ধাওয়া সিসেনেতিশ্চ ॥ ২৩৮
সানাছড়ি কাঁঠালশ্চ ভাণ্ডারী ভারতী তথা।
ছাউলিয়া গোলুই চ আউন্‌কাপ্‌শিকারীচআদ্যাঃ ॥ ২৩৯
মেকাপ্‌মহামণ্ডলিকাঃ পাখিরা-মণি-ঘটকাঃ।
দরবারাধিকারী চ চিতি দানশ্চ মালিকাঃ ॥ ২৪০
কুতি (৩১) মাল-ভক্ত-ভক্তাঃ বিজলীখাট্রামাপকাঃ।
বোয়াল-সিপাহী ঘটাঃ খাঁটুয়া-বড়ুয়া-বলাঃ ॥ ২৪১

মশক, ধাওয়া, অসি, ¶ সেনেতি, সানা, ছড়ি, কাঁঠাল, ভাণ্ডারী, ভারতী, ছাউলিয়া, গোলুই, আওন্‌, কাপ্‌, শিকারী, আদি মেকাপ্‌, মহামণ্ডলিক, পাখিরা, মনি, ঘটক, দরবার, অধিকারী, চিতি, দান,

---

* সাহু শব্দের অপভ্রংশ হইতেছে।

(৩১) এই শব্দ "কুন্তী" শব্দের অপভ্রংশ শক্তি বাচক শব্দ বলিয়া মনে হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই সকল উপাধির মধ্যে অধিকাংশই চতুর্থ এবং ত্রয়োদশ ভাগ মাহিষ্য সমাজ পত্রিকায় মদ্বন্ধুবাবু রামচন্দ্র মাইতি এবং বাবু যুগল কিশোর মণ্ডলের সংগৃহীত ও প্রকাশিত উপাধি গুলির সহিত মীল আছে। এই কারিকায় লিখিত উপাধিগুলি এই শ্লোকগুলি সহ ১৩০৪ সালে "সময়" পত্রিকায় "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকা প্রবর্ত্তিত ও প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

¶ যাহারা অসিধারণ করে। ইহা বীরবাচক।

রাজ-বলদা-বাঁকুড়াঃ কবি-পাটী (৩২) পণাশশ্চ।
বড়াই শী সানকিশ্চ বায়েন-বেণিয়া-বরাঃ ॥ ২৪২
নাটুয়া-শঙ্খ নিধয়ঃ কাজলী বেজ সাহুট্যা।
দেওয়ানশ্চ নেয়েচ ওঝা-মৈত্রী-মৈত্রেয়াঃ ॥ ২৪৩
দেশমুখ চাষার্তীচ কাঞ্জী বক্শয়শ্চ গুপ্তাঃ।
তরপ্‌দারগোলদারাঃ শানী কাঁক্না হুঁই লালাঃ। ২৪৪
জাসী-মঙ্গল-পাথরাঃ সহায় শরণোকুরী।
চৌহান পাটল কাতাঃ সাধুর্খাবাদকাস্তথা ॥ ২৪৫
সুবালী বড়ুয়া হুদাৎ সিহিশীটশ্চসাহানা।
খামারু কাণ্ডারী ঘটাঃ ঝুলুকীবৈরাগীরথাঃ ॥ ২৪৬
দালাল সমাজপতি পর্ব্বত ডগারাতথা।
প্রধান-মাপকা-সাধুঃ পাল্‌ কয়াল সরকারাঃ ॥ ২৪৭

মালিক, কুতি, মাল. ভক্ত, ভক্তা, বিজলী, খাট্টা, মাপক বোয়াল, সিপাহী, ঘট, খাঁটুয়া, বড়ুয়া, বলা, রাজ, বলদা, বাঁকুড়া, কবি, পাটী (পাঠী) পণাশ, বড়াই শী, সানকি, বায়েন, বেণিয়া, বর (বরা), নাটুয়া, শঙ্খনিধি, কাজলী বেজ, সাহুট্যা দেওয়ান, নেয়ে, ওঝা, মৈত্রী, মৈত্রেয়, দেশমুখ, চাষাতী, কাঞ্জী, বক্শী, গুপ্ত, তরপ্‌দার, গোলদার, লাল, হুঁই, শানী, কাক্না, জাশী, (কোন কোন স্থানে জায়ও দেখা যায়), মঙ্গল, পাথর, সহায়, শরণ. কুরী, চৌহান,

(৩২) কোন কোন পুঁথিতে "পাঠী" পাঠও দৃষ্ট হয়।
(৩৩) জলে থাকিয়া যাহারা যুদ্ধ করে।

ব্যক্তাশ্চৈতে উপাধয়ঃ পঞ্চোন শতকত্রয়ম্ ।
এতে সৎকুল সম্ভূতা পূজ্যা মান্যাশ্চ সর্ব্বথা ॥ ২৪৮

দক্ষিণাদাগতেষ্বেতে বিষ্ণুনা কথিতাঃ পুরা ।
মাহিষ্যেষু প্রকাশায় বর্ত্তমানাহ্যু পাধয়ঃ ॥ ২৪৯

ব্রাহ্মণং দশবর্ষন্তু শতবর্ষন্তু ভূমিপঃ ।
পিতাপুত্রৌ বিজানীয়াদ্ ব্রাহ্মণস্তু তয়োঃ পিতা ॥ ২৫০

পাটল, কাত, সাধুখাঁ, বাদক, বাসুলী, বড়ুয়া, ছদাৎ, সিহী, শীট্ সাহানা, থামাক্ক, কাণ্ডারী, ঘট, ঝুলুকী, বৈরাগী, রথ, পাল, কয়াল, দরবার, মাপক, সাধু,* প্রধান, ইহারা সৎকুলসম্ভূত, সমাজে পূজ্য এবং সদামান্ত । ২২০-২৪৮

দক্ষিণ দেশ হইতে, আগত এইসকল মাহিষ্যগণের মধ্যে উপ-রোক্ত উপাধি সকল বর্ত্তমান আছে ; বিষ্ণু পুরাকালে প্রকাশ জন্ম আমাকে বলিয়াছিলেন । ২৪৯

ব্রাহ্মণ যদি দশ বৎসর বয়স্ক হন, আর ক্ষত্রিয় যদি শত বৎসর বয়স্ক হন, তথাপি উভয়ের মধ্যে মান্য বিষয়ে পিতাপুত্রের ন্যায় পৃথক সম্পর্ক জানিতে হইবে । ২৫০

* এই শব্দের অপভ্রংশে কোন কোন স্থানে "সাধুই" দেখা যায় ।

গোবর্দ্ধনশ্চ (৩৪) শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে (৩৫) লক্ষ্মণস্য চ ॥ ২৫১

গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি (ধর) এবং কবিরাজ এই পাঁচটি রত্ন লক্ষ্মণসেনের সভায় বিরাজ করিতেন। ২৫১

(৩৫) "সমিতৌ" কোন কোন পুঁথিতে পাঠ দৃষ্ট হয়।

(৩৪) এই গোবর্দ্ধণকে তাহা স্থির করা কিছু কঠিন বলিয়া আমার মনে হয়, কিন্তু প্রাচীন হরিভট্টের কারিকা, এসিয়া টিক্ সোসাইটির পুরান পত্রিকা, "মাহিষ্য কুলার্ণব", "মাহিষ্য মেল মালা", "মাহিষ্য কুল চন্দ্রিকা", দক্ষিণ দেশে প্রাপ্ত "ব্রাহ্মণ কুল পদ্ধতি", ৺সন্ধ্যাকর নন্দীর "শ্রীরাম চরিত" এবং অপর গ্রন্থাবলী, ৺গদাধরের "বৃহৎ মাহিষ্য কুলজী" তথা হলায়ুধ মিশ্রের এবং গুরব মিশ্রের রচনাও পুস্তকাবলী এবং মাধবাচার্য্যের "মাহিষ্য পরিশিষ্ট" আদি পুস্তক এবং লিখন পাঠে আমরা অবগত হই যে এই গোবর্দ্ধন দ্রাবিড় শ্রেণীর মাহিষ্য-বাজী মেদিনীপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং শেষ সেন রাজের সভাসদ্ও ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ মাহিষ্য সামন্ত-রাজ বিজয় সেনের পিতামহ মহারাজ সামন্ত সেনের সময়ে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার আসিয়া বাস স্থাপন করেন। সম্বলপুর কিংবা গঙ্গালীমের (বর্ত্তমান গঙ্গাম) সন্নিকট কোন গ্রামে তাঁহার আদি নিবাস ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। ঐতিহাসিক গবেষণা ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে এই মহারাজ বিজয় সেনের রাজধানী বর্ত্তমান কাণসোণার নিকট ছিল। বৌদ্ধযুগে কর্ণসুবর্ণের খুব খ্যাতি ছিল। ট্রান্‌জিশান্ যুগে বুদ্ধের পাদপূজা হইতে ধর্ম্ম পূজা তথা শিবপূজা উদ্ভূত হইয়াছে তাহা আমার মনে হয়। এ

সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "মহাদেব" প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা অষ্টাদশ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা তথা "মাহিষ্য প্রকাশ" প্রথম ভাগে ৩০৭-৩২১ পৃষ্ঠায় কাণসোনা যত্নে পাঠ করিলে এবং হুয়ানশাঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তথা হইতে এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জার্ণেল পাঠ করিলে এ বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ হইতে পারে; মল্লিখিত ৺তারকেশ্বরের ইতিহাস (১৩২৯ সালের মাহিষ্য সমাজ পত্রিকা) তথা গয়ার ইতিহাস (নব্যভারত এবং "জগজ্জ্যোতি" পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত) হইতে পাঠ করিলে সম-সাময়িক ঐতিহাসিক তথ্যের অর্গলবদ্ধ দ্বার অনেকটা উদ্‌ঘাটিত হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। মহারাজ বিজয় সেনের গড়ের ভগ্নাবশেষ স্তূপ অদ্যবধি দৃষ্টিগোচর হয়। বিজয় সেনকে লোকে বিজয় সিংহও বলিত। সবঙ্গ পরগণা এবং সুবর্ণরেখা নদী-তটদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহার বিশাল রাজ্য ভুক্ত ছিল; তিনি পাল রাজগণের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয়। রাজা সামন্ত সেন দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া সুবর্ণরেখা নদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন; তাঁহার সহিত এই সময়ে অনেক বৈদ্য এবং মাহিষ্য দ্রাবিড় দেশ হইতে উত্তরস্থিত মেদিনীপুর জেলায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই মাহিষ্যরাজ বিজয় সেন (সিংহ) এবং রাঢ়ের সেন রাজ সম্রাট বল্লাল সেনের প্রপিতামহ সামন্ত সেন সমসাময়িক ভূপতি ছিলেন। এ সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিনী, সাহিত্য, শিল্প ও সাহিত্য, রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়ের তথা রাধাকৃষ্ণ রায়ের বাঙ্গলার

---

* মাহিষ্য প্রকাশ ১ম ভাগ ৩১৮ পৃষ্ঠা দেখ।

ইতিহাসাদি গ্রন্থ, এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকা, কাংগের প্রবন্ধচয় যত্নে পাঠ করা কর্ত্তব্য। সামন্ত সেন রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন। রাঢ় রাজ্যে সামন্ত সেন দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে দ্বাদশ গোত্রধারী ব্রাহ্মণগণকে কানসোণ বা সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী মাহিষ্য রাজধানী হইতে আনাইয়া রাঢ় দেশে স্থাপন করেন। সামন্ত সেন রাজতরঙ্গিনী লিখিত জয়ন্তের কিছু পূর্ব্ব কালের নরপতি ছিলেন। কালক্রমে গোবর্দ্ধন বল্লাল সেন নৃপতির সভায় সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া সভা হইতে বিতাড়িত হবেন। লক্ষ্মণ সেন রাজা হইলে তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার গন্ধর্ব-লীমের বাটী হইতে আনাইয়া তিনি তাঁহাকে স্বীয় সভাসদ্ পদে বরিত করেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যকালে তিনি খুব ক্ষমতাশালী সভাসদ্ হইয়াছিলেন। এইখানে বলা প্রয়োজন যে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাহিষ্যরাজ সামন্ত সেন সুবর্ণরেখা তীরে যে রাজধানী দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশ হইতে আসিয়া স্থাপন করেন, তাহার মধ্যে সপ্তদশ গোত্রীয় মাহিষ্য যাজী ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে এই দেশে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। এখন উত্তর রাঢ় প্রদেশে দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের উপনিবেশ স্থাপনের কথা বলা প্রয়োজন বিধায় আমি আমার পাঠকগণকে মদ্বন্ধু বাবু হরিশচন্দ্র উথাসনী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রণীত "ভ্রান্তি-বিজয়" পুস্তকের ৩৩৮ পৃষ্ঠা যত্নে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই সপ্তদশ গোত্রীয় দ্বিজগণ মধ্য হইতে কালে শাণ্ডিল্য গোরীচন্দ্র উর্দ্ধাসনা, হংস-ঋষি, সনাতন, পুণ্ডরীক শ্যামসুন্দর, গৌতম, রাজবল্লভ রঘুঋষি শুকদেব, বৃহ--

কৌশিক দেবেন্দ্র, মোদগল্য চরলাল, কাশ্যপ-গৌরব আলম্ব্যায়ন পুরুষোত্তম, কর্ণঋষি তিলক, কাত্যায়ন, বীরবাহু, সাবর্ণি কামদেবের পুত্রগণ উত্তররাঢ়ে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন ; তাঁহারা কালে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলি জেলায় নানাস্থানে আসিয়া বাস স্থাপন করিলে বিস্তৃত হইয়া পড়েন এবং পৃথক্ পৃথক্ স্থানে সমাজ বন্ধন করেন। পণ্ডিত হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গঙ্গার পশ্চিম পারের দ্বিজগণের সমাজ বন্ধনের ইতিহাস তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন মাহিষ্য দ্বিজ পূর্ব্ব-পারের মাহিষ্য দ্বিজগণের মেল বন্ধনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করেন নাই বা আমাকে প্রকাশ জন্য প্রদান করেন নাই। ইহা অতি পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে শেষ নোট ও যত্নে পঠনীয়। এই সপ্তদশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর পরবর্ত্তী সেন রাজগণের রাজত্ব কালে আরও বহু মাহিষ্য ও তন্ত্রাজী পুরোহিত বংশ আসিয়া রাঢ় দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহাদেরই বংশাবলী বঙ্গের নানাদেশে ও স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। মেটেরি ভাণ্ডার-দহ, বাসন্দরী, ভুরীশ্রেষ্ঠ, বোরো, ধার্শা, দেবানন্দপুর বাজে প্রতাপ, জগৎনগর, খোসালপুর (হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা গ্রামের সন্নিকট), আম্বিকা-কালনা, বালি, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, বৈদ্যবাটী, রামচন্দ্রপুর, যশোহর, ঢাকা আদি বহুস্থান হইতে গঙ্গা নদীর পূর্ব্ব পারে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন ; পূর্ব্ব এবং পশ্চিম কূলের মাহিষ্য এবং মাহিষ্যযাজী দ্বিজগণের উপনিবেশ স্থাপনের কথা এই বৃহৎ মাহিষ্যকারিকায় ২৭৩ হইতে

৬১৩ শ্লোকে পণ্ডিতাগ্রগণ্য গোবর্দ্ধনাচার্য্য বিবৃত করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্য সম্বন্ধে মদ্বন্ধু বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয় সংস্করণ "ভ্রান্তিবিজয়" নামক গ্রন্থের ৬১৩ পৃষ্ঠায় সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোবর্দ্ধনাচার্য্য মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি সত্য ঐতিহাসিক ঘটনাই তাঁহার কারিকায় লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। যশোধর মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আদিপুরুষ বলিয়া প্রাচীন কারিকায় উল্লিখিত হইয়া থাকেন। মহাদেব শাণ্ডিল্যের "সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব" পুস্তক যাহা শোভাবাজার রাজবাটী এবং কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ও কাশী কলেজ লাইব্রেরী আদিতে আছে, তাহাতে পরবর্ত্তী ২৮৩ হইতে ২৮৯ শ্লোকগুলি পরিদৃষ্ট হয়। এই শ্লোকগুলি পাঠে বেশ জানা যায় যে পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য যবন আক্রমণ, যাহা তাঁহার সময়ে বা তাঁহার জন্মিবার কিছু কাল পূর্ব্বে উত্তর ভারতে ঘটিয়াছিল এবং তাঁহার সময়ে সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহার সম্বন্ধেও তাঁহার কারিকায় স্থান দিতে ভুলেন নাই। আমার মনে হয় রাঢ়ীয় বিপ্রগণ যবনাত্যাচারে পশ্চিম হইতে পলাইয়া আসিয়া, রাঢ়-বঙ্গে, ঢাকা এবং খাশিয়া পর্ব্বতের সানুদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগে, পূর্ব্বআসাম, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রদেশে মাহিষ্য এবং তদ্যাজী দ্রাবিড় দ্বিজগণের বহুকাল পরে আসিয়া বাস স্থাপন করেন; "আদিশূরানীত"গল্পটি পরে সংযোজিত বলিয়া আমার মনে হয়। মাহিষ্যগণ বহু পূর্ব্ব হইতেই এতদ্দেশে বসবাস করিতেছেন; ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে মহাভারতীয় যুগে পঞ্চ পাণ্ডবের

আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ যাঁহার রক্ষার জন্য মহাবীর ভীম খাদ্য সম্ভার লইয়া গিয়া একচক্র গ্রামে বক নামক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন, মাহিষ্য যাজী ছিলেন। তখন গৌড় বা দ্রাবিড় শ্রেণীর বিভাগ হয় নাই। এই বিভাগ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেরকালে কল্পিত হয় তাহা শেষ নোটে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। একচক্র বা একচাকা গ্রাম অদ্যাবধি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার অন্তঃপাতী শীলাই ও দারুকেশ্বর নদীর সঙ্গমস্থল ধর্ম্ম নগর নামক গ্রামের সন্নিকট অবস্থিত। শেষ নোটও এসম্বন্ধে যত্নে দ্রষ্টব্য। বকের জংঘা অদ্যাবধি বর্দ্ধমান জেলার প্রান্তঃস্থিত ভাঙ্গামোড়া গ্রামের সন্নিকট অর্দ্ধ অস্থি ও অর্দ্ধ প্রস্তরাবস্থায় বিরাজ করিতেছে। মাহিষ্যগণই যাদব ইহা পৌরাণিক সত্য। মাহিষ্যগণ অধম জাতি হইলে তৎরাজি বিপ্র গৃহে পাণ্ডবগণ কদাচ আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের "নারায়নী সেনা এই মাহিষ্য দলে গঠিত। কিন্তু যশোধর, গঙ্গাগতি আদির সঙ্গেও, আমার মনে হয়, বহু দ্রাবিড় দ্বিজ ও মাহিষ্যগণ পূর্ব্ব দেশে পলাইয়া আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ছিলেন এবং সে কথা এই কারিকার পরবর্ত্তী ২৮৬ এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মদ্বন্ধু বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস পুস্তকে বহুগবেষনার দ্বারা আমার কথিত উক্তিরই সমর্থন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ২৮৯ এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকের দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে নবদ্বীপ হইতে যশোধর মিশ্র, গঙ্গাগতি আদি রাঢ়ী এবং পাশ্চাত্য বৈদিক দ্বিজগণের সহিত বহু দ্রাবিড় ও গৌড়নিবাসী মাহিষ্যযাজী আদি

পিতৃস্থানে ভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানঞ্চ ক্ষেমকম্।
উচিতঞ্চ সমানং স্যাৎ ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে ॥ ২৫২

পিতৃপর্য্যায়ের লোকের সহিত কন্যাদানকে আর্ত্তি, পুত্র পর্য্যায়ায়ের সহিত কন্যাদানকে ক্ষেম্য, এবং সমানে সমানে কন্যা-দানকে উচিত শব্দে নিরূপিত করা হইয়াছে। ২৫২

বৈদিক দ্বিজ পূর্ব্ব বঙ্গে এবং রাঢ়ে যাবনত্যাচার ভয়ে পালাইয়া আসিয়া শস্যশ্যামলা ধান্য বহুল উপদ্রবিহীন দেশে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের কোন কোন শাখাপূর্ব্ব বঙ্গ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, লাটওকঙ্করাজ্য, শ্রীহট্ট,মৈমনসিংহ, আসাম, সুহ্ম, আদিদেশে গিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সকল দেশের প্রাচীন রাজবংশ এবং ভূস্বামী বংশের স্তিমিত ক্ষীণ স্মৃতি ধ্বংশের তামসি গর্ভ অতিক্রম করিয়া আজও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সকল ধ্বংশপথগামী মাহিষ্য রাজ্যের কিছু কিছু বিবরণ ইতঃ-পূর্ব্বে মল্লিখিত" মাহিষ্য প্রকাশ", হরিশবাবুর"ভ্রান্তিবিজয়ে" সেবা-নন্দ ভারতী কৃত ' তমলুকের ইতিহাসে" তথা পূর্ব্ব পূর্ব্বভাগ মাহিষ্য-সমাজ পত্রিকায় সবিস্তার প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই সময়ে যবনাত্যাচার না থাকিলেও, তদ্‌জনিত ভয় এবং আতঙ্ক এ দেশেছিল এবং উত্তর ভারতে যে এই সময়ে প্রকৃতই যবনাত্যাচার ছিল তাহা কোন ঐতিহাসিক অস্বীকার করিতে পারিবেন না; তাহার ঢেউ এবং ঘাত প্রতিঘাত বঙ্গদেশেও যে আসিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী এবং শেষ নোট যত্নে পাঠ করিবেন।

সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্ ।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্ ॥ ২৫৩
অঙ্গিরাঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়শ্চ বৃহস্পতিঃ ।
ভরদ্বাজস্তৃতীয়ঃ স্যাৎপ্রবরাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৫৪
কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়াঃ সর্ব্বে যদন্নং ভুঞ্জতে মুহুঃ ।
কুলীনায় সুতাং দত্ত্বা স গোষ্ঠীপতিরুচ্যতে ॥ ২৫৫
অবৎসারঃ কাশ্যপশ্চ নিধ্রুব মহাত্মা ।
পরস্পরম্ বিহ্যাঃ ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৫৬

সমান পর্য্যায়ে বিবাহ করা উত্তম বলিয়া কালে পরিগণিত হইল ; কন্যার অভাব হইলে কুশত্যাগ করা বিধি এবং তাহাতেও অপারাগ হইলে পরস্পর প্রতিজ্ঞা বন্ধন বিধি সমাজে প্রচলিত হইল। এই রূপ প্রথা ও সামাজিক নিয়ম গোবর্দ্ধনের সময়েও এই কুষি মাহিম্য এবং তৎযাজী বিপ্র সমাজ মধ্যে প্রচলিত ছিল। ২৫৩

অঙ্গিরা প্রথম, বৃহস্পতি দ্বিতীয়, এবং ভরদ্বাজ তৃতীয় এই তিন প্রবর হইতেছে অর্থাৎ ভরদ্বাজ গোত্রে ভরদ্বাজ আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য এইতিন প্রবর এবং কাশ্যপ গোত্রে কাশ্যপ, অপ্‌সার এবংনৈধ্রুব এই তিন প্রবর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবরের সাদৃশ্যই থাকুক অথবা গোত্রেরই সাদৃশ্যই থাকুক ঐক্য থাকিলে বিবাহ নিষেধ। ২৫৪-২৫৫

সকল কুলীনই শ্রোত্রিয় নামে খ্যাত। ইহাদের অন্ন সকলেই সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে কুলীনকে কন্যা দেয় সেই গোষ্ঠিপতি পদ বাচ্য। ২৫৬

অথ বিগ্রহ ‡ ভূপশ্চ ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভবঃ।
চকারাতিপ্রযত্নেন কুলশাস্ত্র নিরূপণম্ ॥ ২৫৭
যবনৈরর্দ্দিতা (৩৬) বিপ্রা বৈশ্যাশ্চৈব তথাভবন্।
এতেষাং সন্ততিঃ সর্ব্বা তেনানীতা নিজালয়ে ॥ ২৫৮

অনন্তর ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব রাজা বিগ্রহপাল দেব অতি যত্নে (এই জাতি এবং তৎযাজ্য দ্বিজ সমাজ মধ্যে) যবনপীড়িত দ্বিজ গণ এবং বৈশ্যগণের সন্তানগণকে নিজভবনে আনাইয়া কুল শাস্ত্র নিরূপণ করিয়াছিলেন। ২৫৭-২৫৮

---

‡ পাল রাজগণ যে মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহা বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিক গবেষণা সভ্যজগতের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বঙ্গের বর্ম্মা ভূপতিগণ পালরাজগণের অধীন সামন্ত চক্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাহা কাহারও নিকট অবিদিত নাই এবং ইঁহারা পাল রাজগণের দৌহিত্র বংশসম্ভূত ছিলেন। পাল রাজগণের শেষ বংশধর হরিশ্চন্দ্রের সন্তান-সন্ততিগণ ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভারের সন্নিকট কোণ্ডাগ্রামে দীনভাবে বাস করিতেছেন। কোন কোন পুথিতে "শ্যামল ভূপশ্চ" পাঠ দৃষ্ট হয়।

৭ নয়পাল দেবের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পাল দেবকে উল্লেখ করিতেছে। তৃতীয় বিগ্রহ পাল দেবের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল দেব এবং তাহার পুত্র মদন পাল দেব গৌড়রাজ্যে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। গৌড়রাজমালা দেখ।

* পর পৃষ্ঠার নোট দেখ।

(৩৬) পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫৮ শ্লোকের "যবনৈরদ্দিতা" পদটি দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বংঙ্গদেশে বল্লাল নৃপতির সময়ে যবনাত্যাচার কোথায়? শ্যামল বর্ম্মাদেব বা তৃতীয় বিগ্রহ পাল দেব তাঁহার বহুপূর্ব্বে বঙ্গের অথবা পাল সাম্রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে যবনাত্যাচার কোথায়? বল্লালের দান সাগর রচনার সময় ১১৬৯ খৃঃ অব্দ হইতেছে; নিখিল চক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেনের "পূর্ণে-শক্তি-নবদশমিতে শক-বর্ষে দান সাগারোরচিতঃ) J. A. S. B. 1896 Pt. I. p. 23.) পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় জন শ্রুতি মূলক রাজা আদি শূরকে ১৩৬ বৎসর অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার রাজ্যকাল ৯০০ খৃঃ অব্দ হইতে ৯৫২ খৃঃ অব্দ লিখিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় ১০৯২ শককে সম্বতে কি ন্যায়ে পরিবর্ত্তিত করিয়া লোকের চক্ষে ধুলি প্রদান করিলেন বলিতে পারি না। "রাজা বল্লালের দানসাগর" রচনা কাল ১১৬২ খৃঃ অব্দ, তাঁহার স্বকপোলকল্পিত যুক্তি ব্যর্থ করিয়া দিতে হরিবর্ম্ম দেবের তাম্র শাসন ও ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি আলোচনা করিলে বেশ প্রতিয়মান হয় যে বঙ্গদেশে তখন যাজ্ঞিক বৈদিক ব্রাহ্মণগণের অভাব হয় নাই। আদিশূর নামে কোন ব্যক্তিরই যখন অস্তিত্ব ছিল না, তখন তাঁহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞইবা কোথায়, আর তাঁহার কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আনয়নই বা কোথায়? বল্লাল সেন যে বঙ্গে কৌলিন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, সে সম্বন্ধেও বিশেষ সন্দেহ আছে। বন্ধুবাবু রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় ১৩১৯ সালের "প্রবাসী" পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় "লক্ষ্মণ

সেনের সময়" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে বিজয় সেন যে বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনই তাহার প্রমাণ; বর্ম্মবংশীয় হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন এবং ভবদেব ভট্টের খোদিত লিপি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। * * * * * বল্লাল সেন সম্বন্ধে একমাত্র বিশ্বাস যোগ্য কথা এই যে তিনি বর্দ্ধমান ভুক্তির উত্তর রাঢ় মণ্ডল তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল, এবং তিনি অন্যূন একাদশ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিজয় সেন ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। এই বিজয় সেন সুবর্ণরেখাতীরাসন্ন প্রদেশের মাহিষ্যরাজ বিজয় সিংহের সমসাময়িক ছিলেন তাহা মল্লিখিত মাহিষ্য প্রকাশ এবং এই কারিকার শেষ নোটে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। পাল সম্রাট রাম পাল দেবের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হইলে বিজয় সেন বরেন্দ্রে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সম্বৎ হইতে ইহা বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে বল্লাল সেনের রাজত্ব-কাল ১১১৯ খৃঃঅব্দে শেষ হইয়াছিল। বল্লাল সেন সত্যই কৌলিন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কি না তাহার সত্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ঐ প্রথা রাজা শ্যামল বর্ম্মদেব অথবা যশোধর মিশ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কান্যকুব্জ হইতে গঙ্গাগতি মিশ্র যবনের ভয়ে ভীত হইয়া হরিবর্ম্মদেবের রাজসভায় আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে রাজা নানা শাস্ত্র ও অস্ত্র বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ ও সুদক্ষ এবং অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বালভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্য ও বাচস্পতি প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সাতজন সচিবের

সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে-ছেন। গঙ্গাগতি, বৈষ্ণবমিশ্র, নিজপুত্র প্রজাপতি, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপতিরত্ন মিশ্র ও বন্ধু যাদবেন্দ্র মিশ্র প্রভৃতির সহিত কান্যকুব্জ হইতে যবন ভয়ে বঙ্গে পলাইয়া আইসেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য; এই সব কথা এই শ্লোকে সূচিত হইয়াছে (৩৭। এব পরপর্ত্তী ২৮৪ হইতে ৩৪৪ শ্লোকে তাঁহারা স্থানীয় দ্রাবিড় বা গৌড়নিবাসী আদি বিপ্র সম্প্রদায়ের সহিত কোন কোন দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন তাহাও সূচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের ন্যায় যবন ভয়ে কান্যকুব্জ হইতে রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের পঞ্চ মহাপুরুষগণের ও বঙ্গে ১২শ শতাব্দীতে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই কথা সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের বহু শতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোন দিন প্রমাণ হয় যে সত্য সত্যই বল্লাল সেনের সময়ে কৌলিন্য প্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাচীন অভিজাত সম্প্র-দায় বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ও পালরাজ বংশের পক্ষপাতী দেখিয়া বিজয় সেন ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে আভিজাত্য সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন; তৎপুত্র বল্লাল সেনের সময়ে আদিশূর ও পঞ্চ ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধীয় নূতন উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া নূতন আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয়। মুসলমান আক্রমনে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত প্রায় না হইলে এই নবজাত সম্প্রদায় টিকিত কিনা সন্দেহ। *

---

(৩৭) কারিকার ২৮৫—২৯০ শ্লোক যত্নে দেখ।

* * * * কেশব সেনের, বিশ্বরূপ সেনের, লক্ষ্মণ সেনের তাম্র শাসনে সমাজ বিপ্লব, এবং কৌলিন্য প্রথার নাম গন্ধ পর্য্যন্তও নাই কেন? যশোধর মিশ্র শ্যামল বর্ম্মাদেবের শাকুনসত্র সম্পাদন করিবার জন্য ১০০১ শকের বৈশাখ দশমীর দিন গোড়ের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন তাহা ঐতিহাসিক সত্য। ("বঙ্গের জাতীর ইতিহাস" ২ ভাগ ২৪ পৃঃ) ইহা বল্লাল সেনের সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। সেই জন্য "যবনৈরর্দ্দিতা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল কারণে আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ক্যর্য্যের কথা অলীক বলিয়া মনে হয়। দেওপাড়ার আবিষ্কৃত রাঢ়রাজ বিজয় সেনের প্রশস্তি লিপিতে আদিশূরের কথা বা তাঁহার কর্ত্তৃক কাণৌজ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আনয়নেয় কোন কথাই নাই। বিজয় সেন পদ্মা-নদীয় তীরস্থ বিজয়পুরে (দেওপাড়ার প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিব স্থাপন করিয়া তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। উহার শ্লোকগুলি উমাপতি ধরের দ্বারা রচিত। এই উমাপতি ধর আলম্যাণ (গাত্রীয় মাহিষ্য-যাজী বিপ্র ছিলেন তাহা দ্রাবিড় প্রদেশে প্রচলিত "দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ-কুলদিপীকা" নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায়)। তিনি খুব কবি ও রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মহারাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁহাকে দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশ হইতে আনাইয়া নিজ সভাসদ্‌রূপে বরিত করিয়াছিলেন। শ্যামল বর্ম্মাদেব মহাবল পাল ভুপালগণের অধীন বঙ্গের সামন্ত রাজা বা শাসক ছিলেন। এই উমাপতি ধর মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজ সভায় পঞ্চরত্নের মধ্যে একজন

সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে গোবর্দ্ধনাচার্য্য স্বরচিত এই বৃহৎ মাহিষ্য কারিকার ২৫১ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন।

সামন্ত সেন হইতে হেমন্ত সেনের আবির্ভাব হয়, (১০৪৫ খৃঃঅব্দ হইতে ১০৭৯ খৃঃঅব্দ) ; তৎপুত্র বিজয় সেন (১০৭৯-১১১৯ খৃঃঅব্দ) পর্য্যন্ত বঙ্গ সিংহাসনে রাজত্ব করেন। এই বিজয় সেনই অঙ্গরাজ বিজয় সেন বা বিজয় সিংহের (সুবর্ণ রেখা নদী তটে বিস্তীর্ণ মাহিষ্য রাজ্যের ইনি অধিপতি ছিলেন) পরম সুহৃদ ও বন্ধু ছিলেন। ইনিই বঙ্গের রাঢ় সাম্রাজ্য বিস্তার করেন এবং ইনিই পালরাজগণের শিথিল করকবল হইতে বরেন্দ্রী শাসন দণ্ড অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন। যদি লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত ৯৯৯ সম্বৎ গৌড়ে আদিশূর কর্তৃক পুত্রেষ্টি্য যজ্ঞে কান্যকুব্জীয় দ্বিজপঞ্চকের আগমন কাল ধরা হয়, তাহা হইলে ঐ সম্বতে (৯৪২ খৃঃঅব্দে) বঙ্গে কোন বংশের দোর্দ্দণ্ড শাসন দণ্ড পরিচালিত হইত এবং কোন রাজবংশের প্রতাপ অপ্রতিহত ছিল, তাহা ইতিহাস পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিতে হইবে। বিজয় সেনকে "বিশ্বক" সেনও বলিত। খালিমপুরের আবিষ্কৃত তাম্র-শাসন(৩৮) হইতে আমরা জানিতে পারি যে পালরাজ ধর্ম্মপাল দেব এই সময়ে মগধের বিশাল সাম্রাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। তাঁহার পর দেবপাল দেব মগধ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন ; দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে দেবপাল দেবের মৃত্যু

---

(৩৮) গৌড় রাজমালা দেখ।

হইলে তাঁহার পুত্র শূরপাল (দীনাজপুরের তাম্রশাসনের শূর পাল (প্রথম বিগ্রহ পাল) গৌড়রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হন। পাল বংশীয় নবম নরপতি মহীপাল দেব পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহ পাল দেবের অনধিকৃত এবং নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই সকল কথা আমরা "গৌড় রাজমালা" পাঠে সবিস্তার অবগত হইতে পারি। মহীপাল দেব ৯৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৬ খৃষ্টাব্দের পর পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ ১০৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; এ কথা লামা তারানাথ বলেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৭ এবং ১৪৪ শ্লোকে এই পাল সম্রাট মহীপাল দেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী কৃত "শ্রীরাম চরিত" কাব্য পাঠে এই সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক কথা বিস্তারিতরূপে জানা যাইতে পারিবে।

বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস এবং গৌড়-রাজমালা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে রাজা হরিবর্ম্মদেবের রাজধানী পূর্ব্ববঙ্গে ছিল এবং তাঁহারই সভাতে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আদিপুরুষ গঙ্গাগতি. গৌড়দেশ নিবাসী ব্যাস বা গৌড়ীয়-দ্রাবিড় ভবদেব প্রভৃতি দ্বিজগণকে সচিবরূপে দেখিয়াছিলেন। (৩৯) কারিকায় ২৮৪—২৯৩ পর্য্যন্ত শ্লোকে এই সকল বিষয় সূচিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ হইতে গঙ্গাগতি প্রভৃতি অগ্নি সমপ্রভ পাশ্চাত্য বৈদিক এবং রাঢ়ী ও গৌড় দ্রাবিড় পরাশর ভূদেবগণের সন্তান সন্ততিগণ পূর্ব্বদেশে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কংশাবতী, রূপা, ব্রহ্মপুত্র, হরিদ্রা

---

(৩৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় ভাগ ভূমিকা।

(হলদি) আদি নদীর শস্যশ্যামল তটদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহাদের বংশ বিস্তারের সহিত পূর্ব্বদেশ শ্রীহট্ট খাশিয়া আসাম প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত গিয়া বসবাস স্থাপন করেন। এই সকল ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য(৪০)। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণকাণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে মদ্বন্ধু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের "ভবভূমি-বার্ত্তা-প্রকাশ" করিয়া এতাবৎ প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাসের অর্থাৎ আদিশূরের এই বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাভাব বশতঃ দ্বিজ পঞ্চকের কাণোজ হইতে আনায়ন বা তাঁহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন কার্য্যরূপ অলীক প্রবাদ বচনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাজা শ্যামল বর্ম্মাদেবের রাজ্যকালে শুনক গোত্রীয় যশোধর মিশ্র মহাশয়ের অগেমনের পূর্ব্বেই সামবেদের কৌথম শাখাধ্যায়ী বেদাচার্য্য আগম নিগমে তৎপর বৈষ্ণবমিশ্র, গঙ্গাগতি আদি দ্বিজগণের বঙ্গে পলাইয়া আসিয়া বাস স্থাপন, কাণ্যকুব্জে যবন-গণের আগমন, তাহাদের আক্রমণ ও অত্যাচার, রাজ্যনাশ, দস্যু ভয়, অগ্নিদাহ ভয় আদি হইতে ধন, ধর্ম্ম, দেহ, প্রাণাদি রক্ষা করিবার মানসে অতিদুঃখে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পুত্র প্রজাপতি, ভ্রাতা শ্রীপতি রত্ন মিশ্র কান্নায়ণ শাখাধ্যায়ী গৌতম গোত্রীয় বন্ধুবর যাদবানন্দ মিশ্র সহ বঙ্গে পলায়ন করিয়া আইসেন; যাদবানন্দ কাশীধামে থাকিয়া যাইলেন; গঙ্গাগতি পূর্ব্ববঙ্গ কোটালিপাড়ায় আসিয়া শেষে বাস স্থাপন করিলেন।

---

(৪০) সাহিত্য প্রকাশ ১ম ভাগ ১—২৫ পৃঃ দেখ।

এই সকল বিবরণ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণকাণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত আছে। ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে দেবদ্বেষী ভারত বিজেতা সুলতান মামুদ ১০১০ অব্দে (৯৪১ শকে) কাণৌজ জয়ে অগ্রসর হন। ৯৪২ শকাব্দায় অর্থাৎ পরবৎসর ঐ রাজ্য তাঁহার কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সেই যবন বিপ্লব সময়েই গঙ্গাগতি প্রভৃতি দ্বিজগণ ধন, প্রাণ, ও মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বান্ধব এবং পরিবারবর্গ সহ বঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা গোবর্দ্ধনাচার্য্যের মত বিচক্ষণ সভাসদের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি ''যবনৈরর্দ্দিতা'' পদটি ব্যবহৃত করিয়া ঐতিহাসিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। মদ্বন্ধু বাবু হরিশ্চন্দ্র বক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার ভ্রান্তিবিজয় ২য় সংস্করণের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে এই জটিল ঐতিহাসিক গোঁজামিলগুলির সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। ৯৪২ হইতে ৯৫৪ শকাব্দের পরে বা সমকালে রাঢ়ী বারেন্দ্র বা পাশ্চাত্য বৈদিকগণের পূর্ব্বপুরুষগণ এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের হিন্দুরাজগণ যবন অত্যাচারে অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যবন অধিকার ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল দেখিয়াই যে তখনকার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ ধন রত্ন বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন লইয়া নিরুপদ্রব গৌড় সাম্রাজ্যে পালাইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই ঘটনা দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তকাল সংসাধিত

না হইলেও, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ কালিঞ্জর, মথুরা, জৌনপুর, থানেশ্বর, দিল্লি, সোমনাথপত্তন, ইন্দ্রপ্রস্থ, সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি যবন আক্রমণে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ক্রমশঃ ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। কুরুক্ষেত্র, মথুরা, গুজরাট, কালিঞ্জর, কানৌজ, সোমনাথ পত্তনাদি স্থানের হিন্দুদেবমন্দির সকল যবন মামুদ ঘোরীও গাজনীশের দ্বারা চুর্নীভূত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ম্লেচ্ছের হস্তে হিন্দুর দেবতা লাঞ্ছিত হইলেন। ১০০৮ খৃঃ অব্দে মামুদের সহিত আনন্দপাল দেবের লোমহর্ষন যুদ্ধ ভারত ইতিহাসে জলন্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে; এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের সমবেত হিন্দুশক্তি ও রাজন্যচক্র মুসলমানের দ্বারা বিধ্বস্ত হইল। ইহার প্রধান কারণ যে হিন্দু সৈন্যের মধ্যে যে সাহসের অভাব ছিল তাহা নহে; ইহারা উত্তম ব্যূহ-চক্র রচিয়া সেনাপতিত্বের কাজে সেরূপ পারদর্শী ছিলেন না বলিয়া সেইরূপ যুদ্ধ কৌশল দেখাইয়া যুদ্ধ জয় করিতে পারেন নাই। মহাভারতের সময়ের প্রাচীন যুদ্ধ কৌশলের এবং এই সময়ের যুদ্ধ নীতি ও কৌশল কলাপের বহু পরিবর্ত্তন ঘটীয়াছিল। এই যুদ্ধে হিন্দু মহিলাগণ গাত্রের স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় করিয়া যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সৌভাগ্য রবি চিরদিনের জন্য পশ্চিম গগনে অস্ত যাইতেছিলেন এবং ভগবানের ইচ্ছায় ভারতকে দৃঢ় দাসত্বের নিগড় পরিহিত করার বাসনা ছিল বলিয়া আনন্দপাল যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইলেন। কুড়ি সহস্র হিন্দু সৈন্যের রক্তে ১১৮১ সালে যুদ্ধ ক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। মামুদ তদপরে নগরকোট লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১১৮৪ খৃঃ অব্দে মামুদ ঘোরী

পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া ১১৯১ খৃঃ অব্দে যবনরাজ থানেশ্বরের জগদ্বিখ্যাত যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের নিকট পরাস্ত হইলেও গৃহ বিবাদে ক্ষীণপ্রাপ্ত হিন্দুশক্তি কান্যকুব্জ রাজা জয়চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতায় নারায়ণের যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথ্বিরাজ যবন হস্তে বন্দি হইয়া নিহত হইলে হিন্দুশক্তি ভারত গগন হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হইলেন। যে গৃহ বিবাদের ফলে কুরুক্ষেত্রের রনযজ্ঞের হোমাগ্নিতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমুন্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৃপ, শল্য প্রভৃতি মহারথীগণ ভষ্মীভূত হইয়াছিলেন, যে গৃহ বিবাদে পৃথ্বিরাজ, রাণাসঙ্গ প্রভৃতি শত শত হিন্দুবীরগণ নারায়ণের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের শৌর্য্যবীর্য্য এবং রাজলক্ষ্মীকে চিরতরে হারাইয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী করিয়া গিয়াছেন, সেই গৃহ বিবাদের ফলে আজ ভারত পর-পদতলে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, মুসলমান কবলে বিক্রীত হইয়া সেই পাপের ফলে নানারূপে নির্য্যাতিত হইতেছে। হিন্দু চন্দ্র, সূর্য্য রাণাসঙ্গ ও পৃথ্বিরাজ তিলৌরী ও নারায়ণের যুদ্ধে অস্তমিত হইলে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম-কর্ম্ম কালস্রোতে যবন অত্যাচারে ম্লান হইয়া যাইতে লাগিল। সেই অত্যাচারেই ব্রাহ্মণগণ পশ্চিম দেশ হইতে ধন ধর্ম্ম প্রাণাদি রক্ষার জন্য ভারতের চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই ঢেউ বঙ্গেও যে আসিয়া পৌছায় নাই তাহা বলিতে পারি না; গৌড়বঙ্গে কানৌজাদি ব্রাহ্মণগণের আগমনের কারণ (যদি এই আগমন প্রকৃতই ঘটিয়াছিল), যে যবনাত্যাচার তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। গোবর্দ্ধনাচার্য্য কারিকায় এই সকল কথাই বিবৃত করিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫৭ শ্লোকে "শ্যামল ভূপশ্চ" অন্য পাঠ কোন ২

পুঁথিতে দৃষ্ট হয় বলিয়াছি, কিন্তু এই পাঠ আমার সমিচীন বলিয়া মনে হয় না, কারণ যশোধর, গঙ্গাগতি আদি রাঢ়ী ও বৈদিক দ্বিজগণের সহিত যে বহু গৌড়বাসী প্রাচীন ও দ্রাবিড় দ্বিজগণ তাঁহাদের ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়াছি ও যাহা ২৮৪-২৯৩ শ্লোকে সূচিত হইয়াছে, তাহার বহুকাল পূর্ব্বে দেবপাল দেব, প্রথম বিগ্রহপাল দেব এবং প্রথম মহীপাল দেবের শাসন কালে গৌড়ীয় দ্রাবিড় দ্বিজগণ সময়ে ২ বঙ্গে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন এবং তদ্দেশীয় গৌড়ের আদীম নিবাসী বৈদিক গণের সহিত শোণিত মিশ্রিত করিয়া এক দ্রাবিড়—বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে পরিণতি লাভ করেন তাহা এই কারিকা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে জানা যাইতেছে। পাল রাজা-দের শাসনকালেই, আমার মনে হয়, গঙ্গাগতি আদি দ্বিজগণ পশ্চিম হইতে যবনাত্যাচার এড়াইবার জন্য বঙ্গদেশে পলাইয়া আসেন। তাহা হইলে, "বিগ্রহ ভূপশ্চ" পাঠই সমিচীন বলিয়া আমার মনে হয় এবং বিগ্রহ পাল দেবের হিন্দু তথা শৈবধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ২৫৭ শ্লোকে উক্ত "বিগ্রহ পাল" নয় পাল দেবের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পাল দেব হইতেছেন। তিনি স্বীয় প্রজা মধ্যে সমাজ বিপর্য্যয় দেখিয়া রাজ্যের অশান্তি দূর করিবার জন্য সকল জাতি মধ্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্টিত করিবার জন্য এক মহতী সভা আহ্বান করেন। তাহা পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে সূচিত হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার কথা।

---

(৪১) গৌড় রাজমালা দেখ।

যত্র যত্র স্থিতাঃ বিপ্রাস্তত্র দেশেষু নিরূপিতাঃ।
শ্রেণীদ্বয়ং বিনির্নীতং রাঢ়ী-বারেন্দ্র-সংজ্ঞকম্ ॥ ২৫৯
তথৈব দ্বিবিধং প্রোক্তং কুলঞ্চতং দ্বিজোত্তম ।
মাহিষ্যানামথ রাজ্ঞা কৃতং শ্রেণী চতুষ্টয়ম্ ॥ ২৬০
দেশ কাল প্রভেদেন উচ্চাবচ বিনির্দ্দেশাৎ ।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ক্রমযোগতঃ ॥ ২৬১
পশ্চিমোত্তর সংজ্ঞকাঃ কুলীনাশ্চ সমাখ্যাতাঃ ।
মান্যাঃ পূজ্যাশ্চতে হভবন্ মাহিষ্য কুলমধ্যতঃ ॥ ২৬২

যে যে দেশে এই সকল ব্রাহ্মণগণ বাস করিলেন, সেই সেই দেশ বা গ্রাম তাঁহাদিগের নিরূপিত বাসস্থান বা গাঁই বলিয়া পরিগণিত হইল। ঐ দ্বিজগণকে তিনি রাঢ় ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। ২৫৯

অতএব ঐ একই ব্রাহ্মণগণের এই দুই পৃথক শ্রেণীভেদে দুই পৃথক কুল হইল। রাজা মাহিষ্যগণের দেশ ভেদে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছিলেন। ২৬০

দেশকাল প্রভেদে উচ্চ এবং নীচ নির্ব্বিশেষে ক্রমযোগে পরে উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব, এবং পশ্চিম এই চারি শ্রেণীতে মাহিষ্যগণ বিভক্ত হইল। ২৬১

পশ্চিম এবং উত্তর শ্রেণীর মাহিষ্যগণ কুলীনরূপে পরিগণিত হইলেন এবং নিজ নিজ সমাজ মধ্যে মান্য এবং পূজ্য হইলেন। যাঁহারা পূর্ব্ব দেশবাসী মাহিষ্য তাঁহারা পরাশর নামে সমাজে

পূর্ব্বস্থাঃ মাহিষ্যাঃ যেতে পারাশরাঃ সমাখ্যাতাঃ।
এক শ্রেণী স্থিতাস্তেবৈ পার্থক্যং লেভিরে তদা ॥ ২৬৩
কুলীনাশ্চ ভবেয়ুস্তে সমাজবন্ধনাৎ পরম্। (৪২)
পূর্ব্বদেশে শামতটে রাজ্যাৎপ্রাক্ মদনস্য চ ॥ ২৬৪

পরিচিত; তাঁহারা এক শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও দেশ ভেদে পার্থক্য লাভ করিয়াছিলেন। ২৬২-২৬৩

মদন পাল দেবের রাজ্যকালের পূর্ব্বে তাঁহারা সমুদ্রতীরবর্ত্তী পূর্ব্বদেশস্থ মাহিষ্যগণ নিজ সমাজ বন্ধন করিয়া কুলীন এবং অকুলীনরূপে পরিণত হইয়াছেন। ২৬৪

---

(৪২) পাল রাজ মদন পালদেবকে বুঝাইতেছে। ইনি রাম পাল দেবের পুত্র ছিলেন। আমার মনে হয় যে মদনপাল দেবের শাসনকালের পূর্ব্ব হইতে পূর্ব্ববঙ্গে পশ্চিম বঙ্গ হইতে মাহিষ্যগণ এবং তাঁহাদের ঋত্বিক পুরোহিত বিপ্রগণ গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মাহিষ্যযাজী দ্বিজগণ বোধ হয় পরাশর গোত্রীয় ছিলেন বলিয়া এই মাহিষ্যগণ এবং তাঁহাদের যাজী দ্বিজ সম্প্রদায় সমাজে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রাখিবার জন্য "পরাশর দাস বা পরাশর দ্বিজ" এইরূপ আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন। "ব্যাসের" ন্যায় "পরাশর" পারিভাষিক শব্দ। ইঁহারা দশ ব্রাহ্মণের মধ্যে গৌড় কি দ্রাবিড় তাহা অস্মযাজী বিপ্রকুল ইতিহাস, শাস্ত্র, তন্ত্র পুরাণ, যুক্তি এবং বিচার সাহায্যে স্থির করুন। এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত "কায়স্থ মেসেঞ্জার পত্রিকায় ১৯১২

সালে যে "বেঙ্গল মাহিষ্য কাষ্ট" শীর্ষক প্রবন্ধচয় প্রকাশিত হয় এবং যাহা মল্লিখিত মাহিষ্য প্রকাশ ১ম ভাগে ১-২৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠে বেশ জানা যায় যে অম্বুবাহিনী নদীর উত্তর পশ্চিমদিক স্থিত মহিষিকদেশ হইতে যবে আর্য্য মাহিষ্য অভিযানের পর অভিযান ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন তাঁহারা সাকসডিহানা ও হুন দেশ অতিক্রম করিয়া সিন্ধু, রাজপুতানা ও গুজরাট্ দেশে এক শাখা উপনিবেস স্থাপন করিলে তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ কালক্রমে কর্ণাট, ত্রৈলঙ্গ, তাঞ্জোর আদি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উপনিবেশ করিয়া বসবাস করেন; এবং তথা হইতে কালযোগে মদ্র ও দ্রাবিড় ভূমিতে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। তথা হইতে তাঁহাদের বংশধরগণ কালক্রমে বঙ্গে উপনিবিষ্ট হন। তাঁহাদের মধ্যে বহু দ্বিজ-বংশ পরাশর গোত্রীয় ছিলেন; এখনও ঐ সকল দেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু পরাশর গোত্রীয় সাগ্নিক বিপ্র দৃষ্ট হন। গয়া হইতে প্রকাশিত "বিহার এড্ভোকেট্" নামক পত্রিকায় লিখিত এ সম্বন্ধে "The Mahishyas and their Brahmins শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ এবং গত ১৬ এবং ৩০শে নবেম্বর ১৯২৫ সালের পত্রিকায় ডাঃ শ্রীকেদার নাথ মিশ্র M. A. PHD. লিখিত প্রবন্ধ পাঠ কর। পরিশিষ্টে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই দ্বিজগণ যে গৌড় দেশবাসী সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই; তবে তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর বিপ্র তাহা আলোচ্য। এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা অত্র "বৃহৎ-মাহিষ্য" কারিকার শেষ নোটে করিয়াছি।

পূর্ব্ব লিখিত ৫৬ শ্লোক পাঠে বেশ জানা যায় যে পাল সম্রাটগণের আধিপত্য বিস্তারের বহু পূর্ব্ব হইতে অত্র দেশে-মাহিষ্য-গণ সপুরোহিত দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশ হইতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন; আমার মনে হয়, ইহা রাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের সময় বা তাহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে হইবে। একবার নহে, দুইবার নহে, উপর্য্যুপরি এই মাহিষ্য বন্যা এদেশে আসিয়া উপর্য্যুপরি ২।৩ শতাব্দী ধরিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বঙ্গের ক্ষত্রিয় মাহিষ্য-যাজী এই দ্বিজ সম্প্রদায় প্রাক্ মহাভারতীয় যুগে দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশ হইতে আসিয়া বঙ্গে ব্রাহ্মণাবাদ রচনা করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা বা গৌড় দেশ সমুদ্র গর্ভে লীন ছিল। রাজা যন্মেজয়ের সর্প সত্রে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপ্রস্থে বা হস্তিনায় নীত হইয়াছিলেন; তাঁহারা গৌড় দেশবাসী হইলেও মূলে গৌড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কি দ্রাবিড় শাখার বিপ্র তাহার কোন শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক প্রমানই পাওয়া যায় না। ১৩৩০ সালের মাঘ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "গৌড় ব্রাহ্মণ" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে মাহিষ্য যাজী বিপ্র সম্প্রদায় তাঁহারাই গৌড় ব্রাহ্মণ হইতেছেন এবং তাঁহারাই পালরাজগণের মন্ত্রী ও পুরোহিত বংশের বংশধর হইতেছেন। বেশ কথাই তিনি বলেছেন। আমার জিজ্ঞাস্য যে এতদিন তাঁহারা "গৌড়-বিপ্র" বলিয়া সমাজে পরিচয় দেন নাই কেন? আবার ৫ম সংখ্যা "গৌড়-প্রভা" পত্রিকার ৭৫ পৃষ্ঠায় বাবু নীরদবরণ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়" পাঞ্জাবে "ঔপনিবেশিক গৌড় ব্রাহ্মণ" "শীর্ষক

প্রবন্ধে নিজেদের সম্প্রদায়কে” গোড়ের আদি-বৈদিক সাজাইয়া পাঞ্জাবের “গৌড়-তগা” বিপ্রগণের সহিত “জ্ঞাতিত্ব” দাবী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহারা বোঁটা শূন্য কুষ্মাণ্ডের মত চতুর্দ্দিকে গড়াইয়া বেড়াইতেছেন কেন? শেষ নোটে সব আলোচনা করিয়াছি।

দশবিধ ব্রাহ্মণ বিভাগ স্কন্দ পুরাণের সমকালে বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে হইয়াছিল। ইংরাজি গনণার হিসাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিত সার জন উড্রোফ্ এবং মি, এফ, ই পার্জ্জিটার তাঁহার কৃত Ancient Indian Historical Traditions” নামক

পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় বিশেষ গবেষণা পূর্ণ অনুসন্ধানের পর বলিয়াছেন যে খৃষ্টীয় ৬২০ এবং ৫৫০ শতাব্দীর মধ্যে স্কন্দপুরাণ খানি রচিত হয়। তাহা হইলে মোটামুটী আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে আজ ১৪২৪ বৎসর পূর্ব্বে স্কন্দপুরাণখানি রচিত হয় এবং দশবিধ ব্রাহ্মণ বিভাগ ও ১৪৫০ বা উর্দ্ধ সংখ্যা ১৫৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান আছে। তাহার পূর্ব্বে বঙ্গে যে ব্রাহ্মণাবাস ছিল এবং তাঁহারা যে “গৌড়” ব্রাহ্মণ তাহার প্রমাণ কি? এবং জনমেজয়ের সর্প সত্রে বঙ্গদেশ হইতে যে বাহ্মণগণ হস্তিনায় নীত হন, তাঁহারা যে গৌড় ব্রাহ্মণ তাহারই বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি? তখন ত গৌড়, অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রাবিড়াদি ব্রাহ্মণ বিভাগ হয়, নাই, তবে নীরদবাবু বা হরিশবাবু কোথায় পাইলেন যে পালরাজগণের মন্ত্রীবংশ গৌড় ব্রাহ্মণ? তাঁহারা গৌড়বাসী হইতে পারেন, তাহা বলিয়া আমার বিবেচনায় তাঁহারা “গৌড় শ্রেণীর” বিপ্র নহেন; তাঁহারা দ্রাবিড় শাখান্তর্গত

দ্বিজ ছিলেন। খালিমপুরের গরুড় প্রশস্তি পাঠে কোন খানেই পাওয়া যায় না যে পাল নৃপতিগণের মন্ত্রিবংশ গৌড়-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। "গৌড়বাসী" এবং গৌড়শ্রেণীর বিপ্র" এক নহে, তাহা নিরদবাবু এবং হরিশবাবু দেখিবেন কি ?

গৌড় নিবাসী প্রাচীন গৌড়বৈদিক ব্রহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধ হেতু দ্রাবিড় শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের "গৌড়াদ্য বৈদিক" আখ্যা শাস্ত্র সিদ্ধ হইলেও শাস্ত্রানুকূল যুক্তির দ্বারায় তাহা পরাভূত হইতেছে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যা কন্যা বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিলে তৎগর্ভজাত সন্তান যেমন ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা লাভ করিত, সেইরূপ দ্রাবিড়শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ গৌড় নিবাসী আদি বৈদিকগণের কন্যা শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিলে, তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণ বীজ উৎকর্ষে "দ্রাবিড়" সংজ্ঞাই লাভ করিতেছে। ভার্গব পরশুরাম ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত হইলেও ব্রাহ্মণ বীর্য্যে উৎপন্ন বলিয়া বীজোৎকর্ষ হেতু ব্রাহ্মণ বলিয়াই সমাজে পরিচিত, সেইরূপ বাঙ্গলায় আদি ব্রহ্মণ গৌড়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহারা দ্রাবিড়-শোণিত প্রাধান্যে "দ্রাবিড়" আখ্যায়ই সমাজ পরিচিত হইবার উপযুক্ত।

৺গদাধরের কুলজী পাঠে জানা যায়, যে বোচু সন্তানগণ কলিযুগে বংশ বিস্তার দ্বারা মাহিষ্যযাজী হইয়াছেন। এই বোচু বোচু ঋষির শিষ্য ছিলেন; এই বোচু "দ্রাবিড়ে চ মহাতপা" ছিলেন। এই ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণ দেশ বাসী। এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা শেষ নোটে করিয়াছি।

কলিঙ্গে ব্রাহ্মণবাস দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশ হইতে হইয়াছিল।

ইহার কতক ২ প্রমাণ "চণ্ড কোশিকী" নাটক আদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। সবিস্তার আলোচনা পরে করিয়াছি।

পুনশ্চ সহৃদয় পাঠক বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখুন যে, কোন কোন পুরাণে নিম্নলিখিত শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়; তাহার কি কোনই অর্থ বা প্রয়োগ (importance) নাই।

"অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গেষু" সৌরাষ্ট্রে মগধে তথা। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ সর্ব্বসংস্কার মর্হতি অর্থাৎ অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ মগধ এবং সৌরাষ্ট্র দেশে পিণ্ডদান ব্যতীত তীর্থযাত্রা গমন করিলে পতিত হইতে হয় এবং পুনরায় সর্ব্ব সংস্কার করিতে হয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে মহাভারতীয় যুগে না হইলেও স্মৃতি ও পৌরানিক যুগে ঐ সকল দেশে অবাধ গমনাগমনের শাস্ত্রীয় অনুমতি ছিল না; পিণ্ডদান বা তীর্থযাত্রা বিনা ঐ সকল দেশে গমন করিলে পতিত হইতে হইত। ইহা শাস্ত্রের অনুশাসন। অতএব বেশ দেখা যাইতেছে যে মহাভারতীয় যুগের বঙ্গ এবং শক্তি সঙ্গমতন্ত্রের প্রণয়ণের যুগের "গৌড় বা বঙ্গ" দেশ এক নহে। যদি সমগ্র বঙ্গের মধ্যে অবাধ গমনাগমনের শাস্ত্রীয় অনুমতি থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ স্মৃতি ও পৌরাণিক যুগের প্রতিষেধ বচন কেন শাস্ত্রে লিখিত হইবে? সেইজন্যই বলিয়াছি যে উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে তীরভুক্তি বা ত্রিহুতে বা বর্ত্তমান বারবঙ্গ পর্য্যন্ত আসিবার পথ প্রাচীন কালে ছিল; সোজাসুজি বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালায় আসিবার পথ ছিল না। বাঙ্গালায় আসিতে হইলে দ্রাবিড়দেশ হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদ্রতীর ভূমিস্থ পথ দিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইত।

এই জন্যই বহু অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশ হইতে উত্তরা-ভিমুখে আসিয়াই বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাবাস মহা-ভারতীয় যুগে বা তৎপূর্ব্বে করিত হইয়াছিল, তীরভুক্তির নিম্নেই সমুদ্র ছিল এবং তাহা অর্দ্ধ গোলাকারে ঘুরিয়া তাম্রলিপ্ত বন্দরে আসিয়া শেষ হইয়াছিল ; কাজেই কেবল মহাভারতীয় যুগে কোন কবি কালীদাসের সময়ে যখন তিনি রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বলিয়া ছিলেন "বঙ্গানুৎখায় তরসানেতা......কলিঙ্গাভিমুখে যযৌ" (রঘুবংশ চতুর্থসর্গ ৩৬-৩৮ শ্লোক) তখনও বঙ্গের নবদ্বীপে ব্রাহ্মণা-বাস হইয়াছিল কি না তাহার ঠিক নিশ্চয়তা নাই। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তথা তাম্রলিপ্ত বা সুহ্ম দেশে পশ্চিম হইতে গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত থাকিলেও তাহার বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে দ্রাবিড় দেশ হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল। এই গৌড়দেশবাসী দ্রাবিড় বিপ্রগণ যে সর্পমন্ত্র বিশারদ হইবেন তাহা তাঁহাদের মধ্যে "by tradition" "মহাভারতীয় যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে ; সেই জন্য ৺গোবর্দ্ধনের কারিকায় ১০১ শ্লোকে স্পষ্টই তাঁহাদের নীতি এবং মন্ত্রে কুশলতা স্থাপিত হইয়াছে। আর সেই জন্যই দ্রাবিড় দেশাগত ব্রাহ্মণগণ যখন পাল রাজগণ এবং তাঁহাদের ২।১ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে অত্র বঙ্গদেশে নব উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের পরবর্ত্তী প্রমাণকারী দল বা সাহিত্য বীরবৃন্দ অত্র দেশে বাস স্থাপন করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি। তাঁহারা অত্র দেশে সপুরোহিত আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের পুরোধা ও ঋত্বিক বৃন্দ যে

অত্র দেশবাসী তাঁহাদেরই শোণিত প্রধাবিত গৌড়ীয় দ্বিজগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি হইতে পারে ?

কোন কোন বিদ্যার্ণব পণ্ডিত আমায় যুক্তির বিরুদ্ধে বলিয়া থাকেন যে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশবাসী বিপ্রকুল তথা কথিত "গৌড়াদ্য বৈদিক" নামে সমাজে পরিচিত যাঁহারা, তাঁহারাই বঙ্গের আদিম ব্রাহ্মণ। আমি এই নোটের প্রথমেই আমার পাঠক পাঠিকাগণকে দেখাইয়াছি যে মহারাজ জন্মেজয়ের সর্পসত্রে বঙ্গদেশ হইতে যে সকল মন্ত্রপটু ব্রাহ্মণদের হস্তিনাপুরে গমনের কথা মহাভারতে পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহারা গৌড় বা দ্রাবিড় বা উৎকল বা মৈথিল বা গুর্জ্জর আদি ব্রাহ্মণ নহেন, কারণ ঐ যুগে গৌড় দ্রাবিড়াদি দশ ব্রাহ্মণ বিভাগ কল্পিত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। বিরুদ্ধ মতবাদী বিপশ্চিৎগণ আরও বলেন যে বঙ্গের তাঁহারাই আদিম ব্রাহ্মণ। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য, শ্রোত্রিয় আদি যে সব ব্রাহ্মণগণ বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে বাস করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা "বঙ্গের" ব্রাহ্মণ পদবাচ্য কদাচ হইতে পারেন না। এই যুক্তি আমার একান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশে উপরোক্ত কোন ব্রাহ্মণেরই আদি নিবাস ভূমি নহে। তবে বাঙ্গলার আদি ব্রাহ্মণ কাহাকে বলিব ? কথায় বলে "ঠক্ বাছ্‌তে গাঁ উজোড়" !!! ১৩৩১ সালের হাবড়া হইতে প্রকাশিত "গৌড় প্রভার" আষাঢ় সংখ্যায় লিখিত হরিশ্চন্দ্র বাবুর "গোরীচন্দ্র উত্থাসনী" শীর্ষক প্রবন্ধের যথা সম্ভব উত্তর এই কারিকার শেষ নোটে

দিয়াছি। তিনি এক মুখে কুলজীটিকে প্রামাণ্য বলিতেছেন এবং তাহার মধ্য হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন এবং পরক্ষণেই অপর নিশ্বাসে বলিতেছেন। "তিনি তাঁহার পুস্তকের কোন স্থানে লিখিয়য়াছেন যে কুলজীখানি ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কোন স্থানে লিখেছেন যে মাদ্রাজ বৈদিক ধর্ম্ম 'প্রচারিণী সভার সম্পাদক মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকীল শ্রীমৎ পার্থসারথী আয়াঙ্গার মহাশয়ের নিকট হইতে ঐ কুলজীপ্রাপ্ত; অতএব ইহার উপর বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলা চলে না।" চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দিব্যশাস্ত্রজ্ঞানে এবং বিদ্যাবিনোদ উপাধির সারবত্তায় চমৎকৃত হইলাম। তিনি এটা বুঝিতে পারিলেন না যে ভিন্ন ভিন্ন পুঁথি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া বহু কষ্টেও বিপুল অর্থ ব্যয়ে কুলজীর দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করা হয়। সে সকল পুঁথী আদি কোথায় তাহা আমি এই কারিকায় শেষ নোটে সবিস্তার বিবৃত করিয়াছি। "গৌড় প্রভা" প্রকাশকের ভূগোল ও ইতিহাস জ্ঞান আরও চমৎকার। এতেক ব্রাহ্মণ, তাহাতে ৺আশুতোষ বাবুর নূতন ছাঁচের বি,এ, তাহাতে উদীয়মান মাহিষ্য জাতির যাজী ব্রাহ্মণ, গৌড়াদ্য বৈদিক নামটা "যেন তেন প্রকারেণ" এই সমাজে চালাইতে হইবে তাই জন্য ১৮০ পৃষ্ঠার নোটে বলিলেন এই ব্রাহ্মণ পঞ্চদ্রাবিড় দেশ হইতে আসেন নাই। উৎকল দেশ হইতে আসিয়াছিলেত বটে।

উৎকল প্রাচীন ইতিহাস মতে দ্রাবিড় দেশের মধ্যে পরিগণিত ছিল, ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পুরাকালে ছিল না। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ একই রাজার দ্বারা মহাভারতীয় যুগে এবং পরে গঙ্গারীড়ি

দেব্যুবাচ—

শ্রুতং বহু বিধাং কথাং ইতিহাস পুরাতনাৎ।
ভবানুকম্পয়া প্রভো মন্নাথ করুণানিধে ॥ ২৬৫

দেবী বলিলেন—

হে প্রভো, আমার স্বামী করুণা নিধে! আপনার কৃপায় পুরাতন ইতিহাস হইতে বহুবিধ কথা শ্রবণ করিয়াছি। বেদ-পারগ সাগ্নিক এই দ্রাবিড়বাসী বিপ্রগণ কোন কোন দেশে বাস

বীর রাজাগণ দ্বারা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসিত হইয়া আসিয়াছে। পাল রাজদের অধীন সমস্ত রাজ অনঙ্গভীম দেব যিনি পুরীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং যিনি মাহিষ্য বংশোদ্ভব ছিলেন, এই অঙ্গ কলিঙ্গ এবং বঙ্গের কতকাংশের উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রীমৎ চৈতন্য দেবের লিখন এবং সমসাময়িক পুস্তক সকল পাঠে জানা যায়। তাহার পর বর্ত্তমান উৎকল বা উৎকলিঙ্গ বা ওড্র দেশ কোথাকার ব্রাহ্মণগণের দ্বারা উপনিবিষ্ট তাহা গৌড়প্রভার প্রকাশক মহাশয় কি একবার চিন্তা করে দেখিবেন? এই সকল দেশ মহাভারতীয় কেন, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে, কলিঙ্গ এবং তাহার দক্ষিণস্থ পরবর্ত্তী কালের দ্রাবিড় দেশাগত ব্রাহ্মণদের দ্বারা অধ্যুষিত তাহা আমি পরে এই নোটে বহুবার বলিয়াছি, এই সকল বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করা হাস্যপ্রদ হওয়া এবং শক্তিক্ষয় করা মাত্র বিবেচনা করি, সেই জন্য নিরস্ত হইলাম।

কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগ সাগ্নিকাঃ।
তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামঃ কৃপয়াবদহো প্রভো ॥ ২৬৬

শ্রীশঙ্করোবাচঃ—

যদাভূৎ পুরা রাঢ়ে সেঞ্জনবল্লভুপতিঃ। (৪৩)
পালয়ামাসবৈঃ প্রজাঃ সপুত্রৈরৌরসাম্মুদা ॥ ২৬৭
নান্যোপায়ং তদা দৃষ্ট্বা বল্লালভুবনেশ্বর। (৪৪)
কার্য্যালোকহিতার্থায় কৈবর্ত্তাঃ দাস্য কর্ম্মসু ॥ ২৬৮
মাহিষ্যাস্তু তদাকর্ণ্য নৃপতেঃ শাসনং ভৃশম্।
ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ তে যুক্তিং চক্রুর্পরস্পরম্ ॥ ২৬৯

করিলেন তাহা আমরা শ্রবণ করিতে বাসনা করি; হে প্রভো আমাদিগকে কৃপা করিয়া বলুন। ২৬৫-২৬৬

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—

যথা পূর্ব্বকালে রাঢ়দেশে সেনবংশজ বল্লালভূপতি রাজা হইয়াছিলেন, তখন তিনি নিজ প্রজাদিগকে সুখে ঔরষজাত পুত্রের মত পালন করিয়াছিলেন। ২৬৭

তদনন্তর বল্লাল নৃপতি অপর কোন উপায় না দেখিয়া লোক হিতার্থে কৈবর্ত্তগণকে পরিচর্য্যা কার্য্যে নিয়োগের আদেশ প্রচার করিলেন। ২৬৮

মাহিষ্যগণ সেই নিদারুন রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণের সহিত সমবেত হইয়া পরস্পর যুক্তি করিতে লাগিলেন। ২৬৯

---

(৪৩) কোন কোন পুঁথীতে "মদনোভূপ" "রাঢ়ে"র পরিবর্ত্তে "বঙ্গে" এবং "সেনজ" পরিবর্ত্তে "পালজ" পদ দৃষ্ট হয়।

(৪৪) "মদন পাল নৃপতি" পাঠান্তর কোন কোন পুঁথীতে দৃষ্ট হয়।

বরং দেশং পরিত্যজ্য যামো দেশান্তরং বয়ম্।
কদাপি ন করিষ্যামশ্চাধম জাতি সেবনম্॥ ২৭০
বহবো ব্রাহ্মণ বৈশ্যাঃ যে সদসি সমাগতাঃ।
নানাগুণ সমাযুক্তা একবিংশ কুলোদ্ভবাঃ ॥ ২৭১
গ্রামং সুবর্ণপুরাদ্যান্ বস্ত্রানিবিবিধানিচ।
দক্ষিণার্থে দ্বিজাতিভ্যো প্রদদৌ সনৃপোত্তমঃ॥ ২৭২
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞি ইতি শ্রুত্বা নৃপোত্তমঃ।
ব্রহ্মত্বং ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চ অল্পয়ামাস স প্রভুঃ॥ ২৭৩

আমরা দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশে গমন করিব বরং সেও ভাল, তথাপি কদাচ নীচ জাতির দাস্য বৃত্তি করিব না। ২৭০

বহুজাতীয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়—যাঁহারা ঐ রাজ সভায় আসিয়াছিলেন তাঁরা নানাগুণযুক্ত এবং একবিংশ কুলোদ্ভব ছিলেন। ২৭১

সেই রাজা সুবর্ণপুরাদি গ্রাম এবং বিবিধ প্রকারের বস্ত্র দক্ষিণাস্বরূপ সেই দ্বিজগণকে দিয়াছিলেন। ২৭২

ইহা জানিয়া রাজার অশ্রদ্ধা এবং ক্রোধ হইল; তিনি তদনন্তর তাঁহাদিগের ব্রহ্মত্ব এবং মাহিষ্যগণের ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে লাঘব করিলেন *। ২৭৩

---

* মাহিষ্য এবং তাঁহাদের যাজী ব্রাহ্মণগণের প্রতি রাজার ক্রোধের অন্যতম কারণ যে তাঁহারা বল্লাল প্রতিষ্ঠিত কৌলিণ্য প্রথা অনুমোদন ও তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। এতদুভয় কারণে রাজার এই জাতির প্রতি অযথা অত্যাচার প্রকটিত হইয়াছিল।

উষুঃ কিলপুরা রাঢ়ে মাহিষ্যা হলবৃত্তয়ঃ।
দক্ষিণাদ্দেশাদাগত্য গঙ্গা যত্র বিরাজতে ॥ ২৭৪
রাঢ়ায়াং বহুধান্যায়াং রূপাগঙ্গয়োঃ সন্নিধৌ।
নিবাস রুরুচে তেভ্য আদৃত্যেভ্যঃ সুহৃজ্জনৈঃ ॥ ২৭৫
বসন্ত্যত্রৈব দেশে বৈ সর্ব্বে চ কৃষিকারকাঃ।
বহবশ্চ প্রজাঃ জাতা নানাদেশনিবাসিনঃ ॥ ২৭৬
কলত্রঞ্চ সমানীয় কৈবর্ত্তাঃ কৃষিজীবকাঃ।

ঋত্বিগ্ভিঃ সহ তে সর্ব্বে উষু (৪৫) বিগ্রহতঃ পরম্ ॥ ২৭৭

পুরাকালে দক্ষিণ দেশ হইতে হলবাহী মাহিষ্যগণ রাঢ়দেশে, গঙ্গা যেখানে প্রবাহমানা, সেই সেই দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; শস্যবহুলা রূপা নদ এবং গঙ্গা নদীর সন্নিকট দেশ সমূহে তাঁহারা নিজ বন্ধুবান্ধবগণকে আনাইয়া বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ২৭৪—২৭৫

এই সকল দেশে সকল কৃষিকার মাহিষ্যগণ বসবাস করিলে তাঁহাদের বহু সন্তানসন্ততি হইয়াছিল এবং তাঁহারা নানাদেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ২৭৬

বিগ্রহপাল দেবের রাজ্যকালের পরে কৃষিজীবি কৈবর্ত্তগণ তাহাদের স্ত্রীগণকে আনাইয়া স্ব স্ব পুরোধাগণের সহিত এই দেশে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।২৭৭

(৪৫) ৺গোবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁহার কারিকায় মাহিষ্যগণের দক্ষিণ দেশ হইতে উত্তর বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপনের বিষয় পালরাজ বিগ্রহপালদেবের সময়ে সূচনা করিতেছেন। গৌড়রাজমালার পাঠকগণ সবিশেষ অবগত আছেন যে দীনাজপুরের গড়ুরস্তম্ভ লিপিতে

বিগ্রহপাল দেব শূরপালদেব রূপে কথিত হইয়াছেন। উহার ১৫ শ্লোক "ভ্রান্তি বিজয়" ২য় সংস্করণের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। বিগ্রহ-পাল দেব অতি শান্তিপ্রিয় রাজা ছিলেন এবং তাঁহার স্বল্পকাল-স্থায়ী রাজ্যকাল মধ্যে দেশের সবিশেষ আন্তরিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই কারিকার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫ শ্লোক হইতে জানা যায় যে দ্রাবিড় দেশ হইতে মাহিষ্যগণ সপুরোহিত দ্রাবিড় দ্বিজগণের সহিত উত্তর মেদিনীপুর, রাঢ়, এবং বঙ্গে প্রথম পাল রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। ৬৭ শ্লোক হইতে জানা যায় যে অত্র দেশাস্থিত গৌড় দ্বিজগণের সহিত এই দ্রাবিড় দেশাগত দ্বিজ সম্প্রদায় নবম পাল রাজ মহীপাল দেবের রাজ্যকালের পরে যৌন সম্বন্ধাদি আবদ্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া গিয়াছিলেন। ৯৯ হইতে ১০১ শ্লোকে ইঁহাদের চতুঃ সমাজের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই গৌড়দেশ নিবাসী দ্রাবিড় দ্বিজগণের নীতি, মন্ত্র, শাস্ত্র এবং সঙ্গীত বিদ্যায় কুশলতা সূচিত হইয়াছে। পূর্ব্বলিখিত ১২৪—১২৬ এবং ১৪৪ ও ১৪৯শ্লোক পাঠ করিলে বেশ জানা যায় যে বৌদ্ধ প্রভাব যখন এই দেশে খুবই প্রবল, তখন রাজা মহীপাল দেবের রাজ্যকালের পর আচট্টল গান্ধার মহোদধি বিচুম্বিত বিশাল পাল সাম্রাজ্যের ক্ষত্র-মাহিষ্য সম্প্রদায় মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ক্ষত্র, বৈশ্য, এবং শূদ্র ধর্ম্মসেবা হইতে দেখা গিয়াছে। গোবর্দ্ধন এই ঐতিহাসিক কথাই তাঁহার কারিকার স্থানে স্থানে বিশদভাবে উল্লিখিত করিয়াছেন। উপরোক্ত ১৪৪ এবং ৩৫৩—৩৫৭ শ্লোক পাঠে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না।

পুরাকিল মাহিষ্যাণাং রতানাং কৃষিকর্ম্মসু।
উত্তর দেশ বাসিনাং সমাজাঃ একবিংশতিঃ (৪৬)॥ ২৭৮
রাণা সুবর্ণপুরাস্থা যে চ গ্রামপ্রধানকাঃ।
কুলীনাস্তে সমাখ্যাতা মাহিষ্য কুলমধ্যতঃ ॥ ২৭৯

কৃষিকর্ম্মেরত উত্তর দেশবাসী মাহিষ্যগণের পূর্ব্বকালে ২১টি সমাজ বিদ্যমান ছিল।২৭৮

ইহাদের মধ্যে রাণা, সুবর্ণপুর আদি যে যে গ্রামীগণ প্রধান, তাঁহারাই মাহিষ্য সমাজ মধ্যে কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২৭৯

---

(৪৬) উপরোক্ত একবিংশ ব্রাহ্মণগণের অধীন একবিংশ মাহিষ্য সমাজ সেই সময়ে বিদ্যমান ছিল। এই এক একজন ব্রাহ্মণের অধীনে আমার মনে হয় এক একটি সমাজ অবস্থিত ছিল। তাহারই উল্লেখ গোবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁহার "বৃহৎ মাহিষ্য কারিকায়" অত্র স্থানে করিতেছেন। ইহার নিদর্শন ৺গদাধর ভট্ট তাঁহার কুলজীতেও করিয়া গিয়াছেন,তাহা শেষ নোটে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। সুবর্ণপুর হুগলী ও নদীয়া জিলার মধ্যবর্ত্তী সপ্তগ্রামের সন্নিকট কোন একটি গ্রাম হইবে। কলিকাতান্তর্গত ভবানীপুরের সরকারগণ এইখানের আদিম নিবাসী তাহা "সরকার" বংশের ইতিহাসে, "মাহিষ্য-কুল-কল্পদ্রুমে" মৎবন্ধু বাবু রামপদ বিশ্বাস সবিস্তার প্রকাশ করিয়াছেন।

ঋষয় উচুঃ—

দ্রাবিড়ীয় বৈদিকানাং গোত্রাণি প্রবরাণিচ।

ভবতঃ প্রমুখাদ্দেব সমগ্রং শৃণুমো বয়ম্॥ ২৮০

কং দেশং গতবন্তস্তে কুত্রোষুস্তদনন্তরম্।

তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামো ব্রূহিনঃ কৃপয়া বিভো॥ ২৮১

শ্রীশঙ্করউবাচ—

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা যা চ গঙ্গা ত্রৈলোক্যতারিণী।

মুক্তিক্ষেত্রভবেত্তেষাং বৈশ্যানাঞ্চ(ক) সমুদ্ভবঃ ২৮২।

ঋষিগণ বলিলেন—

আপনার নিকট হইতে দ্রাবিড় বৈদিকগণের গোত্র এবং প্রবর সংগ্রহ আমরা শ্রবণ করিয়াছি। কোন কোন দেশে গিয়া তাঁহারা তদনন্তর বসবাস করিলেন, তাহা কৃপা করিয়া আমাদিগকে, হে বিভো! বলুন। ২৮০।২৮১

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—

বিষ্ণু পাদোদ্ভবা ত্রৈলোক্য তারিণী গঙ্গা নদীর তীর সন্নিকটস্থ সকল স্থানগুলি মাহিষ্য বৈশ্যগণের বসবাস এবং মুক্তির স্থান হইতেছে। ২৮২

(ক) ইহার দ্বারা ক্ষত্র-বৈশ্যাচারী মাহিষ্যগণকে বুঝাইতেছে। কোন ২ পুঁথীতে "ধনীনাঞ্চ" পাঠও দৃষ্ট হয়।

মহিষ্যাণাং চতুর্থাবৈ সদ্‌বৈশ্যাঃ দ্বিজবৎক্রিয়াঃ।
হৃষ্টাশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে বৈশ্যাস্তেষামপীহ যে ॥ ২৮৩

দেব্যুবাচ—

কুত্র কুত্র স্থিতাবিপ্রা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামঃ কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ২৮৪

শ্রীসদাশিবউবাচ—

শুনকগোত্রসম্ভূতো যশোধরো(৪৭) মহামতিঃ।
যবনাক্রান্তমালোক্য কণ্‌জং ত্যক্তু মুত্ততঃ ॥ ২৮৫

চারি শ্রেণীর মাহিষ্যগণের দ্বিজবৎ আচার ব্যবহার এবং ক্রিয়াকাণ্ড জানিবে; ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাচারী মাহিষ্যগণ অতঃপর হৃষ্টচিত্তে তত্তৎ দেশে বাস করিতে লাগিলেন। ২৮৩

দেবী বলিলেন—

বেদ বেদাঙ্গ পারগ এই সকল ব্রাহ্মণগণ কোন কোন স্থানে বাস করিলেন তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি; কৃপা করিয়া হে প্রভো আমাদিগকে বলুন। ২৮৪

শ্রীসদাশিব বলিলেন—

শুনক গোত্র সম্ভূত মহামতি যশোধর (ইনি বঙ্গ নিবাসী

---

(৪৭) ইনি পাশ্চাত্য বৈদিকগণের পূর্ব্বপুরুষ হইতেছেন। বঙ্গাধিপ পালরাজ শ্যামলবর্ম্মাদেবের রাজ্যকালে এদেশে আসিয়া শকুনসত্র সম্পাদন জন্য পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় বাস স্থাপন করেন।

পরিভ্রম্য বহূন্দেশান্ পূর্ব্ববন্ধূন্ পরিস্মরন্।
নবদ্বীপংসমাগত্য কার্ত্তিকং শরণং গতঃ ॥ ২৮৬
বহতি যৎ পশ্চিমতঃপূততোয়া ভাগীরথী।
শোভন্তেপীঠাশ্চযত্র অধ্যাপকৈরাসেবিতাঃ ॥ ২৮৭
কার্ত্তিকোঽপি ততো জ্ঞাত্বা নামধেয়াদি তত্ত্বতঃ।
নবদ্বীপান্তরে তং হি স্থাপয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥ ২৮৮
গঙ্গাগতির্মহামতি র্যশোধরশ্চাগ্নিপ্রভঃ।
গৌড়বৈদিকৈঃ সহ তে উষু র্বিপ্রৈর্দ্রাবিড়ৈশ্চ ॥ ২৮৯

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের পূর্ব্বপুরুষ হইতেছেন) যবনাক্রমণ দেশে দেখিয়া, কনোজ দেশ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়া এবং পূর্ব্ব বন্ধুদিগকে স্মরণ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া কার্ত্তিকের শরণ লইলেন। ২৮৫—২৮৬

যাহার পশ্চিমদিক দিয়া পুণ্য সলিলা গঙ্গানদী প্রবাহমানা হইতেছে এবং যাহার তীরদেশে বড় বড় অধ্যাপকগণের বিদ্যাপীঠ সকল বর্ত্তমান। ২৮৭

সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ধর্ম্মজ্ঞ কার্ত্তিকেয় তাঁহার পরিচয়াদি পাইয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে বাস করাইলেন। ২৮৮

তদনন্তর মহামতি গঙ্গাগতি এবং অগ্নিসমপ্রভ যশোধর গৌড়দেশ বাসী বৈদিক এবং দ্রাবিড় বৈদিকগণের সহিত তথায় বহুকাল বাস করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহাদের সন্তান-গণ স্ত্রীপুত্রাদি সহ পূর্ব্বদিকে প্রয়াণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে করিতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত (যেখানে হাটেশ্বরী দেবী বিরাজ মানা) বসবাস করিয়াছিলেন। ২৮৯—২৯০

ততস্তুতেষাং সন্তানাঃ (৪৮) পুত্রদারাদিভির্যুতাঃ।
অধ্যুষুস্তেহপি তদ্দেশং যত্র দেবী হাটেশ্বরী ॥ ২৯০
ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ তে সর্ব্বে মাহিষ্যাঃ মিলিতাস্তদা।
দক্ষিণে জলধিতটে যুক্তিংচক্রুঃপরস্পরম্ ॥ ২৯১
সংস্থাপ্য কৃষকান্ সর্ব্বান্ স্বর্ণরেখাতটান্তিকে।
গতবন্তো দূরদেশান্ ঋত্বিগ্‌ভিঃ পত্নীভিঃ সহ ॥ ২৯২

সেই সকল মাহিষ্যগণ তাঁহাদের পুরোহিতগণের সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রতটের সন্নিকট দেশে গিয়া পরস্পর যুক্তি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই সকল কৃষকগণকে সুবর্ণরেখা নদীর তটদেশে বসবাস করাইয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুরোহিত ও কলত্রগণের সহিত দূর দূর দেশে গিয়া বাস স্থাপন করিলেন। ২৯১—২৯২

---

(৪৮) মহাদেব শাণ্ডিল্যের কারিকা যাহা বাবু নগেন্দ্রনাথ বসুর "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" উদ্ধৃত আছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় যে যশোধরের হরিরামাদি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; হরির পুত্র বৎসরাজ, তৎ পুত্র দিনকর, তৎপুত্র পশুপতি, তৎপুত্র শ্রীপতি। ইনিই নবদ্বীপ হইতে কোটালিপাড়ায় গিয়া বাস করেন। তাঁহাদের সহিত মাহিষ্যযাজী বহু দ্রাবিড়-গৌড়ীয় বিপ্রগণও পূর্ব্ববঙ্গ এবং শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। সে-কথা অত্র শ্লোক সমূহে সূচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী ৩০৪ এবং ৩২৮ শ্লোক হইতে আসাম শ্রীহট্ট ও পূর্ব্ববঙ্গে মাহিষ্যগণের উপনিবেশ স্থাপনের কথা বিবৃত হইয়াছে।

উষুস্তে চ চিরংতত্র গঙ্গাতীরে সুনির্ম্মলে।
জলেশ্বরে রূপাতটে ভীমা যত্র (৪৯) বিরাজতে॥ ২৯৩
ভুবনেশতীর্থশ্রেষ্ঠে বৈতরণীনদীতটে।
শীলাবতী (৫০) সরিত্তটে যত্রাস্তি দেবী শতাক্ষী॥ ২৯৪

সরযূপুলিনং জগ্মুঃ কেচিৎ কন্নুজকং গতাঃ।
সশিষ্যৈর্ব্বুযুস্তে তত্র ভূদেবা দ্রাবিড়াগতাঃ॥ ২৯৫

তাঁহারা চিরকালের জন্য সুনির্ম্মল গঙ্গাতীরাসন্ন দেশে এবং নিম্নলিখিত দেশ সমূহে বাস করিলেন। তাঁহারা রূপনারায়ণ নদের তট দেশে (যেখানে ভীমা দেবী বিরাজমানা) জলেশ্বরে, ভুবনেশ্বর তীর্থ শ্রেষ্ঠে, বৈতরণী নদীর তটদেশে, শীলাই নদীর তীরদেশে, যেখানে ৺শতাক্ষি দেবী বিরাজ করিতেছেন। ২৯৩—২৯৪

কেহ কেহ সরযূনদীর পুলিন দেশে, কেহ কেহ কণৌজে গিয়া, দ্রাবিড় দেশাগত দ্বিজগণ শিষ্য যজমানগণের সহিত বাস করিলেন। ২৯৫

---

(৪৯) তমলুক এবং তাহার আসন্ন প্রদেশকে উল্লেখ করিতেছে। ("সাহিত্য-প্রকাশ", "তমলুকের ইতিহাস", এবং "ভ্রান্তিবিজয়" ২য় সংস্করণ ৩০৪ – ৩১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) ষোড়শ শতাব্দীতে সরস্বতী

নদীতে চড়া পড়িলে মোগল সরকার বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কলিকাতার দক্ষিণাংশ হইতে সাঁখরাইল পর্য্যন্ত ৮।৯ মাইল পথ খনন করাইয়া সরস্বতীর সহিত গঙ্গার যোগ করাইয়া দেন; এই গঙ্গাসরস্বতীর সংযোগে গঙ্গা প্রবল হইয়া যায়, সরস্বতী ক্ষীণা হইয়া মজিয়া পড়ায় সপ্তগ্রামের পূর্ব্বে গৌরব ও সমৃদ্ধি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া পড়ে। এদিকে গঙ্গার পূর্ব্বগতির পরিবর্ত্তন হওয়ায় কালিঘাটের গঙ্গা যাহা "আদি গঙ্গা" নামে খ্যাত এবং যাহা শাসন, বারিপুর, মজিলপুর, আদি হইয়া মথুরাপুরের সন্নিকট দিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ক্রমশই মজিয়া গিয়াছে। সরস্বতী মজিয়া যাওয়ায় সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, গঙ্গার মোহানায় চড়া পড়িয়া সমুদ্র ক্রমশ পুরিয়া গিয়া রূপনারায়ণ নদ তীরস্থ তমলুক বন্দরের ও সেইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে তমলুক সমুদ্র যাত্রীর প্রধান বন্দর ছিল। এই বন্দর হইতেই বঙ্গের মাহিষ্যবীর বাহিনী রণতরী বাহিয়া উত্তাল ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে এই সকল হিন্দু উপনিবেশ বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৭৫ সালে কলিঙ্গ দেশ হইতে এক অভিযান গিয়া যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহা মহামতি হাণ্টার তাঁহার "ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল্ একাউণ্ট্ অব্ বেঙ্গল" প্রথম ভাগ ৩৮৬ পৃঃ এবং দ্বিতীয় ভাগ ৪৮১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা প্রাচীন কলিঙ্গের অন্তর্গত।

(৫০) পরবর্ত্তী ৩২৮ শ্লোকের "দারুকেশের" নোট দেখ।

উত্তরস্যাং কে চ জগ্মুঃ কীর্ত্তিনাশানদীতটে।
খরস্রোতঃ (৫১) পুলিনে চ ভৈরবস্যান্তিকে পুনঃ ॥ ২৯৬
তদ্দেশস্থৈর্দ্বিজৈঃ সার্দ্ধমন্নাদিভোজনেন চ।
তৈরাদানপ্রদানেন গৌড়াখ্যাঞ্চ প্রলেভিরে ॥ ২৯৭
গুর্জ্জরাগতা যে বিপ্রা স্তদ্দেশকৃতাধিবাসাঃ।
দ্রাবিড়ৈঃ সহ মিলিতা যজুর্ব্বেদবিদোদ্বিজাঃ ॥ ২৯৮

কেহ কেহ উত্তরদিকে কীর্ত্তিনাশা নদীর তটের সন্নিকট দেশে গিয়া বাস করিলেন, কেহ কেহ খড়িয়া নদীর তীর দেশে এবং কেহ কেহ ভৈরব নদের সন্নিকট দেশে বাস স্থাপন করিলেন। ২৯৬

সেই সেই দেশের দ্বিজগণের সহিত অন্নাদি ভোজনের হেতু এবং তাহাদের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার কারণ তাঁহারা গৌড় এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৯৭

গুর্জ্জর দেশ (বর্ত্তমান গুজরাট্) হইতে যে সকল বিপ্রগণ আসিয়া ছিলেন, তাঁহারও ঐসকল দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; তাঁহারা যজুর্ব্বেদী বিপ্র ছিলেন এবং দ্রাবিড়-গণের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছিলেন। ২৯৮

---

(৫১) ইহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত গঙ্গা হইতে প্রবাহিত খড়িয়া নদীকে উল্লেখ করিতেছে। ইহার উভয় পার্শ্বে বহু মাহিষ্যের বাস পুরাকালে ছিল।

প্রদ্যুম্ন (৫২) নগরাদারভ্য মহোদধিতটান্তিকে।
চট্টলে (৫৩) শ্রীহট্টেতথা কামাখ্যাযত্র রাজতে॥ ২৯৯
যদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু (৫৪) গঙ্গাতো যমুনা গতা।
উন্‌শনি শিহোরফুল্ল্যাং (৫৫) সরস্বত্যাস্তথোত্তরে॥ ৩০০
মৈশাল্যাং (৫৬) সিদ্ধায়ান্তথা কাশীযোড়ান্তরালকে
তিষ্ঠতস্তু যত্র সদা দেব্যৌশীতলাসিদ্ধেশ্বরৌ॥ ৩০১

প্রদ্যুম্ননগর (বর্ত্তমান পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়া) হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত দেশ সমূহে, চট্টগ্রামে, শ্রীহট্টে, (সেখানে ৺কামাখ্যা দেবী বিরাজ করিতেছেন)। ২৯৯

এবং যাহার দক্ষিণে, দক্ষিণ-প্রয়াগ (মুক্তবেণী) হইতে গঙ্গা এবং যমুনা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং যাহা সরস্বতী নদীর উত্তরে

---

(৫২) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া গ্রাম। ইহা বহু প্রাচীন কালের নগর। এই থানকার প্রাচীন হিন্দুর মন্দির মুসলমানের মস্‌জিদে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

(৫৩) চট্টগ্রাম জিলা।

(৫৪) এই প্রয়াগ মুক্ত ত্রিবেনী নামে খ্যাত।

(৫৫) বোধ হয় বর্ত্তমান শিওড়াফুলী গ্রাম হইবে।

(৫৬) মৈশালী—ইহা এবং সিদ্ধ্যা নামক দুইটী বড় গণ্ড-গ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশিজোড়া পরগণায় অবস্থিত। প্রথমটীতে বহু প্রাচীনকাল হইতে ৺শীতলা এবং দ্বিতীয়টিতে ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। বালিয়াডাঙ্গা, গয়ার, কালিয়া, যশোহর এবং সাকোয়া ও সতীরহাট রাজসাহী

বালিগ্রাডাঙ্গাগম্মারৌ সাকোয়া সতীহট্টকে।
রঙ্গপুরসন্তোষ পুরেচ নাম্নারকালিয়ায়াস্তথা ॥ ৩০২
জঙ্গলবাটিকায়াঞ্চ (৫৭)ভোগপাড়া (৫৮)তথাপরে।
যত্রাস্তি গোপীনাথশ্চ উষুস্তত্র চিরংমুদা ॥ ৩০৩

অবস্থিত (দেশে), উনশানি শিহোরফুল্লীতে (শেওড়া ফুলীতে), মৈশালীতে, সিদ্ধ্যায়, কাশীজোড়ার অন্তর্গত স্থান সমূহে (মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত, যেখানে ৺শিতলা এবং ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবীদ্বয় বহুপ্রাচীন কাল হইতে বিরাজ করিতেছেন)। ৩০০—৩০২

বালিয়াডাঙ্গায়, গম্নারে, সাকোয়ায়, সতীহাটে, রংপুরে, সন্তোষপুরে, (ঢাকা জিলায় অবস্থিত), কালিয়ায় (যশোহরের মধ্যে অবস্থিত), জঙ্গলবাড়ীতে, ভোগপাড়ায় (যেখানে ৺গোপীনাথ চিরকাল বিরাজ করিতেছেন)। ৩০৩

জেলায় অবস্থিত। রঙ্গপুর এবং সন্তোষপুর হাওড়া জেলায় অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। নান্নার বোধ হয় ঢাকা জেলায় অবস্থিত। নান্নারের রায় ভূস্বামীগণ প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে বাস করিতেছেন। ৫মভাগ "মাহিষ্য-সমাজে" ইহাদের ইতিহাস ও বংশলতা বিবৃত আছে।

(৫৭—৫৮) এই স্থানগুলি আমার মনে হয় পূর্ব্ববঙ্গ মৈমনসিংহ শ্রীহট্ট আসাম আদি দেশে অবস্থিত। পরবর্ত্তী এবং ৩৩৮ শ্লোকে লিখিত স্থানগুলিও এই প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া আমার মনে হয়। এই স্থানকার মাহিষ্যগণ বহু প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া ঐ সকল অঞ্চলে বিদিত।

সুরম্যা সুরমে (৫৯) দেশে ত্রিস্রোতাবহতি যত্র।
চন্দ্রনাথে পুণ্যতীর্থে যত্র রমতে স্মরারিঃ ॥ ৩০৪
বরাস্তরে (৬০) বেতালেচ যত্রাস্তি বৈ গোপীনাথঃ।
গোপ যোগীশ্বরো যোগী সূর্য্যকোটি সমপ্রভঃ ॥ ৩০৫

মনোরম সুরম্য সুর্ম্মা দেশে (যেখানে ত্রিস্রোতা (তিষ্ঠা) প্রবাহমানা), চন্দ্রনাথে (যেখানে স্বয়ং ভগবান শিব বিরাজ করিতেছেন)। ৩০৪

বরাস্তরে, বেতালে, (যেখানে গোপবেশী সূর্য্য কোটী সমপ্রভ যোগীশ্বর গোপীনাথ বিরাজ করিতেছেন)। ৩০৫

---

(৫৯) বোধ হয় সুর্ম্মা এবং ত্রিস্রোতা (তিষ্ঠা) উপত্যকা দেশকে উল্লেখ করিতেছে।

(৬০) বরাস্তর, বেতাল, ভোগবেতাল, বারাখিয়া, তেলি-চারা, কমলাবাটী, উলুকান্দী, দামিয়া প্রভৃতি আসাম প্রদেশের অন্তর্গত স্থান সমূহে বহু প্রাচীনকাল হইতে, আমার মনে হয়, সেন রাজাদের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে, পূর্ব্ববঙ্গ এবং শ্রীহট্টাদি প্রদেশে এবং বংশীকুণ্ডাদি ও তৎসংলগ্ন স্থানে মাহিষ্য উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এই প্রাচীন কারিকা পাঠে জানা যায়। ("মাহিষ্য-সমাজ" পত্রিকা তৃতীয় ভাগ দেখ।)

বারাখিয়া উলুকান্দৌ অনন্তরাম্ পুরে(৬১) তথা।
তেলীচারা কম্লাবাটৌ রঘুনাথপুরে তারকে(৬২) ॥ ৩০৬

বারাখিয়ায়, উলুকান্দীতে, অনন্তরামপুরে, তেলিচারায়, কমলা-বাটীতে, সাভারে, শশিনায়, বরুণহাটে, টাকীতে, চাঁপাপুকুরে, ধুম-

(৬১) রাজ্যেশ্বর উত্থাসনির পুত্র মেটেরি নিবাসী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় গোরীচন্দ্র হইতেছেন। ইঁহার বিবরণ ৺গদাধরের কুলজীতে এবং "মাহিষ্য-সমাজ" পত্রিকা ৫ম ভাগের ৪পৃষ্ঠায় সবিশেষ বিবৃত আছে। ইঁহার বংশধরেরা ·হাবড়া জেলার অন্ত-র্গত চাঁছড়, তেঘরি, ভাণ্ডারদহ, মল্লিকপুর, অনন্তরামপুর মির্জ্জাপুর ছুইল্যা, নলতাগোবিন্দপুর, ইটোরাই মাথাভাঙ্গা, একচাকা, নন্দনপুর, সালুড়ী এবং মেদিনীপুর জেলার কুতুব্পুর গড়ের অন্তর্গত গোহাল পরগণার অন্তঃপাতী মনিঘাটী গদীর অধীন নিশ্চিন্তপুর, জ্যোৎশ্যাম-রাস-মঞ্চতলা, বসন্তপুর, বাড়বড়াই, ভবানীপুর, ধর্ম্মাই আদি গ্রামে বাস করিতেছেন। হাবড়া জেলা নিবাসী গোরীচন্দ্র বংশীয়গণের কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দর এবং মেদিনীপুর নিবাসী গোরীচন্দ্রের সন্তান-গণের কুলদেবতা ৺দামোদর এবং ৺রঘুনাথ জিউ এবং ৺সর্ব্বমঙ্গলা ও ৺শিতলা মাতা ঠাকুরাণী হইতেছেন। অনন্তরামপুরে পণ্ডিত নৃত্যতারণ স্মৃতিরত্নের বাস। মেদিনীপুর জেলায় তিনটী সমাজ বর্ত্তমান রহিয়াছে যথা—বাঁকাকুল, বৃন্দাবনপুর এবং ধর্ম্মসাগর। ইহাদের বিষয় পূর্ব্বলিখিত ৫০ ও তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে গোবর্দ্ধন

সবিস্তার বিবৃত করিয়াছেন। এই সকল সমাজ এই দেশে বিগত (২৫০০) আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, গোবর্দ্ধন তাঁহার কারিকায় উল্লেখ করিয়াছেন এবং ৺গদাধর ভট্টও তাঁহার কুলজীতেও সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। প্রথমটীতে গোয়ীচন্দ্রের বংশধর, দ্বিতীয়টীতে শিবায়ী সন্ধিবিগ্রহীর বংশধরগণ অতিহীন অবস্থায় জীর্ণতরুর ক্ষীণ তন্তুবৎ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট জাতীয় বিষয়ে সাহায্য পাওয়া অতি কষ্টকর, আদৌ উৎসাহ নাই, পুরাতন কাগজপত্র সবই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; এক এক বংশের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অযোগ্য বর্ত্তমান বংশধরগণ অধিকাংশই নষ্ট করিয়াছেন; সংগ্রহের চেষ্টাও নাই। ধর্ম্মসাগরস্থ শিবায়ী সন্ধি—বিগ্রহীর কুর্শিনামায় দেখা যায় যে তাঁহারা জাম্বুদিঘী প্রতিষ্ঠা কালে উৎকল প্রদেশস্থ যাজপুর হইতে সুদর্শন ভৌমিকসহ আগমন করিয়াছিলেন। গোয়ীচন্দ্রবংশাবতংশ ৺বংশীবদন ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষ কুতুবপুর তৈলঙ্গ দুর্গাধিপতি তৈলঙ্গরাজ কর্ত্তৃক আনীত এবং ঐ তৈলঙ্গ রাজের পুরোহিতগিরি করা অবধি পরবর্ত্তী কুতুবপুররাজ "সিংহ-রায়-চৌধুরী" মহাশয়গণের পুরোহিত থাকায় "রাজপুরোহিত" বলিয়া খ্যাত এবং সেই জন্য মাহিষ্য যাজী ব্রাহ্মণ সমাজে উচ্চ মানের দাবী করিয়া থাকেন। এই সকল ঐতিহাসিক কথা ৺গদাধরের কুলজীতে সবিস্তার বিবৃত আছে। ২৩৫ এবং পর-বর্ত্তী শ্লোক সকল দ্রষ্টব্য।

শশিনা (৬৩) বরুণহাট্যাং টাকী চাঁপাপুকুরে চ।
ধূমঘাট(৬৪) পয়ঃঘাটৌ মাগুরাধূতুল্‌দহোচ (৬৫)॥ ৩০৭

ঘাটে, পয়ঃঘাটে (পাইঘাটীতে), মাগুরায়, ধুতুল্‌দহে, কোঁচি-য়াড়ায়, চৈত্রহাটীতে, ভূরীশ্রেষ্ঠে (ভুরসুটে), বোরোতে, হাঁটালে, আমুলিয়ায়, চৌমাছিতে, মহাটে, মাগুরখালীতে, জায়গুলেতে,

---

৬২। সাভারে বহু প্রাচীন কাল হইতে পশ্চিম বঙ্গ হইতে মাহিষ্য বাহিনী গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ঢাকা জেলার মধ্যে কোণ্ডা, সাভার, নায়ার প্রভৃতি স্থানগুলি বিখ্যাত প্রাচীন মাহিষ্য কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ("ভ্রান্তি বিজয়" ২য় সংস্করণ ২য় ভাগ ৩৫১ পৃষ্ঠা, পুরাণ "মাহিষ্য সমাজ" দেখ।)

৬৩। শশিনা, বরুণহাট, টাকী, চাঁপাপুকুর, ধূমঘাট পরগণা, পাইঘাটী মাগুরা, ধুতুরদহ প্রভৃতি স্থান বহু প্রাচীন মাহিষ্য কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং জেলা ২৪ পরগণার মধ্যে বশীরহাট, টাকী, টালিগঞ্জ ও ভাঙ্গোড় থানার অধীনে অবস্থিত। এই সকল গ্রাম গুলি অতি প্রাচীন। সম্ভবতঃ কোঁচিয়াড়া নদীয়া, ২৪ পরগণার এবং হুগলী জেলা সঙ্গম স্থানে অবস্থিত ; এই সকল স্থানে অতি প্রাচীন যুগে মাহিষ্য উপনিবেশ স্থাপিত হয়। চৈত্রহাটী-রাজপুর, ও শ্রীহট্ট, পূর্ব্ববঙ্গের "পরাশর-সমাজের" অন্তর্গত বলিয়া আমার মনে হয়। ভুরিশ্রেষ্ঠ, বোরো এই দুইটী হুগলী জেলার অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিমপার সমাজের বড় পরগণাদ্বয় হইতেছে। এই সকল পরগনায় বহু প্রাচীন কাল হইতে মাহিষ্য বাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভুরিশ্রেষ্ঠে প্রাচীন মাহিষ্য রাজবংশের ইতিহাস পাওয়া যায় ; ব্রাহ্মণ রাজগণ মাহিষ্য রাজগণকে উচ্ছেদ করিয়া এই রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন।

কৌঁচিয়াড়াচৈত্রহাট্যাং ভূরীশ্রেষ্ঠবোরৌচৈব।
হাঁটালা (৬৬৮ মুলীয়াশ্চ চৌমাছী মহাটে তথা ॥ ৩০৮

বাঁকিপুরে, ইটোরায় (যেখানে কামরূপিনী যোগেশ্বরী কালিকা বিরাজমানা), লোচনপুরে, বালিয়ায়, বগায়, মালিয়াড়ায়, (যাহার

৬৪।৬৫। ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভাঙ্গড় থানার অধীন ধূমঘাট একটি বৃহৎ পরগণা হইতেছে; পাল রাজাদের শাসন কালে ইহা জলেশ্বর সরকারের এবং প্রাচীন হিন্দুযুগে কঙ্করাজ্যের অন্তর্গত সামন্ত ভূস্বামীগণের অধীন ছিল। এই পরগণায় বহু কৃষিমাহিষ্যের বাস ছিল। মোগল শাসন সময়ে ইহা মহারাজ প্রতাপ আদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল। পয়ঃঘাট, (বর্ত্তমান পাইঘাটী) ইহাও একটী পরগণা এবং প্রাচীন কালের বিশিষ্ট মাহিষ্য কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ধুতুলদহে প্রাচীন যুগে শাসকদের শাসনকেন্দ্র ও কাছারি ছিল। সমুদ্রের শিকস্তী পয়বস্তী ও ভাঙ্গনে তাহা জলে নিমগ্ন হইয়াছে। ৺গদাধর তাঁহার কুলজীর ২৩৮ শ্লোকে পাই-ঘাটীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল দেশে বহু ধনী মাহিষ্য এবং মাহিষ্যযাজী বিপ্রকুলের বাস ছিল। মহামারি আদি বহু নৈসর্গিক কারণে এই সকল মাহিষ্য উপনিবেশ কেন্দ্র নষ্ট হইয়া-গিয়াছে। এই সব দেশ গঙ্গার পুর্ব্ব পারের বৃহৎ লাটও কঙ্ক-সমাজের অন্তর্গত ছিল। এই সমাজ পাল এবং তৎপরে মুশল-মানদের সময়েও খুব শক্তিশালী সমাজ ছিল।

মদ্গুখাল্যাং জাগুলেষু(৬৭।১) বাঁকিপুচ্চিটোরাস্তুচ(৬৭)।
শোভতেহত্র যোগেশ্বরী কালিকা কামরূপিনী ॥ ৩০৯
লোচনপুর্বালিয়ায়াং বগা (৬৮) মালিয়াড্যাস্তথা(৬৯)।
রাজতেচ যচ্ছন্নিধৌ চণ্ডিকা চাপরাজিতা(৬৯) ॥ ৩১০

সন্নিকটে অপরাজিতা চণ্ডিকার পীঠ বিরাজমানা)। ৩০৬—৩১০

৬৬। কাশ্যপ গোত্রীয় গৌরবের কথা পরে ৬৮নং নোটে লেখা হইয়াছে।

৬৭ ৬৭।১। ঘৃত কৌশিক গোত্রীয় দেবচন্দ্রের সন্তানগণ জাগুলে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের ইষ্ট দেবতা ৺যোগেশ্বরী কালী হইতেছেন। ইঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ মাজেরগাঁ, বাঁকিপুর, জগদীশপুর, মহীয়াড়ী, রামচন্দ্রপুর আদিস্থানে গিয়া পরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।

৬৮। কাশ্যপ গোত্রীয় গৌরবের সন্তানগণ ৺বগায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের স্থাপিত ইষ্ট দেবতার নাম বগাই চণ্ডীকা হইতেছে; বগা বর্ত্তমান হাবড়া জেলায় অবস্থিত। গোপালপুর, সিরে মোড়, হাঁটাল, আমুলিয়া প্রভৃতি স্থানে এই বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। মেদিনীপুর জেলায় নানা স্থানে এই বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের বিস্তারিত বিবরণ বহু চেষ্টা সত্বেও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

বলরাম (৭০) বাটিকায়াংওকড়াবাজে (৭১)প্রতাপেচ।
চৌপা(৭০।১)জঙ্গলপাড়ায়াং(৭২)জগৎনগরে(৭৩)চ তথা ॥ ৩১১

বলরামবাটীতে, ওকড়ায়, বাজেপ্রতাপে, হাঁটালে, জঙ্গলপাড়ায়, জগৎনগরে, (যেথানে দেবী ৺বিশালালক্ষী এবং ৺শ্যামসুন্দর দেব

৬৯। সম্ভবতঃ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মালিয়াড়া নামক গ্রামকে নির্দেশ করিতেছে। ইহা অতি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম ছিল; বর্ত্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ বাবু দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মভূমি ও বাস হইতেছে। ইহার সন্নিধ্যে পূর্ব্বে বহু মাহিষ্যের বাস ছিল। সেই সময়ে বহু মাহিষ্যগণ স্বধর্ম্মিগ্‌ সহ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত রাজগ্রাম, সোনামুখী, মেজিয়া, রঘুনাথচক্‌, তেওয়ারিডাঙ্গা আদি স্থানে এই স্থান হইতে গিয়া বাস স্থাপন করেন।

৭০ ৭০।১। রঘুঋষি গোত্রীয় শুকদেবের বংশধরগণ চৌপায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ৺দামোদর জীউ ইহাদের কুলদেবতা হইতেছেন। বংশ বিস্তার হেতু শুকদেব-সন্তানগণ বলরামবাটী, নিরলগাছী, প্যায়ামুর, জলুকে, দেবানন্দপুর, দেবীদি, প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিতেছেন।

৭১। মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় হরলাল বাবলা-বাসনায় আসিয়া বাস

বিশালাক্ষী দেবী যত্র শ্যাম সুন্দরশ্চ যথা।
রেমে তথা রাধাকান্তঃ লোকহিতার্থায় পুরা ॥ ৩১২

বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন এবং যেখানে লোকহিত বিধান করি-বার জন্ম পুরাকাল হইতে ৺রাধাকান্ত দেব বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন)। ৩১১—৩১২

করেন। এইস্থান হুগলী জেলায় অবস্থিত। ইঁহার কুলদেবতা ৺বিশালাক্ষী দেবী হইতেছেন। হরলালের সন্তানগণ অধুনা বজেপ্রতাপ, কানসোনা, রঘুনাথপুর, বাসিচক্, কিঙ্করবাটী, সাকরা, বাজমেলে, প্রভৃতি গ্রামে বংশ বিস্তার প্রযুক্ত বাস করিতেছেন।

৭২। আলাম্বায়ণ গোত্রীয় পুরুষোত্তমের বংশধরগণ দক্ষিণ মেদিনীপুর জেলা হতে আসিয়া তিলকুড়গ্রামে অতি প্রাচীন কালে বাস স্থাপন করেন। ৺শ্যামসুন্দর জীউ ইঁহাদের কুলদেবতা হইতেছেন। ইঁহার বংশধরগণ আজকাল গঙ্গার পশ্চিম পারে হুগলী ও হাওড়া জেলার অন্তর্গত মামুদপুর, উগ্রদহ (উগার-দহ) জঙ্গলপাড়া, তালবোনা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

৭৩। কর্ণঋষি গোত্রীয় তিলকচন্দ্র সৌগন্ধ্যাগঠুতে দক্ষিণ দেশ হইতে আসিয়া বাসকরেন। ৺রাধা কান্ত জীউ ইঁহার কুলদেবতা

রাজাপুর (৭৪) গৌরারঙ্গে (৭৫) চন্দ্রদ্বীপ তথা পরে।
ঢাকা পাবনা দোগাছীষু যত্র দেবী ঢাকেশ্বরী (৭৬) ॥৩১৩

রাজাপুরে, গৌরারঙ্গে, চন্দ্রদ্বীপে, ঢাকায়, (যেখানে ৺ঢাকেশ্বরী দেবী অবস্থিতি করেন)। ৩:৩

হইতেছেন। তিলক চন্দ্রের সন্তানগণ জগৎনগর, কুষ্মাণ্ডগড়, খোশালপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। ৺রাম কান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় মাহিষাদলের কণৌ-জীয়া ব্রাহ্মণরাজ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া শতাধিক বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মত্ব জমি পাইয়াছিলেন; বর্দ্ধমানাধিপতিও তাঁহাকে ব্রহ্মত্ব জমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই সকল জমি অদ্যাবধি ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

৭৪। শেষ নোট এবং পূর্ব্বে লিখিত (৬৩) নোট দ্রষ্টব্য। রাজাপুর রাজসাহী জেলায় অবস্থিত। কাত্যায়ন গোত্রীয় মাহিষ্য যাজী ব্রাহ্মণগণ এইখানে বাস করেন।

৭৫। গৌরারঙ্গ বাঙ্গালা দেশের কোন ভাগে অবস্থিত ছিল, তাহা জানা যায় নাই; তবে বহু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে সম্ভবতঃ শ্রীহট্ট প্রদেশের অন্তর্গত স্বনাম খ্যাত গ্রাম হইবে। ইহা রাজাহাট-চৈত্রহাটী-শ্রীহট্ট সমাজের একটী প্রাচীন মাহিষ্য-কেন্দ্র বলিয়া চির প্রসিদ্ধ।

শান্তিপুর্লাউ (৭৭) পালয়োঃ কুমারহট্ট তিলদাসু (৭৮)।
ভবানীপুর্গাঙ্গাতটে (৭৯) রাজতে যন্ত্রকলিকা ॥ ৩১৪

পাবনায়, দোগাছাতে, শান্তিপুরে, লাউপালায়, কুমারহাটীতে, তিলদায়, ভবানীপুরে (যাহার সন্নিকট প্রবাহমানা গঙ্গাতটে দেবী ৺কালীকা বিরাজ করিতেছেন। ৩১৪

৭৬। ঢাকায় ৺ঢাকেশ্বরী দেবী অতি প্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠিত। আমার মনে হয় ইহা দ্বিতীয় পালরাজ (সুরপাল দেব) প্রথম বিগ্রহ পাল দেবের রাজ্য কালে স্থাপিত হয়। মুসলমান আমলে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য তাহা পুনঃ সংস্কার করিয়া স্থাপন করেন।

৭৭। পাল রাজদের সময় কুমারহট্ট (হবেলীসহর) গরিফা, খড়দহ, সুখচর, নৈহাটী, শ্যামনগর, প্রভৃতি লইয়া একটী প্রাচীন মাহিষ্য উপসমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার স্থানীয় কেন্দ্র কুমারহাটী, বরাহনগর, খড়দহ, আড়িদহ আদি স্থানে ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। ৺গদাধর ভট্ট তাঁহার "বৃহৎ মাহিষ্য কুলজীর" ২৩৬ এবং তদ্‌পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে তাহা সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন। লাউপালা হুগলী জেলার মধ্যে একটী প্রাচীন মাহিষ্য উপকেন্দ্র সমাজ হইতেছে।

৭৮। স্বনাম খ্যাত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গ্রাম বিশেষ। তিলদা মেদনীপুর জেলায় মধ্যে ময়না পরগণার অন্তঃপাতী একটি প্রাচীন মাহিষ্য কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। ইহা প্রাচীন কালে একটি প্রধান মাহিষ্য কেন্দ্র ছিল।

মুকসুদাবাদ (৮০) কাথর্দ্দৌ শান্তিপুর্নন্দিকেশ্বরে।
হালদামহেশপুরে (৮১) বহুবিপ্রাসন্তিযত্র ॥ ৩১৫

মুকসুদাবাদে, কাথর্দ্দায়, শান্তিপুরে, নন্দিকেশ্বরে, হালদামহেশ-পুরে, (যেখানে বহু মাহিষ্যযাজী বিপ্রের বাস)। ৩১৫

৭৯। কলিকাতা নগরের অন্তর্গত কালীঘাটের অব্যবহিত উত্তরস্থিত গ্রাম বিশেষ। এইখানে জনপ্রবাদ এবং প্রাচীন লোকমুখে শুনা যায় যে বৃজিতলায় পুলিশথানার ফাঁড়ীর সন্নিকট এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ, চৈইচ্‌পুকুরের পশ্চিম-পাড়ে এবং হরিণ-বাড়ীর জেলের অভ্যন্তরে ফাঁশীতলায় দক্ষিণ ৺ভবানীদেবীর বহু প্রাচীন মন্দির স্থাপিত ছিল। এই দেবীকে মহারাষ্ট্রা বিজয়ী বীরগণ বঙ্গবিজয় করিতে আসিলে পূজা দিয়া বিশেষতৃপ্তি লাভ করিতেন। কালের কুটিল স্রোতে দুইটাই ধ্বংশ এবং বিস্মৃতির অতলস্পর্শ তামসি গর্ভে চিরতরে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই খানে অতি প্রাচীনকাল হইতে, মাহিষ্যদের বাস স্থান ছিল। ইহা জলেশ্বর সরকারের অধীন একটি পুরাণ মাহিষ্য কেন্দ্র। কালীঘাট বঙ্গের একটী প্রধান পীঠস্থান ও হিন্দুর তীর্থ বলিয়া খ্যাত। বিগত ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই ৺কালিকা পীঠস্থান জন সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে। কালিঘাট সাহাপুর, সাহানগর, চেতলা, রসা, বেহালা বালীগঞ্জ সোনাভিজি, নস্করপুর, খিদিরপুর, ভবানীপুর, মেটিয়াবুরুজ আদি স্থান লইয়া

ভবানীপুর গড়েচ তাজপুর্সন্নিধৌতথা (৮২)।
দামোদর নদীতটে যত্রাস্তিদেবী শিতলা ॥ ৩১৬

গড়ভবানীপুরে, তাজপুরের সন্নিকট প্রদেশসমূহে, দমোদর নদতটে, যেখানে ৺দেবী শিতলা বিরাজ করিতেছেন। ৩১৬

একটি বৃহৎ উপসমাজ অতি প্রাচীন কাল হইতে গঠিত ছিল। ভবানীপুর গ্রামের সরকার, বিশ্বাস ও দাস মাহিষ্য বংশগুলি কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। শেষ নোট যত্নে পাঠ কর।

৮০। ইহার বিস্তারিত বিবরণ শেষ নোটে দেখ।

৮১। মহেশপুরে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস অতি প্রাচীনকাল হতে আছে। বঙ্গের ১৭২৫ খৃঃ সালের মহামারীতে এই গ্রাম প্রায় নষ্ট হইযা যায়। এইখানে বহু মাহিষ্যের বাস ছিল। "ভ্রান্তি বিজয়" এবং "মাহিষ্য প্রাকাশ" দেখ।

৮২। তাজপুর হুগলী (বর্ত্তমান হাবড়া) জেলার মধ্যে বহু প্রাচীন মাহিষ্যকেন্দ্র হইতেছে। তাজপুরের রায় ও মল্লিক কেরাণী ভুস্বামীগণ বহু প্রাচীন বংশ বলিয়া খ্যাত। ইঁহারা ৺ভুর্ব্বার খাঁ চৌধুরীয় অধস্তন বংশাবলী হইতেছেন। ঝিকৃরা, আম্‌তা, উদয়, আদি শত শত গ্রামে বহু প্রাচীনকাল হইতে মাহিষ্য বাস আছে। আমতা, ঝিকৃরা, রাউতাড়া, গড়ভবানীপুর, তাজপুর, হাবড়া ও হুগলী জেলার মধ্যে গঙ্গার পশ্চিম পারের বৃহৎ মাহিষ্য সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমতায় বহু প্রাচীনযুগের ৺চণ্ডীকা দেবীর পীঠ বর্ত্তমান আছে। মদ্বন্ধু বাবু রামপদ বিশ্বাস উপরোক্ত ভুস্বামী বংশদের ইতিবৃত্ত "মাহিষ্যকুল-কল্পদ্রুম" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন।

লাটদ্বীপেকঙ্করাজ্যে (৮৩) যত্র নদীকপোতাক্ষিঃ।
যমুনাতটসন্নিধৌ ইচ্ছামতীতীরে (৮৪) তথা ॥ ৩১৭
রাধাবিনোদ রাজতে যথা (৮৫) ভেড়ীগুড়্‌বাড়্য়ঃ।
কাঁসড়া দ্বারবাসিন্যাং (৮৬) যত্র দেবী হংসেশ্বরীঃ ॥ ৩১৮

লাটদ্বীপে, কঙ্করাজ্যে যেখানে কপোতাক্ষি নদী প্রবাহমানা, যমুনা নদীর সন্নিকটে, তথা ইচ্ছামতী নদীর তীরদেশে। ৩১৭

ভেড়ীতে, গুড়্‌বাড়ীতে (যেখানে ৺রাধাবিনোদ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন), কাঁসড়ায়, দ্বারবাসিনীতে (যেখানে হংসেশ্বরী দেবী বিরাজমানা)। ৩১৮

৮৩। লাট ও কঙ্করাজ্য গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ প্রাচীন মাহিষ্য রাজ্য বলিয়া প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসে খ্যাত। এ সম্বন্ধে পুরাতন ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকা, "মাহিষ্য প্রকাশ", "ভ্রান্তি-বিজয়", "মাহিষ্য বিবৃতি" আদি পুস্তক যত্নে পাঠ কর।

৮৪। যশোহর জিলার মধ্যে যমুনা ও ইচ্ছামতী প্রসিদ্ধ নদীদ্বয় হইতেছে; ইহাদের উভয় পার্শ্বের গ্রাম সমূহে বহু মাহিষ্যের বাস পুরাকালে ছিল। বর্ত্তমানে মহামারি ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রায় সবই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল দেশ গঙ্গার পূর্ব্ব পারের "মাহিষ্য-সমাজের" অন্তর্গত হইতেছে।

৮৫। গৌতমগোত্রীয় রাজবল্লভের বংশধরগণ গুড়বাড়ি, দশচন্দ্রপুর, আদি গ্রামে আসিয়া বাসস্থাপন করিয়া ৺রাধাবিনোদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ৺গদাধর ভট্ট তাঁহার কুলজীতে এই বিষয় বিবৃত করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই খানকার মাহিষ্য-

হরকড়া (৮৭) রায়পুরৌ চৌঁপা (৮৮) বন্দিপুরে (৮৯) তথা।
সুবর্ণপুর্বাসন্দরৌ জগদীশপুরে পুনঃ ॥ ৩১৯

হরকড়ায়, রায়পুরে, চৌঁপায়, বন্দিপুরে, সুবর্ণপুরে, বাসন্দরীতে, জগদীশপুরে। ৩১৯

যাজ্ঞী দ্বিজগণের স্থান্তিবগ উপরে লিখিত জঙ্গলপাড়াতেও বাস করেন।

৮৬। হংসঋষি গোত্রীয় সনাতনের বংশধরগণ হুগলী জেলার অন্তর্গত দ্বারবাসিনীতে দক্ষিণদেশ হইতে বহু প্রাচীনকালে আসিয়া প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন; তাঁহাদের কুল দেবতা ৺হংসেশ্বরী দেবী হইতেছেন। দাবড়া, গোপালনগর, ওয়াদিপুর, গোগুলপাড়া, বাণিতবলা, কাঁসড়া, পূর্ব্বহিরলা, পলতাগড়, ইত্যাদি বহু স্থানে তাঁহাদের সন্ততিগণ পরে বিস্তৃত হইয়া বসবাস করিতেছেন। এ সম্বন্ধে "ভ্রান্তি বিজয়স্ত" দ্রষ্টব্য।

৮৭। কাত্যায়ণ গোত্রীয় বীরবাহুর সন্তানগণ আঁটকুলো-পায়রা নামক হুগলী জেলার বৃহৎ গ্রামে বহু প্রাচীনকালে দক্ষিণ দেশ হইতে আসিয়া বাস করেন। ৺রাধারমণ জিউ ইঁহাদের কুলদেবতা হইতেছেন আঁটকুলোপায়রা, হরকড়া, এবং তৎসন্নিকটস্থ ২০।৩০ খানি গ্রাম অতি প্রাচীনকালে মাহিষ্য এবং তৎযাজী দ্বিজ সম্প্রদায়ের এক বড় কেন্দ্র ছিল; মোগল বাদসাহের শাসনকালে যে ২।৩টি উপর্য্যুপরি মহামারী রোগ এ দেশে হয়, তাহাতে এই গ্রামগুলি প্রায় জনমানব শূন্য হইয়া গিয়াছিল।

৮৮। বাৎস্য, এবং সাবর্ণ একই গোত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং এই পঞ্চ প্রবরের অন্তর্গত। এই গোত্রে হংস, রঘু, কর্ম্ম্য,

পুণ্ডরীক এই গোত্রীয় হইলেও স্বতন্ত্র গোত্রকারী ঋষি হইতেছেন। সাবর্ণ গোত্রীয় কামদেব দাবড়া-গোপালনগরে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ৺শ্যামসুন্দর জীউ ইঁহাদের কুলদেবতা হইতেছেন; এ সম্বন্ধে পূর্ব্বের ৭০নং নোট দেখ।

৮৯। আমার মনে হয় বন্দীপুরের দ্বারায় হুগলী জেলার অন্তর্গত ৺তারকেশ্বর ধামের পার্শ্ববর্ত্তী বন্দীপুর নামক গ্রামকে নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহা বহু প্রাচীন গ্রাম এবং পূর্ব্বকালে একটি প্রধান মাহিষ্য কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যখন ৺তারকেশ্বর দেবের প্রকট হয় নাই, তাহার বহু পূর্ব্বকাল হইতে বন্দীপুর মাহিষ্য এবং তৎযাজী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বাসের কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিচিত ছিল। এই স্থান হইতে বহু মাহিষ্য পরিবার ধার্শা, ভূরীশ্রেষ্ঠ, বোরো বেড়াবেড়ী, সন্তোষপুর, অনন্তরামপুর, জাড়া, সোমশপুর, বলরামবাটী বালীচক, রঘুনাথপুর আদি হুগলী জেলার অন্তর্গত শতশত গ্রামে গিয়া বসবাস করিতেছেন। বোধ হয় হুগলী জেলার অন্তর্গত ৺তারকেশ্বরের নিকট "বন্দীপুর গ্রাম" হইবে। ইহা একটী সেকালের গ্রাম; বড় মাহিষ্য কেন্দ্র ছিল। ৺তারকনাথদেব প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে গোপ এবং মাহিষ্যগণ দ্বারা পুনশ্চ জগতে প্রকটিত হন বলিয়া আমার মনে হয়। মল্লিখিত ৺তারকনাথের ইতিহাস "মাহিষ্য-সমাজ" পত্রিকা, ১৩২৯ সালের দেখ। রামনগর পাল শাসনে একটী সমৃদ্ধিশালী মাহিষ্য কেন্দ্র ছিল। এই অঞ্চল মাহিষ্য রাজাদের দ্বারা সুশাসিত হইত। ইঁহাদের রাজত্ব বোরো, ধার্শা, ভূরীশ্রেষ্ঠ, বাসন্ধরী আদি পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইঁহাদের অধঃপতনের পর ব্রাহ্মণ বংশীয় রায়গণ ভূরীশ্রেষ্ঠের রাজবংশ বলিয়া খ্যাত হন। রক্ষি বা রক্ষিৎ বংশীয় মাহিষ্য রাজগণ অতি প্রাচীনকালে এই দেশ শাসন করিতেন। ইঁহাদের জ্ঞাতিগণ তমলুকেও রাজত্ব করিতেন।

সপ্তগ্রামাড়িদহৌচ নীমতা চাঁদুড়ে যত্র ।
মেটিয়ারি*পুড়ুল্ল্যায়াং কালনা (৯০) দাবড়াসুপায়রে ॥৩২০
রায়পুস্সুবলপুরেচ পলাশিপাড়াচ টুঙ্গৌ (৯১) ।
গরুড়া মানিকনগরে বাবুপুসিন্দ্রান্যাঞ্চ বৈ ॥৩২১

সপ্তগ্রামে, আড়িদহে, নীমতায়, চাঁন্দুড়েতে, মেটীরিতে, হুল্ল্যায়, কালনায়, দাবড়ায়, পায়রায়। ৩২০

রায়পুরে, সুবলপুরে, পলাশিপাড়ায়, টুঙ্গীতে, গরুড়ায়, মানিকনগরে, বাবুপুরে, সিন্দ্রাণীতে,। ৩২১

৯০। পুণ্ডরীক গোত্রীয় শ্যামসুন্দরের বংশধরগণ কেশবনগর, হুড়া, রড়া, অম্বিকা-কালনা প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। ৺শ্রীধর জীউ ইঁহাদের কুলদেবতা হইতেছেন। কোন কোন পুঁথীতে "কালনা-পায়রা-দাবড়ে" রূপ পাঠ দেখা যায়। পরবর্ত্তী ৩২৮ শ্লোকে রড়ার উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীটি কোন "রড়া" তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। মহেশপুর সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ৮১ নং নোট দেখ। এইখানে বহুপ্রাচীন জালিয়া রাজার গড়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে বাবু সুদর্শন বিশ্বাস মহাশয়ের প্রবন্ধ পূর্ব্ব ভাগ "সাহিত্য-সমাজে" পাঠ কর। মেমারির সন্নিকট হরকড়াতেও ইঁহাদের জ্ঞাতিবর্গের বাস আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৮ নোট দেখ।

পরবর্ত্তী ৩২৭ শ্লোকে লিখিত চাঁপাহাটী বলিয়া গ্রাম কোথায় তাহা জানিতে পারা যায় নাই। বোধ হয় গঙ্গারতীরবর্ত্তী কোন প্রাচীন লুপ্ত গ্রাম হইবে। বৌদ্ধযুগে পট্টরাণী চিত্রমতিকার প্রদত্ত দান স্বরূপ বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলাস্থিত পূর্ব্বমেটেরির সন্নিকটস্থ "চাঁপাহাটী" গ্রামের নিদর্শন পাওয়া যায়। * ৬ভাগ সাহিত্যসমাজ ১২২ পৃঃ

৯১। রায়পুর, সুবলপুর গেধিয়া, টুঙ্গী, সেঁজো, মাধবপুর,

হাসনপুধান্যঘরৌচ মাধবপুশ্চামকুণ্ডৌ।
জ্ঞানপুচৌগাছায়াঞ্চ ক্ষেমিদীয়ড়ে (৯২) তথা ॥ ৩২২
পোড়াডাঙ্গা বাড়াদৌচ বালিয়াডাঙ্গায়াঞ্চ (৯৩) বৈ।
চন্দ্রঘট্ট্যাং (৯৪) রাইপুরে কুলবেড়িয়াস্তথা ॥ ৩২৩

হাসনপুরে, ধানঘারায়, মাধবপুরে, শ্যামকুণ্ডে, জ্ঞানপুরে, চৌগাছায়, ক্ষেমিদীয়াড়ে। ৩২২

পোড়াডাঙ্গায়, বাড়াদীতে, বালিডাঙ্গায় (বেলেডাঙ্গায়), চন্দ্রঘাটে (চাঁদেরঘাটে), রাইপুরে, কুলবেড়েতে। ৩২৩

ক্ষেমিদীয়াড়..মদনা আদি বহু প্রাচীন কেন্দ্রীয় নগরগুলি বর্ত্তমান নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, পাবনা আদি জেলায় অবস্থিত; মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের এবং তদুপরবর্ত্তী প্রাচীন সময়ে এই সব স্থান বিশাল কঙ্করাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শেষ নোট দেখ।

৯২। ক্ষেমীদীয়াড় অতি প্রাচীন স্থান। পাল যুগে নবদ্বীপ সরকারের অধীন একটি সামান্য গণ্ডগ্রাম ও সমৃদ্ধিশীল বন্দর ছিল। ইহা পদ্মানদের উপর এই অঞ্চলে প্রধান বন্দর ছিল। রামপাল দেব ও মহীপাল দেবের রণপোত সকল এই খানে কতক কতক থাকিত। এইখানে দেবী ৺ক্ষেমঙ্করীর পুরাণ মন্দির ছিল। আইনই-আক্‌বরীতে ইহার উল্লেখ "শমীদীয়াড়া" বলে আছে এবং ফরিদাবাদ সরকারের অধীন প্রতিষ্ঠিত ছিল। শমসুদ্দীন খাঁ নামে একজন কানুনগোই ইহা প্রথম জরীপকরেন বলিয়া ইহার নাম "শমীদীয়াড়া" বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

হরিনারায়ণপুরে খোয়াড়াজাঁহাটেচৈবে।
গেধিয়াহস্তিশালায়াং সেঁজো মদনায়া (৯৫) স্তথা॥ ৩২৪

হরিনারায়ণপুরে, খোয়াড়ায়, জাহাটে, গেধিয়ায়, হস্তিশালায় (হাতিশালে) সেঁজোতে, মদনায়। ৩২৪

ইন্দোর রাজ্যের সন্নিকট ভূপালের বেগমের "মহাফেজ" খানায় যে সব পুরা· মোগল সাম্রাজ্যের কাগজপত্র আছে, তাহা দেখিলে শমীদীয়াড়ের নিদর্শন ও এই সকল ঐতিহাসিক কথা জানা যায়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে শমী শব্দের অপভ্রংশ করিয়া ক্ষেমী নাম করণ হইয়াছে; কিন্তু আমার মনে হয় যে দেবী ক্ষেমঙ্করীর নামের অনুকরণে ইহার নাম "ক্ষেমিদীয়াড়" করা হইয়াছে। প্রাচীন "কোঁটালিপাড়া" চাকলার অধীনে ক্ষেম-দ্বারা (অপভ্রংশে ক্ষেমীদীয়াড় হইয়াছে) একটী প্রধান মহকুমা ছিল। এখন ইহা স্থানীয় মাহিষ্য ভৌমিক জমীদারদের বিশাল জমীদারী ভুক্ত এবং বাসস্থান হইয়াছে। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলা মোগল সময়ের ফরিদাবাদ সরকারের কিয়দংশ মাত্র। নদীয়া জেলার মধ্যে ভৌমিক ভূস্বামীগণ বিশেষ প্রখ্যাত ও বনিয়াদী গৃহ বলিয়া মাহিষ্য সমাজে পরিচিত। নদীয়া জেলার ইঁহাদের চেয়ে বহু উচ্চকুলীন গৃহ আছেন।

৯৩। বেলেডাঙ্গা, বাড়াদী আদি স্থান প্রাচীন মাহিষ্য কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

৯৪। বোধ হয় "চাঁদেরঘাট" নামক নদীয়া জেলার মধ্যে কোন গ্রাম হইবে।

৯৫। "মদনাশব্দটী" নদীয়া জেলার মধ্যস্থিত "মদনডাঙ্গা" নামক স্থানকে নির্দ্দেশ করিতেছে বলিয়া আমার মনে হয়।

কার্পাসডাঙ্গাবড়দৌ চৈত্রহাট্যাং রাজাপুরৌ।
প্রস্তরঘট্ট্যাং গোয়ানৌ মধুপুর্লক্ষ্মীপুরৌ চ ॥ ৩২৫
লৌহগাছ্যাং বিল্বগ্রামে নিশ্চিন্তপুধূর্জ্জটীপুরৌ।
রাধানগরে চ রম্যে মহাদেবপুরে তথা ॥ ৩২৬
ঝিখিরায়াং (৯৬) দেবগ্রামে চম্পকহট্টকেহিবৈ।
শঙ্করপুর্হোদলে চ ব্রাহ্মণবেড়ো চ তথা ॥ ৩২৭

কাপাসডাঙ্গায়, বড়দায়, চৈত্রহাটীতে, রাজাপুরে, পাথরঘাটায়, গোয়ানে, মধুপুরে, লক্ষ্মীপুরে। ৩২৫

লোহাগাছীতে, বিল্বগ্রামে, নিশ্চিন্তপুরে, ধূর্জ্জটীপুরে, মহাদেবপুরে, মনোহর রাধানগরে। ৩২৬

ঝিখিরায় (ইহা বর্ত্তমানে হাবড়াজেলার অন্তর্গত) দেবগ্রামে, (গঙ্গাতীরবর্ত্তী হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন গ্রাম হইবে), চাঁপাহাটীতে, (পূর্ব্বমেটেরীর দক্ষিণস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গ্রামবিশেষ), শঙ্করপুরে, হোদলে (হুগলী জেলার মধ্যস্থিত চম্পকডাঙ্গার দক্ষিণস্থ গ্রাম বিশেষ), ব্রাহ্মণবেড়েতে। ৩২৭

৯৬। ইহা হুগলী জেলার (বর্ত্তমান হাবড়া) মধ্যে অবস্থিত। গোতমগোত্রীয় মাহিষ্য-যাজী দ্বিজ কুলের ইহা প্রাচীন উপনিবেশ স্থাপনের এক কেন্দ্রস্থান। তৃতীয় ভাগ গৌড় প্রভা পত্রিকায় বাবু নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও ৪৩ পৃষ্ঠায় আমার উক্তিরই সমর্থন করিয়াছেন।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু বিদ্যতে যত্র ব্রাহ্মণী (৯৭)।
স্বর্ণরেখা নদীতটে যত্রাস্তি দেবীরুক্মিণী ॥১২৮

অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশে যেখানে ব্রাহ্মণী নদী বিদ্যমান, স্বর্ণরেখা নদীতটে যেখানে ৺রুক্মিনীদেবী বিরাজ করিতেছেন। ৩১ -

৯৭। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণী নদী কলিঙ্গ দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা ছিল; মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়মাল-ঝাঁটা আরঙ্গানগর পরগণার অন্তঃপাতী ব্রজলালচক্ গ্রামের সন্নিকট দিয়া পূর্ব্বকালে সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিত হইত; উভয় নদীই পুরাকালে কলিঙ্গ দেশে অবস্থিত ছিল। এখন ইহার গতি বহু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মহারাজ রু রু ৺দেবীরুক্মিনীকে প্রায় ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রকটিত করিয়া স্থাপিত করেন। ("রুক্মিণী-চরিত" দেখ) মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ইহা একটি প্রধান উপপীঠ বলিয়া খ্যাত। মহারাজ রু রু অগ্নিসমপ্রভ সিদ্ধ বিপ্রাগ্রগণ্য স্বামী বগলাপ্রসাদ মিশ্র অধিকারী মহাশয়কে প্রথম পূজারী ও সেবাইত পদে বরিত করেন। তাঁহার বংশধারা "রুক্মিনী চরিতে" দেখা যায়। তাহার কতক কতক অংশ শেষ নোটে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। স্বামী বগলা প্রসাদ মিশ্রের ২৬ পুরুষ নিম্নে ব্রজলালচক্ নিবাসী মেদিনীপুর জেলার বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরিপদ সামধ্যায়ী-পৌরহিত্য-বিশারদ মহাশয় হইতেছেন।

দারু (৯৮) কেশসরিত্তীরে যচ্ছকাশে একচক্রঃ।
ভাণ্ডারদহ (৯৯) হড়ায়াং (৯৯।১)রাণাখড়দহৌ তথা ॥৩২৯

দারুকেশ নদীতটে যাহার সন্নিকট একচাকা গ্রাম অবস্থিতি করে, ভাণ্ডারদহে, হড়ায়, রাণায়, খড়দহে। ৩২৯

(৯৮) প্রাচীন শীলাবতী বোধ হয় বর্ত্তমান কালের "শিলাই" নদী হইবে। শিলাই ও দারুকেশ্বর নদীদ্বয় সংযুক্ত হইয়া "রূপা" নদ হইয়াছে। এই নদীদ্বয়ের সংগম স্থলে জুনপুরাগ্রামের সন্নিকটও ধর্ম্মনগরের কাছে একচাকাগ্রাম অবস্থিত। মহাভারতে কথিত বক রাক্ষস এইখানে বনে বাস করিত বলিয়া প্রাচীন প্রবাদ আছে। মধ্যম পাণ্ডব ভীম এই বক রাক্ষসকে বধ করেন। এ সম্বন্ধে ব্রজলাল-চক্‌নিবাসী পণ্ডিত হরিপদ সামধ্যায়ী মহাশয় যে পত্র দিয়াছেন তাহার আবশ্যকীয় কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—"পাণ্ডবগণ যতুগৃহ দাহের সুড়ঙ্গ পথ দিয়া পলায়ন করতঃ বিদুর প্রেরিত নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণদিকে পলায়ন করেন; অনন্তর পাণ্ডবগণ ঘোর বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়তঃ কালাতিপাত করিতে থাকিলেন। সেই বন মধ্যে ভীম হিড়ম্বাসুরকে বধ ও তাহার সহোদরাকে বিবাহ করেন। তৎপরে তাঁহারা সন্ন্যাসীবেশে "একচক্র" গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে বাস করেন। তৎসন্নিকটস্থ বগড়ীতে ভীমসেন বক রাক্ষসকে বধ করেন; এবং ঐ স্থানে থাকিয়া অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করতঃ দ্রৌপদীকে লাভ করেন; এবং দ্রুপদ ভবনে পূর্ণ সম্বৎসরকাল বাস করেন। বক রাক্ষসের বাস ছিল বলিয়া মেদিনী-

পুরের এক পরগণার নাম বগড়ী হইয়াছে। বর্ত্তমান চন্দেলখন্দ, বুন্দেলখন্দ ও বগড়ীর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কতকাংশ লইয়া বহুদূর পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রাচীন বিরাট দেশ গঠিত ছিল বলিয়া মনে হয়। মহারাজ যুধিষ্ঠীরের আজ্ঞানুসারে ভীম বঙ্গাধিপতি সমুদ্রসেন ও পৌণ্ড্রাধিপতি বাসুদেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, তাঁহাদিগকে রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। ইহা দ্বারা সবিশেষ বুঝা যায় যে যুধিষ্ঠীরের জন্ম হইতে বর্ষগনণা করিলে ৪০০০ বৎসরের বহু পূর্ব্বে অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশে হোম তপস্যা নিরত ব্রাহ্মণগণ অবশ্যই ছিলেন; নতুবা তৎসময়ে যে সকল ক্ষত্রিয় রাজাগণ এদেশে ছিলেন তাঁহাদের পৌরহিত্য কর্ম্ম কে করিতেন? ৪৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠীর অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দেশের তীর্থ দর্শনকালে হোম তপস্যা নিরত ব্রাহ্মণগণকে সন্দর্শন করিয়া ছিলেন। ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠীরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব মোচন জন্য তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হইয়া হোম তপস্যা-নিরত তপন তেজা বিপ্রগণকে দেখিয়া ছিলেন; তাঁহাদের হোম শিখার দ্বারা বৃক্ষ সমূহের পত্র সকল তাম্রবর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও স্তব করিয়াছিলেন। (আর এক কথা:—) মহাভারতের দেখা যায় যে এক ব্রাহ্মণের গৃহে মাতা সহ যুধিষ্ঠীরাদি পঞ্চ ভ্রাতা আশ্রয় লইয়া ছিলেন; একচক্র গ্রামে যুধিষ্ঠীরাদি পঞ্চ ভ্রাতা যে ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণটী কোন বৈদিক শ্রেণী বা কোন শাখান্তর্গত ব্রাহ্মণ ছিলেন আপনি জানেন কি? যদি আপনি না জানেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ পরিচয় দিতেছি শ্রবণ করুণ। যুধিষ্ঠীরাদির আশ্রয় দাতা ব্রাহ্মণের বংশধরগণ

এতাবৎ তথায় ও তাহার কিয়ৎ দূরবর্ত্তী ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত জুনপুরা নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান তাঁহারা ছেলে-মানুষ, প্রাচীনগণ মারা গিয়াছেন। আমি ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত "নিমতলা সংস্কৃত সমিতিতে" প্রতি বৎসর পরীক্ষার জন্য যাইয়া থাকিতাম; সেই প্রসঙ্গে উক্ত গ্রামে কেবল এক সময় আমাদের স্বশ্রেণী ব্রাহ্মণ বাড়ীতে উপস্থিত হই। তথায় প্রাচীন অতি বৃদ্ধ একটী গৌড়ীয়-দ্রাবিড় শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ আমার সহিত পৌরাণিক কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, ওহে বাপু! আপনি কি পরীক্ষা দিতে আসিয়াছেন? তখন আমি বলিলাম, আমি পৌরোহিত্য শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দিতে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন যে তাহার পাঠ্য পুস্তক কি কি? আমি বলিলাম বিরাট পর্ব্ব, গীতা, স্মার্ত্তের সংস্কার তত্ত্ব, হলায়ুধ, গুণবিষ্ণু, প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক, তিনি বলিলেন মহাভারত কি সম্পূর্ণ পাঠ্য মধ্যে নহে? আমি বলিলাম না, সম্পূর্ণ নহে। তখন তিনি বলিলেন আচ্ছা বাপু শুনেছ কি? একচক্র গ্রামের কথা কোথাও শুনিয়াছ কি? বা পড়িয়াছ কি? তখন আমি বলিলাম হাঁ মহাভারতে পড়িয়াছি ও জনশ্রুতিতে শুনিয়াছি যে •একচক্র গ্রাম একটী কোথায় আছে। তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন যে নদীর সঙ্গমের ওপারে যে বৃহৎ মাঠ দেখিতেছ, উহাই একচক্র নগরের প্রান্তর। ঐ মাঠেই ভীম বককে যুদ্ধে নিহত করিয়া-ছিলেন; একচক্র গ্রামে যুধিষ্ঠীর আদির আশ্রয় দাতা ব্রাহ্মণ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ। আমি বলিলাম সে কেমন কথা? তখন তিনি বাড়ী হইতে একটী পুরাতন বাঁশের চোঙ্গায় একখানি

প্রাচীন কুরশিনামা (বংশ পত্র)বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন ; আমি তাহা দেখিয়া ও পড়িয়া অবাক হইয়া গেলাম। তাহাতে লিখা আছে (একচক্র গ্রামে যুধিষ্ঠীরাদির আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ তাঁহার আদিপুরুষ)। তাহাতে ক্রমাগত বহু ব্যক্তির পর পর নাম লেখা আছে। কুরশিনামা খানি ৪০ হাত লম্বা হইবে কারণ তাহার মধ্যে ৫৩০০ বৎসরের অধিক কালের পর পর ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ আছে। তখন আমার পঠন অবস্থা, সে সময় আমার এসকল বিষয়ে খেয়াল হয় নাই ; খেয়াল থাকিলে তাহার নকল কপি একখানি সংগ্রহ করিতে অবশ্যই পারিতাম। বর্ত্তমান সময়ে সে সকল কথা মনে হইতেছে যে, আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। এখন তাঁহাদের বংশে বৃদ্ধ কেহই নাই। কেবল ছেলের দল। যদি কোন জাতিবংশল মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহা হইলে জুনপুয়া, ধর্ম্মনগর, একচাকা, নিমতলাদি স্থানে গিয়া অনুসন্ধান করিতে পারেন। তাঁহারা সেই কুরশি নামাখানি খুঁজিয়া পান - নাই। নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল এক্ষণে মর্ম্মাহাত হইতেছি। ইহারা গৌড়াস্থ বৈদিক শ্রেণীর দ্রাবিড় শাখাভুক্ত স্বজাতি ব্রাহ্মণ। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নাম ৺সদয় চক্রবর্ত্তী হইতেছে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তেতুয়া ডাকঘরের অধীন ধর্ম্মসাগর গ্রাম নিবাসী শ্রীমহতানন্দ চক্রবর্ত্তী সন্ধিবিগ্রহী তাঁহার আত্মীয় ও বংশধর হইতেছেন। তাঁহার কাছে অনুসন্ধান করিলে সব বিষয় জানা যাইবে। আলিপুর জজ আদালতের শ্রীযুক্তবাবু বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী উকীলের মুহুরীকে জিজ্ঞাসা করিলে এ বিষয়ে অনেক কথা জানা যাইতে পারে। বসন্ত বাবু খুব সজ্জন লোক। আস্তবলের মুহুরীখানায়, অনুসন্ধান করিলে বসন্ত বাবুর তত্ত্ব পাওয়া যাইবে।"

আশীর্ব্বাদক—

স্বাক্ষর—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিপদ সামধ্যায়ী শর্ম্মণঃ

ব্রজলালচক্ রঙ্কিনীটোল

পোঃ নন্দপুর, জেলা মেদিনীপুর। ৮।৭।২৪

খোশালপুর মহিয়াড্যাং(১০০) ধার্শাচাগদাহেঁসেষু (১০১)।
সশিষৈর্ব্বুষি প্রাঃ বাঁকা গঙ্গয়োশ্চতটে ॥ ৩৩০
হরিদ্রা (১০২) তীরসন্নিধৌ রাজগঞ্জ (১০৩) সমীপতঃ।
তাজ * পুর্কর্ণ স্বুবর্ণে চবারা (১০৪) সাদম্বিকায়াঞ্চ(১০৫) ॥ ৩৩১

খোশালপুরে, মহীয়াড়ীতে. ধার্শায়, হেঁসেত্তে, চাগদায়, গঙ্গা এবং বাঁকানদীর তটদেশ, সশিষ্য গিয়া বাস করিয়াছিলন (৩৩০)

হরিদ্রা (হল্‌দী) নদীর তীর সন্নিকট দেশে, রাজগঞ্জের সমীপে, তাজ্‌পুরে, কর্ণস্বুবর্ণে (কানসোণায়,) বারাসাতে, অম্বিকা-কাল্‌নায়। (৩৩১)

(৯৯) আমতা থানার অধীন স্বনামখ্যাত গ্রাম।

(১০০) মৌরী নামক স্বনামখ্যাত বৃহৎ গ্রাম। ইহা প্রাচীন কালে একটী প্রধান মাহিষ্য এবং তদ্‌যাজী ব্রাহ্মণগণের কেন্দ্র ছিল।

(১০১) ইহা কোথায় তাহা ঠিক নির্দ্দেশ করা যায় নাই, সম্ভবতঃ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত খড়দহ, ছিমাছোড়, বেহা-রিয়া, আদি গ্রামের নিকট কোন বড় পুর্ব্বকালের মাহিষ্য কেন্দ্র হইবে!

(১০২) হরিদ্রা (হল্‌দী) নামক স্বনাম খ্যাত মেদিনীপুর জেলার নদী বিশেষ।

(১০৩) গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্বনামখ্যাত গ্রাম। ইহা সাঁখরা-ইলের নিকট অবস্থিত। বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহা একটি প্রাচীন মাহিষ্য কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত।

(১০৪) বারাসাৎ নামক স্বনাম খ্যাত ২৪ পরগণার অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম বিশেষ। কুন্তী, বেহুলা, রড়া, মধ্যগ্রাম (মাঁজের গাঁ) মগরা, ব্যাঘ্রহাটী, (বাগহাটী), শোমড়া, গুপ্তিপাড়া, চন্দ্রহাটি, চন্দ্রনগর, বলাগড়, নবসরাই নবদ্বীপ, বংশবাটী (বাঁশবেড়ে) বিষ্‌পাড়া, নিত্যানন্দপুর প্রভৃতি অতি প্রাচীন কালের গঙ্গার তীরস্থ গ্রাম সমূহ মাহিষ্যদের আবাসভূমি বলিয়া আমার মনে হয়। ইহাদের মধ্যে কোনটি বর্ত্তমান আছে তাহা পাঠকগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন। বড়া শ্রীরামপুরের সন্নিকট বহু প্রাচীন গ্রাম। রড়া সম্ভবতঃ খড়দহের সন্নিকট কোন স্বনামধন্য গ্রাম। এই কারিকায় লিখিত গ্রাম গুলি অতি প্রাচীন মাহিষ্য কেন্দ্র হইবে।

*তাজ্‌পুর, হুগলী (বর্ত্তমান হাবড়া) জেলার মধ্যে বহু প্রাচীন মাহিষ্য কেন্দ্র। তাজপুরের রায় এবং কেরাণী ভূস্বামী গণ বহু প্রাচীন বংশ। ঝিঁকরা, আমতা, উদম, আদি শত শত গ্রামে অত্রদেশে মাহিষ্যের বাস। আম্‌তা, ঝিঁক্র্যাগড় ভবানীপুর, তাজপুর, হাবড়া ও হুগলী জেলার মধ্যে বৃহৎ মাহিষ্য উপসমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বলিখিত ৮২নং নোটও দেখ। এই ৩৩১ শ্লোকে লিখিত তাজ্‌পুর আমার মনে হয় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শুমগড় পরগণার মধ্যে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে ইহা স্থানীয় জমীদারের বাস স্থান হইতেছে। বঙ্গের বিশাল মাহিষ্য আন্দোলনের প্রারম্ভকালে এই গ্রামের ৺শ্রীহরি জানা মহাশয় মেদিনীপুর জেলার মধ্যে আদি নেতা ও সমাজ-সংস্কারকছিলেন; মাহিষ্য সমাজ মধ্যে তিনি প্রাতঃস্মরনীয় লোক ছিলেন। স্বজাতি-হিতৈষী কীর্ত্তি তাঁহাকে চিরকাল জীবিত রাখিবে।

মধ্যগ্রাম সাকরায়াং দেবা (১০৬) নন্দপুরে তথা।
• বেহারিয়া বেড়াবেড়ো কুন্তী বেহুলা রড়াসু ॥ ৩৩২
মগরা(১০৭)ব্যাঘ্রহাট্যাঞ্চ বাওয়ালী (১০৮) শোমড়া তথা
গুপ্তিপাড়া চন্দ্রহাট্যাং চন্দ্রনগরে এবচ ॥ ৩৩৩

মধ্যগ্রামে মাঝেরগাঁয়ে, সাকরায়, দেবানন্দপুরে, বেহারিয়াতে, বেড়াবেড়ীতে, কুন্তীতে, বেহুলায়, রড়ায়। (৩৩২)

মগরায়, বাঘহাটীতে বাওয়ালীতে, শোমড়ায়, চন্দ্রনগরে, গুপ্তী-পাড়ায়, চাঁদহাটীতে। (৩৩৩)

---

(১০৫)অম্বিকা অর্থে অম্বিকাকাল্না, নামক স্থানকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সাকরা, ও দেবানন্দপুর সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব নোট দেখ। আম্তার বহু প্রাচীন যুগের ৺চণ্ডীকাদেবীর পীঠ বর্ত্তমান আছে। তাজ্পুর, ঝিঁক্র্যা, গড়ভবানীপুরের রায় মল্লিকগণেরও ইতিবৃত্ত "মদ্বন্ধু বাবু রামপদ বিশ্বাস কৃত" "মাহিষ্যকুল কল্পদ্রুম" গ্রন্থে দেখ।

(১০৬) অম্বিকার দ্বারা অম্বিকাকাল্না নামক স্থানকে নির্দ্দেশ করিতেছে ইহা হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট গ্রাম। এই স্থানে পূর্বকালে বহু মাহিষ্যের বাস ছিল।

১০৭। মগরা, ব্যাঘ্রহাটী, (বাঘহাটী), শোমড়া, গুপ্তিপাড়া, চন্দ্রহাটী, চন্দ্রনগর, বলাগড়, নবদ্বীপ, নবসরাই, বাঁশবাটী (বাঁশবেড়ে) বিষপাড়া, নিত্যানন্দপুর, দেবানন্দপুর আদমপুর আদি প্রাচীন গ্রাম গুলি সম্ভবতঃ গঙ্গার তীরস্থিত গ্রাম সমূহ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে কোনটির অস্তিত্ব আছে

• কোন কোন পুঁথিতে "রড়া" পাঠ দেখা হয়। এই গ্রাম কোথায় অবস্থিত তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় নাই।

তাহা পাঠকগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন। বাঁশবেড়ের ৺হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির বহু প্রাচীন ও প্রখ্যাত।

(১০৮) ২৪ পরগণার অন্তর্গত বজ্‌বজ্‌ থানার অধীন বাওয়ালী একটি প্রাচীন মাহিষ্য-কেন্দ্র। ইহা বাসন্দরী নামক গঙ্গার পশ্চিম পারের সমাজের অন্তর্গত একটি উপসমাজ। ৺গদাধরের কুলজীর ২৩৮ শ্লোকে বাওয়ালী সমাজের উল্লেখ দেখা যায়। এই উপসমাজের অধীন বর্ত্তমান সময়ে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ কালের স্রোতে পরে গঠিত হইয়াছে। বজ্‌বজ্‌ আর একটি অর্দ্ধ সমাজ; ইহারও উল্লেখ ঐ কুলজীর ২৪০ শ্লোকে পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীন কালে ভদ্রেশ্বর ও বজ্‌বজ্‌ এই দুইটীতে এক সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইত। বাসন্দরী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ গঙ্গার পশ্চিম পারের দুইটি বড় সমাজ হইতেছে। ভূরিশ্রেষ্ঠ মুসলমান শাসন কালে স্বাধীন মাহিষ্য রাজাদের রাজধানী ছিল। মোগল বাদসাহগণের শাসন কালে তাহা তাঁহাদের হস্ত হইতে চ্যুত হইলে, ঐ সিংহাসনে ব্রাহ্মণ রাজাগণ উপনিবিষ্ট হন। এই রায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণ রাজাদের বংশে "রায় বাঘিনী" নামক যোদ্ধা রমণী জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের বিখ্যাত কবি রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র রায় এই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংধরগন আজও এই জেলায় দীন ভাবে বাস করিতেছেন। পাটনা হাইকোর্টের খ্যাতনামা এড্‌ভোকেট্ মবন্ধু বাবু অতুল কৃষ্ণ রায় এই রাজ বংশের বংশধর হইতেছেন।" রায় বাঘিনী,, নামক পুস্তক যত্নে পাঠ কর। ব্যাস গোত্রীয় বাওয়ালী মণ্ডল ভূস্বামীগণ খুব প্রাচীন ও প্রখ্যাত জমীদার বংশ। তাঁহাদের বাস স্থান বাওয়ালী, বাথরা আদি স্থানের দেব কীর্ত্তি সকল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ পত্রিকায় ও বাবু রামপদ বিশ্বাস কৃত "মাহিষ্য কুল কল্পদ্রুম" পুস্তকে ইঁহাদের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

জয়পুর-বলাগড়ৌ চম্পদানী-নবদ্বীপৌ ।
গঙ্গাতটে বংশবেড়ৌ যত্র দেবী হংসেশ্বরী ॥ ৩৩৪
রঘুনাথ পুর্বিষ্পাড়ায়াং নিত্যানন্দ পুরেঽপিচ ।
রাম(১০৯) নগর সন্নিধৌ যত্র দেব উমাপতিঃ ॥ ৩৩৫

জয়পুরে, বলাগড়ে, চাঁম্পদানীতে, নবদ্বীপে, গঙ্গাতটে, বাঁশ-বেড়েতে, (যেখানে ৺দেবী হংসেশ্বরী বিরাজ করেন,) রঘুনাথপুরে, বিষ্পাড়ায়, নিত্যানন্দপুরে, রামনগর সন্নিকটে, যাহার সন্নিকট দেব উমপতি (৺তারকেশ্বরনাথ) অবস্থিত করেন। (৩৩৪।৩৩৫)

---

(১০৯) হুগলী জেলার অন্তর্গত ভঞ্জীপুর তারকেশ্বরের নিকট অবস্থিত গ্রাম, বহু প্রাচীন কাল হইতে রামনগরের বন প্রসিদ্ধ দস্যু এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিভৃত আবাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। রামনগরের বনেই ৺তারকেশ্বর দেব তামস বৌদ্ধ যুগে গুপ্তাবস্থায় বিরাজ করিতেছিলেন। প্রায় ৩।৪ শত বৎসর গত হইল তিনি পুনরায় লোক সমাজে গোপমাহিষ্য ও সদ্‌গোপদের চেষ্টায় প্রকটিত ও প্রকাশমান হইয়াছেন। (১৩২৯ সালের "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় ৺তারকেশ্বর প্রবন্ধ দেখ)। সন্তোষপুর সম্ভবতঃ "৺তারকেশ্বরের" সন্নিকট কোন প্রাচীন মাহিষ্য-কেন্দ্র বা গ্রাম হইবে। সন্তোষপুরের মঠ ৺তারকেশ্বরের অধীন। এইখানকার ৺বিশালাক্ষী দেবী জাগ্রত দেবতা। "ভ্রান্তি বিজয়" দেখ।

সন্তোষপুর্মস্তক (১১০) ভগ্নে যত্র রেমে বকঃ পুরা।
গোপালনগর দিনাজ্‌পুরৌ কিঙ্করবাটিকায়াস্তথা ॥ ৩৩৬

সন্তোষপুরে, ভাঙ্গামাথায় (ভাঙ্গামোড়ায়) যেখানে পুরাকালে বক নামক রাক্ষসরাজ বাস করিতেন, গোপালনগরে দিনাজ্‌-পুরে, কিঙ্করবাড়ীতে, কেশবনগরে, আদমপুরে, মোহনপুরে, যশো-

(১১০) বর্ত্তমান মাথাভাঙ্গা বা ভাঙ্গামোড়া গ্রাম বলিয়া আমার মনে হয়। ইহার সন্নিকট "একচাকা" (একচক্র) গ্রাম, তাহার নিকট মহাভারতীয় যুগের বকের জঙ্ঘা অর্দ্ধ প্রস্তর এবং অর্দ্ধ হাড় (অস্থি) অবস্থায় এই পাঁচ হাজার বৎসরের উপর জলবৃষ্টিরৌদ্র উপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ ইহা এখন বর্দ্ধমান বা হুগলী জেলার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। একচাকা ভাঙ্গামোড়াদি বহু প্রাচীন গ্রাম। বৌদ্ধপুস্তকে ইহাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। মদন পাল দেবের প্রাচীন লিপিতে এই মাথাভাঙ্গা বা ভাঙ্গা মোড়া গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। দামোদর নদের প্রকোপে এই সকল গ্রাম বালুকাময় প্রান্তরে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং এক সময়ের সমৃদ্ধশালী গ্রাম সকল সামান্য গণ্ড গ্রামে পরিণতি লাভ করিয়াছে। মোহনপুর ৺তারকেশ্বর—ভাটা, ভঞ্জীপুরের সন্নিকট কোন গ্রাম হইবে। ইহা একটী সাহিত্য-কেন্দ্র বলিয়া আমার মনে হয়। বলরাম বাটী হইয়া মোহনপুরে যাইতে হয়। হাইকোর্টের মোক্তার ৺অনন্ত রামদাসের এইখানে বাসস্থান আছে।

কেশবনগরাদম্পুরে মোহন পুর্যশোহরে চবে।
যত্রশ্চরাজতে দেবী কালিকা (১১১) যশোরেশ্বরী ॥৩৩৭

হরে (যেখানে যশোরেশ্বরী ৺কালীকা অতি প্রাচীনকাল হইতে বিরাজ করিতেছেন।) ৩৩৬।৩৩৭

(১১১) যশোহরের ৺যশোরেশ্বরী কালীকা দেবী, আমার মনে হয়, বহু প্রাচীন পাল বৌদ্ধযুগের দেবতা; রাজা প্রতাপাদিত্য তাহা পুনঃ সংস্কার করাইয়া তাঁহার সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনের সময় এই দেবী বিরাজিত ও প্রকট না থাকিলে তাহা এই কারিকায় তিনি কখনই উল্লেখ করিতেন না। মধ্যে আমার বোধ হয় তিনি ২।৩ শতাব্দী অপ্রকট থাকেন; এবং পুনরায় রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে প্রকট করেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যশোহর মাহিষ্যগণের একটী প্রধান মাহিষ্য-কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত ছিল। তাই বোধ হয় ভগবানের কৃপায় স্বজাতি বৎসল ভাই উপেন্দ্র নাথ সিকদার "আমাদের সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে এই মৃত জাতির পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইবার জন্য ১৩৩০ সালের সপ্তম সংখ্যা মাহিষ্য সমাজের যশোহরের বিশাল মাহিষ্য সমাজের লুপ্ত গৌরব কাহিনী প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলার প্রকৃত ইতিহাস লেখার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। গোবর্দ্ধন ও তাঁহার বৃহৎ কারিকায় এ সব কথা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। প্রাচীন কারিকা বলিয়া ইহার অনেক অংশে ভুল এবং ছন্দ পতনাদি দোষ থাকিলেও ইহাকে আমরা প্রমাণ্য বলিতে পারি। উপেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ প্রত্যেক মাহিষ্যের যত্নে

রামপুরবীরভূমৌ জয়পুরে শোণা (১১২) মুখ্যাস্তথা।
সীত্যাম্ (১১৩) তাবঁ্যাট্রা ঝিঁক্রাসু নিত্যানন্দ পুরেতুচ ॥৩৪৮

রামপুরে, বীরভূমে, জয়পুরে, শোণামুখীতে, সীতিতে, আম্তায়, বাঁ্যাট্রায়, ঝিঁক্র্যায়, নিত্যানন্দপুরে, বৈতরণী নদীর উভয় তীরস্ত

পাঠ করা কর্ত্তব্য। তঁাহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই কারিকায় পরবর্ত্তী বহু শ্লোকে বর্ত্তমান নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর, রাজসাহী আদি জেলার স্থান সমূহের উল্লেখ আছে। এই গুলি প্রাচীন মাহিষ্য কেন্দ্র এবং পাল রাজগণের সময় মাহিষ্য এবং তৎযাজী বিপ্রকুলের দ্বারা উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। গোবর্দ্ধনাচার্য্য সেই সকল বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনাবলী তাঁহার কারিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১১২) রামপুর, জয়পুর, সোণামুখী পাড়া আদি স্থানগুলি বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। এই সকল স্থানের মাহিষ্যগণ খুব নিম্ন ও অশিক্ষিত বলিয়া নীচ জাতির মত দেখায়। তাঁহাদের আচার ব্যবহারের আশু সংস্কার ও তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার একান্ত প্রয়োজন!

(১১৩) ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে সীতি একটি বৃহৎ উপসমাজ। সীতি, গরুই, দমদম, নপাড়া ইত্যাদি ২৪।২৫টি গ্রাম

বৈতরণী (১১৪) নদীতটে কঙ্করাজ্যে চ শস্যাঢ্যে।
খশরাজ্য সকাশে চ বংশীকুলত্তা মেহারেচ (১১৫) ॥ ৩৩৯

দেশে, শস্য বহুল কঙ্করাজ্যে, † খশ্ রাজ্যের সন্নিকট খাশিয়া দেশের সন্নিকট, বংশীকুণ্ডায়, মেহারে বিথারীতে, গাকুলপুরে,

লইয়া এই উপসমাজ গঠিত। হাবড়া গ্রামের মধ্যে ব্যাঁট্রা একটী বড় পল্লী হইতেছে। এইখানে বহু বর্দ্ধিষ্ঠ মাহিষ্যের বাস। হাবড়ায় কয়েকটি কল কারখানা ও ই-আই রেলের লেলুয়ায় কারখানা আছে বলিয়া বহু মাহিষ্য মিস্ত্রী, শ্রমজীবি ও মধ্যবিত্ত কেরাণী আদি চাকুরে বাবু এই স্থানে আমতা, গড়ভবানীপুর, রাউতাড়া, ঝিঁখিরা, পলাশপাই, ডোমজুড়, রশ্পুর আদি স্থল হইতে আসিয়া বাস করেন, এবং শনিবারে দেশে গিয়াও ঘর গৃহস্থি রক্ষা করেন। হাবড়া জেলা মাহিষ্যগণের একটী প্রধান কেন্দ্র। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল ৺মহেন্দ্রনাথ রায় গড়ভবানীপুরের রায় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই জেলার মধ্যে ঝিঁখিরায় ৺জীবনকৃষ্ণ রায় মহাশয় প্রখ্যাত ভূস্বামী ছিলেন।

(১১৪) বৈতরণী নদী মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। মেদিনীপুর প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

(১১৫) এই স্থান গুলি আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত।

† লাটুদহ বা লাট রাজ্যের দক্ষিণ হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত ভূভাগে পুরাকালে প্রাচীন কঙ্করাজ্য বিস্তৃত ছিল। মোগল শাসন কালে মাহিষ্যরাজ মহারাজ বীরবাহুর দোর্দ্দণ্ড শাসনে এই রাজ্য শাসিত হইত। ইহার বিবরণ ১৯১৫ সালের "২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যে ভূভাগ সুন্দরবন নামে পরিচিত তাহা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

বিথারী (১১৬) গোকুলপুরে রামকৃষ্ণপুরে তু চ।
স্ববর্ণবেড়ভাতুল্যো শস্যযুক্ত মনোহরো ॥ ৩৩০
কুতুব্ পুরে (১১৭) তৎসকাশে নিশ্চিন্তপুরস্থ যত্র।
মল্লদহে(১১৮) চণ্ডীপুরে বৈদ্যবাটী(১১৯) কায়ান্তথা ॥ ৩৪১

রামকৃষ্ণপুরে, সোণাবেড়েতে, ভাতুলীতে, যে যে স্থান মনোহর এবং শস্যযুক্ত, কুতুব্ পুরের সন্নিকট, নিশ্চিন্তপুর দুর্গের নিকটবর্ত্তী

---

(১১৬) আমার মনে হয় বিথারী, গোকুলপুর, রামকৃষ্ণপুর, ভাতুলী, সোণাবেড়ীয়া প্রভৃতি গ্রাম খুলনা বা যশোহর জেলার মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই গুলি প্রাচীন কঙ্ক রাজ্যের অন্তর্গত। এই উপসমাজ গুলি যশোহর সমাজের অন্তর্গত বলিয়া আমার মনে হয়।

(১১৭) কুতুব্ পুর এবং নিশ্চিন্তপুর আমার মনে হয় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। এই গ্রাম ও ক্ষুদ্র মাহিষ্য রাজ্যের উল্লেখ ৺গদাধর ভট্ট তাঁহার কুলজীর ১৫৭ এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে করিয়াছেন।

(১১৮) বোধ হয় মালদহ জিলা বা প্রদেশকে উল্লেখ করিতেছে। ইহা অতি প্রাচীন মাহিষ্য সমাজ বলিয়া পরিচিত। চণ্ডীপুর বোধ হয় মালদহের মাহিষ্য কেন্দ্রীয় বিশিষ্ট গ্রাম হইবে; নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। কাতুয়া, গাজীপুর, বিরামপুর, রামনগর, মমরাজপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহ আমার মনে হয় মালদহ জেলার মধ্যে অবস্থিত। স্থানীয় লোকগণ আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে

কাদুয়াগাণিপুরেষু বিরামপুর সন্নিধৌ।
রামনগর সকাশে মমরাজপুরে তথা ॥ ৩৪২
ক্ষীর গ্রামে(১২০) মাহে(১২১) শেচ বালি শ্রীরামপুরৌ তথা।
সৌগন্ধ্যা(১২২) গোঠ বাবলান্ন(১২৩) সেনভূম গোপ
ভুমৌচ ॥ ৩৪৩

স্থানে, মালদহে, চণ্ডীপুরে, বৈদ্যবাটীতে, কাদুয়ায়, গাণিপুরে, বিরামপুরের সন্নিকট, রামনগরের আসন্নদেশে, মমরাজপুরে। (১৩৮।৩৪২

ক্ষীরগ্রামে, মাহেশে, বালীতে, শ্রীরামপুরে, সৌগন্ধ্যাগোঠে,

সবিশেষ অনুসন্ধান দিতে পারেন। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে যে কাদুয়া মেদিনীপুর জেলায় কাঁথীর অধীন কোন গ্রাম হইবে। অপর গ্রাম গুলি মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সম্ভবতঃ অবস্থিত।

(১১৯) ইহা বোধ হয় হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈদ্যবাটী গ্রামস্থ বিশাল মাহিষ্য উপসমাজকে উল্লেখ করিতেছে। ইহা অতি প্রাচীন মাহিষ্য উপসমাজ বলিয়া খ্যাত; ইহা ভদ্রেশ্বর সমাজের অন্তর্গত হইতেছে।

(১২০) ক্ষীর গ্রাম কোথায় তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না, অন্যের মনে হয় হুগলী বা বাঁকুড়া বীরভূম জেলার মধ্যে কোন মাহিষ্য উপকেন্দ্র হইবে। বৈষ্ণব সাহিত্য এই গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়।

(১২১) মাহেশ হুগলী জেলার মধ্যে শ্রীরামপুরের সন্নিকট অবস্থিত। বালি শ্রীরামপুর স্বনাম খ্যাত গ্রাম হুগলী জেলার মধ্যে অবস্থিত। "বালি ময়ূরেশ্বর" সমাজ মাহিষ্যগণের এক প্রাচীন কেন্দ্রীয় সমাজ বলিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে খ্যাত।

(১২২) কর্ণঋষি গোত্রীয় তিলক এবং তৎ সন্তানগণ

কপিষা (১২৪) পুলিনাস্তিকে ময়না দোরো সন্নিধৌ।
তাম্রলিপ্তেরূপাতটে(১২৫) ভীমা যত্র বিরাজিতে ॥ ৩৪৪

বাবলায় সেনভূমীতে, গোপভূমীতে, কপিষা (কাঁশাই) নদীর তীরদেশে, ময়নায়, দোরোতে বা তাহার সন্নিকট দেশসমূহে, তমলুকে রূপাতটে যেখানে ভীমাদেবী বিরাজ করিতেছেন। ৩৪৩।৩৪৪

সৌগন্ধ্যাগোঠ্ গ্রামে আসিয়া পাল রাজাদের সময়ে বসবাস করেন। তাঁহাদের কুলদেবতা ৺রাধাকান্ত হইতেছেন। বংশ বিস্তার হেতুক তিলক সন্তানগণ জগৎনগর, কুষ্মাণ্ডগড়, খোশাল-পুর আদি গ্রামে বিস্তারিত হইয়া অধুনা বসবাস করিতেছেন। খোশলপুরের উল্লেখ পূর্ব্বে ৩৩০ শ্লোকে হইয়াছে।

(১২৩) পূর্ব্ব লিখিত মৌদ্গল্য গোত্রায় হরলাল বংশের কথা পূর্ব্বলিখিত ৭১নং নোটে দেখ।

(১২৪) এই নদী কোন কোন প্রাচীন কারিকায় কপিষা এবং কোন কোন পুঁথিতে কংশাবতীরূপে অভিহিত হইয়াছে। এই সকল গ্রামগুলি আমার মনে হয় মেদিনীপুর জেলার মধ্যে অবস্থিত।

(১২৫) স্বনাম ধন্য প্রাচীন বন্দর। এ সম্বন্ধে ৺গদাধরের কুলজী, "ভ্রান্তি বিজয়াদি" পুস্তক দেখ। তাম্রলিপ্ত হইতে বৈতরণী নদীর তীর ধৌত প্রদেশগুলি বিশাল ভূখণ্ড মাহিষ্য অধ্যুষিত এবং ঐ রাজগণ দ্বারা শাসিত বিশাল রাজত্ব পালরাজগণের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল।

বির্শাপুর (১২৬) ভেমুয়ায়াং কমলাপুরেচ তথা।
তুর্থাকর্ণগড়কাঁথৌ কোলাবিল্ (১২৭) কোলা চ যথা ॥৩৪৫
সুব্দীসাকোয়া (১২৮) হেঁড়েষু ক্ষেপুৎপ্রতাপগড়েচ।
লক্ষ্যা কীয়ারাণায়াঞ্চ যত্র দেবী কমলাক্ষিঃ ॥৩৪৬

বীরশাপুরে ভেমুয়ায়, কমমলাপুরে, তুর্থায়, কর্ণগড়ে, কাঁথীতে, কোলায়, বিল্-কোলায়, ৩৪৫

- সুব্দীতে, সাঁকোয়ায়, হেঁড়েতে, ক্ষেপুতে, প্রতাপগড়ে, লক্ষায়, কীয়ারাণায়, (যেখানে দেবী কমলাক্ষি বিরাজ করিতেছেন।) ৩৪৬

---

(১২৬) বির্শাপুর, ভেমুয়া, কমলাপুর, তুর্থা, কর্ণগড়, কাঁথী আদি স্থানগুলি সম্ভবতঃ মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত বলিয়া আমার মনে হয়। এই স্থানগুলি ঐ জেলায় মধ্যে কোথায় অবস্থিত তাহা আমি ঠিক নির্ণয় বলিতে পারি নাই। স্থানীয় লোক বলিতে পারেন।

(১২৭) বিল্‌কোলা অতি প্রাচীন সাহিত্যকেন্দ্র। গাঙ্গুলা পর্য্যন্ত এই সমাজ বিস্তৃত ছিল। ইহা নদীয়া জেলায় অবস্থিত। কোলা মেদিনীপুর জেলায় রূপানদের তীরে অবস্থিত। মার্কণ্ডের চণ্ডীতে এই গ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

(১২৮) বোধ হয় সাকোয়া রাজসাহী জেলায় অবস্থিত। সুব্দীও অপরগুলি কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত বলিয়া মনে হয়।

ভীমেশ্বরী (১২৯) দেবীযত্র সিদ্ধিনাথ সন্নিধৌ।
যত্রাস্তি লোকনাথো সূর্য্যকোটি সমপ্রভঃ ॥৩৪৭

যেখানে ভীমেশ্বরী দেবী বিরাজমানা, সিদ্ধিনাথ পীঠ সন্নিকটে, যে স্থানে কোটী সূর্য্য সমপ্রভ লোকনাথ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। ৩৪৭

---

(১২৯) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ভূঞাঁমুঠা পরগণায় ৺ভীমেশ্বরী দেবী, তাম্রলিপ্তের (তমলুকের) ৺ভীমাদেবী এবং আরঙ্গানগরের ৺রঙ্কিনী দেবী অতি প্রাচীন যুগের সিদ্ধ দেবী পীঠ হইতেছেন। পূর্ব্ব লিখিত ৩৪৪ শ্লোকে ভীমা দেবীর এবং ৩২৮ শ্লোকে ৺রঙ্কিনী দেবীর উল্লেখ দেখা যায়। রুক্ক নামক স্থানীয় রাজা অতি প্রাচীনকালে ৺রুঙ্কিনী বা ৺রুক্কিনী দেবীকে স্থাপন করেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ "রঙ্কিনী চরিতে" বিবৃত আছে। মেদিনীপুর জেলার আওরঙ্গানগর পরগণার গড়মাল ঝাঁটা গ্রামস্থ ৺রুঙ্কিনী দেবীর সেবাইত ও পুরোহিত পরম শ্রদ্ধাস্পদ এবং পূজনীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তবাবু হরিপদ পৌরহিত্য বিশারদ-সানধ্যায়ী মহাশয়ের নিকট ব্রজলালচক্, পোষ্ট নন্দপুর, জেলা মেদিনীপুর ঠিকানায় পত্র দিলে সকল সবিস্তার অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে। ৺গদাধরের কুলজীর ১৫৭ এবং ৩১৫ শ্লোকে তমলুকের উল্লেখ আছে। অতি প্রাচীন প্রবাদ এদেশে প্রচলিত আছে যে পাল সম্রাটদের করদ সামন্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বা অনঙ্গ

করতোয়া নদী তটে যত্রাসীৎ কালিকাপুরা।
চন্দ্রদ্বীপে মনিপুরে রাজতে যত্র চণ্ডিকা॥ ৩৪৮

করতোয়া নদীতাট যেখানে ৺দেবী কালিকা পুরাকাল হইতে বিরাজ করিতেছেন, চন্দ্রদ্বীপে যেখানে দেবী চণ্ডিকা অবস্থিত করিতেছেন। ৩৪৮

ভীম দেব যিনি পুরীর ৺জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং যিনি শেষ দুর্ব্বল পাল রাজাদের সামন্ত চক্রের বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন, সেই মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়রাজ অনঙ্গ ভীম দেব এই ৺ভীমেশ্বরী দেবীকে স্থাপন করিয়া তীব্র আরাধনা করিয়া ছিলেন এবং সাধনান্তে সিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। ময়নাগড়ে ৺লোকনাথ জিউ বিগ্রহ বহু প্রাচীনকাল হইতে স্থাপিত আছেন। প্রবাদ আছে যে ময়নাগড়ের স্থাপয়িতা রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র এই বিগ্রহকে পুনঃ সংস্কার ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া অভিষেকান্তে স্থাপন করেন; কিন্তু বহু গবেষণাপূর্ণ অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গিয়াছে যে তৃতীয় পাণ্ডব ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের আদেশে বকরাক্ষসের বধের পর পাঞ্চাল নগরে যাজ্ঞসেনীর সয়ম্বরের সময় বহু ক্ষত্রিয়রাজগণকে হত্যাজনিত পাপ মুক্ত হইবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ ক্রমে এই বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগের পর মহারাজ অনঙ্গ ভীম দেব বা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহা পুনঃ অভিষেক করিয়া তাঁহার সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ পালরাজাদের শাসনকালে ইহা লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কেন্দুবিল্বে (১৩০) ভীষ্মগড়ৌ বক্রেশ্বর শ্রীখণ্ডে চ।
মঙ্গলডিহিনান্নুরে ভুবরাজপুরে তথা ॥৩৪৯
তারাপুর্বেলপুরেচ নৃসিংহপুরে এব চ।
ভাণ্ডীরবনসন্নিধৌ গোপালঃ যত্র শোভতে ॥৩৫০
বীরসিংহপুরে যত্র কালীমাতা বিরাজতে।
ময়ূর্য্যাক্ষী নদীতটে রায়পুর্তারাপীঠে তথা ॥৩৫১

কেন্দুবিল্বে, ভীষ্মগড়ে, বক্রেশ্বরে, শ্রীখণ্ডে, মঙ্গলডিহিতে, নান্নুরে, ভুবরাজপুরে, তারাপুরে, বেলপুরে, নৃসিংহপুরে, ভাণ্ডীর-বনের সন্নিকট দেশ সমূহে, (যেখানে ৺গোপালদেব অবস্থিতি করেন,) ময়ূর্য্যাক্ষি নদীতটে, রায়পুরে, তারাপীঠে, মল্লভূমীতে, বাঁকুড়ায়, পাঁচড়ায়, শিউড়ীতে, রাজাজ্ঞায় তাহারা বাস রচনা

---

(১৩০) কেন্দুবিল্ব হইতে ৺তারাপিঠ পর্য্যন্ত গ্রামগুলি বীরভূমি এবং বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। প্রতাপ নারায়ণ রায় মহাশয়ের "বীরভূমের ইতিহাস" দ্রষ্টব্য। ৩৪৫-৩৪৮ শ্লোকে লিখিত গ্রামগুলি বড় বড় সাহিত্যকেন্দ্র এবং ইহাদের উল্লেখ বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতেও বহুল দৃষ্ট হয়। আমার মনে হয় যে প্রাচীন যুগে পাল এবং সেন রাজাদের সময়ে এই সকল স্থানগুলি বড় এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাহিত্য এবং তন্ত্রাজী বিপ্রকুলের বাস কেন্দ্র ছিল। কালের কুটিলগতিতে এইগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড-গ্রামে এবং জনমানবহীন প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।

মল্লভূমে বাঁকুড়ায়াং পাঁচড়া শিউড়ী যত্র।
নিবাস ক্ষত্রচে তেভ্য স্তথাদৃত্যা নৃপাজ্ঞয়া ॥৩৫২
তদা তেষাং তবেচ্ছদ্ধিঃ বিচার্য্য ক্ষত্রবৈশ্যবৎ (১৩১)।
কথিতো মে মুনিশ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রাদি বর্ণ নির্ণয়ঃ ॥৩৫৩
অব্রাহ্মণাস্তু ষট্ প্রোক্তা শাতাতপ মহর্ষিণা।
আদ্যৌ রাজভৃত স্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী ॥৩৫৪
তৃতীয়ো বহুযাজ্যশ্চ চতুর্থো গ্রাম যাজকাঃ।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্থ নাগরস্থ চ ॥৩৫৫
অনাগতান্তু যঃ সন্ধ্যাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাম্।
নোপাসীতা দ্বিজঃ সন্ধ্যাং সষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃত: ॥৩৫৬

করিয়া সপুরোহিত ক্ষত্রাদির সহিত বাস করিতে লাগিলেন।
৩৪০—৩৫২

তদনন্তর তাহাদের শুদ্ধিবিচারপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য তুল্য হইবে; হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রাদির বর্ণনির্ণয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ৩৫৩

শতাতপ মহর্ষির মতানুসারে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার বিপ্র অব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন; প্রথম রাজভৃত্য, দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায়ী, তৃতীয় বহুযাজী, পঞ্চম গ্রাম এবং নগরের

---

(১৩১) কোন কোন পুঁথিতে "শূদ্র বৈশ্যবৎ" পাঠ দৃষ্ট হয়।

অসিজীবি মসীজীবি দেবলগ্রাম যাজকাঃ।
পাচকো ধাবকোশ্চৈব ষড়েতে শূদ্রবৎদ্বিজাঃ ॥৩৫৭
বেদবিচ্চাপি বিপ্রোঽস্য লোভাৎ কৃত্বা প্রতিগ্রহম্।
বিনাশং ব্রজন্তি ক্ষিপ্রমমাপাত্রমিবাম্ভসি ॥৩৫৮

আদ্যোবাচ ঃ—
ত্বয়াচ কথিতো দেব শ্রদ্ধয়া শৃণুমোবয়ম্।
জাতয়শ্চাপরা কুত্র জাতা বদনো শঙ্কর ॥৩৫৯

ভৃত্য এবং ষষ্ঠ যাহারা সন্ধ্যা ও সকালে বা বিপ্র সন্ধ্যাদি দ্বিজের কর্ম্ম করে না। ৩৫৪—৫৬

অসিজীবি, মসীজীবি, দেবল গ্রাম যাজক, পাচক, ধাবক (দৌড়াহা) এই দ্বিজগণকে শূদ্রবৎ বলিয়া জানিবে। ৩৫৭

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ লোভবশতঃ, ইহাদের প্রতিগ্রহ করিয়া শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হন যেমন মাটির পাত্র জল সংযোগে নষ্ট হইয়া যায়। ৩৫৮

দেবী বলিলেন—

হে দেব আপনি কৃপা করিয়া যাহা বলিলেন তাহা আমরা সকলে শ্রবণ করিলাম, হে শঙ্কর অপর জাতি সকল। কে কোথায় গেলেন তাহা আমাদিগকে বলুন। ৩৫৯.

শ্রীসদাশিব উবাচ—

গোপোমালী তথাতৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥৩৬০
জলমেষাং সদা পেয়ং সচ্ছূদ্রা শ্চতে বিজ্ঞেয়াঃ।
শূদ্রতুল্যাস্তে ভবেয়ুর্বল্লাল শাসনে ভৃশম্ ॥৩৬১
অপরো ক্ষত্রবীর্য্যেণ নানা জাতি ভবেন্নরঃ।
এষাং গৃহে পয়ঃ পীত্বা চান্দ্রায়ণং সমাচরেৎ ॥৩৬২
সদাজলমেষাং শুদ্ধং মাহিষ্য কৈবর্ত্তাশ্চ যে।
ক্ষত্রবৈশ্যধর্ম্মসেবী সদ্‌বৈশ্যশ্চাপিতে (১৩২) যতঃ॥ ৩৬৩

শ্রীসদাশিব বলিলেন :—

গোপ, মালী, তিলী, তাঁতী, মোদক, বারুই কুমার, কামার ও নাপিত ইহারা সৎশূদ্র এবং নবসায়ক বলিয়া সমাজে পরিচিত। ৩৬০

ইহাদিগের জল সংসমাজে পেয়, যেহেতু ইহারা সৎশূদ্র বলিয়া সমাজে জ্ঞাত; ইহারা রাজাবল্লালের ভীষণ শাসনে শূদ্র তুল্য হইয়াছে। ৩৬১

ক্ষত্রবীর্য্যে অপর বহু জাতি জন্মিয়াছে; ইহাদের গৃহে জল পান করিলে চন্দ্রায়ণ অনুষ্ঠান করিতে হয়। ৩৬২

যাহারা মাহিষ্য এবং কৈবর্ত্ত, তাহাদের জল সদা পেয় এবং শুদ্ধ, যেহেতু তাহারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ধর্ম্মচারী। ৩৬৩

---

১৩২ কোন কোন পুঁথীতে 'সচ্ছূদ্রশ্চাপি' পাঠ দৃষ্ট হয়।
গোবর্দ্ধনাচার্য্য এই বিশাল মাহিষ্য সমাজ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন

অক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অশৌচ বৈষম্যের কথা পূর্ব্ব লিখিত ১২৯ হইতে ১৩৩ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন এবং এই শ্লোকে তাহাদের জল সমাজে চল কি অচল তাহা বিশদ করিয়া বলিয়া দিতেছেন। কৈবর্ত্ত নামে বঙ্গদেশে অনেকগুলি জাতি নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে; তাহার মধ্যে ক্ষত্রপিতার বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্যা মাতার গর্ভে উৎপন্ন যে সৎ মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত নামক জাতি আছে, তাহাদেরই বিষয় এই কারিকার আলোচ্য বিষয় হইতেছে। পূর্ব্ব বঙ্গদেশে মাহিষ্য বা হালুয়াদাস সম্প্রদায় ভুক্ত কৈবর্ত্তের সম্মান সমাজে অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত থাকিলেও, জালিক পর্য্যায়-ভুক্ত কৈবর্ত্তের সমাজে স্থান অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং তাহারা হেয় বলিয়াই বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়া থাকে। এই জাতি মধ্যে অশৌচ বৈষম্য ও ক্ষত্রিয় হইয়াও শূদ্র ভাবাপন্নতা একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয়, এই কারিকার ভিন্ন ভিন্ন মোটে সে সকল জটিল সামাজিক কথার যতদূর সম্ভব মিমাংসার ও সামঞ্জস্যের চেষ্টা করা হইয়াছে। এখন এই কুম্ভকর্ণী নিদ্রাভিভূত বিশাল জাতির পুনরুত্থানের জন্য তীব্র আন্দোলন ও নেতাদের সভা-সমিতি করিয়া জাতীয় হিতকামনা চিন্তনের আশু প্রয়োজন হইয়াছে। তাহা যদি না করা হয়, আমার মনে হয় যে এই তীব্র জীবন সংগ্রামের দিনে, এই জাতির ধরা হইতে আশু অস্তিত্ব লোপ অসম্ভব নহে। ৩৪৭—৩৪৮ শ্লোকে ইহাদের কর্ম্ম ও ব্যবসা দোষে কিরূপে পাতিত্য ঘটিয়াছে তাহার কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের জল চল সম্বন্ধে এই শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। এই সমাজ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

স্বধর্ম্ম বর্জ্জিতাস্তথা অধর্ম্মে নিরতাশ্চযে।
তে সর্ব্বেহধমতাং যান্তি তেষাং নশ্যতি সংকৃতিঃ ॥৩৬৪
নাস্তি মাতৃসমা দেবী নাস্তি পিতৃসমো গুরুঃ।
তয়োঃ প্রত্যুপকারোঽপি নহি কশ্চন বিদ্যতে ॥৩৬৫
গুরুপত্নী যুবতীচ নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
কুর্ব্বীত বন্দনং ভূম্যামসাবহ মিতি ব্রুবন্ ॥ ৩৬৬

যাহারা স্বধর্ম্মত্যাগী এবং অধর্ম্মেরত, তাহারা অধমতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের সদাচার এবং সুকৃতি সকলই নষ্ট হইয়াছে। ৩৬৪

মাতার সমান দেবতা নাই, পিতৃ সমান গুরু নাই, তাহাদের কেহ প্রত্যুপকারের প্রতিদান করিতে পারে না। ৩৬৫

গুরুপত্নী এবং যুবতীকে পাদস্পর্শ করিয়া কদাচ বন্দনা করিবে না; তাঁহাদের বন্দনা ভূমিস্পর্শ করিয়া সদা করিবে।৩৬৬

তিনরূপ অশৌচ বিধি একান্ত বাঞ্ছনীয় নহে। মাহিষ্যগণ ক্ষত্র বৈশ্যচারী এবং ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ইহারাই বঙ্গ পৌণ্ড্রাদি দেশের পুরাকালের অধিপতি হইতেছেন। মাহিষ্য সমাজ পত্রিকায় ৫ম ভাগ ১৫৪ পৃষ্ঠায় ও এই কথা স্পষ্টরূপে বিবৃত আছে। ইহারাই দ্বাপর যুগে ভগবান কৃষ্ণের নারায়ণী সেনা, ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ী বানর (বহরের নর-শ্রেষ্ঠসেনানী অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের "মেরিটাইম্ মেরীন্ সৈন্য") সেনা, সত্য যুগের দেবীর প্রতিদ্বন্দী শম্ভুনিশুম্ভের সেনানী হইতেছে; চণ্ডীতে ইহারা দানব সৈন্য।

যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদান্তং ন বিচারয়েৎ।
সঃ সান্বয়ো শূদ্রকল্পঃ সপাত্তং ন প্রপদ্যতে ॥৩৬৭
নৈষ্ঠিকানাম্ বনস্থানম্ যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
নাশৌচং বিদ্যতে সদ্ভিঃ পতিতে চতথামৃতে ॥ ৩৬৮
মানসং বাচিকং পাপং কায়েনৈব তু যৎকৃতম্।
তৎ সর্ব্বং নশ্যতি তূর্ণং প্রাণায়াম ত্রয়েণ চ ॥ ৩৬৯
ঋগ্বেদমভ্যাসেদ্ যস্তুযজুঃ শাখা মথাপিবা।
সামানি সরহস্যানি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩৭০
শুদ্ধা ভর্তু শ্চতুর্থেহ্নি স্নাত্বা নারী রজস্বলা।
দৈবেকর্ম্মণি পৈত্র্যেচ পঞ্চমেঽহনি শুদ্ধ্যতি ॥৩৭১

যিনি বিধিপূর্ব্বক বেদ পাঠ করিয়া বেদান্ত ও অর্থ সম্যক বিচার না করেন, তিনি স্ববংশে শূদ্রকল্প হন এবং সমাজে কদাচ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন না। ৩৬৭

যতি, ব্রহ্মচারী এবং নৈষ্টিক সন্ন্যাসীগণ বনস্থলীতে বাস করিবেন; পতিত হইলে বা মৃত হইলে তাঁহাদের অশৌচ হয় না। ৩৬৮

মানসিক, বাচনিক এবং কায়িক যে সকল পাপ করা হয়, তাহা সবই তিনবার প্রাণায়াম দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়। ৩৬৯

যিনি ঋগ্‌বেদ অথবা যজুঃ, সাম কিম্বা সরহস্য সাম বেদ পাঠ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৬০

রজস্বলা নারী চতুর্থ দিনে স্বামীর গৃহস্থালীকর্ম্মে স্নানান্তে

নাস্তি বেদাৎ পরংশাস্ত্রং নাস্তিমাতুঃ পরোগুরুঃ ।
নাস্তিদানাৎ পরং মিত্রমিহ লোকে পরত্রচ ॥ ৩৭২
ঋষয় উচুঃ—
শ্রুতং দেব প্রসাদেন ভবতশ্চানু কম্পয়া ।
মাহিষ্যাণাম্ কৈবর্ত্তানমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৩৭৩
ইদানীং শ্রোতু মিচ্ছামস্তেষাং বেকুলীনা মতাঃ ।
যেবসেয়ু রুত্তরস্যাং সরস্বত্যাঃ তটান্তিকে ॥ ৩৭৪
রাঢ়ায়াং বহু ধান্যায়াং গঙ্গাযুমনয়োঃ তটে ।
যত্র বহতি ভৈরবঃ ভৈরব গর্জ্জনে সদা ॥ ৩৭৫

শুদ্ধা হয় ; এবং দৈব এবং পিত্র্যাদি কর্ম্মে পঞ্চম দিনে স্নানের পর শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ৩৭১

বেদাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই, মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু নাই, দান অপেক্ষা অপর কোন শ্রেষ্ঠ মিত্র ইহ এবং পর জগতে আর নাই। ৩৭২

ঋষিগণ বলিলেন—

হে দেব, হে প্রভো! আপনার কৃপায় এবং স্নেহে মাহিষ্য এবং কৈবর্ত্তগণের পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করিলাম। ৩৭৩ তাঁহাদের মধ্যে এখন সরস্বতী নদীর তটদেশে, বহু ধান্য-যুক্ত রাঢ় দেশে, গঙ্গা এবং যমুনা নদীর তটে ও সরস্বতী নদীর তটদেশে উত্তর দিকে বেগে প্রবাহমান ভৈরব নদীর উত্তর তটে যাঁহারা বাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কুলীন, তাহাই শুনিতে আমরা বাসনা করি। ৩৭৪-৩৭৫

শ্রীসদাশিব উবাচঃ —

সামন্ত শতরাশ্চৈব ভূমিপশ্চ ভূপালকঃ।
সরকারঃ কয়ালশ্চ মজুন্দারশ্চ চৌধুরী ॥ ৩৭৬
বিশ্বাসো জানাদকাশ্চ বেরাদেগিরয়শ্চবৈ।
কেরাণীচ খাড়া রায়ো মহান্তী প্রধানেঙ্গিতৌ ॥ ৩৭৭
মণ্ডলঃ পড়িয়া বক্সি হাজরা গায়েন রক্ষিৎ।
পাল মানাপাড়ুইচ আদিম গৃহমুচ্যতে ॥ ৩৭৮
কুলীনাস্তে সমাখ্যাতাঃ মাহিষ্যকুল মধ্যতঃ।
অষ্টাবিংশাঃ (১৩৩) প্রধানাঃ বৈ কথিতাঃ বিষ্ণুণাপুরা ॥৩৭৯

শ্রীসদাশিব বলিলেন—

সামন্ত, শাতরা, ভূমিপ (ভূঁঞ্যা), ভূপাল, সরকার, কয়াল, মজুমদার, চৌধুরী, বিশ্বাস, জানা, আদক, বেরা, দে, গিরি, কেরাণী, খাড়া, রায়, মাইতি, প্রধান, মণ্ডল, পড়ে, বক্শি, হাজরা, গায়েন, রক্ষিৎ, পাল, মান্না আদি, এই সকল আদিম ও কুলীন গৃহ বলিয়া খ্যাত। এই অষ্ট বিংশ গৃহ যাহাদের কথা পুরাকালে বিষ্ণু বলিয়াছিলেন, মাহিষ্য কুল মধ্যে কুলীন এবং প্রধান বলিয়া পরিচিত। ৩৭৬-৩৭৮

এই অষ্টবিংশ গৃহ, যাহাদের কথা পুরাকালে বিষ্ণু বলিয়াছিলেন, মাহিষ্যকুলমধ্যে কুলীন এবং প্রধান বলিয়া পরিচিত। ৩৭৯

---

(১৩৩) শেষ পৃষ্ঠার নোট দেখ।

আদ্যোবাচ

কথিতং যৎত্বয়ানাথ ইতিহাসং পুরাতনম্ ।
যদুক্তং করুণাসিন্ধো ঋষিণাঞ্চসন্নিধৌ ॥ ৩৮০
তৃপ্তাস্মি জগদীশানতব বাক্যামৃতপ্লুতা ।
সদাশিব জগন্নাথ জগতাং হিতকারক ॥ ৩৮১
শ্রুত্বা মাহিষ্যাণাম্পুনঃ দ্রাবিড় (১৩৪) বিপ্রাণাঞ্চবৈ ।
বাস গোত্রাদিকং তেষাং সমাজ বিভাগন্তুথা ॥ ৩৮২

শ্রীসদাশিব উবাচ —

গচ্ছন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে নৈমিষারণ্য মধ্যতঃ ।
প্রচারয়ন্ত্বে্যদং সর্ব্বং প্রজাহিতার্থায় ভুবি ॥ ৩৮৩

দেবী বলিলেন—

হে নাথ! হে করুণাসিন্ধু! হে সদাশিব, জগন্নাথ, জগতের হিতকারক, ঋষিগণের সমক্ষে পুরাতন ইতিহাস হইতে যাহা আপনি বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা পরমতৃপ্ত হইয়াছি। ৩৮০

মাহিষ্যগণের এবং গৌড়দেশবাসী দ্রাবিড় বিপ্রগণের বাস, গোত্রাদি এবং তাঁহাদের সামাজিক বিভাগাদি শ্রবণ করিয়াছি। ৩৮১—৩৮২

শ্রীসদাশিব বলিলেন—

হে ঋষিগণ! আপনারা এই নৈমিষারণ্য হইতে গমন করিয়া এই সকল কথা লোকের হিতার্থে পৃথীবীতে প্রচার করুন। ৩৮৩

---

(১৩৪) "কোন কোন পুঁথীতে" "গৌড়ভূদেবাণাঞ্চবৈ" পাঠ দৃষ্ট হয়। এই পাঠ সমীচিন বলিয়া আমার মনে হয় না। শেষ নোট যত্নে পাঠ কর।

সংগচ্ছধ্বং সবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্ ।
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজনানাউপাসতে ॥ ৩৮৪

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানীসমানং মনসহচিত্তমেষাং।
সমানং কেতোঅভিসংরভধ্বং সংজ্ঞানেন বোহবিষাযুজামঃ ॥ ৩৮৫

সমানীব আকুতিঃ সমানোহৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনঃ যথাবঃ সুসহাসতি ॥ ৩৮৬

হে ঋষিগণ! আপনারা জগতে প্রচার করুন যে প্রজাগণ পরস্পরের মধ্যে বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গত হন, অর্থাৎ পরস্পর সম্মত হইয়া পক্ষপাত-রহিত এবং ন্যায় ও সত্যাচরণ-যুক্ত যে ধর্ম্ম তাহাই গ্রহণ বা স্বীকার করেন। সমস্ত বিরুদ্ধভাব ত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর সম্মতি বন্ধন হইয়া সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্তি পূর্ব্বক দিন দিন সুখ বৃদ্ধি করিতে থাকেন। তোমরা বিরুদ্ধ ভাব ত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর প্রীতির সহিত পঠন পাঠন ও প্রশ্নোত্তর বিধানে সংবাদ বা সত্য বিচারের দ্বারা সত্য বিদ্যার বৃদ্ধি কর। তোমরা আপন আপন জ্ঞান বৃদ্ধি করতঃ মনকে প্রকাশযুক্ত করিয়া, ধর্ম্মযুক্ত পুরুষাকারে রত হও। যেরূপে জ্ঞানী ও আপ্ত এবং বিদ্বান পুরুষেরা সত্য ও বৈদিক ধর্ম্মাচরণে রত থাকেন, তদ্রুপ তোমরা রত হও। হে প্রজাগণ! তোমাদিগের মন্ত্র অর্থাৎ সত্যাসত্যের বিচার শক্তি সমান অর্থাৎ বিরোধ রহিত হউক, এবং তোমাদিগের সমাজ এবং সামাজিক নিয়ম ও ব্যবহার সকল বিরুদ্ধ ভাব শূন্য হউক, অর্থাৎ তোমরা সমাজ বা সমিতি স্থাপন পূর্ব্বক সকলে একত্রিত হইয়া অবিরোধে ধর্ম্ম যাজন কর। ৩৮৪—৩৮৬

মাহিষ্যানাম্ হিতার্থায় নামসংকার্ত্তনায় চ।
সুধিয়োমেশপুত্রেণ ব্যবহারোপজীবিনা॥ ৩৮৭
চৌধুর্য্যুপাধিনাসহ সরকারেণ যত্নতঃ।
কাশ্যপগোত্রসন্তুক্তং স্বদেশেকুলবর্দ্ধকঃ॥ ৩৮৮
নকুলেশশিবোযত্র কালাগঙ্গে বিরাজতে।
স্বজাতিহিতকামায় নাম সংকীর্ত্তনায় চ॥ ৩৮৯
ভবানীপুরস্থ পল্লৌ কালীঘট্টস্য সন্নিধৌ।
স্থিতিং করোতি তত্রাসৌ এল্গিন্ রোডস্থ মন্দিরে॥ ৩৯০
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
সংগ্রহং কৃতবান্ যেন নির্ম্মলাকারিকামিমাম্॥ ৩৯১

মাহিষ্যদিগের হিতের জন্য এবং স্বীয় নাম জগতে প্রচারের জন্য ব্যবহারজীবি সুধী উমেশচন্দ্রের পুত্র চৌধুরী উপাধিযুক্ত কাশ্যপ গোত্রীয় স্বকুল-বর্দ্ধক ব্যবহারজীবি প্রকাশচন্দ্র সরকারের দ্বারা এই মনোরমও সুবোধিনী কারিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল; এই প্রকাশক কালীগঙ্গা এবং নকুলেশশিব যেথানে বিরাজ করেন সেই কালীঘাটের সন্নিকট (কলিকাতা) ভবানীপুর পল্লীতে (গ্রামে) এল্‌গীন্ রোডস্থ ভবনে বাস করেন। আমার জীবন সার্থক ও সফল যে হেতু আমি বহু যত্নে কষ্টে ও বহু লোকের উপেক্ষা অতিক্রম করিয়া এই মাহিষ্য জাতির বৃহৎ কুলকারিকা

প্রকাশেন প্রকাশিতা সংস্কৃত্য যত্নেন তথা।
মাহিষ্য কুলকারিকা মনোরমা সুবোধিনী (১:৫)॥ ৩৯২

সমাপ্তোহয়ং গঙ্গালীম নিবাসিনা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ৺গোবর্দ্ধনাচার্য্যেণ বিরচিতামিমাং বৃহৎ-মাহিষ্য-কুল-কারিকা কাশ্যপ গোত্রীয় কলিকাতান্তঃপাতী ভবানীপুরগ্রাম নিবাসিনা শ্রীমতা প্রকাশচন্দ্রদাস সরকারেণ যত্নাৎ সংস্কৃত্য সংকলিতা প্রকাশিতাশ্চ।

সমাপ্তোহয়ংগ্রন্থঃ॥

যাহা গোবর্দ্ধনাচার্য্য বহু প্রাচীন কালে রচনা করিয়া যান, তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ৩৮৭—৩৯২

সমাপ্ত।

---

১৩৫ সার উইলিয়ম হাণ্টার, সার হারবার্ট রিজলী এবং পাশ্চাত্য বিপশ্চিতাগ্রগণ্য ও ঐতিহাসিক মিঃ ভিন্‌সেণ্ট ইস্‌মিফ তাঁহাদের পুস্তকে প্রাচীন গোবর্দ্ধনের এই কারিকা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহারা তাহা সভ্য জগতে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই কারিকা মহাভারত, কথাসরিৎ-সাগর, এবং পুরাণাদির মত হৃদয়গ্রাহী হইবার জন্য ষড়-সংবাদ পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে; এবং ইহাতে প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের শেষে বঙ্গের বিশাল মাহিষ্য সমাজের অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। উপরোক্ত ৩৭৬—৩৭৯ শ্লোকে

লিখিত ২৮টি মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত ঘর আদিম কুলীন বংশ বলিয়া খ্যাত তাহাও গোবর্দ্ধন উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই।

"ভূরি শ্রেষ্ঠ" ও "ভাণ্ডাদহ" আদি সমাজের বিষয় পূর্ব্ব প্রকাশিত গদাধরের কুলজীর ২৩৯, ২৩৭-২৩৮শ্লোকে লিখিত আছে। কলিকাতা সমাজ ভবানীপুর, ইটালী, বহুবাজার, শিয়ালদহ, সাহানগর মাখমওয়ালা গলি, শ্যামবাজার, টালিগঞ্জ, কামারডাঙ্গা, সাহাপুর বেনেপুকুর, চেতলা, বাগবাজার, আহীরিটোলা, কালিঘাট, ঢাকুরীয়া, শিমলা, খিদিরপুর, সীতি সোনাই, সুঁড়া, টালা প্রভৃতি স্থান লইয়া গঠিত। কারিকার ৪৭ শ্লোকে গোবর্দ্ধন কলিকাতার সমাজ অষ্ট সমাজ লইয়া গঠিত তাহাও স্পষ্টই বলিয়াছেন। এই অষ্ট সমাজ অষ্ট গোষ্ঠীপতি কুলীন গৃহের দ্বারা অতি প্রাচীনকালে কম্ব রাজ্যের সমৃদ্ধির দিনে অধ্যুষিত হইয়াছিল। এই গোষ্ঠীপতি গৃহ মধ্যে রাণা, বেলে, মাগুরা, সুবর্ণপুর, লাউপালা আদির কুলীনগণ বিশেষ প্রখ্যাত ছিলেন; কিন্তু কলিকাতা মহানগরী ব্যবসা ও কাজের কেন্দ্র বলিয়া বহু জেলা হইতে এখানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সমবেত হইয়া থাকন; বিভিন্ন ব্যবসায় ও কার্য্যোপলক্ষে এই মহানগরীতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব, উত্তর এবং পশ্চিম সমাজের মাহিষ্যগণ আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্থানীয় উত্তর সমাজের পান ভোজন এবং যৌন সম্বন্ধে অচল। এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা পরে করিয়াছি, তাহা পাঠে এই সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা কতকটা জানা যাইবে। মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য এবং জাতিতত্বের প্রাচীন

অজানিত বিবরণ এই জাতির কুলজী এবং এই বৃহৎ মাহিষ্য কারিকা হইতে অবগত হওয়া যাইবে। এই কারিকার পূর্ব্বোক্ত ৩৭৬ হইতে ৩৭৯ শ্লোকে লিখিত ২৮টি মাহিষ্য কৈবর্ত্ত গৃহ আদিম কুলীন বংশ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভূরিশ্রেষ্ঠ, বাসন্দরী রাজাপুর, চৈত্র-হাটী, ভাণ্ডারদহ, ঢাকা আদি সমাজের বিষয় বহু পরে রচিত, ৺গদাধরের কুলজীতে কতক কতক বিবৃত আছে। মল্লি-খিত "মাহিষ্য প্রকাশ" প্রথম ভাগের ২৮৪ পৃষ্ঠায় ও তৎপরবর্ত্তী নোটে এই সম্বন্ধে কতক কতক আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতা মাহিষ্যদের বর্ত্তমান কালে গঙ্গার পূর্ব্বপারে একটি বড় সমাজ বলিয়া খ্যাতি আছে॥ গোবর্দ্ধনাচার্য্য মহাশয় তাঁহার এই বৃহৎ মাহিষ্য কারিকায় তাঁহার সময়ে বিশাল মাহিষ্য সমাজের অন্তঃর্গত ২১টা সমাজের কথা উল্লেখ ২৭৮ শ্লোকে করিয়াছেন। কিন্তু ৺গদাধর ভট্ট তাঁহার কুলজীর ২৩৯ ও তাহার পরবর্ত্তী কয়টি শ্লোকে তাঁহার সময়ের ২৬টা সমাজের উল্লেখ করিয়া শেষে ২৪২ শ্লোকে বলিয়াছেন—যে এই ২৬টা সমাজের উল্লেখ গোবর্দ্ধণাচার্য্য মহাশয় তাঁহার কারিকায় করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্লোকে গোবর্দ্ধনাচার্য্য কেবল মাত্র ২১টা সমাজের অস্তিত্ব বলিতেছেন; অতএব কারিকার এবং কুলজীর দুই শ্লোকে বিরোধ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ইহার মিমাংসা ও সামঞ্জস্য কোথায়? ৺গদাধরের কুলজীর ২৪১ শ্লোকে এবং এই কারিকার ২৭৮ শ্লোকে পুরাকালে অর্থাৎ রাজা দেবপাল দেবের রাজত্ব সময়ে অথবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মাহিষ্যগণের বঙ্গের মধ্যে ২১টি সমাজ বর্ত্তমান ছিল;

তাঁহার উল্লেখ ৺গদাধর তাঁহার পরবর্ত্তী কুলজীর ২৩৮ শ্লোকে করিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ সেন এবং বল্লাল ভূপতির রাজত্ব কালে এই জাতির মধ্যে আরও ৫টী সমাজ সংযোজিত বা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাই ঐ কুলজীর ২৪২ শ্লোকে গদাধর ভট্ট উল্লেখ করিয়াছেন। দেবপাল দেব পাল বংশের সম্ভবতঃ দ্বিতীয় রাজা ছিলেন; তিনি ধর্ম্মপাল দেবের পুত্র হইতেছেন; তাঁহার অমাত্য দর্ভপাণি মিশ্র দ্রাবিড় শ্রেণীর অন্তর্গত পূর্ব্বগৌড় নিবাসী পরাশর বৈদিক বা ব্যাস শাখা সমাজ ভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা আমরা বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিক গবেষণা, সন্ধ্যাকর নন্দীকৃত "শ্রীরাম চরিত,', "গয়ার ইতিহাস," হরিভট্টের প্রাচীন "কারিকা", "মহাদেবের কারিকা" আদি পাঠে জানিতে পারি।

আমার মনে হয় যে গোবর্দ্ধনাচার্য্য বল্লাল বা লক্ষ্মণ সেন নৃপতিদ্বয়ের সমসাময়িক হইলেও তিনি এই কারিকা ৺গদাধরের কুলজী প্রণয়ণের বহু পূর্ব্বেই সঙ্কলিত বা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রথম পাল রাজ ধর্ম্মপাল দেবের বা তৎপূর্ব্বকালের সময় হইতে এই বিশাল মাহিষ্য সমাজের ইতিহাস ও সামাজিক বিবরণ তিনি লিখিয়া আসিতেছেন বলিয়া আমার মনে হয়। বৌদ্ধযুগে এই বিশাল মাহিষ্য সমাজ মধ্যে যে বিষম ধর্ম্ম বিপর্য্যয় ঘটে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৪ এবং তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকে এবিষয়ের বিশেষ আভাষ পাওয়া যায়; এই একাকারের যুগে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন বিশাল মাহিষ্য সমাজ সকল সমত্তা হারায়; কোন কোন সমাজ মহাভারতীয় যুগের অনুকরণে ক্ষত্রিয় আচার অবলম্বন করিয়া থাকে, কোন কোন সমাজ বৈশ্যাচারধারী হইয়া পড়ে, আবার

কোন কোন সমাজ শূদ্রাচারী হইয়া পড়ে* । এইরূপ সামাজিক বৈষম্য আমরা আজও বাঙ্গালা দেশে স্থানে স্থানে এই সমাজ মধ্যে দেখিতে পাই। এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণেল, মদ্‌বন্ধু বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গের "পাল রাজগণ", মদ্‌বন্ধু বাবু চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের জাতক পুস্তক, এবং রীজ ডেভিড্‌ আদি লেখকগণের পুস্তক সকল পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে পাল রাজ ধর্ম্মপাল দেবের পর তাঁহার সিংহাসনে দেবপাল দেবই অধিরূঢ় হন। সম্ভবতঃ এই দেবপাল দেবের কথাই গোবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁহার কারিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। দেবপাল দেব বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বঙ্গের সমগ্র বিশাল মাহিষ্য সমাজ মধ্যে ২১টী ভিন্ন ভিন্ন বৃহৎ সমাজ ছিল; সমগ্র বঙ্গদেশ এই সময় পাল সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল; কারণ ইহার দক্ষিণ অংশ চেদী, রাষ্ট্রকূট, চোল এবং হস্তিগুম্ফা লিখিত উৎকলের খারবেলের রাজন্য বংশের দ্বারা অথবা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের দ্বারা বিশাল পাল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ বা পূর্ব্ব অংশ এখনও বিচ্যুত হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। ইহা পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে বৌদ্ধাবতারের পর বৌদ্ধধর্ম্মই যখন ভারতের রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিণত হইয়াছিল, তখন জাতি এবং ধর্ম্মের বিচার ছিল না, সবই একরূপ একাকার হইয়া পড়িয়াছিল; সকল জাতিই এই সময়ে এ দোষে অদোষী থাকে নাই; যুগধর্ম্ম মাহাত্ম্যে তাহারাও শূদ্রবৎ হইয়া পড়িয়াছিল তাহাও এই বৃহৎ কারিকা পাঠে জানা যায়।

---

* ১২৫-১৩৪ শ্লোক ও ১৩২ নম্বর নোট দেখ।

(১২৯-১৩০ শ্লোক দেখ) এই সময়ে দেশে খুবই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সে ধারা পরবর্ত্তী সেনরাজাগণ দেশে শৈবধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ময়নামতীর ধর্ম্মপূজা, "শিবপূজা" আদিপ্রকার উপায়ে পুনশ্চ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং প্রচার সংস্থাপন করেন ; ইহা ঐতিহাসিক সত্য তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। কলির বাল্মিকী সন্ধ্যাকর নন্দীর "শ্রীরামচরিত", মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বঙ্গের ইতিহাস", নব্যভারত নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত "গয়ার ইতিহাসের" অন্তর্গত 'বিষ্ণুপদ" প্রবন্ধ আদি পাঠে আমরা এই সময়ের অনেকটা সমসাময়িক বিবরণ অবগত হই। মল্লিখিত "মাহিষ্য-প্রকাশ" পুস্তকের ৪৫৭ এবং তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠা সকল সযত্নে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা পাঠে বঙ্গের সমসাময়িক অবস্থা এবং দেশের বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে। আমার মনে হয় যে চক্রপাণি মিশ্র, দর্ভপাণি মিশ্র এবং গুরব মিশ্রের লিখন এবং বিশেষভাবে তিনি (গোবর্দ্ধনাচার্য্য) হরিমিশ্র ঘটকের বহু প্রাচীন কারিকা হইতে তাঁহার কারিকার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হরিমিশ্রের কারিকা বৌদ্ধপাল রাজাগণের সময়ে সমাজ ও জাতিতত্ত্বের হিসাবে বেশ প্রামাণ্য (authoritative) গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। সেন নরপতিগণের সময়েও ইহার পূর্ব্ব গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হয় নাই।

এই বিশাল মাহিষ্যজাতির মধ্যে যে সব মান্য পূজ্য এবং কুলীন বংশ ছিল, তাহারপ বিবরণ এই কারিকার ৩৭৬-৩৭৯ শ্লোকে

বিশদভাবে লিখিত আছে। এই জাতির মধ্যে যে সকল উপাধি এই প্রাচীনকালে বিদ্যমান ও প্রচলিত ছিল তাহাও এই বৃহৎ মাহিষ্য কারিকার ২১৯ হইতে ২৪৮ শ্লোকে সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে।

আজকালকার পাশ্চাত্য শিক্ষা-রশ্মিপ্রাপ্ত কোন কোন নব্য যুবকবৃন্দ প্রকাশ্য সভা সমিতির বক্তৃতায় বলিয়া থাকেন যে "এই জাতিমধ্যে যে সকল হাস্যস্পদ উপনাম বা উপাধি সকল দৃষ্ট হয় তাহা এককালীন ত্যাগ করিয়া "দাস" এই উপাধি সকলের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" আমার বক্তব্য যে এই জাতি মধ্যে যে সকল উপাধি বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে, সেইগুলির মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসা, যুদ্ধ—কর্ম্ম, কর্ম্মকুশলতা আদি ব্যঞ্জক। ইহা স্বীকার্য্য যে পাখিরা, বুনো, বন, মহিষ কুলে, বালা, বাঁক, মশক আদি বহু উপাধি স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে, হাস্যস্পদ হইলেও তাহা আমার বিবেচনায় সহসা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ এই সকল উপাধি দ্বারা এই জাতির মধ্যে কি কি বৃত্তি ও ব্যবসাদি প্রচলিত আছে বা ছিল, তাহা সহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে; এইরূপ উপাধি সকল এই বিশাল জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়াই বৌদ্ধযুগের একাকারের পর এবং সমগ্র বঙ্গের ধর্ম্ম বিপর্য্যয়ের পর আজকাল আমরা ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দ্বারা এই জাতির প্রকৃত সামাজিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইতেছি ও হইয়াছি; যে জাতির পূজ্য ব্রাহ্মণ গৃহে ধর্ম্মরূপী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, যাঁহাদের গৃহে প্রস্তুত সিদ্ধচাল. কলের ভগবান প্রভু ৺জগন্নাথ

দেব পর্য্যন্ত ভোগ গ্রহণ করেন, যে জাতি আবঙ্গ প্রজার ভোজ্য চাউল প্রস্তুত করে, তাহারা বর্ত্তমান সভ্যতার চক্ষে নীচ নহে ত নীচ জাতি কাহারা হইবে ?

এই মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে ৺গদাধরের কুলজী এবং গোবর্দ্ধনের এই কারিকা পাঠ করিলে আর কোন ঐতিহাসিক জাতিতত্ত্বের কথা অজানিত থাকে না। এই বৃহৎ সুরচিত কারিকা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে বিশাল মাহিষ্য জাতির উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সমাজের মধ্যে (২৫৯-২৬৪ শ্লোক দেখ) পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সমাজদ্বয় শ্রেষ্ঠ এবং কুলীন থাকিল; যবনাধিকারের পূর্ব্বে পরাশর সমাজ নিজেদের মধ্যে সমাজ বন্ধন করিয়া পূর্ব্ব দেশের মধ্যেই কুলীন এবং অকুলীন ক্রমে মেল বন্ধন স্থির করিয়া লইল, (২৫৯-২৬৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই সকল সমাজের পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার কারণ কি, এবং কেনই বা এই বিশাল সমাজের মধ্যে কোন স্থানে বৈশ্যাচার, কোন স্থানে শূদ্রাচার, এবং কোন স্থানে ক্ষত্রিয়াচার দৃষ্ট হয় ? এই অতি আবশ্যকীয় এবং গুঢ় প্রশ্ন গুলির যুক্তি যুক্ত উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা ছাড়া মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ! আপনাদের পরিচয় কেবল বঙ্গে নয়, বরং সমগ্র ভারতে গৌড়ের "আদি বৈদিক" অথবা "দ্রাবিড় বৈদিক", কি বলিয়া পরিচয় দিলে আপনাদের মর্য্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা আশু মিমাংসিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বৌদ্ধ যুগে একাকার অবস্থায় যুদ্ধ বিগ্রহ কারণ বহু নদ নদীও জলপথ থাকায় দেশের এক স্থান হইতে

অপর স্থানে গমনাগমনের সুবিধা না থাকায় এবং চোর ডাকাতের ভয় দেশে বেশী থাকায় বাঙ্গলা দেশের লক্ষ্মণাধিকার সময়ের পূর্ব্ব হইতে পূর্ব্বলিখিত এই বিশাল রাজদণ্ড পরিচালনকারী জাতি ভারতের তথা বঙ্গের নানাদেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

নব লক্ষ গোপ পতি নন্দ মহারাজ তথা মহাভারতের শল্য এবং যুযুৎসু এই মাহিষ্য সম্প্রদায় ভুক্ত লোক ছিলেন কাজেই ইঁহারা ক্ষত্রিয়ও বটে; এবং সে কালের গোপ বিধায় বৈশ্য ও বটে এবং বর্ত্তমান কালেও আমরা মাহিষ্যগণকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আচার ও ধর্ম্মাবলম্বী দেখিতে পাই। তবে এই সমাজের স্থানে স্থানে যে শূদ্রাচার ও শূদ্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তাহা অশিক্ষা, সংস্কারহীনতা এবং সমগ্র দেশে মধ্যযুগে বৌদ্ধাচার ও ঐ ধর্ম্মের প্রভাব বলিয়া মনে হয়। ইহা সংস্কৃত হইয়া সনাতন ধর্ম্মে মাহিষ্য জাতির দীক্ষিত হওয়া স্বতঃই সর্ব্বতোভাবে আশু কর্ত্তব্য। ভ্রম এবং প্রমাদ বুঝিতে পারিলেই তাহা পরিহার করিয়া নির্ম্মল বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণই শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির বা জ্ঞানী সমাজের কর্ত্তব্য। নবলক্ষ গোপতি নন্দ মহারাজ দ্বাপরের শেষের গোপরাজ এবং মাহিষ্য সামন্ত ছিলেন; তিনি কংশের দরবারে করদায়ী ছিলেন। ঐ সময়ে গোপ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বা পৃথক অনুলোম জাতির সৃষ্টি বা উদ্ভব হয় নাই। ঐ মহাভারতীয় যুগে মাহিষ্যগণই গোপ ছিলেন। ভগবান্ * কৃষ্ণ স্বীয় খুড়ার ঘরে বাল্যে প্রতি-

* ৫ ভাগ মাহিষ্য সমাজ ৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পালিত †। বর্ত্তমান কালের সদেগাপ বা পল্লব গোপ বা আভীর জাতি বহু পরবর্ত্তী সময়ের উৎপন্ন মিশ্রজাতি।

মাহিষ্যগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বরাবর স্থানে স্থানে ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। মাহিষ্য ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতার প্রমাণ আমরা মহাভারতে বহুল পাইয়া থাকি। স্থল ও জল বাহিনীতে ইহাদের উৎকর্ষতা মহাভারতীয় যুগ অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধযুগ ছাড়াইয়া ঐতিহাসিক যুগেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজের ভারতরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা কর্ণেল ক্লাইভের "পুরবীয়া সৈন্যের" দল কোন জাতি পুরিত করিয়াছিল তাহা নিভ্রান্তিভূত বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত মাহিষ্য যুবকবৃন্দ কি একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন? দ্বিতীয় সংস্করণ "ভ্রান্তিবিজয়" পুস্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত যে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯১০ সালে আবেদন পত্রিকা "বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির পক্ষ হইতে সেনসাস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়, তাহা অনুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দ পাঠ করিয়া দেখিবেন কি? যদি এই জাতির অতীত কীর্ত্তিকলাপ এবং লুপ্ত গৌরবের বিষয় জানিতে উৎসুক হও, তাহা হইলে সহৃদয় পাঠক, সমাহিত স্থির চিত্তে ,৭৯।১৩এ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, পোঃ ইটালী, কলিকাতা নগরীস্থিত "বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি আফিস" হইতে পুরাণ মাহিষ্য-সমাজ-

---

† শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম ও ৯ স্কন্দ, "মাহিষ্য প্রকাশ" প্রথম ভাগ ৫৩৭-৮ পৃঃ, মাহিষ্য সমাজ ৫ম ভাগ ২০১, এবং পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা পাঠ কর।

পত্রিকা এবং জাতীয় পুস্তক সকল আনাইয়া বা গিয়া যত্নে পাঠ করুন। শ্রম সার্থক হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে এই মাহিষ্যবীর বাহিনীই ইংরাজ-রাজ সৈন্যের দুর্দ্দমনীয় সিংহকেতনের অধীনে সমবেত হইয়া কর্ণেল পাওয়েলের অধিনায়কত্বে সার জন শোয়ের শাসনকালে ভেলোরের সিপাহী বিদ্রোহ দমিত করিয়া অমর ও চিরস্মরনীয় বীরকীর্ত্তি রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। কে আজ তাঁহাদের কথা জানিত যদি সেদিন এই সকল অতীত ও বিস্মৃত কাহিনী "বঙ্গবাসী" এবং "বঙ্গনিবাসী" পত্রিকান্তে প্রকাশিত হইয়া সত্য এবং শিক্ষিত জগতে প্রচারিত না হইত *। মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়াচার সেবনের বহু প্রমাণ আমরা ইতিহাস পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। রাঢ় দেশের দক্ষিণে অঙ্গ দেশ মধ্যে (বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত) ময়না, কুতুব্‌পুর, তুরথা, তমলুক, সুজামুঠা আদি স্বাধীন এবং প্রাচীন মাহিষ্যরাজা সকলের কথা কোন ঐতিহাসিকের অবিদিত আছে ?

ভাগবতের মতে যদু এবং বায়ু, মৎস্য এবং বিষ্ণু পুরাণমতে যাদবগণ মাহিষ্যবংশীয়। কৃষ্ণ ভগবান যে মাহিষ্যবংশোদ্ভব তাহা আমি "মাহিষ্য-প্রকাশ" প্রথমভাগের ৫৩৭ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি। দ্বাপরের গোপ এই মাহিষ্য জাতি ; ভাগবত এবং বিষ্ণু বায়ু ও মৎস্য পুরাণমতে যদু এবং মাহিষ্য একার্থপরিচারক, কাজেই যাদবগণ মাহিষ্য বই অপর কেহই নহে। †

---

* সরকার বংশের ইতিহাস দেখ।

† মাহিষ্য সমাজ ১০ম ভাগ ৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।
" " ১০ম " ১৯ " "।

পরেও এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

আবার বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখুন যে গঙ্গারিড়ি বীরগণ মাহিষ্যগণ ভিন্ন অপর কেহই নহে। * বৌদ্ধবিপ্লবে বিশাল হিন্দু সমাজ বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ; পুনঃ যখন হিন্দু সমাজ মধ্যে সনাতন স্মার্ত্ত ও বৈদিক ধর্ম্মের প্রচলন হয়, সেই সময়ে বাঙ্গালার বহু ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যজাতি শূদ্রত্বের গণ্ডীর মধ্যে পতিত হইয়া মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে মাহিষ্যগণ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ধর্ম্ম কর্ম্মাদি আচরণ করিতেন, ক্ষত্রিয়বৃত্তি অনুসরণ এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন তাঁহার ক্ষীণস্মৃতি এখনও বঙ্গের স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রাচীন কারিকার ১২৫—১৩৪ শ্লোকও এই উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করে।

তাম্রলিপ্তের প্রাচীন বন্দর হইতেই মাহিষ্যবীর বাহিনী রণতরী বাহিয়া ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধযুগের স্বল্পকাল পূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উৎকলের গঙ্গাবংশীয় রাজাগণ তমলুক এবং মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে গিয়া উৎকল জয় করেন, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ঐতিহাসিক সত্য। এখন জিজ্ঞাস্য যে দ্বাদশ শতাব্দীতে তমলুক এবং মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে কোন জাতীয় বীরগণ উৎকল বিজয় করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের যোগ্য ছিল ? স্বাধীন জাতিই ভিন্ন দেশ জয় করিতে সমর্থ। যদি তমলুক এবং মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে কোন প্রসিদ্ধ বীর উড়িষ্যা বিজয় করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা

---

* "মাহিষ্য সমাজ" ২য় ভাগ ২৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

মেদিনীপুরের "অনুপনীত মাহিষ্য ক্ষত্রিয়" এবং যুগান্ত কাল স্থায়ী, তমলুক, তুর্কা, ময়নাগড়, সুজামুঠা, কুতুবপুর প্রভৃতি স্থানের গঙ্গারীড়ি রাজন্যবর্গের জ্ঞাতিবান্ধব ভিন্ন আর কেহই নহে। এই গঙ্গারীড়ি বা গঙ্গাবংশীয় রাজন্যগণের প্রাচীন ঐতিহাসিক কথা যাহা ১৩২৫ সালের "সাহিত্য সম্বাদ" পত্রিকায় "প্রাচীন উৎকল" শীর্ষক প্রবন্ধের মদ্বারা প্রকাশিত হয়, পাঠকপাঠিকা-গণের অবগতির জন্ম তাহা অত্র স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

"বিগত ১৩২৫ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত "উৎকল-সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধটীর মধ্যে 'মুকুর' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ সাল) হইতে 'প্রাচীন উৎকল' (গঙ্গাবংশ) প্রবন্ধ গৃহীত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমার বক্তব্য আছে। 'প্রাচীন উৎকল' প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সিংহ মহাশয় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যাদির মাহিষ্য ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণাদির কৈবর্ত্ত-জাতিকে অভিন্ন স্বীকার করিয়া বলিতেছেন,—"উড়িষ্যার কেওটেরা অতি নীচ জাতি ও ইহাদের জল অস্পৃশ্য। নৌচালন ও মৎস্য-বিক্রয়, ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। সুতরাং গজপতিগণের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অতি হাস্যাস্পদ কথা।" উড়িষ্যার কেওটেরা যাজ্ঞবল্ক্যাদির মাহিষ্য-জাতি নহে। উড়িষ্যার কেওটদিগের সহিত মাহিষ্যজাতির কোনও সম্বন্ধই নাই। সুতরাং গজপতিগণের সহিতও উক্ত কেওটদিগের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। উড়িষ্যার কেওটেরা মনুক্ত নৌকর্ম্মজীবী কৈবর্ত্ত। উহারা নিষাদ পিতার ঔরসে আয়োগবী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। উহাদের জাতীয়-

ব্যবসায়—নৌকর্ম ; পৈতৃক ব্যবসায় মৎস্য-ঘাত। যথা,—

নিষাদোমার্গবং সূতে দাশং নৌকর্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥

মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক।

অন্যত্র, নিষাদের ব্যবসায় আছে—'নিষাদানাং মৎস্যঘাতঃ।' উড়িষ্যার কেওটদিগের যখন নৌকর্ম্ম ও মৎস্য-বিক্রয়াদি ব্যবসায় পাইতেছি, তখন উহারাই মনূক্ত নৌকর্ম্মজীবী কৈবর্ত্ত। উহাদের সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণাদির লিখিত কৃষিজীবী ক্ষত্রিয়-নন্দন মাহিষ্য-জাতির কোন সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বোক্ত "প্রাচীন উৎকল" শীর্ষক প্রবন্ধ-লেখকের ঐ প্রকার সম্বন্ধ কল্পনা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল এবং পরিহাসের বিষয় বটে।

একণে গঙ্গাবংশের কথা। নরসিংহ তাম্রশাসনের প্রমাণে লেখক বলেন—গঙ্গাবংশীয়েরা চন্দ্রবংশ-সম্ভূত। গঙ্গাবংশীয়েরা মাহিষ্য হইলেও চন্দ্রবংশীয় হওয়া অসম্ভব নহে। মাহিষ্যজাতির পিতা ক্ষত্রিয়, মাতা বৈশ্যা, সুতরাং, পিতৃকুল-স্মরণে তাঁহারা স্বীয় বংশ-প্রশস্তিতে চন্দ্রবংশসম্ভূত বলিবেন, বিচিত্র কি? কলিতে রাজা হইলে সকলেই ক্ষত্রিয় হইতে চান; তাহাতে আবার পিতৃকুল ক্ষত্রিয় হইলে তো কথাই নাই !!!

একণে দেখা যাউক, চন্দ্রবংশসম্ভূত গঙ্গাবংশীয়দিগের আদি বাসস্থান কোথায়? লেখক বলিতেছেন, অনন্তবর্ম্মার রাজধানী—গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত 'গঙ্গাবাড়ী' গ্রামে ছিল এবং ইহা তাম্রশাসনের উক্তি বলিয়া তিনি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনন্তবর্ম্মার রাজধানী গঙ্গাবাড়ী হইতে পারে। তাহাতে তাঁহারা গঞ্জামের লোক বা উড়িয়া, ইহা সপ্রমাণ হয় না।

গঙ্গাবংশানুচরিতও সমসাময়িক ইতিহাস নহে। ইহা অনন্তবর্ম্মার বহুকাল পরে রচিত। উহাতেও গঙ্গাবংশীয় চুরঙ্গ-দেবকে "কেহ কেহ 'গৌড়শঙ্খ' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন" লিখিত আছে। "গৌড়শঙ্খ-বংশই পরিণামে গঙ্গাবংশ নামে খ্যাত হইয়াছে।" লেখকের উদ্ধৃত গঙ্গাবংশানুচরিতেও এই কথার উল্লেখ আছে। 'গৌড়শঙ্খ'-বংশ বলাতেই গঙ্গাবংশের বাঙ্গালীত্ব সূচিত হইতেছে। মূল মাদলাপঞ্জিকা বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান মুদ্রিত মাদলাপঞ্জিকার হস্তলিপি জনশ্রুতিমূলে লেখা। সুতরাং তাহা যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য, তাহাও বলিতে পারি না।

'গঙ্গাবাড়ী' শব্দ কখনও 'গঙ্গারাঢ়ীতে' পরিণত হইতে পারে না। অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল, একাদশ শতাব্দীতে উৎকলের রাজা হন। 'গঙ্গারাঢ়ী' রাজ্যের উল্লেখ আমরা খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাপ্ত হই। মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় (?) শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস্ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। তিনি 'গঙ্গারিডি' নামক এক জনপদ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'গঙ্গারিডি' রাজ্য খৃষ্ট জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল; এবং মেগাস্থিনীস্ উক্ত রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমায় গঙ্গানদী প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছিলেন। তৎপর খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে পিরিপ্লাশ, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি, প্রথম শতাব্দীতে রোমীয় মহাকবি ভার্জ্জিল 'গঙ্গারিডি' রাজ্যের ও গঙ্গারাঢ়ী বীরগণের বীরত্ব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (গৌড়রাজমালা দ্রষ্টব্য।)

এই গঙ্গারাঢ়ী রাজ্যের অধীশ্বরই অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল। এ কথাও প্রস্তর-শাসনে লিখিত আছে। (P. CXXXVIII, Wilson's Preface to Makenzie Collections) সুতরাং পরবর্ত্তী কালের তাম্রশাসনে লিখিত গঙ্গাবাড়ী শব্দ দেখিয়া আমরা উহাকে বহু-পূর্ব্বের গঙ্গারাঢ়ী বলিয়া অনুমোদন করিতে পারি না। এক্ষণে তাম্রশাসনের ও প্রস্তরশাসনের ঐক্য করিলে প্রতীত হয়, রাঢ়ীয় কোলাহলই উড়িষ্যা-বিজেতা। সুদূর দাক্ষিণাত্যে গঞ্জাম জেলা পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল এবং ঐ প্রদেশে গঙ্গাবাড়ী নামে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।

গঙ্গারাঢ়ী-রাজ মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়। ইঁহার স্বজাতিগণ উড়িষ্যায় খাণ্ডাইত্ বা খড়্গধারী—এই দেশীয় নামে পরিচিত হইয়াছেন। অনেকেই বোধ হয় জানেন, ইতঃপূর্ব্বে উড়িষ্যায় খাণ্ডাইত্ জাতি শাসক-জাতি-রূপে গণ্য ছিল। এখনও সে শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। খুর্দ্দার রাজা (পুরীর রাজা) ও অন্যান্য গড়জাত রাজা সকলেই খাণ্ডাইত্-বংশোদ্ভব। ইঁহারা ক্রমোন্নতি তে ক্ষত্রিয়-পদ-বাচ্য হইয়াছেন। উড়িষ্যায় এরূপ কাণ্ড প্রতিনিয়তই হইতেছে। (যতীন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত 'উড়িষ্যার চিত্র' দ্রষ্টব্য) উড়িষ্যার খাণ্ডাইত্-জাতি মাহিষ্য; তাই উড়িষ্যার স্মৃতিকার 'পণ্ডিত-সর্ব্বস্ব' গ্রন্থে "মাহিষ্য বৈশ্যধর্ম্মকৃৎ" বলিয়া ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যায় মাহিষ্য না থাকিলে তদ্দেশীয় স্মৃতিতে মাহিষ্যের বিধি- ব্যবস্থা থাকিত না।

তৎপরে প্রবন্ধ-লেখক লিখিয়াছেন, গঙ্গাবংশের রাজগণ "বাঙ্গালী" হইলে উড়িষ্যায় বঙ্গভাষা প্রচলিত হইত। এ কথা

ঠিক নহে। দেশের অধিকাংশ অধিবাসী যে ভাষায় কথা বলে, দেশীয় রাজার রাজকীয় ভাষাও তাহাই হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, বঙ্গভাষার সহিত উড়িয়া-ভাষার পার্থক্য অতি অল্প। প্রজার প্রীতি-আকর্ষণের জন্ম এবং শাসন-সৌকার্য্যের জন্ম রাজার অধিকৃত দেশের ভাষার গ্রহণে জেতাজীত বৈদেশিক ভাব দূর হইয়া যায়। প্রজাগণ রাজাকে স্বজাতি বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হয়। এই কারণেই দিল্লীর বাদসাহগণ স্বজাতীয় ভাষা পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্দু-ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজ-রাজ ভারতের সম্রাট বলিয়া কি ভারতের মাতৃভাষা ইংরাজী হইতে পারে ?

গঞ্জাম-জেলার অন্তর্গত বড় ক্ষেমুড়ি, ছোট ক্ষেমুড়ি, পারল ক্ষেমুড়ির রাজগণ গজপতি বা গঙ্গাবংশীয় লিখিত হইয়াছে। গজপতি-বংশ হইলেই গঙ্গাবংশীয় হয় না। গজপতি উপাধি ভারতবর্ষের অংশ-বিশেষের রাজগণের উপাধি। ইহাতে বিভিন্ন বংশীয় রাজগণ সকলেই গজপতি হইতে পারেন ; অথচ গঙ্গাবংশীয় নাও হইতে পারেন। "নরপতি-বিজয়" নামক জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে,—গোদাবরী সাগর-সঙ্গম বিন্দু হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত রেখা টানিতে হইবে। উক্ত রেখার ঈশান কোণ ভাগ গজপতি ছত্রান্তর্গত অর্থাৎ ঐ রেখার উত্তর-ভাগের রাজারা গজপতি (মহাভারত, ভীষ্ম-পর্ব্ব, তৃতীয় অধ্যায়, ৩১শ শ্লোক ; মহামহোপাধ্যায় চতুর্দ্ধরীণ নীলকণ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)। গজপতি-ছত্রের অন্তর্গত দেশ-সমূহের সংজ্ঞা নিম্নরূপ পরিদৃষ্ট হয় ; যথা,—

"তত্রৈব গঙ্গাদ্বারং কুরুক্ষেত্রং শ্রীকণ্ঠং হস্তিনা-
পুরম্ অশ্ববক্ত্রে কপাদাশ্চ কর্ণপ্রাবারণস্তথা।
বিনশ্যন্তি চ তে সর্ব্বে দেশাস্ত্রীশান গোচরে।"

তার পর, গোদাবরী-সাগর-সঙ্গম-বিন্দু হইতে গঙ্গাদ্বার পর্য্যন্ত পাতের রেখার উত্তরে কলিঙ্গ, উৎকল, কর্ণাটাংশ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, প্রয়াগ, মিথিলা, অযোধ্যা, কাশী, হস্তিনাদি—এই সকল দেশের রাজারা গজপতি। সুতরাং এই সকল দেশের রাজারা যে কোন জাতি ও যে কোন বংশ হউন না, গজপতি হইতে পারেন। অতএব, পারল ক্ষেমুড়ির রাজগণের গজপতি উপাধি থাকিলেও তাঁহারা যে গঙ্গাবংশীয় হইবেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। যদি তাঁহারা গঙ্গাবংশীয় হন, তাহা হইলেও তাঁহারা গঙ্গারাঢ়-দেশীয় গঙ্গাবংশীয় বটেন। তাঁহারা বাঙ্গালী মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়ের স্বজাতীয় বটেন। বাঙ্গালী মাহিষ্য-জাতি বহু প্রাচীন কাল হইতে রাজদণ্ড হাতে লইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও ভারত-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই রণপোত প্রাচীনকালে "সদর্পে ভ্রমিত ভারত-সাগরময়।" বিষ্ণু-পুরাণে বিশ্ব-স্ফটিক-বংশের বর্ণনায় এবং সন্ধ্যাকরনন্দীর "রাম-চরিতে" পাল-বংশ ও দিব্যক প্রভৃতি নৃপতিগণের বর্ণনায়, এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে, যে যব-বালী দ্বীপে মাহিষ্য-রাজগণের এবং মাহিষ্মতী-মান্ধাতা ও মাহিষ্য-মণ্ডলের বর্ণনা আছে, তাহাতে এই জাতির অতীত গৌরব-কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ চিন্তাশীল ঐতিহাসিক শ্রীসেবানন্দ ভারতী মহাশয় "তমলুকের ইতিহাসে" সেই মাহিষ্য-জাতীয় নৃপতিগণের লীলা-নিকেতন তাম্র-

লিপুরাজ্যের কথা লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে গঙ্গারাঢ়ী উৎকল বিজেতা গঙ্গাবংশের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালী সাহিত্য ক্ষত্রিয়। ("ভ্রান্তি বিজয়" এবং সাহিত্য প্রকাশ ১ম ভাগ দেখ)।

এই কারিকাপাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে বঙ্গের এই বিশাল সাহিত্যসমাজ, যাঁহারা পাল রাজগণের শাসনদণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এককালে পরিচালন করিয়াছিলেন কোন দেশ হইতে এই সুজলাসুফলা শস্তশ্যামলা বঙ্গদেশ সপুরোহিত আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেন রাজগণের স্থায় তাঁহারা দক্ষিণ বা দ্রাবিড় দেশ হইতেই বঙ্গে আসিয়া প্রথম বসবাস স্থাপন করেন। দ্রাবিড় দেশবাসী মহাতপা বোঢ় পুত্রগণই সাহিত্য বৈশ্যক্ষত্র-যাজীগণের পুরোধা হইতেছেন এবং তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথমে এ দেশে আসিয়া বঙ্গে ব্রাহ্মণাবাস স্থাপন করেন; ইহা ত্রেতাযুগের শেষের কথা হইতেছে। এই দ্বিজগণের বৃহৎ সমাজ দ্রাবিড়ে এবং বঙ্গে বর্ত্তমান; যদিও কালের সংঘর্ষে এই দুই সমাজ এখন বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে বঙ্গের সাহিত্য-যাজী দ্বিজ সমাজ মধ্যে দ্রাবিড় শোণিত প্রবেশ করিয়া ঐ সমাজকে অত্যাবধি জীবিত রাখিয়াছে। এই সমাজ মধ্যে ব্যাস, পরাশর আদি থাক ও বর্ত্তমান আছে। পরাশর সমাজে দ্রাবিড় শোণিত কম আছে বলিয়া আমার মনে হয়। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বঙ্গের এই বিশাল সাহিত্য জাতির মধ্যে ২৬টি বৃহৎ সমাজ বর্ত্তমান ছিল, তাহা ৺গদাধর ভট্ট তাঁহার কুলজীতে স্পষ্টই বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। পালরাজগণের সময় ২১টি সমাজ ছিল, (২৭৮।২৭৯ শ্লোক দেখ) তাহা আমরা কুলজী এবং কারিকাপাঠে অবগত

হই। মল্লিখিত "মাহিষ্য প্রকাশে" প্রকাশিত "ব্যবস্থা সংগ্রহাধ্যায়ে চতুর্থ পরিচ্ছেদে মাহিষ্য সন্দর্ভ" নামক ব্যবস্থা সংগ্রহ বিশেষ যত্ন সহকারে দ্রষ্টব্য। ইহা অতি প্রাচীন ব্যবস্থা সংগ্রহ। ইহা পাঠে তৎকালীন মাহিষ্য সমাজের অবস্থার বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায়। এই ব্যবস্থাধ্যায় হইতে অংশবিশেষ ইহার পরবর্ত্তী প্রকাশিত বহু পুস্তকে প্রামাণ্যরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সময়ে উত্তর শ্রেণীর মাহিষ্য সমাজ উত্তরে পাবনা, দীনাজপুর, রঙ্গপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, হুগলী, হাবড়া, ২৪ পরগণা, রাজসাহী, ঢাকা, জেলা সমুহের অন্তর্গত করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী ও সুরমা উপত্যকা পর্য্যন্ত ভূখণ্ড ব্যাপিয়া ছিল, পশ্চিমে নদীয়া, শান্তিপুর, বীরভূমি, বাঁকুড়া এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাঁকানদীর তীরদেশ এবং মেটেরী মুর্শিরাবাদ বালীময়ূরেশ্বর সমাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এমন কি কোন কোন মাহিষ্য উপনিবেশ স্থাপনকারীদল উত্তর পশ্চিমে সরযু নদীর পুলিন দেশ পর্য্যন্ত গিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা গদাধরের প্রাচীন কুলজীর ১৫২ এবং তদ্ পরবর্ত্তী শ্লোকে এবং এই কারিকার ২৯৮ ও তৎ পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহ পাঠে অবগত হইতে পারি। এই সকল স্থান হইতে তাঁহারা আরও পশ্চিম দিকে বিরাট্, কান্যকুব্জাদি দেশে কালে বংশবিস্তারের সহিত বিস্তৃত হইয়া থাকিতে পারেন। সেই জন্ত আমরা মাহিষ্যবাজী বর্ত্তমান কোন কোন বিপ্র বংশের পূর্ব্ব পুরুষদের মথুরা, কাশী, কান্য-কুব্জাদি স্থান হইতে যবনাক্রমণের পূর্ব্বকালে এবং তাহার পরেও বঙ্গদেশে আসিয়া বাসস্থাপন করিতে দেখিতে

পাই।* কিন্তু যবনাধিকারের কিছু পূর্ব্বে উত্তর রাঢ়ীয় সমাজ অর্থাৎ হাবড়া, হুগলি, যশোহর, ২৪পরগণা, নদীয়া আদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক সমাজগুলি কেন্দ্রীয় সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং ঐ সমাজের পূর্ব্ব অংশ "পরাশর সমাজ" নামে খ্যাতি লাভ করিল। এই কথা পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬০-২৬৪ শ্লোকে সূচিত হইয়াছে। ইহারা নিজ সমাজ মধ্যে মেল-বন্ধন করিয়া লইল। পূর্ব্ব কথিত ভদ্রেশ্বর আদি -৬ সমাজের মধ্যে হুগলী, শেওড়াফুলী, চুঁচড়া, বাসন্দবী, বৈদ্যবাটী, বাওনালা, ভুরীশ্রেষ্ঠ, রাজনগর, বাজগঞ্জ, সিঙ্গুড়, পিয়াসাড়া, বলাগড়, হালিসহর, গরিফা, বাগী, কাঁচরাপাড়া, চাঁপদানী, নৈহাটী আদি ক্ষুদ্র সমাজগুলি ইহার অন্তর্গত ছিল, তাহা ছাড়া আন্দুল, মহীয়াড়ি, হাবড়া, দমদম, গোরুই, ভাতাগু, বারাসাউত, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, রাণা, বেলে বালিয়া), সুবর্ণপুর, কোঁচিয়াড়া, তারকেশ্বর, ভক্তিপুর, সন্তোষপুর মণিরামবাটী, মোহনপুর, চকদিঘী মাথাভাঙ্গা ভাঙ্গামোড়া একচাকা, আদি গ্রাম পর্য্যন্ত এই বিশাল সমাজ বিস্তৃত ছিল। ইহার মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-সমাজও ছিল এবং সেইগুলি দলপতি বা প্রধানদের হিংসা দ্বেষ ও অত্যাচারে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সংকীর্ণ ভাব ধারন করিয়া মূল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। পূর্ব্ব দেশে টাকী, হাসনাবাদ, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, মৈমনসিংহ ফরিদপুর, বরিশাল, আসাম, প্রাগজ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান কামরূপ, সুসঙ্গ কোচবেহারের অংশ) এবং করোতোয়া এবং ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা ব্যাপিয়া বিশাল ভূখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্ব

* এই কারিকার ২৮৫ হইতে ২৯৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সুরোজটী একটি স্বতন্ত্র সমাজ, ইহার বিষয় কারিকায় ২৬৩-২৬৪ শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহাদের মেল বন্ধন স্বতন্ত্র। বর্ত্তমান সময়ে নেতাগণের সবিশেষ চেষ্টায় চারিশ্রেণীর অন্তর্গত বিশাল মাহিষ্য সমাজ মধ্যে যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধ করিয়া এক বিশাল মাহিষ্য শক্তির প্রতিষ্ঠার আগ্রহ ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণগণও ভিন্ন ২ সমাজে বিভক্ত হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহাদেরও বিশেষ কর্ত্তব্য যে সকল সমাজ মধ্যে যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধ করিয়া এক বিশাল মাহিষ্য-যাজী দ্বিজ সম্প্রদায়ে পরিণতি লাভ করেন এবং "গৌড় নিবাসী দ্রাবিড়" আখ্যায় সমাজে পরিচয় দান করেন। এই দ্বিজ সমাজ-অন্তর্গত অধুনা ১৫টি করিয়া পূর্ব এবং পশ্চিম সমাজ মধ্যে যৌন সম্বন্ধ ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্থাপিত হইতেছে; ইহা সমাজোন্নতির পক্ষে সুলক্ষণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে উত্তর পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সমাজের মাহিষ্য-যাজী বিপ্রকুলের সহিত দক্ষিণ সমাজের আদৌ ক্রিয়া কলাপ এবং যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে দেখা যাইতেছে না। পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তরাদি সমাজ মধ্যে যে সকল সামাজিক আবর্জ্জনা প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা বিধৌত না হইলে, দক্ষিণ সমাজের সহিত তাঁহাদের মিশ্রণ হওয়া সুকঠিন বলিয়া আমার মনে হয়। দক্ষিণ মেদিনীপুর সমাজের ১২০০০ ঘর "ব্যাস-বৈদিক" বিপ্র সমাজ নির্ম্মলতম; তাঁহাদের সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উত্তর এবং পূর্ব্ব সমাজ মালদহ হইতে রাজাপুর, চৈত্রহাটী সমাজ আলিঙ্গন করিয়া শ্রীহট্ট এবং আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই সকল দেশে

মাহিষ্য উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস গোবর্দ্ধন তাঁহার কারিকায় ২৭৬ হইতে ৫৫২ শ্লোকে সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। রাঢ় দেশের দক্ষিণ অংশের এবং তাহার দক্ষিণদিকস্থ মাহিষ্যগণ দক্ষিণ সমাজের অন্তর্গত; ইঁহাদের মধ্যেও উত্তর শ্রেণীর মত বৈশ্যাচার এবং শূদ্রাচার পরিলক্ষিত হয়; তমলুক, ময়নাদি সমাজের মধ্যে ক্ষত্রাচার ও দেখা যায়। দক্ষিণে এই সমাজ কাঁথী, তমলুক এবং মেদিনীপুর ও ঐ জেলার শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং আছে। এই সমাজের মধ্যে স্থানে স্থানে লক্ষ্মীনারায়ণ এবং ভুঁঞিয়া থাক ও বর্ত্তমান আছে। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে মাহিষ্যগণের বিশেষ মর্য্যাদা বর্ত্তমান এবং তাহাদের সম্মানার্হ জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা আছে। উত্তর মহিষ্য সমাজ মধ্যে হাবড়া,হুগলী এবং ২৪ পরগনার মধ্যে আন্দুল,ডুইল্যা, পাঁইল্যা, মহিয়াড়ী বাসন্দরী, জগদীশপুর, বোরো, বাজগঞ্জ, শাঁখরাইল, বজ্‌-বজ্‌,বাওয়ালী, ফতেপুর,মেটিয় বুরুজ্‌ (এইখানে গঙ্গাতীর মুসলমান নবাবদের বহু পূর্ব্বকাল হইতে 'মাটিয়াবুরুজ' বা "কেল্লা" ছিল; তাই এরূপ নামকরণ হইয়াছে), সেনপুকুর, রামচন্দ্রপুর, চণ্ডীতলা, গরলগাছা, ওয়াদাপুর, গড়ভবানীপুর, ভূরিশ্রেষ্ঠ, মাকড়দহ, বাড়তাড়া, রাজপুর, ঝিঁখিরা, বারুইপুর, কোদালে, শাসন, ধার্শা মজিলপুর, মাইনগর, বালী, মগরাহাট, মগরা, মথুরাপুর, ঝাঁকড়দহ, বৈদ্যবাটী, পাকুলিয়া, আমিড়া, ডায়মণ্ডহার্বার, পাইখাটী, ধুতুরদহ, শ্যামপুর, শিহোরফুল্লা শশিনা, বড়জাবাপুর, বরুণহাট, টাকী, শ্রীরামপুর প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ মাহিষ্য উপসমাজ গুলি অন্তর্গত হইয়া বিদ্যমান আছে। পালরাজ শ্রীদেব পালদেবের সময় ২১টি এবং লক্ষ্মণ সেনের সময় ২৬টি মাহিষ্য সমাজ বঙ্গে বিদ্যমান ছিল।

গোবর্দ্ধনাচার্য্য তাহার সংখ্যা মাত্র তাঁহার কারিকার ২৭৮ শ্লোকে হরিভট্টের বৃহৎ জাতীয় কারিকার অনুসরণে বোধ হয়, উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ৺গদাধর ভট্ট ইঁহাদের বিস্তারিত নামোল্লেখ তাঁহার কুলজীর ২৩৫ এবং তদ্‌পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যকালে বঙ্গের এই বিশাল পরিধির মধ্যে মাহিষ্যগণের ঐ ২৬টী সমাজ বিদ্যমান ছিল; ইঁহাদের মধ্যে আশু যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধকরনীয় প্রথা প্রবর্ত্তীত হওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে মাহিষ্য শক্তি সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক বিশাল নবশক্তি সম্পন্ন মহাজাতিতে পরিণতি লাভ করিতে পারে; এই কথা বহুবার পূর্ব্বে এবং মল্লিখিত "মাহিষ্য প্রকাশ" পুস্তকেও বলিয়াছি; মল্লিখিত "মাহিষ্য প্রকাশে" প্রকাশিত "The Mahishya Caste." এবং গদাধর-প্রকাশ-প্রাণবল্লভ" বাদানুসাদের পত্রগুলি যাহা ঐ পুস্তকে ১২৯৯ সালের "প্রকৃতি" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল কথা এতকাল পূর্ব্বে অনুশোচনা করিয়াছিলাম তাহা ভগবানের কৃপায় আজ কতক কতক কাজে পরিণতি দেখিতেছি। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পারস্থ, তথা ভিন্ন ২ জেলায় এবং উত্তর ও দক্ষিণ শ্রেণীস্থ মাহিষ্য ভ্রাতাদের মধ্যে শনৈঃ ২ যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধ হইতেছে; বহুস্থানে পক্ষাশৌচ গ্রহণের স্রোতও বহিয়াছে। এই মৃত সমাজের পক্ষে ইহা মঙ্গল সূচক বই অমঙ্গল বলিয়া কদাচ মনে হয় না। এই সব দিকে আমাদের সমাজের নেতাদের আশু দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। আমরা বহু গভীর অনুসন্ধানের দ্বারা আরও অবগত হইয়াছি যে ৺গদাধর ভট্টের কুলজী ধৃত ২৬টী প্রাচীন সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্ন

ভাবও সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। ইংরাজ রাজের সুনির্ম্মল শাসনে এবং দেশে রেল, বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ, বাষ্পতাড়িত শকট, বাষ্পীয় জাহাজ এবং বিমান যান ইত্যাদির প্রচলনে একস্থান হইতে অপরস্থানে গতায়াতের সুবিধা হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বকার এই সঙ্কীর্ণ ভাব আশু তিরোহিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যখন বঙ্গের বিশাল মাহিষ্য জাতি মূলে ক্ষত্র-বৈশ্যজাতি বলিয়া অবিসম্বাদীরূপে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সহৃদয় ইংরাজ রাজ তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন এই সমাজিক ও জাতিগত পার্থক্য এবং দৈশিক আচার বিচ্ছিন্নতা কদাচ থাকা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া আমার মনে হয়। সেই জন্য চতুঃসমাজ মধ্যে আশু যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধকরণীয় প্রথা প্রচলিত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য।

অতঃপর দেখা কর্ত্তব্য যে কি নামে এই জাতির পুরোহিতগণ সমাজে আত্ম পরিচয় দিবেন? "ভ্রান্তি বিজয়" প্রণেতা মদ্বন্ধু বাবু শ্রীহরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বর্ত্তমান ঐতিহাসিক গবেষণার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কয়েক বৎসর মাত্র অতীত হইল মাহিষ্য-যাজী "পরাশর" বা বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার পুস্তকে "গৌড়ের আদি-বৈদিক" শ্রেণী ব্রাহ্মণরূপে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া আজকাল বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সী কমিশনারীর জেলা সমূহের এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে জন সমাজে "গৌড়াদ্য বৈদিক" শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জন্য এই সমাজের দ্বিজ সমাজ মধ্যে বেশ একটু আন্দোলন ও বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে। "গৌড়াদ্য বৈদিক" নাম ইতিহাস শাস্ত্র ও ব্যাকরণ অনুমোদিত নহে। এ সম্বন্ধে ৭ এবং ৮ ভাগ "মাহিষ্য-সমাজ" পত্রিকায় মল্লিখিত প্রবন্ধ দেখুন।

৺গদাধরের কুলজী এবং ৺গোবর্দ্ধন আচার্য্যের বর্ত্তমান এই কারিকা পাঠ করিলে বেশ জানা যাইতেছে যে বঙ্গের বিশেষতঃ হাবড়া হুগলী, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, যশোহর, মালদহ, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বীরভূম, এবং বাঁকুড়াদি জেলার মাহিষ্য যাজী ব্রাহ্মণগণ দ্রাবিড় দেশ* হইতে অত্র দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন ; কালে তাঁহাদেরই বংশ বিস্তৃত হওয়ায় তাঁহাদের সন্ততিগণ ঐসকল জেলার স্থানে ২ বিচ্ছিন্ন ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সমাজ বন্ধনের অধীনে বাস করিতেছেন। ইঁহারা "দ্রাবিড়" শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই বিপ্রকুল পাল রাজাদের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বঙ্গ দেশের কোন কোন স্থানে উপর্য্যুপরি আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন তাহা কারিকার ২৭৪ ৩৫২ শ্লোকে নোট সহ পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হওয়া যায় *।

কুলজীর ১৪২ ও ১৪৩ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই যে ব্রহ্মারপুত্র বোঢ়ু "দ্রাবিড়ে চ মহাতপা" ঋষি রূপে বাস করিতেন ; তাঁহারই সন্তান সন্ততিগণ "মাহিষ্য যাজী" বিপ্র হইয়াছেন। এই দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ আর্য্যযুগে কোন সময়ে দ্রাবিড় দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ঠিক সময় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে বঙ্গে ব্রাহ্মণাবাসের আনুমানিক একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে না। "আহ্নিকাচার তত্ত্ব", গোভিলের "গৃহ্যসূত্র," আশ্বলায়নের "গৃহ্যসূত্র," "বিষ্ণুপুরাণ," "মহাভারত," "রামায়ণ," "নারদের পূজা-পদ্ধতি", পার্জ্জিটার, ভ্যাম্ব্রে প্রভৃতির

---

*মূল কারিকার ২৫৯ হইতে ২৬৪ শ্লোক এবং ১৭৪ হইতে ৩৫২ শ্লোক যত্নে দেখুন

পুস্তক হইতে স্পষ্টরূপ প্রমাণিত হয় যে আর্য্যযুগের মধ্য অবস্থাতে দ্রাবিড়ে, ভগবান্ রামচন্দ্রের অভ্যুদয়ের (লঙ্কা বিজয়ের) কয়েক শতাব্দী পরে, ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল। এই দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ স্বীয় যজমানদের সহিত বংশ বৃদ্ধি হইলে পুত্র কলত্রাদি সহ মাদ্রাজান্তর্গত গঞ্জাম, সম্বলপুর আদি দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া বাস করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কালের গতিতে ইঁহারা মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়দের সহিত দক্ষিণ "দেশ হইতে" আসিয়া কলিঙ্গ* অঙ্গ এবং বঙ্গ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ সকল দেশের অনেক স্থানে অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে বাঙ্গলার মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সামবেদী ছাড়া কিছু কিছু যজুর্ব্বেদী এবং কিছু কিছু ঋগ্বেদীছিলেন, তাঁহারা উত্তর পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়া অত্রদেশে বাস করিয়াছেন। হাবড়া এবং মেদিনীপুর জেলায় কয়েকটি ব্রাহ্মণবংশে এইরূপ উপনিবেশ স্থাপনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জেলার আরঙ্গানগর পরগণা গড়মালঝাঁট্যা গ্রামের অন্তর্গত ব্রজলাল-চক সন্নিকটস্থ ৺রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত মিশ্রবংশের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীমৎ বগলাপ্রসাদ মিশ্র অধিকারী ১১৯১ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুরের ঐ অঞ্চলের ক্ষত্রিয় রাজ কর্ত্তৃক দ্বারা ৺রঙ্কিণী দেবীর স্থাপন পূজাদি পরিচালনের জন্য কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে আনীত হইয়া তত্রদেশ স্থাপিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে, আমার মনে হয় কান্যকুব্জাদি দেশে বহু মাহিষ্য যাজী বিপ্রকুলের বাস সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রথম ভাগ "মাহিষ্য প্রকাশে" আমি বহু পূর্ব্বে

* "মাহিষ্য প্রকাশ" ১ম ভাগ Page ১-২৫ ; ডাঃ কেদার নাথ মিশ্রের প্রবন্ধ "ঘ" পরিশিষ্টে দেখ।

অনেক ঐতিহাসিক পুস্তক অনুসন্ধানে এবং পূজনীয় ৺বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাজ এবং মাননীয় জজ ৺রাণাডে মহাশয়দের নিকট জীবিতাবস্থায় জিজ্ঞাসায় অবগত হইয়াছি, যে পূর্ব্বদিকে প্রয়াণকারী বীরবাহিনী দলের নেতারা সপুরোহিত আসিয়া তীরভুক্তি আদিদেশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বিপ্র যজমান সহ রাঢ়ী বারেন্দ্র দ্বিজ বংশ যবন ভয়ে পূর্ব্বদেশে পলাইয়া গিয়া দ্রাবিড় দেশাগত দলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঢাকা, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, আসাম আদি * দেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এই বীরবাহিনী দল কবে মগধ গৌড় ও উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে মূল দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্রাবিড়াগত দলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, এ সম্বন্ধে আমাদের কোন লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণ নাই; তবে পুরাণ ও তন্ত্র গ্রন্থ সকল এবং প্রাচীন লোক প্রবাদ হইতে জানা যায় যে এই বীরবাহিনী দলের এক অংশ শাখা মধ্য ভারতের পর্ব্বতরাজি ভেদ করিয়া পূর্ব্ব প্রান্তস্থ মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত দক্ষিণ পূর্ব্ব ভারতের উৎকল খণ্ডের পূর্ব্ব প্রান্তে, দক্ষিণ দ্রাবিড়াদি দেশাগত শাখার সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তর কলিঙ্গ দেশে অর্থাৎ পাল যুগের বঙ্গের দক্ষিণ দ্বার স্বরূপ মেদিনীপুর জেলায় মিশ্রিত হইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং সেই দেশে পাঁচটি

* "মাহিষ্য প্রকাশ" প্রথম ভাগ ১-২৫ পৃষ্ঠা।

,, ,, ৩৫৩, ৪৬২ পৃষ্ঠা।

,, ,, ১৬-২৩ পৃঃ।

স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকেদার নাথ মিশ্র, ৺বাল গঙ্গাধর তিলক এবং ১৮৯১ সালের মেদিনীপুর জেলার সেনসাস্ রিপোর্টেও সেই সকল কথা লিখা আছে। ইঁহারা "অপ্" দেশ বা "আরট্ট" দেশ হইতে আসিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সুরসেনী, অযোধ্যা, আদি জনপদে ও সরযু ও ঘর্ঘরাদি নদীর পুলিন প্রদেশে যজমানবর্গ সহ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। মল্লিখিত প্রথম ভাগ "মাহিষ্য-প্রকাশের" ১৫-২০ পৃষ্ঠায় বহু পূর্ব্বে আমি এই কথাই বলিয়াছি। যখন ইঁহারা চিরকাল বঙ্গীয় সমাজে "দ্রাবিড়" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, তখন কতিপয় "তৈলবটা" পণ্ডিতের মতের উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্র বাক্যের বিরোধী চিরন্তন নীতি ও প্রথা পরিবর্ত্তন করা আদৌ সমিচীন বলিয়া আমার মনে হয় না। † এ সম্বন্ধে পরে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। বঙ্গের মাহিষ্য-গণ বর্ত্তমানের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, রাজপুতনা ও দক্ষিণ পাঞ্জাব ও বিহার প্রদেশের "মাহেশ্রী" জাতি হইতেছেন এবং পুরাকালে ইহারা ক্ষত্রিয়োপম জাতি ছিলেন তাহা মহাভারতাদি পুস্তক পাঠে জানা যায়। এখন ইঁহারা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন; শাস্ত্রত তাঁহারা "ক্ষত্রিয়" ও "বৈশ্য"। এই মাহিষ্য জাতির আদিম বাসস্থান অম্বুবাহিনী নদীর উত্তর পশ্চিমস্থিত মহিষিক প্রদেশ হইতে মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আর্য্যযুগে কিরূপে পঞ্চনদ প্রদেশ, সিন্ধু ও গুর্জ্জর প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীকেদার নাথ মিশ্র Dsc PhD (Berlin) লিখিত

† পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯০ হইতে ২৮৯ মূল শ্লোক ও দ্রষ্টব্য।

প্রবন্ধ "বিহার এড্ভোকেট্" পত্রিকায় পাঠ করিলে সবিস্তার অবগত হওয়া যাইবে।* এই সকল দেশের বিপ্র কুলের মধ্যে "পরাশর" গোত্র এবং কর্ণাটী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ঐ গোত্র দেখা যায়; তাঁহাদের বংশধরেরা পুনঃ মহারাষ্ট্র কেরলাদি দেশে উপনিবিষ্ট হইয়া পরে মান্দ্রাজ, অন্ধ্র, ও দ্রাবিড় দেশেও উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণ কেহ কেহ ঋক্‌বেদী, কেহ কেহ সামবেদী, কেহ কেহ যজুর্ব্বেদী এবং অল্প সংখ্যক অথর্ব্ববেদী হইতেছেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন শাখীও বটে।

আমি বহুবার এই নোটে আমার পাঠক পাঠিকাগণকে বলিয়াছি যে বহু প্রাচীনকালে দ্বাপরের মধ্য যুগে দ্রাবিড় দেশ হইতে উৎকলিঙ্গ বা ওড্র দেশে ব্রাহ্মণাবাস হয় এবং তথা হইতে পাল রাজাদের পূর্ব্বকাল হইতে সেন রাজাদের শাসন সময় পর্য্যন্ত মেদিনী-পুরাদি জেলায় দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল; এবং তথা হইতে হাবড়া, ২৪পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান, পাব্না, বোগ্ড়া, নদীয়া, শান্তিপুর, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ আদি জেলায় ব্রাহ্মণাবাস স্থাপিত হইয়াছিল। সেন রাজাগণের ন্যায় পালগণও দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশ হইতে আসিয়া এই বঙ্গ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন সে কথা আমি বহুবার পূর্ব্বে বলিয়াছি;¶ এবং অনেক ঐতিহাসিকও আমার মতে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তথা হইতে মাহিষ্যগণ স্বীয় ঋত্বিকগণ সহ গঙ্গা নদীর পূর্ব্বদিকে

* পরবর্ত্তী "ঘ" পরিশিষ্ট দেখ;

¶ ১৮ ভাগ মাহিষ্য সমাজ ৪০২ পৃঃ দেখ।

যশোহর, খুলনা, ২৪পরগণা, নদীয়া আদি জেলায় বিস্তৃতি লাভ করিয়া বাস স্থাপন করেন, তাহা এই মাহিষ্য কারিকার ২৯০—৩৫২ শ্লোকে বিশদ্ ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। অনুসন্ধানের দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে প্রেসিডেন্সি বিভাগ এবং তৎসংলগ্ন জেলা সমূহে সম্ভবতঃ ১৯০১ কিম্বা ১৯০০ সাল হইতে বাঙ্গালার মাহিষ্য-যাজী বিপ্রগণ "গৌড়াদ্য বৈদিক" এই অভিনব আখ্যায় সমাজে পরিচিত হইতেছেন। পূর্ব্বে "ব্যাস" বা "কৃষি কৈবর্ত্তের" ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইতেন। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে আমরা কোন মাহিষ্য যাজী দ্বিজ সম্প্রদায়কে মেদিনী-পুর ছাড়া বঙ্গের কোন স্থানে "ব্যাস" আখ্যায় পরিচিত হইতে সমাজে দেখি নাই। "ব্যাস" সম্বন্ধে পূর্ব্বে ৪১নং নোটে বলিয়াছি। মেদিনীপুর জেলার কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে বিগত ৮০।৯০ বা শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে কোন কোন রাজদত্ত সনন্দে "গৌড়াদ্য বৈদিক" আখ্যা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা সার্ব্বজনিন না হওয়ায় আমরা তাহা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রয়োগ জন্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করি। বাঙ্গালাদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে বাস করিলেই গৌড় আখ্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে না।† রাজধানী বা রাজশক্তির কেন্দ্রে বহু শ্রেণীর বহু ব্রাহ্মণ বসবাস করিয়া থাকেন বলিয়া বহুকাল কনৌজের বা মথুরার সন্নিকটবাসী ব্রাহ্মণমাত্রই কাণ্যকুব্জীয় বা মাথুর দ্বিজ হইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা অপর প্রবন্ধে করিয়াছি।* প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রে ও ইতিহাসে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় কন্যাদিগকে শাস্ত্রানুসারে

---

* "মাহিষ্য সমাজ" ১৮ ভাগ জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় সংখ্যা দেখ।

† " " ১৭ ভাগ ৪৪৬, ৫০৮ পৃঃ দেখ।

বিবাহ করিলে, ক্ষত্রিয় কন্যাদিগের গর্ভজাত সন্তানগণ যেমন ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা লাভ করিতেন, সেইরূপ দ্রাবিড় শ্রেণীর দক্ষিণ দেশাগত ব্রাহ্মণগণ গৌড়বাসী বৈদিক বিপ্রগণের কন্যাদিগকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিলে তাঁহাদিগের গর্ভজাত সন্তানগণ "দ্রাবিড়" সংজ্ঞা লাভ করিতেছেন। মনুর মতে "সা চেদক্ষত যোণিঃ পুনঃ সংস্কারমর্হতি" এই বচনের দ্বারায় বিধবাদিগের বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও "পতি রেকো গুরুঃ স্ত্রীণামিত্যাদি" শাস্ত্রানুকুলবচন ও যুক্তির দ্বারায় তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে। সেইরূপ দ্রাবিড় বিপ্রকুলের শোণিত জাত অত্র-দেশস্থ বিপ্রকন্যা গর্ভোৎপন্ন বংশধরগণের "গৌড়াদ্য বৈদিক" আখ্যা শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও, তাহা শাস্ত্রানুকুল যুক্তির দ্বারায় পরাভূত হইতেছে। অধিকন্তু পূর্ব্ববাদী দর্শিত "ছত্রিণো গচ্ছন্তি" এই ন্যায় "সামান্য বিষয়োমধ্যে বিশেষ বিধিবলবান্" ইতি ন্যায়াৎ" তাহা পরাভূত হইল। ব্রাহ্মণ সামান্য গুণযুক্ত "গৌড়াদ্য বৈদিক" সংজ্ঞাকে, ব্রাহ্মণ বৈশিষ্ট্য অসীম যোগ শক্তি তত্ত্বজ্ঞানাদি গুণযুক্ত দ্রাবিড় সংজ্ঞা পরাস্ত করিয়া দূরীভূত করিতেছে। যেমন "পর্ব্বতোবহ্নিমান ধূমাৎ,' ধূমদর্শন করিয়া পর্ব্বতে অগ্নি আছে ইহা যেমন অনুমান সিদ্ধ, সেইরূপ মাহিষ্যযাজী "ব্রাহ্মণো দ্রাবিড়ো দ্রাবিড়" সংজ্ঞয়া বালক বৃদ্ধ বনিতাদি চির-প্রসিদ্ধত্বাৎ ইতি অনুমানসিদ্ধ, অর্থাৎ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ বহুদিন হইতে বালক বৃদ্ধ স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই "দ্রাবিড়" বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, ইহার দ্বারায় বুঝাইতেছে যে, যাহারা চিরকাল "দ্রাবিড়', বলিয়া পরিচয় দেন তাহাদিগের দ্রবিড় দেশ হইতে সমাগত দ্রাবিড়দিগের বংশধর লইয়া "গৌড়াদ্য" বৈদিকদিগের

সহিত যৌন সম্বন্ধে সংমিশ্রিতা থাকিলেও পূর্ব্ব জনক সম্বন্ধী দ্রাবিড়ত্ব ত্যাগ করিয়া মাতৃ সম্বন্ধী "গৌড়াদ্য বৈদিকত্ব" গ্রহণ করা কখনও উচিত নহে। যেমন পরশুরাম মাতৃ সম্বন্ধী ক্ষত্রিয় শব্দ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃ সংস্পর্শী ব্রাহ্মণ শব্দে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যেমন ঋষ্যশৃঙ্গ মাতৃগন্ধি পশুশব্দ বিসর্জ্জন করিয়া জনকাগত ব্রাহ্মণ শব্দে শব্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রাবিড় বংশধরগণ মাতৃ সম্বন্ধী "গৌড়াদ্য বৈদিক" শব্দ বিসর্জ্জন করিয়া চির কথিত বহু গৌরবাস্পদ সর্ব্বদেশ সম্মানিত পিতৃ সম্বন্ধী "দ্রাবিড়" শব্দে বিভূষিত হইতেছেন। দ্রাবিড় দেশবাসী দ্রাবিড়গণ যেমন শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন, বঙ্গ দেশবাসী দ্রাবিড় বংশধরগণের সেইরূপ শক্তির উপাসনা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এমন কি অনেকেই কালী, তারা,দুর্গা প্রভৃতি শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। দ্রাবিড়স্থ দ্রাবিড়দিগের যেমন এক যাজিত্ব, ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতির যাজন করেন না, বঙ্গদেশস্থ দ্রাবিড়দিগের সেইরূপ এক যাজিত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ মাহিষ্য ভিন্ন অন্য জাতির যাজন করেন না। দ্রাবিড় দেশাদাগতা ব্রাহ্মণাঃ, ইত্যাদি শাস্ত্র বচনহেতু দ্রাবিড় শব্দ শাস্ত্র সিদ্ধ।

যেমন রাক্ষসদিগের সহিত যৌন সম্বন্ধ থাকিলেও রাক্ষস সংস্কার লোপ হয় নাই, সেইরূপ দ্রাবিড়দিগের গৌড়াদ্য বৈদিকের সহিত যৌন সম্বন্ধ থাকিলেও দ্রাবিড় সংস্কার লোপ হইতে পারে না। যেমন তৈল জলের সহিত সম্বন্ধ গ্রহণ করিলেও নিজের তৈলত্ব ত্যাগ করে না, সেইরূপ দ্রাবিড় বৈদিকের সহিত সম্বন্ধ গ্রহণ করিলেও স্বকীয় দ্রাবিড়ত্ব ত্যাগ করিতে পারে না। ভদ্রকাদি কন্যা গর্ভজাত কৃষ্ণ পুত্রগণ

যেমন অসুরত্ব ত্যাগ করেন না, গঙ্গা প্রসূত ভীষ্ম যেমন ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করেন না, ক্ষত্রিয়কামিনী কুক্ষিজ কংস যেমন অসুরত্ব ত্যাগ করেন না, সেইরূপ গৌড়াদ্য বৈদিক কন্যা গর্ভজাত দ্রাবিড় পুত্রগণ স্বকীয় বংশ-মর্য্যাদার স্বরূপ "দ্রাবিড়ত্ব" ত্যাগ করিতে পারেন না। যেমন স্বর্ণ মিশ্রিত পিত্তলের নাম ধারণ করিয়া স্বর্ণ শব্দ পরিত্যাগ করিয়া কেবল পিত্তল শব্দে বহু দিন ব্যবহার করিলে মিশ্রিত স্বর্ণের পিত্তলত্ব কালে অনুতাপ হয়, সেইরূপ দ্রাবিড়ের গৌড়াদ্য বৈদিক বহু দিন ব্যবহার হইলে দ্রাবিড়ত্ব লোপ হেতু পশ্চাৎ অনুতাপ হইবে। যেমন রাজপুত্র বলিয়া বহুদিন পরিচিত হইলে পর, ধনিপুত্র বলিয়া নবীন পরিচয় দিলে অনির্দ্দিষ্ট হেতু পূর্ব্ব কথিত রাজপুত্রের উপর কথিত ধনিপুত্রের প্রতি সাধারণের অনাস্থা হয়, সেইরূপ অধুনা "দ্রাবিড়" ত্যাগ করিয়া "গৌড়াদ্য বৈদিক" পরিচয় দিলে উভয়ের প্রতি অনাস্থা হইবে। অতএব চিরপরিচিত সর্ব্বজনবিদিত দ্রাবিড় বলিয়া সকলে পরিচয় দিবেন। যজ্ঞাদি কার্য্যের জন্য দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ দ্রবিড় দেশ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া বঙ্গদেশস্থিত গৌড় ব্রাহ্মণদিগের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বংশ বিস্তার করিয়া বহু কারণে বঙ্গ দেশস্থিত বহু গ্রামে বাস করিয়া যাহাদিগের যাজন করিতেছেন। তবে সম্প্রতি সেই দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের পরিচয় "গৌড়াদ্য বৈদিক" সংজ্ঞা, যাহা নুতন প্রচার হইতেছে তাহা কিরূপ হইতেছে? না যেমন "ছত্রিণো গচ্ছন্তি ইতিন্যায়াৎ" ছত্রধারী পুরুষদিগের সহিত ছত্র বিহীন পুরুষ গমন করিলে ছত্র রহিতদিগের ছত্র ধারিত্ব সংজ্ঞা, সেইরূপ গৌড়াদ্য বৈদিকদিগের

সহিত যৌবনসম্বন্ধহেতু দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের গৌড়াখ্য বৈদিক আখ্যা ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ ॥ সিদ্ধান্তম্ ॥

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কুর্য্যাদ্ ধর্ম্ম নির্ণয়ং।
যুক্তি হীনে বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মনির্ণয় করিতে নাই, যুক্তি হীন বিচার হইলে ধর্ম্মের হানি হয়। ইহা বৃহস্পতি বলেন।

হাবড়া বেলিলিওসলেনস্থ "গৌড়প্রভা" অপিসের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত বাবু নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যে "আমাদের দেশে স্বশ্রেণী ব্রাহ্মণগণ বহুকাল হইতে "ব্যাস" বিপ্র বলিয়া পরিচিত। কিন্তু তিনি তাহার কোন শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক প্রমাণ দেন নাই। "ব্যাস" ব্রাহ্মণ বলিয়া শাস্ত্রে কোন দ্বিজসম্প্রদায় দেখিতে পাইলাম না, তবে ইহা নীরদবাবুর "নূতন সৃষ্টিবিষয়" নাকি? নিরদবরণবাবু তাঁহার ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন যে এই ব্রাহ্মণগণ প্রথম পাঞ্জাব হইতে বঙ্গে আসেন এবং নদীয়ার মেটেলি (মেটেরী) গ্রাম হইতে পাঠানরাজ হোসেন সাহের সময়ে ঝিঁকরায় আসেন *; ব্যাস ব্রাহ্মণদের আদি সমাজ জ্বালামুখী তীর্থে আছে। ব্যাস সম্মাণার্থ পরিচায়ক পারিভাষিক উপাধি; এবং দ্রাবিড় পৃথক ব্রাহ্মণ এবং পৃথক্ সমাজ। শ্রীনীরদবরণ বাবুর উক্তি সম্পূর্ণই ভ্রান্ত এবং সম্পূর্ণ ইতিহাস বিরুদ্ধ প্রলাপ বাক্য; তাহা

*গৌড়প্রভা ১৩৩১ সালের আষাঢ় সংখ্যায় গোয়ীচন্দ্র প্রবন্ধের ১৮০-১৮৪ পৃষ্ঠা যত্নে দ্রষ্টব্য।

কদাচ বিপশ্চিৎ সমাজে প্রমাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। জ্বালামুখীতীর্থের সন্নিকট কয়েকটি জেলায় যে দ্বিজগণের মধ্যে "ব্যস" পদবী দেখা যায় তাঁহারা ঋগ্‌বেদী এবং "সানাঢ্য" বা "গৌড়তগা" শ্রেণীর অন্তর্গত; তাঁহারা পৃথক সমাজভুক্ত; বাঙ্গালার মাহিষ্যযাজী শ্রীযুক্ত বাবু নীরদবাবুর মতে গৌড়াদ্যবৈদিক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণের সহিত পাঞ্জাবের এ৯ ব্রাহ্মণদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি, আদর কোনরূপ সৌসাদৃশ্য পাওয়া যায় না। নীরদ-বাবুর পত্র পাইয়া আমি তত্তৎদেশে অনুসন্ধান জন্য বন্ধু এবং পরিচিত লোকদের পত্র পাঠাই; তাহাতে তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল অত্রস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। পণ্ডিত দেবদত্ত শর্ম্মা, পণ্ডিত দীনদয়াল শর্ম্মা প্রভৃতির নাম "ভারত জানিত।" তাঁহারা আমার প্রশ্নগুলির অনুসন্ধান করিয়া বলেন যে বাঙ্গলায় মাহিষ্য বা মাহেশ্রী যাজী বিপ্রগণ দ্রাবিড়াগত এবং তাঁহাদের সহিত পাঞ্জাব দেশের অন্তর্গত জ্বালামুখী তীর্থাসন্ন দেশবাসী দ্বিজগণের কোনরূপই সম্বন্ধ নাই; মহাভারতীয় যুগে রাজা জন্মেজয়ের সর্পসত্র উপলক্ষে বঙ্গ বা পুণ্ড্র দেশ হইতে মন্ত্রকুশল ব্রাহ্মণগণ হস্তিনাপুরে নীত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা গৌড় কি দ্রাবিড় বা অপর কোন সম্প্রদায় বা শাখা ভুক্ত বিপ্র ছিলেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। পঞ্চগৌড় বা পঞ্চদ্রাবিড় বিভাগ তখনও হয় নাই; এই বিভাগ স্কন্দ পুরাণের সময় হইতে হইয়াছে। সে সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা পরে করিয়াছি। "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকার ১ম, ৫ম, চতুর্থ, ১০ম এবং অপরাপর ভাগে তথা "ভারতবর্ষ" "সাহিত্য" আদি পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগে হুগলীবাসী বন্ধুবর শ্রীহরিশ্চন্দ্রবাবু বঙ্গের মাহিষ্য-যাজী

ব্রাহ্মণগণ যে "গৌড়াদ্যবৈদিক" তাহা প্রমাণ করিতে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু অবিশম্বাদীরূপে তিনি স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই বলিয়া আমার মনে হয়।

বঙ্গে মাহিষ্যাবাস মহাভারতীয় যুগের বহুকাল পূর্ব্বে দ্রাবিড় দেশ হইতেই হয়; পাঞ্জাব বা উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে যে বীরবাহিনী স্বাধীন রাজ্য অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অথবা কামরূপ, সুসঙ্গ বা গৌহাটী প্রদেশে স্থাপন করেন, তাহা মহাভারতীয় যুগের কিছুকাল পূর্ব্বে সংসাধিত হইলেও বঙ্গেরবদ্বীপে ব্রাহ্মণাবাসের বহুকাল পরে নিশ্চয়ই সংসাধিত হইয়াছিল। বঙ্গের নীরদবরণ বাবু অথবা হরিশবাবু কথিত গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আচার রীতি, ব্যবহারাদির সহিত পাঞ্জাব দেশবাসী ব্যাস বিপ্রগণের অনুসরিত রীতিনীতি আচার ও ব্যবহারের কোনরূপই মিল নাই, কোন ঐতিহাসিক বা শাস্ত্রীয় প্রমাণও নীরদবাবু দেন নাই; রূপ কথার উপর ত ইতিহাস গঠন হয় না; তাহা সুধী সমাজ কিরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন; বিশেষতঃ বাবু অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী এবং পণ্ডিতাগ্রণ্য শ্রীনৃত্যতাচরণ স্মৃতিরত্নের মত লোক যখন এই নব্য মতের বিরোধী তখন আমরা এই মতের পোষাক কিরূপে করিতে পারি। "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকা মাহিষ্যের জাতীয় মুখপত্র হইলেও স্বাধীন নিরপেক্ষ মতামত কদাচ ইতঃপূর্ব্বে প্রচার করেন নাই; ইহা সামাজিক ও ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা বই আর কিছুই নহে বলিয়া আমার মনে হয়। যদি বাঙ্গলার মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ পাঞ্জাবের "ব্যাস"গণের কুটুম্ব হন, তাহা হইলে তাঁহারা কোন

যুগে, কোন রাজার রাজত্ব কালে, কি উপলক্ষে, এ দেশে আসিয়া বসবাস করিলেন তাহার কি কোন ঐতিহাসিক, এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই? শ্রীনীরদবরণবাবু সে বিষয়ে নিরব কেন বুঝিলাম না!!! সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ, আপনারা অবগত আছেন যে বীরদেব, গর্গদেব, দর্ভপাণি, সোমেশ্বর, কেদার মিশ্র, রামগুরব, জীমূতবাহন, বটেশ্বর প্রভৃতি মাহিষ্যযাজী দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠা কাহিনী পাল রাজাদের শাসন কালে ঐতিহাসিক পাঠক মাত্রেরই কাছে অবিদিত নাই। ধর্ম্মপাল দেবের পুত্র দেবপাল দেবের গর্গ পুত্র দর্ভপানি মন্ত্রী ছিলেন, ইঁহার নীতি কৌশলে শ্রীদেবপাল দেব সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয়প্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দর্ভপাণির পুত্র সোমেশ্বর, তৎপুত্র শ্রীকেদার মিশ্র +ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী জনৈক মাহিষ্যযাজী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের শ্রীমতীবব্বা দেবী নাম্নী নম্রিকা কন্যার পাণি পীড়ন করিয়াছিলেন। ইহাঁর মন্ত্রণায় পালরাজ প্রথম বিগ্রহ পালদেব সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন। শ্রীকেদার মিশ্রের পুত্র নীতি-মন্ত্র বেদ জ্যোতিষ বিশারদ শ্রীরামগুরব মিশ্র শ্রীদেব পাল দেবের মন্ত্রী ছিলেন। এইখানে বলা কর্ত্তব্য যে ১৩৩০ সালের "গৌড়প্রভা" আষাঢ় সংখ্যার ১৮২ পৃষ্ঠায় "গোয়াচন্দ্র উর্থাসনী" শীর্ষক প্রবন্ধে মাননীয় শ্রীহরিশবাবু মনহলি লিপির অনুবাদ স্থলে বলিয়াছেন যে রাণী চিত্রমতিকাকে মহাভারত শ্রবণ করাইয়া বটেশ্বর শর্ম্মা চাপাহাটী গ্রাম ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন। ইনি গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহা বন্ধুবর হরিশবাবু পাইলেন কোথা হইতে? নিজ ভ্রান্তি বিজয়ের ১২৯ পৃষ্ঠায় তিনি যে মনহলি

লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন J A S B P 100. হইতে, তাহা পাঠ করিলে কোন রূপেই অনুমিত হয় না যে বটেশ্বর শর্ম্মা "গৌড়" ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে কি এই সিদ্ধান্ত হরিশবাবুর স্বকপোল-কল্পিত নিজ মস্তিষ্ক উদ্‌ভাবিত সৃষ্টি? মহামহোপাধ্যায় গোস্বামী চন্দ্র ৪০০বৎসর পূর্ব্বকার লোক কদাচ ছিলেন না। আমার মনে হয় যে তিনি সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই ধরাধামে অবস্থিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা আমি এই নোটের যথাস্থানে করিয়াছি। পরমপূজনীয় গোস্বামীচন্দ্রবংশাবতংশ বাবু হরিশচন্দ্র উর্দ্ধাসনী চক্রবর্ত্তী শর্ম্মা মহাশয় স্বীয় বিদ্যাবিনোদত্ব দেখাইয়া গৌড়প্রভায় তারস্বরে বলিয়াছেন যে শাণ্ডিল্য সূত্রকার শাণ্ডিল্য এবং গোত্রকারী কশ্যপের পৌত্র শাণ্ডিল্য ঋষি দুই পৃথক ব্যক্তি। হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহার সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তিনি একথা কদাচ বলিতে পারেন না। অশৌচরাহিত্য এবং জ্ঞাতিত্ব ত্যাগ নানা কারণে হইতে পারে, তাহা কি হরিশবাবু জানেন না? গৌড় এবং দ্রাবিড় বিভাগ স্কন্দপুরাণের সময় হইতে হইয়াছে তাহা আমি বহু বার এই নোটে বলিয়াছি। কিন্তু গোত্র প্রবর্ত্তক বহু শাণ্ডিল্য ঋষি ছিলেন না। শাণ্ডিল্যগোত্রের প্রবর ত্রয়ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু মহাভারতীয় যুগে এই দেশ বিভাগে ব্রাহ্মণের নাম করণ হয় নাই। ইহা একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফল যে যতুগৃহ দাহ হইতে পলায়ন করিয়া পঞ্চপাণ্ডব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বগড়ী পরগনার সন্নিকটস্থ যে ব্রাহ্মণ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্রের রক্ষা হেতু বক নামক রাক্ষসের সদনে গিয়া বককে যুদ্ধে

• নিপাত করিয়া তদ্দেশের রাক্ষস ভীতি শূন্য করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ মাহিষ্য যাজী গৌড়দেশ নিবাসী দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতেছেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া গ্রামের সন্নিকট বকের জঙ্ঘা অর্দ্ধ অস্থি ও অর্দ্ধ প্রস্তরীভূত অবস্থায় রৌদ্র বাত ও বায়ুকে অতিক্রম করিয়া অদ্যাবধি পড়িয়া আছে। এই ব্রাহ্মণের বংশাবলী মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত জুনপুরা গ্রামে অদ্যাবধি বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের গৃহে ৫৪০০ বা তাহা অপেক্ষা পুরাতন কোষ্ঠিনামা বর্ত্তমান। যে জাতির যাজী ব্রাহ্মণ গৃহে যুধিষ্ঠীরাদি পঞ্চ ভ্রাতা মাতা কুন্তী সহ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেন, সেই ব্রাহ্মণের বংশধরগণ কালের কুটিলগতিতে আজ সমাজে নিগৃহীত, অপমানিত হীনপ্রভ এবং ব্যাপোহত !! হা হতোঽস্মি !!! এই বংশ তালিকা শীঘ্রই সংগ্রহ হইলে প্রকাশ করিব। হরিশবাবু বলেন যে "সমাজ তত্বজ্ঞ রাঢ়ীয় কুলজ্ঞ নুলো-পঞ্চানন ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণকে "ব্যাস," "সাত শতী" ও "পরাশর" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, দ্রাবিড় আখ্যায় পরিচিত থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন।" হরিশবাবু বিস্মৃত হইতেছেন কেন যে দ্রাবিড় গোলকের মধ্যে ব্যাস, সাতশতী এবং পরাশরাদি থাক অন্তর্গত। পরবর্ত্তীকালে আগত দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের সহিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য মাহিষ্য-যাজী দ্রাবিড়াগত ব্রাহ্মণগণ গৌড়দেশ নিবাসী প্রাচীনতম বিপ্র কুলের সহিত নিজ শোণিত মিশাইয়া সমাজে বহুকাল যাবৎ "দ্রাবিড়" নামে পরিচয় দিতে ছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় যে "যে ৺গদাধরের কুলজীকে হরিশবাবু "খিচুড়ী" বলিয়া বিদ্রুপবাণ

বর্ষণ করিতেছেন, পুনশ্চ তাহা হইতেই "গোস্বামীচন্দ্র উর্ম্মাসনী" শীর্ষক প্রবন্ধে গৌড়প্রভার উপরোক্ত প্রবন্ধে প্রামাণ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিতেছেন; সম্পাদক মহাশয়গণেরও এমন (moral) "মর‍্যাল" সাহস নাই যে "আগতান্ দ্বিজপঞ্চকান্" শ্লোকগুলি কোথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সম্পাদকীয় খাতিরে (Journalisic Etiquette) সরলভাবে স্বীকার করেন। এই শ্লোকগুলি মৎসংগৃহীত ও প্রকাশিত "সাহিত্য প্রকাশ" পুস্তকের অন্তর্গত "গদাধরের কুলজীর, ১৬২-১৬৫ শ্লোক হইতেছে। ইহার পূর্ব্বে অপর কেহই এই কুলজী সাধারণের নয়ন গোচরে প্রকাশিত করেন নাই। হরিশ বাবুর সহিত আমার কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই, তবে তিনি প্রত্নতত্ত্বের দোহায়ের ভণিতা দিয়া জগৎকে মোহিত করিতেছেন তাহাতে আমার বক্তব্য যে তাঁহার ঐ বিদ্যায় দৌড়ত বুঝিলাম, যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বাবু নগেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ফুলো পঞ্চাননের কারিকা, মদ্বন্ধু ৺বসন্তকুমার রায়ের তথা ৺ভগবতীচরণ প্রধানের "ব্রাহ্মণ সংহিতা" পুরীমুক্তিমণ্ডপের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীসদাশিব মিশ্র মহাশয়ের ১৮৪৯ সালে সংগৃহীত তাম্র পত্র পর্য্যন্ত, ; ইহা ছাড়া তিনি কোন মৌলিক প্রত্ন-তাত্বিক বা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির করিলেন যে "দ্রাবিড়" বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ শ্রেণী সাধারণে পরিচিত ছিল না।" কোন ঐতিহাসিক গবেষণার অনুসন্ধান বলে তিনি এই সকল কথা বলিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না! বিদ্বৎ সমাজে ৺গদাধরের কুলজী প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। "সাহিত্য তত্ত্ব বারিধি"

• প্রণেতা মেদিনীপুরান্তর্গত বিরুলিয়া নিবাসী মধুস্থ বাবু আশুতোষ জানা, তাঁহার পুস্তকে, হরি বাবু স্বয়ং তাঁহার দুই সংস্করণ "ভ্রান্তি-বিজয়" নামক গ্রন্থে ঐ বৃহৎ মাহিষ্য কুলজীর অংশবিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন ; এখন কিনা "গৌড়-দ্রাবিড়" নাম লইয়া আমার সহিত মত ভেদ হইয়াছে বলিয়া তাহা "খিচুড়ী" হইয়া দাঁড়াইয়াছে !!! আমার জিজ্ঞাস্য যে হরিশ বাবুর সাধের "বিদ্যাবিনোদ" সরোবরে টোকা পানা পাড়াইয়া তাঁহার নির্ম্মল বুদ্ধিটি কেন ম্লান করিতেছেন ? এখন "ভ্রান্তি বিজয়" খানির বিষয় দুই এক কথা বলিয়া এই বৃহৎ নোটের এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

হাবড়া কোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পূজ্যপাদ বিদ্যাবিনোদ উপাধিধারী বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই "ভ্রান্তি বিজয়" নামক গ্রন্থের সংগ্রাহক লেখক এবং জন্মদাতা বলিয়া বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজে পরিচিত ; পুস্তকখানি রচনার আদ্যন্ত বিবরণ আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত নাই। ইহাতে যেমন বহু অপর লেখকদের মত উদ্ধৃত আছে, সেইরূপ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মৌলিকত্ব বড় বেশী পরিদৃষ্ট হয় নাই। আজকাল দেশে যখন সাম্য নীতির বাতাস বহিয়াছে, তখন এই পুস্তকে যেমন ভেদ নীতির পর্য্যাপ্ত বীজ উপ্ত হইয়াছে, এবং এক সমাজের অপর সমাজের উপর অযথা আক্রমণের ধারা দেখা যায়, তখন এরূপ পুস্তক প্রচারিত না হইলেই সকল সমাজের মঙ্গল হইত। হুগলী জেলার অন্তর্গত চাতরা শ্রীরামপুর নিবাসী মাননীয় দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ কুলভূষণ বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দেব শর্ম্মা মহাশয় (একজন স্বনাম ধন্য ব্যবসায়ী)

আমাকে এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে হরিশবাবু আজকাল আমাদের সমাজে নূতন অধ্যাপক পণ্ডিত হইয়া বিদ্যা-বিনোদ উপাধিধারী হইয়াছেন, তিনি আমাদের সমাজের উন্নতি বিধানে মনোযোগ দিয়াছেন, সভা সমিতি করিয়া বক্তৃতা দিতেছেন, সকল স্থানেই নিজের রচিত "ভ্রান্তিবিজয়" পুস্তকের "দামামা" বাজাইয়া নিজ মুখে সকল সভা সমিতিতে সুখ্যাতি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন। সবই সত্য এবং ভাল কথা, কিন্তু ভেদ উৎপাদনকারী এরূপ ছাইভস্ম পুস্তক গঙ্গায় ছিঁড়িয়া ভাসাইয়া দিলেই মাহিষ্য এবং তৎযাজী বিপ্রকুল এই উভয় সমাজেরই মঙ্গল বলিয়া তাঁহার মনে হয়।" আমার মত অল্প বুদ্ধি লেখকেরও ঐ মত। তিনি "গৌড় প্রভায়" প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস আদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পণ্ডিতাগ্রগণ্য কাঙ্গালি চরণ সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ—ও শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী আদিকে ছড়া কাটাইয়া বেশ আক্রমণ করিয়াছেন। প্রবন্ধখানি হরিশবাবুর মত বিদ্যাবিনোদ পণ্ডিতের অনুরূপ লেখাই হইয়াছে!!! সকল সভাদিতে, তাঁহার বক্তৃতার মুর্চ্ছনায়, তাঁহার পুস্তকের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে "গৌড়াদ্য বৈদিকের" যতি পতন (burden) দেখা যায়। ইহার সকল উত্তরই এই কারিকার নোটে দিয়াছি। হরিশবাবু এত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক হইলেন কবে হইতে, না পাথর খুঁড়িয়া, না কাহারও শিক্ষানবিসি করিয়া তাহা ত জানি না? ধন্য আত্ম অভিমান!!! গৌড় ব্রাহ্মণ ও গৌড়তগা বিপ্রের আচার ব্যবহার ও সমাজনীতি আদিতে বিভিন্নতা ও পার্থক্য আছে; উভয় সম্প্রদায়

এক নহেন। একের অপরের সহিত যৌন সম্বন্ধ দিল্লী বা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহে পরিদৃষ্ট হয় না। পূজনীয় হরিশবাবু মাহিষ্যযাজী বিপ্রদের "গৌড় বা গৌড়াদ্য বৈদিক" নামে প্রচার করিবার জন্য স্বীয় পুস্তক ভ্রান্তিবিজয়ে যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা কতদূর যুক্তি ও শাস্ত্র সম্মত মতের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রমাণ সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিবেন কি? আমার মনে হয় যে এই বিশাল মাহিষ্য-যাজী বিপ্রগণ পশ্চিম গৌড়দেশ নিবাসী "দ্রাবিড়" ব্রাহ্মণ; তাহা বহুবার আমি এই নোটে বলিয়াছি। হরিশবাবু বা তাঁহার পক্ষীয় লোকেদের আমি আমার মত খণ্ডন করিতে বলি বা ভ্রান্ত হইলে তাহা প্রমাণসহ সংশোধন করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করি। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে এতাবৎকাল তিনি যে যে প্রবন্ধ এ সম্বন্ধে প্রচার করিয়াছেন বা মেদিনাপুর জেলার ৮০।৯০ বা শত বা দেড়শত বৎসরের পুরান পুঁথী বা সনন্দে যদি কোন রাজা বা জমীদারের ছাড়পত্রে "গৌড়াদ্য বৈদিক" এরূপ লিখা থাকে, তাহা হইলে তাহা "সর্ব্ববাদী সম্মত" বা "অবিসম্বাদী" বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। মৎ-প্রকাশিত ৺গদাধরের কুলজী সুধি সমাজে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; হরিশবাবু স্বয়ং ও তাঁহার প্রথম সংস্করণ ভ্রান্তিবিজয়ে তাহা প্রমাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া আমাকে অযোগ্য প্রশংসাবাদ করিয়া আজ তাহা অপ্রামাণ্য বলিয়া নাকাচ করিতেছেন ও আমার প্রতি বহু শ্লেষ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা কোন যুক্তি ও শাস্ত্রের বলে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

কারিকার মূলের ২৫৭ শ্লোকের "ক্ষত্রিয় কুলসম্ভবঃ" পদের

স্থানে "মাহিষ্য কুল সম্ভবঃ" পদ কোন কোন পুঁথিতে পরিদৃষ্ট হয়। যাহা হউক এই দুই পদ সমভাবে সিদ্ধ এবং মাহিষ্য জাতিকে প্রযোজ্য। "বিগ্রহ" ভূপশ্চ "স্থানে" শ্যামলভূপশ্চ পদ কোন কোন পুঁথিতেও দৃষ্ট হয়, তাহা ঐ শ্লোকের নোটে বলিয়াছি; কিন্তু আমার মনে হয় যে "বিগ্রহ" পদটিই সমিচীন। যে পুঁথীদ্বয় কাশ্মীরে ও মহীশূর রাজবাটীর পুস্তকাগারে আছে এবং আর একটা তৃতীয় পুঁথী যাহা জয়পুরের লাইব্রেরীতে অসম্পূর্ণা-বস্থায় রক্ষিত আছে তাহা দেখিলে বেশ জানা যায় যে বিগ্রহ পালদেবের রাজত্বকালে এবং পরবর্ত্তী রাজা বল্লাল সেন ভূপতির শাসন কালে দেশে "ভৃত্য-সংকট" উপস্থিত হইলে (Labourite upheaval in society) ইঁহারা উভয়েই সংমন্ত্রীদের পরামর্শ লইয়া তাহার সুমিমাংসা করিয়া দিয়া সমাজে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ কাল এদেশে কেবল কেন, সমগ্র সভ্য জগতে শ্রমিক অশান্তি যেমন সমাজকে ক্ষুব্ধ করিতেছে, এরূপ অবস্থা পুরাকালেও বহুবার হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালে উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে সেই সেই সময়ের বিচক্ষণ দূরদর্শী রাজাগণ উত্তম রাজনীতি প্রয়োগ করিয়া সমাজের আশু বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিয়া রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া ছিলেন। এই সকল সত্য ঐতিহাসিক ঘটনা একমাত্র অনুসন্ধানের দ্বারা পরিজ্ঞেয়।

কুলোপঞ্চাননের কারিকায় বা হরিভট্টের কারিকায় ব্যাস এবং পরাশরের নাম আছে কিন্তু গৌড় বা দ্রাবিড়ের নাম নাই ইহার কারণ আমার এই বলিয়া মনে হয় যে তাঁহারা উভয়েই

ভিন্ন ভিন্ন কালে বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারা মেদিনীপুর গড়-বেতা আদিস্থান হইতে রাঢ়দেশস্থ বহুদূরের লোকছিলেন; কাজেই তাঁহারা এই উত্তর সম্প্রদায়ের বিপ্রদের সহিত তত পরিচিত না হইবারই কথা। উৎকল, দ্রাবিড় বা রাঢ়ের বাহিরের অপর কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণদের সহিত ইঁহাদের বড় জানাশুনা ছিল না বলিয়া আমার মনে হয়; ঐ কারিকাদ্বয় ভিন্ন কালে রচিত এবং মূলোর কারিকা এই সব কথা অনুসন্ধান করিয়াই লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। "গৌড় ব্রাহ্মণ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবাসীর ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসের আলোচনা স্তম্ভে বাবু দীনবন্ধু আচার্য্য এবং শ্রীগৌরহরি আচার্য্য মহাশয়দ্বয় বলিয়াছেন যে ঢাকার অন্তর্গত কোণ্ডার শ্রীহরি-শ্চন্দ্র কদাচ মাহিষ্য ছিলেন না। তাঁহার বংশধরেরা ঢাকার নায়ার জয়মণ্ডপ আদি স্থানের মাহিষ্যদের সমাজে চল। বৈদ্যের সমাজে মাহিষ্যের চল হয় কিরূপে তাহা আচার্য্যদ্বয় কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন কি? হরিশ্চন্দ্র ঢাকা জেলান্তর্গত সাভারের পাল বংশীয় রাজা ছিলেন তাহা আচার্য্য প্রভুদ্বয় স্বীকার করেন কি না? যদি না করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ঐ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় ১১ ভাগের ৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যত্নে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা ছাড়া "রাম চরিত"-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে লিখিত "শ্রীপতিনাভি-সম্ভবঃ" পদটির টীকা যাহা সন্ধ্যাকরনন্দী মহাশয় নিজে লিখিয়া গিয়াছেন তাহা দেখিতে বলি• এই সকল পুস্তক যত্নে পাঠ

---

১১ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকা ৫০ পৃষ্ঠা দেখ

করিলে আচার্য্য মহাশয় সন্দেহ নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।

এইবার শ্রীনীরদবরণ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "মাহিষ্য সমাজ" ১১ ভাগ ১৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রবন্ধের যৎ সামান্য উত্তর দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। পূজনীয় নীরদবরণবাবু ঐ প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে রাজা জন্মেজয়ের সর্প সত্রে বাঙ্গালাদেশ হইতে গৌড় ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। সে বেশ কথা। তাঁহারা যে গৌড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহা পূজনীয় নীরদবরণ বাবু পাইলেন কোথায়? মহাভারতের যুগে বঙ্গদেশকে গৌড়দেশ নামে প্রচারিত করার প্রথা প্রচলিত হয় নাই। গৌড় বা দ্রাবিড় বিভাগ ইহার বহু শতাব্দী পরের কথা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণাবাস দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশ হইতেই সর্ব্ব প্রথমে সংসাধিত হইয়াছিল; সেই জন্য এ দেশের মাহিষ্যযাজী প্রাচীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে দক্ষিণ দেশবাসী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের অনুরূপ গোত্র প্রবর, আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি ইত্যাদি প্রচলিত ও বিদ্যমান আছে। বঙ্গদেশের আদিম দ্বিজগণকে "গৌড়" ব্রাহ্মণ নামে আখ্যায়িত করিবার রীতি কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায় না। এই বিভাগ স্কন্দ, পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কাল হইতে দৃষ্ট হয়, সে কথা আমি সবিস্তার পরে আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালা দেশ হইতে এই সকল নবাগত "দ্রাবিড়" ব্রাহ্মণদের সন্ততিগণ পশ্চিম সরযূ নদীর পুলিন দেশ পর্য্যন্ত গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ৺গদাধরের কুলজীর ১৫২ শ্লোকে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে।

মাহিষ্য বা মাহেশ্রীবাজী দ্বিজগণ পশ্চিম দেশাগত বীর-বাহিনীর সাথে আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় বাস এবং উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নিদর্শন ইতিহাস পৃষ্ঠায় দেখা যায় বটে, কিন্তু এই ঘটনা বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাবাস এব বঙ্গ কলিঙ্গ এব দ্রাবিড় দেশ হইতে উপনিবেশ স্থাপনের বহু পরের ঘটনা তাহা ইতিহাস এব হিন্দুর তন্ত্র পুরাণ পুস্তকাদি চাক্ষুষ জাজ্জ্বল্যপ্রমা- প্রদান করিতেছে। আমি এ কথা বহু বৎসর পূর্বে বম্বা প্রদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীবামন শিবরাম আপ্তে, মাননীয় জজ ৺রাণাডে এবং লোকমান্য ৺বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের নিকট অবগত হইয়া মল্লিখিত "মাহিষ্য প্রকাশ" নামক পুস্তকের ১৫১।১৫৩ পৃষ্ঠায় বিবৃত করিয়াছি, তাহা "গৌড় দ্রাবিড়" নাম বৈষম্য চরিত অধুনাতন বিবাদের বহু পূর্বের কথা।

দ্রাবিড় দেশ হইতে এ দেশে উপর্য্যুপরি ১০ শতাব্দী বা ততোধিককাল ধরিয়া অভিজাত আসিয়া বঙ্গের আদিম অধিবাসীর শিরায় নব দ্রাবিড় শোণিত দানে নব শক্তিতে এই জাতিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, এই পশ্চিমাগত বীরবাহিনী দলের বংশাবলীর স্তিমিতবল (weak) শিরায় দ্রাবিড়ের নব শোণিত প্রবাহিত হইলে এই দেশের অধিবাসীদের নব বলে বলিয়ান ও নব শক্তিতে শক্তিমান করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের সন্ততিগণ "বানর"রূপে (নর-উল্ বহর্ Captain of the sea) অর্থাৎ বিশাল Maritime powerএ পরিণতি লাভ করিয়া মেদিনীপুরে এবং উৎকল প্রদেশে গড়জাত রাজ্য এবং পঞ্চ স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করিতে

পারিয়াছিল ; তাহাদেরই সন্তানগণ মৈমনসিংহ শ্রীহট্টাদি প্রদেশে স্বাধীন মাহিষ্য রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইঁহাদেরই অন্যতম শাখা প্রবল পরাক্রান্ত পাল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা রাজা-দেব পাল দেবের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া ইতিহাস পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালার মাহিষ্যযাজী দ্বিজগণ বা প্রাচীন অধিবাসী মাহিষ্যগণ এতদ্দেশে যেখান হইতে আসিয়া বসবাস স্থাপন করুন না কেন, দ্রাবিড় শোণিত তাঁহাদের শিরায় প্রবেশ করিয়া তাহাদের অধিকতর শক্তি সম্পন্ন করিয়াছিল সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালার অনেক স্থানে দেখা যায় যে অতি প্রাচীনকালে এ দেশবাসী মাহিষ্যযাজী কোন কোন দ্বিজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ কাণৌজ, সুদূর কাশ্মীর, কাশী, কাঞ্চী বা শ্রীনগরাদি স্থান হইতে আসিয়া এ দেশে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন ; ইহা আশ্চর্য্য নহে ; কারণ দ্রাবিড় দেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া এ দেশে যেমন বাস স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি কেহ কেহ মুসলমান শাসন কালে কর্ম্মোপলক্ষে বা তৎপূর্ব্বে পাল রাজাদের শাসনকালে কাণৌজ, কাশী, গয়াদি স্থানে গিয়া বাস স্থাপন করিয়া তৎদেশীয় অধিবাসীদের যজনক্রিয়ায় নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। তাঁহাদেরই কোন কোন বংশধরেরা পুনশ্চ বঙ্গে বা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আসিয়া কর্ম্মোপলক্ষে বাস স্থাপন করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড় নিশ্চিন্দপুর, কুতুবপুর গড়মাল-ঝাঁটা আদি পরগণার বহু মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষ-গণের এইরূপ আসিয়া বাস স্থাপন করিতে দেখা যায়। এই

নোটের শেষভাগে এইরূপ কতিপয় ব্রাহ্মণগণের বংশ তালিকা যাহা বহু কষ্টে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, পাঠকগণের অবগতির জন্য পরিশিষ্টেসন্নিবিষ্ট করিয়াছি †। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রকাশিত আরও ২।১টি প্রাচীন বংশ তালিকা সহৃদয় পাঠকগণ "মাহিষ্য-সমাজ" পত্রিকার ৫ম ভাগের ৪—১১ পৃষ্ঠা যত্নে পাঠ করিবেন।

মাহিষ্যজাতি প্রাচীন আর্য্য যুগে কদাচ সমর বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিল না। তাহাদের মধ্যে প্রচলিত উপাধি বিচারে ইহার স্বার্থকতা সবিশেষ উপলব্ধি হইবে।* নৌ বিদ্যায় তাঁহারা বৌদ্ধ যুগের বহু শতসহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে "মেরিটাইম্" জাতি বলিয়া গণ্য, তাহা রঘুবংশ পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। ইঁহারা সমর বিদ্যায় কিরূপ নিপুণ এবং তাঁহাদের সেই প্রাচীন যুগে অন্তঃ শত্রু এবং বহিঃ শত্রুর কবল হইতে দেশ রক্ষণ কিরূপে সংসাধিত হইত, তাহা নিম্নলিখিত ১৩২৯ সালের "সাহিত্য সংবাদ" পত্রিকায় ৩২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উল্লিখিত প্রবন্ধ পাঠে সুধীবৃন্দ সম্যক অবগত হইতে পারিবেন।

"প্রাচীন হিন্দুগণ যে সমর-বিদ্যায় অপটু বা অপারদর্শী ছিলেন, তাহা কোনক্রমে বলিতে পারা যায় না। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্ব দ্রোণপর্ব্ব পাঠ করিলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশের প্রাচীন আর্য্যগণ কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যূহ রচনা

* মাহিষ্য সমাজ ২য় ভাগ ১১, ১৩০, ১৩৭ পৃঃ।

† "মাহিষ্য" তত্ত্ববারিধি—১০২, ৬, ৯, ২২৯পৃঃ,মাহিষ্যবিবৃতি ৩। সং ৯৪ পৃঃ, † পরিশিষ্ট "গ" দেখ।

করিয়া সৈন্যপরিচালনে পারদর্শী ছিলেন। আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সৈন্য-পরিচালনের উপরই যুদ্ধের ফলাফল অধিক নির্ভর করে। এই বিদ্যায় রামায়ণের ও মহাভারতের সমসাময়িক যোদ্ধ্গণও অজ্ঞ ছিলেন না। দুর্গ অবরোধের প্রধান উদাহরণ—ভগবান রামচন্দ্রের সৈন্য দ্বারা লঙ্কা-দুর্গ অবরোধ এবং জয়। ব্যূহ-রচনার পরিচয়—আচার্য্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, অভিমন্যু, শল্য, প্রভৃতি যোদ্ধ্গণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ প্রভৃতি দুই চারি প্রকারের ব্যূহ রচনা ভিন্ন আমরা অন্যরূপ ব্যূহ-রচনা প্রণালী দেখিতে পাই না। ইহা হইতে বেশ দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন আর্য্যগণের রণনীতি বর্তমান রণনীতি অপেক্ষা কোনক্রমেই হীন ছিল না। পুরাকালে অস্ত্র এবং শস্ত্র উভয়েরই ব্যবহার দেখা যায়। গদা, শূল, তোমর, পট্টিশ, খড়্গ পাশ, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রপূত বাণ প্রভৃতি কত প্রকার অস্ত্রের ব্যবহার ছিল তাহা আজকাল নাই। আজকাল আমরা কেবল অগ্নি-বাণ বা আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার দেখিতে পাই। করডাইট শেল, দমদম্ বুলেট, স্নাইডার মার্টিনী হেন্‌রী, মসার রাইফেল, হিরোজ পাউডারই বর্ত্তমান যুগের সভ্যজগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে। কিন্তু এই সকল অপেক্ষা কত শক্তিশালী অস্ত্র প্রাচীন হিন্দুগণ সমর-ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ামে রক্ষিত ধনুর্ব্বেদ দেখিলে এই কথার সারত্ব কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইবে। ঐ পুস্তক আজকালকার কেহ যে সহজে বুঝিয়া তাহার গুহ্য রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন, তাহা বোধ হয় না।

এই গেল—হিন্দুদিগের অস্ত্রশস্ত্র, রথ, হস্তী, অশ্ব লইয়া যুদ্ধের কথা। এখন দেশ-রক্ষণের বিষয়ে দুই চারি কথা আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিতে হইলে, ভারতবর্ষের মানচিত্র সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বকালে নৌ-যুদ্ধের এত উন্নতি সাধিত হয় নাই। তখনও তাম্রলিপ্তের অভ্যুদয় পূর্ণ-মাত্রায় হয় নাই। কাজেই প্রাচীন হিন্দুদিগের পক্ষে সমুদ্রের ধারগুলি একরূপ বহিঃশত্রু হইতে বেশ সুরক্ষিত ছিল। ভারতবর্ষের তিনদিকে সমুদ্র এবং উত্তরদিক অভ্রভেদী দুরারোহ হিমালয়-গিরিরাজি বিদ্যমান। ভগবান ভারতকে চতুর্দ্দিকে স্বভাবতঃই দৃঢ়রূপে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করিয়াছেন। উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর পশ্চিম কোণে যে দুই চারিটী গিরিসঙ্কট আছে, তদ্দ্বারাও তাঁহারা অপূর্ব্বরূপে বিনা-অর্থব্যয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে একটী দুর্গের মত বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ পরে বলিতেছি। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদের দেশটি কেমন রচনা করিয়াছেন, সহৃদয় পাঠক একবার দেখুন দেখি! ইহা সমগ্র পৃথিবীর অনুকরণ নহে কি? সমতল শ্যামল শস্যক্ষেত্র, গিরিরাজি-বেষ্টিত উপত্যকা অধিত্যকা, নদী-বিধৌত শস্যপূর্ণ উর্ব্বরক্ষেত্র, তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী গিরিরাজি, গ্রীষ্মাদপি গ্রীষ্মদেশ এবং শীতল-প্রদেশ এখানে আছে। যে দেশে চির বসন্ত বিরাজ করে, এমন প্রদেশও এই ভারতে আছে। জল-প্রপাত, সমুদ্রতট, মৎস্যপূর্ণ, নদীবক্ষ, কুম্ভীর-হাঙ্গর-পূর্ণ বিশাল তরঙ্গায়িত নদীও এই ভারতে আছে। বল দেখি, ভাই—কেমন

দেশটি আমাদের এই ভারত। এর তুল্য দেশ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? তাই কবি বলিয়া গিয়াছেন,—দিল্লীর ঈশ্বর যিনি, তিনিই জগতের ঈশ্বর; যেহেতু, ইহা পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। ভারত তাই "Self-contained Country" এই দেশের অধিবাসীকে ইহার বাহিরে গিয়া কিছু অনুসন্ধান করিতে হয় না। ইহা আর্য্যগণ সম্যক অবগত হইয়া এই দেশটিকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

এখন পাঠক দেখুন, আমাদিগের প্রাচীন আর্য্য-নৃপতিগণ কিরূপে এই ভারত-দুর্গের বহিঃশত্রু আক্রমণের দ্বারগুলি সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। বহিঃশত্রু এবং অন্তঃশত্রু দুই প্রকার শত্রুর হস্ত হইতে তাঁহারা কি উপায়ে স্বদেশ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে স্বতঃই উৎফুল্ল হইতে হয়। আমাদের বর্ত্তমান ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদের "অগ্রগামী নীতি" (Forward policy) প্রাচীন-আর্য্যগণের অজ্ঞানিত ছিল না। লর্ড বিকন্স্‌ফিল্ডের ঐ নীতির বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের শাসনকর্ত্তারা কত ফলহীন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া কোটী কোটী টাকা অযথা ব্যয় করিয়াছেন। সেই অদূরদর্শিতার জন্য ভারতীয় করদাতাদিগকে কিরূপ ঋণ-জালে জড়িত হইতে হইয়াছে, তাহা রাজনীতিজ্ঞ এবং ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই। উত্তর-পশ্চিম কোণে তিনটি গিরি-সঙ্কট আছে। কারাকোরাম, বোলান এবং খাইবার। বোলা-নের সন্নিকটে হিন্দুর প্রসিদ্ধ হিঙ্গুলা-দেবীর পীঠ, কারাকোরামের চারি মাইল দূরে প্রসিদ্ধ দেবীর মন্দির। এইখানে বৎসরে দুই বার করিয়া পশুমেলা হইয়া থাকে। তাহার পর খাইবার

গিরিসঙ্কট। এই পথ দিয়া, আলি-মসজিদের দুরারোহ দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের চূড়ার উপরিস্থিত বৃটীশ-কেশরীর দুর্গ অতিক্রম করিয়া কাবুল, জেলালাবাদ, পাঁজদে, পারস্ত, প্রভৃতি দেশে যাইবার পথ। পাশ লইয়া এই পথ দিয়া, বহুলোক সমবেত হইলে, কারাভানের সহিত যাইতে হয়। নচেৎ সীমান্ত-প্রদেশের দুর্দ্দম্য জাখাখেল, আফ্রিদী শিন্‌ওয়ারি দুরাণী প্রভৃতি জাতির মধ্য দিয়া নিরাপদে যাওয়া বড় সুবিধাজনক নহে। তাহারা একলা পথিক দেখিলেই মারিয়া কাটিয়া লুণ্ঠন করিয়া লয়। বহু বৎসর হইল, আমি যখন ৺পিতৃদেব সহ এই প্রদেশ ভ্রমন করিতে গিয়াছিলাম, আমাদের অগ্রবর্ত্তী কয়েকজন পারস্ত-সওদাগর আলি-মসজিদ দুর্গ অতিক্রম করিয়া কাবুলের দিকে কয়েক মাইল অগ্রসর হইলে, দস্যুগণ তাহাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিল। তাহারা আমাদের কারাভবনে আসিয়া আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করে। আমরা এই দেখিয়া আর আলিমস্‌জিদ অতিক্রম করিয়া কাবুলাভিমুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিলাম না। উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও পশ্চিমে সোলিমান পর্ব্বতরাজি স্বাভাবিক দুর্গ-প্রাচীরের মত নীলাকাশকে চুম্বন-বাসনায় উর্দ্ধদিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। করাচী হইতে চট্টগ্রাম, আকেয়াব, পেগু, টেনাসেরিম বেসিন পর্য্যন্ত সমুদ্রতট-বিধৌত দেশগুলি একরূপ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ। ইহা ছাড়া স্থলে হিন্দুগণ বহু জীবন্ত দুর্গ রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা ক্রমশঃ এই প্রবন্ধে লিখিত হইতেছে। উত্তরে হিমরাশি-জড়িত দুর্ভেদ্য

হিমালয়, উত্তর-পূর্ব্ব কোণে উত্তর-ব্রহ্মদেশের দুর্ভেদ্য বনাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল পর্ব্বতরাজি। ইহার উপর পুনশ্চ বন্য শান-দেশ এবং মানুষ-ভক্ষক নাগা খাশিয়া প্রভৃতি উলঙ্গ বন্যজাতির আবাসভূমি। আজকাল আমাদের গভর্ণমেন্ট রেঙ্গুনে সহজে গমনাগমন জন্য রেল-পথ নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই পর্ব্বতরাজি ভেদ করিয়া ভারতীয় রেলপথের সহিত উহার সংযোগ করিতে তাঁহারা বিশেষ মনো-যোগী হইয়াছেন তাহা হইলে রেঙ্গুন হইতে পনের দিবসের মধ্যে 'টিসটান হইয়া পারস্য মধ্য দিয়া বিলাতী যে রেলপথ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা দিয়া সহজে বিলাত পৌছান যাইবে। ভগবানের দুর্গ পরিখা ইত্যাদি স্বাভাবিক রক্ষণা ভিন্ন, দেখা যাক্, প্রাচীন আর্য্যগণ তাঁহাদের দেশকে কি উপায়ে এই সুদৃঢ রূপে রক্ষিত স্বাভাবিক অবরোধের উপর পুনশ্চ রক্ষিত করিয়া-ছিলেন। ইউরোপের "তামস যুগ (Dark ages) যে Feudal System এর এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণের জানা ছিল, তাহা আমি এইখানে পাঠকপাঠিকাগণকে দেখাইতে চেষ্টা করিব। ঐতিহাসিক পাঠক Feudal System এর কি অর্থ, তাহা বুঝেন। কাজেই তাহা লইয়া আর মিছা সময় নষ্ট করিব না। প্রাচীন আর্য্যগণ বিনা ব্যয়ে ভারতের সর্ব্ব-স্থানে তীর্থস্থান রচনা করিয়া, স্বাভাবিক রক্ষণের উপরে পুনশ্চ দৃঢ়তররূপে, স্বদেশকে পরিরক্ষিত করিয়াছিলেন। সিদ্ধিপথা-বলম্বী সংসারত্যাগী যোগীর জন্য এই মনুষ্যদেহ-রূপ ধর্ম্মক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তীর্থ রচিত আছে। সেইরূপ আর্য্যগণ ভারত-রক্ষার জন্য পর্ব্বতের উপর, সমুদ্রের সৈকত দেশে, নদীর উপর

সমতল ক্ষেত্রে, গিরিসঙ্কটে, তীর্থস্থান রচনা করিয়া, আপামর সাধারণ মনুষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ রচনা করিয়া, শাস্ত্রের অনুশাসনের দ্বারা moral dutyকে legal obligation করিয়া legal duty করিয়াছেন। যোগীর পক্ষে যেমন চন্দ্র-সূর্য্যের মধ্যে কাশীখণ্ড, সেইরূপ ভারতের মধ্যেও বারানসীর মধ্যে শিবধনু-কাশীতীর্থ বিদ্যমান। এই সকল তীর্থে বৎসরের কোন না-কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে উৎসব হইবার বিধান আছে। এই উৎসবের সময় দেশ দেশান্তর হইতে ধর্ম্মপ্রবণ নানাদেশীয় ফকির, উদাসীন, সন্ন্যাসী সমবেত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের দ্বারাই নিকটস্থ রাজা, মহারাজা বা সামন্ত রাজার নিকট বাহিঃশত্রুর আক্রমণ বা বিদ্রোহের সংবাদ নীত হইত। ইঁহারাই পুরাকালে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বা মারকোনীর কাজ করিতেন। তাহাছাড়া সেকালের যোগীদের এই সব বিদ্যা অজানা ছিল না।

অতঃপর তীর্থস্থানগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যাউক। চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ ও শম্ভুনাথ চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে, ব্রহ্মপুত্র নদতীরে পরশুরামতীর্থ কুণ্ডাকারে বিরাজমান। কেদারে পাবকেশ্বর, নেপালে পশুপতিনাথ, কামরূপে বৃষধ্বজ, সিন্ধুনদতীরে আদিনাথ, হিঙ্গুলায় রূপানাথ এবং কৃপানাথ, দ্বারকায় রৈবতক পর্ব্বতের সন্নিকট হররূপী দুর্জ্জয় শিবলিঙ্গ, হরিদ্বারে গঙ্গাধর, ভোটদেশে জল্লেশ্বর, নীলাচলে ভুবনেশ্বর, উৎকলে জগন্নাথ, সেতুবন্ধে রামেশ্বর, লঙ্কায় রাবণেশ্বর, শ্রীশৈলপর্ব্বতে লক্ষ্মীকান্ত, গোমতীতীরে ত্র্যম্বকেশ্বর, কাশ্মীরে কপিলেশ্বর, বদরীনাথে

কপিনাথেশ্বর, শিবলিঙ্গ বিরাজমান। এই সকল স্থান হিন্দুর মহা-তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। আন্তর্দৈশিক থবরাথবরের ও সুরক্ষণের জন্য বৃন্দাবনে কেশব, কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেশ, মথুরায় কংসনাথ, ব্রজে কাত্যায়নী এবং গোপেশ্বর, মিথিলায় ধনুর্দ্ধর, অযোধ্যায় কৃত্তিবাস, বিন্ধ্যপর্ব্বতে বিন্ধ্যবাসিনী এবং যোগীন্দ্র, চিত্রকুটে চন্দ্রচূড়, কল্কিভাবামে ত্রিপুরেশ্বর, ভোজপুরে ভোজনাথ, গয়ায় গদাধর, নর্ম্মদায় বাণলিঙ্গ, কলিকাতায় কালী এবং নকুলেশ, রাঢ়ে তারকেশ্বর, বীরভূমে সিদ্ধিনাথ, শ্রীহট্টে হাটকেশ্বর, নলহাটীতে নলাটেশ্বরী, সাঁওতাল পরগণায় বৈদ্যনাথ এবং বক্রেশ্বর, বম্বায়ে মুম্বাদেবী, সোলাপুরে রত্নেশ্বরী উড়িষ্যায় বিরজা, গয়ার দক্ষিণে কোলেশ্বরী পীঠ, সরকারগঞ্জে উমেশনাথ, গয়াজেলায় শৃঙ্গী আশ্রম প্রকাশনাথ, বরাবর গুহা, লঙ্কায় ভদ্রকালী, পাটনায় পাটনেশ্বরী বিরাজমান। এইগুলিও হিন্দুর মহাতীর্থ। শ্রীনাড়, লছমন-ঝোলা, সিদ্ধি-ঝোলা নৈমিষারণ্য প্রভৃতিও তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। এইরূপ পশ্চিম-উপকুলের৬ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, দ্বারকা হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বরাবর দেব-মন্দির, তীর্থস্থান পশুমেলার স্থান প্রভৃতি দ্বারা পরিশোভিত। উজ্জয়িনীতে মহাবল, সুরাটে অনাদিলিঙ্গ, বত্নগিরিতে পার্ব্বতীয় দুর্গের উপর সুবর্ণনির্ম্মিত দেবীর মূর্ত্তি, রাম-রাজার মুল্লুকে প্রতি পাঁচ সাত ক্রোশ অন্তর ভগবান রামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি, আর্য্যগনের দেশরক্ষণ প্রণালীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে; এখন এই দেশ পাঠক দেখুন, ভারত স্বাভাবিক দুর্গের দ্বারা ভগবানের

রক্ষিত, অধিকন্তু তীর্থস্থান দ্বারা পরিরক্ষিত। অতএব পারি-নগরের মত সুরক্ষিত ছিল। হিন্দুগণের গৃহ-বিচ্ছেদ, ঈর্ষা এবং পরশ্রীকাতরতার দরুণ ভারতের প্রাচীন আর্য্যগণের "রাজ-শ্রী" অস্তমিত হইয়াছে।" সেই জন্য বলি যে মিথ্যা গৃহ বিবাদে শক্তি ক্ষয় না করিয়া দলাদলি ও ব্যক্তিগত ঈর্ষা ছাড়িয়া, একজোটে আমাদের কর্ত্তব্য কিসে জাতীয় কল্যাণ সাধিত হয়, কিসে আমরা সচ্ছলে দু-মুঠা দু-বেলায় খাইতে পাই, কিসে আমাদের জাতীয় আবর্জ্জনা দূরীভূত হয়, কুসংস্কার জাতি হইতে তিরোহিত হয়, আমরা কিসে এই বর্ত্তমান যুগের তীব্র জীবন সংগ্রামে বাঁচিতে পারি তাহা আমাদের সর্ব্বাগ্রে দেখা কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় যে এই প্রশ্নগুলির সমাধান এক কথায় এই হয় যে লেখা-পড়া শিখিয়া লাঙ্গলের দিকে পুনরায় ফিরিয়া যাওয়া, কৃষির দিকে শিক্ষিত যুবক-বৃন্দের পুনরায় মনঃ সংযোগ করা, পক্ষিচাষ, গোচাষ, দুগ্ধ-ব্যবসা আদি শিক্ষা করিয়া দেশে ঐগুলি প্রবর্ত্তন করা। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণেরও কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এই দিকে আশু মনোযোগ দান করেন।

মাহিষ্য জাতির দূর দেশস্থ ভিন্ন ভিন্ন সমাজে যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধ করণীয় প্রথা এবং ঐরূপ যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া সকল মেলও থাক মিলিত হইয়া যাহাতে এক মহাজাতিতে পরিণত হয় এবং সকল বিচ্ছিন্ন সমাজ মধ্যে সৌহার্দ্দভাব স্থাপিত হয় ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়; ইহা আশু কার্য্যে পরিণত হওয়া কর্ত্তব্য; আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং পুনশ্চ বলিতেছি যে এইরূপ প্রথা মাহিষ্য—যাজী বিশাল বিপ্র সমাজেও আশু

প্রবর্তিত হওয়া কর্তব্য। মাহিষ্য এবং তৎ যাজী বিপ্রকুলের ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ হিতাকাঙ্ক্ষী নেতাগণ কি এ দিকে আশু মনোযোগ দিবেন ?

আজ কাল ১৩৩০ সালের "প্রবাসী", "বঙ্গবাণী", "প্রবর্ত্তক", আদি মাসিক পত্রে "গোয়ীচন্দ্র উর্থাসনী," "গৌড় ব্রাহ্মণ," "দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ," প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা, জিজ্ঞাসা, প্রশ্নোত্তর আদি দেখিয়া সে বিষয়ে দু-চারি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রবাসীর আলোচনায় ১৩৩০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীদীনবন্ধু আচার্য্য ও শ্রীগৌরহরি আচার্য্য মহাশয়গণ "ভ্রান্তি বিজয়" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে খুবই আড়ে হাতে, আক্রমণ করিয়াছেন। আচার্য্য মহাশয়গণ কোথায় পাইলেন যে পালরাজগণ মাহিষ্য ছিলেন না। মাহিষ্য জাতি তাহাদের লুপ্ত মাহিষ্য নাম গ্রহণের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল ঐতিহাসিক ঐ জাতীয় বিবরণী, বাদ-প্রতিবাদ, ও প্রবন্ধাদি এবং ঐতিহাসিক গবেষনা, "মাহিষ্য-সমাজ," "মাহিষ্য-প্রকাশ," "মাহিষ্য-বান্ধব," "মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি" "সেবিকা" আদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আচার্য্য মহাশয়গণ সমাহিত চিত্তে পাঠে করিয়া তবে হরিশবাবুকে আক্রমণ করিলে ভাল হইত। যাহা হৌক, আচার্য্য মহাশয়গণ প্রবাসীর সম্পাদকের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্রী, বেতালের বৈঠকে, আলোচনায়, জিজ্ঞাসায়, সকল স্থানেই তাঁহাদের সিদ্ধ হস্ততা এবং প্রাধান্য দেখিতে পাই। তাঁহাদের প্রবন্ধের শেষভাগের আসল অনেক কথাই স্বয়ং প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ই উদারতা দেখাইয়া

প্রতিবাদ করিয়াছেন। মাহিষ্য জাতি দীন নিপীড়িত এবং উপেক্ষিত জাতি!! তাহাদের উপর আভিজাত্য সম্প্রদায়দের ঈর্ষাদ্বেষের স্রোত আজও মিটে নাই। ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলিপুরের জজ-কোর্টের উকীল মধ্যস্থ বাবু রামপদ বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার— প্রবন্ধে যাহা ২৪পরগণা বার্ত্তাবহ ১৪ই এবং ২৮শে নবেম্বর ১৯২২ সালে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট কথাই বলিয়া গিয়েছেন। আমি স্বয়ং ৫৬ বৎসর গয়ায় আছি, কানিংহাম সাহেবের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত গয়া সমন্ধে সকল খপরই রাখি; নিজে গয়ার একখানা ঐতিহাসিক প্রবন্ধও লিখিয়াছি, তাহা ধারাবাহিক "নব্য ভারতে" "সাহিত্য-সম্বাদে", "জগজ্জোতি," "ভারতী" আদি বহু পত্রিকায় "গয়ার ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে; কয়েকটি এতাবৎ অপ্রকাশিত শিলালেখ খণ্ডও প্রকাশিত করিয়াছি, কিন্তু গয়ার সমুদয় স্থান ভ্রমন করিয়া কোন শিলালেখে পাই নাই যে পাল রাজগণের মন্ত্রীগণ শাকদ্বীপি ব্রহ্মণ ছিলেন। কোন কোন পালরাজাদের উপদেশক এবং সামান্য রাজকার্য্যে উপদেষ্টা ২।১ জন শাকদ্বীপি বিপ্রের নাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু পাল রাজাদের অধীনে সোমেশ্বর, গুরব, গর্গ, শূলপানি কেদার মিশ্র, দর্ভপানি, ভবদেব, গোবর্দ্ধন, জীমূতবাহন, প্রভৃতি "গৌড় নিবাসী দ্রাবিড়" বিপ্রগণ যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ কদাচ কোন পাল রাজার সভায় প্রাপ্ত হন নাই। বল্লাল এবং লক্ষ্মণসেনের সভায় শরণ, গোবর্দ্ধন এবং উমাপতির সমাদর কম ছিল না। তাঁহারা

সকলেই গৌড়বাসী মাহিয্য যাজী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। হাবড়া জেলার অন্তর্গত হরিশপুরের রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র উচ্চ ইংরাজী স্কুলের পণ্ডিত বাবু অযোধ্যা নাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ১৩৩০ সালের ফাল্গুন সংখ্যা "প্রবাসী" পত্রিকার বেতালের বৈঠকের ১৪৫ প্রশ্নোত্তরে বলেন যে গোয়ীচন্দ্র উর্দ্ধাসনী যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের লোক ছিলেন। আমার মনে হয় যে সেটা ঠিক নয়। গোয়ী চন্দ্র গদাধরের বহু পূর্ব্বকার লোক ছিলেন, কারন গদাধরভট্ট তাঁহার কুলজীতে আহাম্মদ সাহের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা কর্ত্তব্য যে আহাম্মদ সাহ কবেকার লোক ছিলেন; তাহা পরে আলোচনা করিয়াছি। গোয়ীচন্দ্র আহাম্মদ সাহের বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা কারিকা ও কুলজী পাঠে প্রতিপন্ন হইতেছে। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ গিরি ও হাবড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীনিরোদবরণ চক্রবর্ত্তী বলেন যে গোয়ীচন্দ্রের বংশের যে কুলজী পাওয়া যায়, তাহাতে বর্ষগণনা করিলে জানা যায় যে গোয়ীচন্দ্র ৩০০ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, কিন্তু আমি পরে দেখাইয়াছি যে কুলজী খানির বয়স বেশী না হউক ৫০০ বৎসরের কম নহে; বেশীও হইতে পারে, তাহা হইলে যখন গদাধর ও গোয়ীচন্দ্রের উল্লেখ করিতেছেন, তখন তিনি অবশ্যই গোবর্দ্ধন এবং গদাধরের বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আমার মনে হয় যে গোয়ীচন্দ্র অন্যূন ১০। ১১ শত বৎসর পূর্ব্বকার লোক ছিলেন। কারিকা খানির ৫২ শ্লোকেও পণ্ডিতাগ্রগণ্য গোয়ীচন্দ্রের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার মনে

হয় যে ৺গোবর্দ্ধনের এই কারিকা প্রণয়নের পূর্ব্বেকার কালে গোরীচন্দ্র ঠাকুর বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে আমাদের :দেশের অনেক ব্রাহ্মণ বংশে রক্ষিত কোর্ষীনামা দৃষ্টে জানা যায় যে পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতাব্দীতে পণ্ডিতাগ্রগণ্য গোরীচন্দ্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু সেটা ঠিক নহে বলিয়া আমার মনে হয়, কারণ, বঙ্গ এবং মিথিলা দেশে গোরীচন্দ্রের সুনির্ম্মল টীকার প্রচলন বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আছে। বঙ্গদেশেও এই টীকার চলন কম দিন হইতে নহে। আমরা সেই জন্য অবিশাস্বদীরূপে বলিতে পারি যে গোরীচন্দ্র গোবর্দ্ধনের পূর্ব্বকার লোক (১) কারন তিনি তাঁহার উল্লেখ স্বীয় কারিকায় করিয়াছেন। সে কালের লোক বেশী দিন জীবিত থাকিত তাহা প্রাচীন ইতিহাসকারদের লেখা পাঠ করিলে জানা যায়। বিশেষতঃ যে সব কুষীনামার কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, সেই গুলি যে ঠিক নহে তাহা বেশ বলা যায় কারণ, আমাদের দেশে, লেখার প্রথা সে কালে বড় থাকে নাই। সেই জন্যই এ দেশে ইতিহাসের এত অভাব দেখা যায়। অনেক প্রাচীন কুলজীতে দেখা যায়, যে প্রধান ২ লোকের নাম দিয়াই ঐ বংশতালিকা প্রস্তুত করা হয়।

হাবড়া হইতে প্রকাশিত ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা (আষাঢ়) "গৌড়প্রভা" নামক মাসিক পত্রিকায় বাবু হারশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার লিখিত "গোরীচন্দ্র উত্থাসনী"

১। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শীর্ষক প্রবন্ধে গোয়ীচন্দ্র চারিশত বৎসরের পরবর্ত্তী কালের লোক যে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা হরিশবাবু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমার প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় না। হরিশ বাবু প্রবাসী পত্রিকায় "গৌড়ব্রাহ্মণ" (এই প্রবন্ধ বিগত ১৩৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে) শীর্ষক প্রবন্ধে যে মাহিষ্যযাজী দ্বিজকুল "গৌড়" ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেও ঐতিহাসিকের চক্ষে সমিচীন বলিয়া মনে হয় না। এই নোটে আমি সকল কথারই আলোচনা করিয়াছি। "মাহিষ্য সমাজ' পত্রিকার সপ্তদশ ভাগে তাঁহার ভ্রান্ত মতের সবিশেষ প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং এই নোটের পরবর্ত্তী ভাগেও সে সকল কথার সম্যক আলোচনা করিয়াছি।

বিগত ১৩৩০ সালের মাঘ মাসের "প্রবাসী' পত্রিকায় আলোচনা স্তম্ভে বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার গবেষণাযুক্ত প্রবন্ধে ভ্রান্তিবিজয়, ভারতবর্ষ, আদি পুস্তক ও পত্রিকাদির উল্লেখ যাহা করিয়াছেন তাহা বাবু দীনবন্ধু আচার্য্য ও বাবু গৌরহরি আচার্য্য দ্বয় পাঠ করিয়া তবে ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে প্রতিবাদ প্রকাশ করিলে অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইত। আমি আশা করি যে ফাল্গুন মাসের তীব্র আক্রমণ পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র বাবু তাঁহার যুক্তি ও তর্কের দ্বারা প্রতিশোধ করিতে ত্রুটী করিবেন না। হরিশবাবুর সহিত একটা কথায় আমায় মিল হইতেছে না। তিনি মাহিষ্য যাজী দ্বিজগণকে গৌড়ের-আদি-বৈদিক বলিতেছেন, তাহা তিনি পাইলেন কোথায় তাহা বলিয়া দিতে পারেন কি?

আজ মাহিষ্যযাজী দ্বিজগণ নিজেদের মধ্যে আত্মপরিচয় নাম লইয়া যে গোলযোগ সমাজে উপস্থিত করিতেছেন, তাহা এককালে ঘটিবে, তাহা জানিয়া ও বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আমি মল্লিখিত "মাহিষ্য প্রকাশ" প্রথম ভাগের ২৫৫ পৃষ্ঠায় নোটে "দ্রাবিড়-গৌড় বৈদিক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এই কারিকা পুংখানুপুংখরূপে পাঠ করিলে বেশ জানা যাইবে যে মাহিষ্যযাজী দ্বিজগণ বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে "ব্যাস", "ব্যাসোক্ত পরাশর, দ্রাবিড়, গৌড়াদ্য-বৈদিক, আদি নামে সমাজে পরিচিত হইয়া থাকেন। গৌড়াদ্য বৈদিক নামটি আধুনিক বলিয়া মনে হয়, কারণ,ইহার উৎপত্তিও প্রচার আমাদের দেশে"ভ্রান্তিবিজয়ের" প্রচারের পর হইতেই খুব তীব্রভাব অবলম্বন করিয়াছে। মেদিনীপুরাদি দক্ষিণস্থ কোন কোন জেলায় দেখা যায় যে প্রাচীন ৮০।৯০ বা শত বর্ষের পুরাতন সনন্দাদিতেও এই আখ্যা দৃষ্ট হয়; তাহা বলিয়া ইহা প্রাচীন কালের প্রবর্ত্তিত আখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ব্যাস, পরাশর আদি মূলোর সমসাময়িক কথা। রাঢ়ী বিপ্রগণের মাহিষ্যযাজী পাল রাজগণের মন্ত্রী জাতীয় দ্বিজকুলের উপর ঈর্ষা আভিজাত্যের কারণ বহুকাল হইতেই আছে। সে সম্বন্ধে পরে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। হাবড়া নিবাসী স্বনামধন্য মদ্বন্ধু বাবু অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাবুর "ভ্রান্তিবিজয়ের" মতের প্রতিবাদ করিয়া মাহিষ্যযাজী ভূদেবপ্রদীপ পণ্ডিত শ্রীভবতারণ শর্ম্মা স্মৃতিরত্ন স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্রিকা প্রচার ও প্রকাশ করিয়াছেন। এখন দেখা কর্ত্তব্য যে অস্মদ্‌যাজী দ্বিজগণ কি নামে শাস্ত্রানু-

সারে সমাজে পরিচিত হইলে শাস্ত্র ব্যবহার ও ঐতিহাসিক মতে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়। "বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি" তাঁহাদের মুখপত্র "সাহিত্য সমাজ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় কোন যৌক্তিক বা আকুমারিকা ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত মণ্ডলীর সংগৃহীত মতের উপর নির্ভর করিয়া প্রামাণ্য মত প্রচার করেন নাই। ঐ পত্রিকার সম্পাদক যিনিই হউন না কেন, নিজ ব্যক্তিগত মত প্রকাশ ও প্রচার করিয়া আসিয়াছেন; এখন যখন এই মতের প্রতিবাদ সমগ্র সমাজ হইতে উপস্থিত হইতেছে তখন তাহা সাহিত্য আন্দোলনের সময় যেমন ভাষ-পত্র, ব্যবস্থা ও মতামত সংগৃহীত হইয়াছিল সেইরূপ এখনও এক নাম গ্রহণে বৈষম্য উপস্থিত হওয়ায় তাহা পুনঃ ঐরূপে মিমাংসিত হওয়া কর্ত্তব্য।

"গৌড়" এবং "দ্রাবিড়" বাদানুবাদ আজিকার নূতন ব্যাপার নহে। ১৩১৯ সাল হইতে "সাহিত্য সম্বাদ" পত্রিকায় যখন "সাহিত্য সমাজ" পত্রিকায় সম্পাদক সেবানন্দ বাবু এই সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মত ঐ পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকার ১১৪ পৃষ্ঠায় গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ "শীর্ষক প্রবন্ধে সেবানন্দ বাবু বলেন :—

"মহাভারত-পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায়, মহাভারতীয় কালের পূর্ব্ব হইতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দেশে সাগ্নিক বৈদিক বিপ্রগণ বাস করিতেন। পরবর্ত্তী-কালে ঐ সকল দেশ গৌড়-দেশ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। স্কন্দ-পুরাণের বর্ণনানুসারে দেখা যায়, তৎকালে ভারতবর্ষে যে সমুদায় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে

বিভক্ত হইয়াছিলেন ;—(১) পঞ্চগৌড়ীয়, (২) পঞ্চদ্রাবিড়ী।* বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর ভাগে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা (১) সারস্বত, (২) কান্যকুব্জ, (৩) গৌড়, (৪) মৈথিল ও (৫) উৎকল, এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। সকলেই বৈদিক ব্রাহ্মণ। কাজেই দেশের নাম অনুসারে তাঁহাদের শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছিল। কালক্রমে উৎকল, কণৌজ প্রভৃতি দেশ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে (বাঙ্গালা দেশে) আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে গৌড়ের পুর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ আপনাদের পার্থক্য সূচিত করিবার জন্য (দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য, রাঢ়ী প্রভৃতির ন্যায়) আপনাদিগকে 'গৌড়াদ্য—বৈদিক' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন।

'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্তের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে—"সপ্তশতী প্রভৃতি এখানকার আদি ব্রাহ্মণগণই প্রাচীনতম গৌড়-ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া অনুমিত হয়।" প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় জানিতে পারা গিয়াছে, মহাভারতীয় কালের সময় বাঙ্গলাদেশে যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও এদেশে বাস করিতেছেন। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' প্রণেতা অনুমান করেন, "সপ্তশতী প্রভৃতি" সেই প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগণের সন্তান। এক্ষণে দেখা যাউক, এই "সপ্তশতী প্রভৃতি" বলিতে কাহাদিগকে লক্ষ্য করা

---

* "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ ॥"

হইয়াছে ? 'সম্বন্ধনির্ণয়ে' রাঢ়ী কুলজ্ঞ নুলোপঞ্চাননের যে কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই :—

"পঞ্চানন নুলো কয়, কান্যকুব্জ পরিচয়, উভয় কুলে শতাধিক উনষাটি।

তাদের যাজে সুদ্বিজ, কদাচ নহে একজ, সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটী ॥

অবৈদিক নামে দ্বিজ সংকার্য্যে অসার, অন্ত্যজ-যাজী কৌণ্ডিণ্য, ব্যাস, পরাশর।

পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই, যদি থাকে দুই এক ঘর, সাতশতী আর পরাশর ॥"

অতএব তখন সপ্তশতী ব্যতীত অন্ত্যজ-যাজী কৌণ্ডিণ্য ব্রাহ্মণ এবং ব্যাস ও পরাশর ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া উক্ত কারিকায় বুঝিতে পারা যাইতেছে। ব্যাস ও পরাশর ব্রাহ্মণও গৌড়ের আদি বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বংশধর। পরবর্ত্তী কালে দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণ আসিয়া, গৌড়ের এই আদি-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন-সম্বন্ধে মিলিত হইয়া, এদেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে 'দ্রাবিড়ী' বলিয়া পরিচিত। 'ভ্রান্তিবিজয়' প্রণেতা লিখিয়াছেন—"গৌড়ের আদি-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গে পরাশর, মধ্যবঙ্গে গৌড়াদ্য-বৈদিক, পশ্চিম-বঙ্গে দ্রাবিড়ী ও দক্ষিণ-বঙ্গে ব্যাসোক্ত বলিয়া পরিচিত।"

পূর্ব্ববঙ্গে 'পরাশর-দাস' নামে মাহিষ্য জাতির একটি সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের পুরোধা ব্রাহ্মণগণ "পরাশর" ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। তাঁহাদের কথা নুলো-পঞ্চাননের কারিকায়

উল্লেখ আছে। পূর্ব্বাঞ্চলে "পরাশর" নাম-প্রাপ্তির সম্বন্ধে কথিত আছে যে, আদিশূরের পূর্ব্বে পরাশর-গোত্রীয় একজন সমাজপতি স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণকে লইয়া একটী দল গঠন করেন এবং স্বীয় গোত্রের নামানুসারে ঐ দলকে 'পরাশর' নামে অভিহিত করেন। তাঁহাদের যজমানগণও আপনাদের পুরোহিতের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ পরাশর ব্রাহ্মণের দাস এই অর্থে "পরাশর দাস" নাম ব্যবহার করেন। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, এবং রিজলী সাহেব প্রভৃতি পরাশর ব্রাহ্মণের কথা লিখিয়াছেন। ইহাঁরাই পূর্ব্ববঙ্গে মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত ও তৎপুরোধা ব্রাহ্মণ। 'কুলকালিমা' গ্রন্থে মাহিষ্যগণের আশ্রয়ে, অত্যাচারী বল্লালসেন কর্ত্তৃক প্রপীড়িত, পরাশর ব্রাহ্মণগণের পৃথক সমাজ-গঠনের ইতিবৃত্ত দৃষ্ট হয়। এই পরাশর ব্রাহ্মণগণ গৌড়ের আদি-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বংশধর ও আদিশূর-আনীত কনৌজ ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণ। পূর্ব্ব-বঙ্গের পরাশর ব্রাহ্মণের সহিত কনৌজাগত ব্রাহ্মণগণের যৌন-সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। ব্যাস-ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমানে "ব্যাসোক্ত" আখ্যা পাইয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীগণ ব্যাসোক্ত শব্দকে 'ব্যাসক্ত' করিয়া অসঙ্গত ব্যাখ্যা করেন এবং এই পবিত্র ব্রাহ্মণ-সমাজকে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যাসোক্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবেন না। ব্যাস ইত্যেন উক্তঃ—ব্যাসোক্ত=ব্যাস+উক্ত অর্থাৎ 'ব্যাস' এই আখ্যায় যাঁহারা বিজ্ঞ ব্রাহ্মণো ভারতে পূজিত ও প্রকৃত ব্রাহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই "ব্যাস ব্রাহ্মণ।" 'সিদ্ধান্ত-সমুদ্র' গ্রন্থে দেখিতে পাই,—

"কলস্বরসমাযুক্তং রসাভাবসমন্বিতং।
বুধ্যমানঃ সদর্থং বৈ গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশোনৃপ ॥
ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থাঞ্চার্পয়েন্নৃপ।
য এবং বাচয়েদ্ব্রহ্মণ স বিপ্র ব্যাস উচ্যতে ॥"

মহাভারতীয় কালে নর্ম্মদাতীর ও সরযূতীর হইতে মাহিষ্য-বীরগণ বিজয়-যাত্রায় বহির্গত হইয়া মধ্যভারত ভেদপূর্ব্বক মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি স্বাধীন-রাজ্য স্থাপন করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র বোঢ়ু মহর্ষির বংশধরগণ তাঁহদের সহিত বাঙ্গালা দেশে আসেন। ময়নাগড়-বিজয়ী গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজাধিরাজের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দ্রাবিড় হইতে সাগ্নিক বেদ-পারগ ব্রাহ্মণগণকে আনায়ন করা হয়। কাশীযোড়া পরগণার জামুখণ্ডাদাখি প্রতিষ্ঠাকালেও দ্রাবিড় হইতে ব্রাহ্মণগণ আসেন। এ সকল বেদবিৎ সাগ্নিক বিপ্রগণ স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন না করিয়া মাহিষ্য রাজাধিরাজ-গণের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। কালে গৌড়ীয় আদি-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌনসম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন। গদাধর ভট্ট এই দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণসমাজের বৃহৎ কুলজী গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ৺গোরীচন্দ্র এই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ ছিলেন। এইরূপে গৌড়ীয় আদি-বৈদিক ব্রাহ্মণেগণের একটি সম্প্রদায় "দ্রাবিড়" আখ্যায় আখ্যাত।

বঙ্গীয় মাহিষ্য-জাতি এক সময়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়া দীর্ঘকাল শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই জাতীয় প্রচীন রাজবংশগুলিই তাহার প্রমাণ। তাঁহাদের

আশ্রয়ে বহু দেবতা ও ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণগণ যে এক সময়ে বেদমন্ত্রে বঙ্গদেশ সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। যে ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্যতেজে আকৃষ্ট হইযা তাঁহাদিগকে মহারাজ যন্মেজয় সর্পযজ্ঞে আহ্বান করিয়াছিলেন, যাঁহাদের স্বজাতিগণ এখনও 'গৌড়তগা' নামে অভিহিত হইয়া পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ কালমহাত্ম্যে মুহ্যমান ও নিষ্প্রভ। এখনও দিল্লী অঞ্চলে গৌড় ব্রাহ্মণের সংখ্যা বিস্তর আছে। ইহাদের সামা-জিক নিত্যনৈমিত্তিক আচার-ব্যবহারের সহিত বঙ্গদেশীয় গৌড়াদ্য বৈদিকগণের আচাব ব্যবহারের সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

কেহ কেহ মাহিষ্য যাজী বিপ্রকুলকে একজাতির ব্রাহ্মণ দেখিয়া ইহাঁদিগকে বর্ণ ব্রাহ্মণের তুল্য মনে করেন; কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে বর্ণ-ব্রাহ্মণ মাত্রেই রাঢ়ীশ্রেণী হইতে পতিত ব্রাহ্মণ; মাহিষ্য-যাজীদের সহিত তাঁহদের কোনও মিলন বা সংশ্রব নাই। সারস্বত ব্রাহ্মণ যেমন ক্ষত্রিয় যাজন করেন, সেইরূপ গৌড়ীয় "আদি বৈদিকগণ মাহিষ্য যাজন করেন। যেমন কতক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতির যাজন করিয়া পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, মাহিষ্য-জাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ সেইরূপ বর্ণ-ব্রাহ্মণ নহেন। মাহিষ্য জাতি জন্মতঃ কর্ম্মতঃ উৎকৃষ্ট বলিয়া তাঁহাদের জলাচার সমাজে বর্ত্তমান আছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের প্রতিথনামা পণ্ডিতগণের ভাষাপত্রে স্বীকৃত হইয়াছে যে, মাহিষ্য

জাতির পৃথক্ পুরোহিত থাকা হীনত্বের লক্ষণ নহে, বরং উহা গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে।

সেন-রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মাহিষ্য-জাতিই বাঙ্গালায় আধিপত্যকারী জাতি ছিল। সেন-রাজগণ বাহুবলে তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি উভয়ের মধ্যে জেতা ও জীত ভাব বহুদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল এবং অদ্যাবধি তাহার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণসন্তানগণের বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে দেশ উদ্ভাসিত হইলে রাজশক্তি তাঁহাদের পশ্চাতে থাকায় এবং বহুসংখ্যক সপ্তশতী ব্রাহ্মণ তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত হওয়ায়, পরাশর প্রভৃতি গৌড়ীয় আদি বৈদিকগণ মুহ্যমান হইয়া পড়েন। বাঙ্গালার অন্যান্য জাতি প্রাচীন যাজক পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন যাজককে ধীরে ধীরে পুরোহিত পদে বসাইলেও মাহিষ্য-জাতি পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি ও নিজ-পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিবশতঃ প্রাচীন যাজক পরিত্যাগ করেন নাই। যাঁহাদের পুরোহিত ভাল ছিল, তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই। যাঁহাদের ভাল ছিল না, তাঁহারাই নূতন পুরোহিত লইলেন। মাহিষ্য-জাতির পুরোহিত ভাল ছিল, কাজেই পরিত্যক্ত হয় নাই—সেই গৌড়ের আদি-বৈদিক ব্রাহ্মণসন্তানগণ আজিও মাহিষ্য-জাতির পুরোহিত। 'গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ' বলিতে এখন তাঁহাদিগকেই বুঝিয়া থাকে।"

ঐ বৎসরের "সাহিত্য সম্বাদ" পত্রিকায় ২৮০পৃষ্ঠায় যে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় তাহাতে আমি বলি যে "গৌড়ের আদি বৈদিক-সম্প্রদায়ের মৌলিকত্ব লইয়া আজকাল সংবাদপত্রে, 'সরকার

বাহাদুরের সেন্সাস্ আপিসে, মাসিক পত্রিকাদিতে খুবই আন্দোলন চলিতেছে। বিগত আশ্বিন মাসের "সাহিত্য-সংবাদ" পত্রিকায় সেবানন্দ ভারতী মহাশয় এই নির্ম্মল ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনা না করায় আমাকে পুনশ্চ দুই চারি কথা সাধারণের অবগতির জন্য বলিতে বাধ্য হইতে হইল। ভারতী মহাশয় ৺গদাধরের কুলজীয় উল্লেখ করিয়া গৌড়াদ্য দ্বিজগণের বিশুদ্ধতার পরিচয় দিয়াছেন। মহাত্মা হাণ্টার ও রিজলী বাহাদুরগণ এই ৺গদাধরের কুলজীর উল্লেখ নিজ নিজ গ্রন্থে করিয়া গিয়াছেন কিন্তু কেহই তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। এই কুলজী "মাহিষ্য-প্রকাশ"-প্রণেতা সর্ব্ব প্রথমে বহুকষ্টে এদেশে প্রকাশ করেন। মাদ্রাজের বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত শ্রীশ্রীপার্থ সারথী আয়েন্গার মহাশয়ের ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের বৈদিক ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সভ্য পণ্ডিতগণের সাহায্যে এবং হুগলীজেলান্তর্গত সোমশপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাটির অঙ্গন খনন করিতে করিতে যে হস্তলিপি পাওয়া যায়, তাহা মিলাইয়া কুলজীখানি "মাহিষ্য-প্রকাশে" প্রকাশিত হওয়ায়, সভ্য জগতে প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মাহিষ্যাজীব্যাস-ব্রাহ্মণের প্রথম ও প্রাচীন উল্লেখ মল্লিখিত এই ৺গদাধরের কুলজীতে দেখিতে পাওয়া যায়। গদাধরের কুলজীতে কোনও কোনও স্থলে অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হইলেও তাহা প্রাচীনতম কুলজী। উহা মুলো পঞ্চাননের কারিকা অপেক্ষা বহু প্রাচীন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মুর্শিদাবাদের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইলেও, কান কোনও মূলগ্রন্থে (যাহা আমি দেখিয়াছি, তাহাতে) "চৈত্রহাটীর" নাম দেখা যায়। বোধ

হয়, মুর্শিদাবাদের প্রাচীন নাম—চৈত্রহাটি হইবে ; কোন কোন পুঁথিতে "মুক্সুদাবাদ" পাঠ দৃষ্ট হয়। মুর্শিদাবাদ নাম-সংযোগটি, আমার বোধ হয়, ৺মাধবাচার্য্যের কীর্ত্তি। ৺মাধবা-চার্য্যের অতি বৃদ্ধ-প্রপৌত্রের বৃদ্ধদৌহিত্রের নিকট আমি যে ৺গদাধরের কুলজী পাইয়াছি ; তাহার সহিত ৺পার্থসারথী আয়েন-গারের প্রদত্ত কুলজীর স্থানে স্থানে পাঠ-ভেদ আছে। আট দশ খানা মূল গ্রন্থের পাঠ সম্যক্ আলোচনা করিয়া তবে আমি ৺গদাধরের কুলজী উদ্ধার করিয়াছি তাহা মল্লিখিত "মাহিষ্য-প্রকাশে" মুদ্রিত হইয়াছে। গদাধর মাহিষাযাজী দ্রাবিড় দ্বিজগণের উপনিবেশ স্থাপন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সাময়িক ইতিহাস তাঁহার কুলজীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। আমার বিবেচনায় ভারতী মহাশয় একটু ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে, গৌড়াদ্য-বৈদিক-শ্রেণীর এক শাখা দ্রাবিড়-শ্রেণীর দ্বিজগণ। আমার সামান্য বিবেচনায় ইহার বিপরীতটী ঐতিহাসিক সত্য। দক্ষিণ ভারতবর্ষে দ্রাবিড়-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের আগমন সিদ্ধ (Scythean) রাজগণের বহু পূর্ব্বে ; এমন কি, সহ্যাদ্রি-খণ্ডে ইহাঁদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে কলির বহু পূর্ব্বে যে ইহাঁরা দক্ষিণ ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা আদিশূর ও বল্লালসেনের বহু শতাব্দী পূর্ব্বের ঘটনা, তাহা বোধ হয় কোনও ঐতিহাসিক পাঠক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। নুলোর কারিকা, ধ্রুবানন্দের কারিকা; ঘটকের কারিকা, মেলমালা প্রভৃতি ঐ জাতীয় পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম যে, গৌড়দেশে পূর্ব্বকালে অর্থাৎ মহারাজ আদিশূরের বহুকাল পূর্ব্ব

হইতে এদেশে দ্বিজসম্প্রদায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা বৈদিক এবং সাগ্নিক হইলেও বৌদ্ধ-প্রাদুর্ভাবে গুপ্ত, বর্ম্মা, শূর এবং সেন নৃপতিগণের রাজত্বকালে হীনপ্রভ ও আচারভ্রষ্ট হন। তজ্জন্য আদিশূর কাশীর রাজা মহারাজ বীরসিংহের নিকট হইতে পাঁচ-জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া নিজ ঈপ্সিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইতে বাধ্য হন। এই গৌড়ীয় বৈদিক দ্বিজগণের মধ্যে বহু বংশ সাতশতী প্রভৃতি কুলীনদের মধ্যে লীন হইয়া যান। যাঁহারা খাঁটি রহিলেন, তাঁহারা কালের স্রোতে দ্রাবিড়াগত দ্বিজ-সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া" দ্রাবিড় বৈদিক" হইয়াছেন। উত্তরাপথ-প্রয়াণকারী মাহিষ্য-যোদ্ধ্‌গণের অনুগামী যে দ্বিজগণ সুহ্ম গৌড় প্রভৃতি উত্তর-বঙ্গের দেশ সমূহ অতিক্রম করিয়া শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতিতে স্বাধীন মাহিষ্যরাজ্য স্থাপনকারী ভূপালগণের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন, তাঁহারাই 'পরাশর দ্বিজ।" বল্লালের এবং তৎপুত্র লক্ষণ-সেনের রাজত্বে কপা এবং সুবর্ণরেখা নদীর পর পার হইতে বহু-সংখ্যক মাহিষ্য এবং তৎযাজী দ্রাবিড় দ্বিজ আসিয়া রাঢ়দেশে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বসতি-স্থাপনকরেন। আমার মনে হয় যে গদাধরভট্ট এই সকল প্রচীন ঐতিহাসিক কথা তাঁহার বৃহৎ কুলজীতে ৺গোবর্দ্ধনের কারিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিগত ১৩৩০ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় "ব্রাহ্মণ সমস্যায় অভিমত" শীর্ষক প্রবন্ধে হাবড়া জেলার সমবেত মাহিষ্য যাজী দ্বিজগণ "গৌড়-দ্রাবিড়' এই আখ্যায় পরিচিত হইতে অভিমত প্রকাশিত করিয়াছেন। আশ্বিন সংখ্যা "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় দেখিলাম, মাহিষ্য-যাজী

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতিপয় স্বাক্ষরকারী দ্বিজ নিজেদের স্বাক্ষ প্রত্যাহার করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে হরিশবাবুর ম লোক মূলভাষও ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া মনের দুর্ব্বলত দেখাইয়া তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। যাহা হোক, আমা মনে হয় যে সমগ্র বঙ্গের মাহিষ্য যাজী ব্রাহ্মণগণ এ বিষয় একটা মিমাংসা আশু করিলে সর্ব্বাঙ্গীন সমাজ-হিতকর হয় এ বিষয়ে আমার ২। ৪ কথা বক্তব্য আছে তাহা ক্রমশঃ প বিবৃত করিতেছি*।

বিগত ১৩২৯ সালের পৌষ মাসের "মাহিশ্য সমাজ" পত্রিকায় "মাহিষ্য কোন বর্ণ" শীর্ষক প্রবন্ধে বাবু রমেশচন্দ্র তালুকদার মাহিষ্য জাতিকে ক্ষত্রিয় বর্ণ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্ট করিয়াছেন এবং সেই প্রাচীন আর্য্য-কালের শাস্ত্রীয় বচন ও ব্যবহারিক রীতিনিতি ও পদ্ধতি দেখাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্যও আছে। মাহিষ্য সমাজ নামক জাতীয় পত্রিকায় এ সম্বন্ধে বরাবরই একটা আন্দোলন অশৌচ বা উপনয়ন সম্বন্ধে চলিয়া আসিতেছে; ১৩২৩ সালের পৌষ সংখ্যা মাহিষ্য সমাজে উপনয়ন ও অশৌচ সমস্যা শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।¶ তাহার পূর্ব্বে ঐ বৎসরের শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য ৺কাশীধাম পাঁড়ের হাউলী হইতে এই অশৌচ বৈষম্যে, যে মতামত দেন, তাহাও interested পাঠকগণ পড়িয়াছেন,

---

* এই প্রবন্ধটি ৭, ১৪, ২১ এপ্রিল ১২ এবং ২৬মে ১৯২৩ সালের "সময়" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

¶ এ সম্বন্ধে যাবতীয় আলোচনা পর খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

এখন আমি ঐ পত্রিকায় ১৩২৫ সালের ২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বাবু শ্রীমন্ত লাল দাসের পত্রের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টী আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

হাবাসপুর (ফরিদপুর) নিবাসী মদ্বন্ধু বাবু সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ১৩২৫ সালের "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকার ১৬৩ পৃষ্ঠায় এবং "নব্যভারত" ১৩২৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় তথা ১৩২৯ সালের ঐ পত্রিকায় "মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়ত্বে দাবী" এবং পুরোহিত সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন; কিন্তু আমার মনে হয় যে, পুরোহিত সম্বন্ধে বিচার সম্প্রতি "দ্রাবিড়" এবং "গৌড়াদ্য বৈদিক" এই দুইটী নাম লইয়া বঙ্গীয় মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; ইহার আশু মীমাংসা ও নিবারণ না হইলে সমাজ মধ্যে এক বিপর্যয় কাণ্ড উপস্থিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। গৌড়াদ্য-বৈদিক নামের গোঁড়া পৃষ্ঠপোষক বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ভ্রান্তি বিজয়"; তাহার পূর্ব্বে এই নামের বড় প্রচলন পশ্চিম বঙ্গে বঙ্গীয় মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণসমাজ মধ্যে ছিল না। যদি থাকিত, তাহা হইলে এই দ্বিজগণ ব্রাহ্মণ সমাজ মধ্যে এত হীনভাবে অবলোকিত হইতেন কেন, এবং কেনই বা তাঁহার বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যাসক্ত, পরাশর, হালুয়া দ্বিজ, দাক্ষিণাত্যবৈদিক ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন? যদি তাঁহারাই বঙ্গের প্রাচীন "গৌড়ব্রাহ্মণ", তবে তাঁহারা এই আখ্যায় আত্মপরিচয় মন্থর সময় হইতে এতাবৎ কাল চালাইয়া আসেন নাই কেন?*

* "মাহিষ্য সমাজ ১৮ ভাগ ৭৬,১২৫ পৃষ্ঠা দেখ।
" " ১৭ ভাগ ৪৪৬-৮, ৫০৬-৮, পৃষ্ঠা দেখ।

এই সম্বন্ধে বঙ্গের সংবাদপত্রে আন্দোলন উপস্থিত করিয়া একটা আশু মীমাংসা হয়, এই আমার একান্ত বাসনা। মাহিষ্য জাতির মুখ পত্র "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় এই সকল জাতীয় বিষয়ে বাদানুবাদ প্রকাশ করা এবং তদ্দ্বারা দেশের ও বিদেশের যাবতীয় বিদ্বৎমণ্ডলীর মতামত সংগ্রহ করিয়া একটি সমগ্র-বঙ্গীয় মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ সভা করিয়া এই বিষয়ে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়; কিন্তু "মাহিষ্য-সমাজ" পত্রিকায় এ বিষয়ে কোনরূপই স্বাপক্ষ বা বিপক্ষ মতানুবর্ত্তী কোন প্রবন্ধই প্রকাশিত হইবে না, তাহা হরিশ বাবু বিগত ১৭ই মার্চ শনিবারের "বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির" কর্ম্মী সভার অধিবেশনে মন্তব্য পাশ করাইয়াছেন, কাজেই, যে কোন ব্যক্তির এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রমত থাকিবে, তাঁহারা অপর মাসিক, সাপ্তহিক, বা দৈনিক সংবাদ পত্রের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমি এ প্রবন্ধ মহাশয়ের সংবাদ পত্রে পাঠাইলাম, আশা করি, শীঘ্রই ইহা প্রকাশিত করিয়া চিরানুগ্রহ প্রকাশে ক্রটি করিবেন না। ¶

এখন দেখা যাক, "দ্রাবিড়" নাম গ্রহণে কি কি সাপেক্ষ ও বিপক্ষ প্রমাণ আছে? মহাভারত, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, আদিপুরাণ, এবং কয়েকটী তন্ত্র ও হরি-মিশ্রর প্রাচীন কারিকা হইতে আমরা আর্য্যগণের দ্রাবিড় দেশে বাস, তথা হইতে উত্তর দিকে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপনাদি বিষয়ে

¶ পূর্ব্ব লিখিত নব্যভারতের দুইটি প্রবন্ধ পরে যথাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বহু ঐতিহাসিক কথা জানিতে পারি। ৺গোবৰ্দ্ধনের কারিকা (যাহার বিষয়ে মাননীয় স্যার হার্বার্ট রিজলী, স্যার উইলিয়াম হাণ্টার প্রমুখ পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায়গণ তাঁহাদের পুস্তকে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন)এবং গদাধরের কুলজী (যাহা "মাহিষ্য-প্রকাশে" প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা বহু সংবাদপত্রে ও পুস্তকে বিশেষতঃ মদ্বন্ধু বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত "ভ্রান্তি-বিজয়" নামক পুস্তকে প্রমাণ বলিয়া আংশিক প্রকাশিত হইয়াছে), পূর্ব্ব- লিখিত পুরাণ তন্ত্রাদি পুস্তকে লিখিত বিবরণ ও ঘটনার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। হরিভট্টের প্রাচীন কারিকা আমি মেদিনীপুর ও আসামে দেখিয়াছি। মদ্বন্ধু বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের পাল রাজগণ" নামক এসিয়াটিক সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকেও ঐ কারিকার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ কারিকার দেবপাল দেবের সময় হইতে পরবর্ত্তী পাল রাজাদের সময়ের সম-সাময়িক ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব অনেক অবগত হওয়া যায়। গোবৰ্দ্ধনের কারিকাতে সেই সময়ের মাহিষ্য ও তৎযাজী দ্বিজ সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিস্তারিত বিবৃত হইয়াছে। গদাধরের কুলজী, আমার মনে হয়, ৺গোবৰ্দ্ধনের কারিকার বহু পরে প্রণীত ও লিখিত হয়। 'গৌড়" এবং 'দ্রাবিড়' সম্বন্ধে যাঁহার যাহা অভিমত, শাস্ত্রীয় যুক্তি সহ আমার নিকট পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

এখন মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী সম্বন্ধে ২।১ কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব; পরে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। মহাভারত পাঠে আমরা অবগত হই যে শল্য যুযুৎসু, বিদুর, নন্দ মহারাজ, আদি মাহিষ্য ছিলেন এবং তাঁহারা

ক্ষত্র-ধর্ম্মচারী ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আজও ময়না, তুর্থী, ও পুরী-রাজগণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাচারী। বঙ্গের মাহিষ্য আন্দোলনের গোড়া সাগরচন্দ্র দাস, মনোহর দাস, গগনচন্দ্র বিশ্বাস, এই লেখক, ৺শিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৺আনন্দগোপাল চক্রবর্ত্তী, ৺নরহরি জানা, ৺কৈলাশচন্দ্র দাস, ৺দিগম্বর চক্রবর্ত্তী, ৺দীননাথ সার্ব্বভৌম, ৺শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী এবং ৺কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি। এই লেখক ছাড়া অনেকেই যবনিকার পরপারে গিয়াছেন; এখন যে কেহ সমাজের নেতা হউন —পথ প্রদর্শকই হউন, বা "নাম্‌কা ওয়াস্তে গলাবাজী" করুন !!! যখন ১২৯৫ সালে প্রথম মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণদের লইয়া সভা পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতায় অন্তর্গত তালতলা, পরে ১২৯৬ সালে "ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলগৃহে" এবং তাহারও পূর্ব্বে ১২৮০ সালে ৺শশিভূষণ বিশ্বাস জমীদার মহাশয়ের বাটীতে হয়, তখন বিভিন্ন দেশের উপরোক্ত ব্যক্তিগণ এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ, এবং পশ্চিম সমাজের মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ ও কতিপয় স্বজাতিবৎসল মাহিষ্য ভিন্ন অপর কেহই উপস্থিত থাকেন নাই। আজকাল যে সকল স্বজাতিবৎসল দ্বিজ ও মাহিষ্যকর্ম্মী দেখা দিতেছেন, সে সময় তত এবং তাঁহারা ছিলেন না বটে, কিন্তু এই ১২৮০ সাল হইতেই পশ্চিম বঙ্গে প্রথম "মাহিষ্য আন্দোলনের" প্রারম্ভ। ঢাকাদি পূর্ব্ববঙ্গের জেলা সমূহে ১২৮৬ বা ১২৮৭ সালের সেন্সস হইতেই জয়মণ্ডপ, নগ্নার আদি স্থানের জমিদার ও স্থানীয় মাহিষ্যদের চেষ্টায় বঙ্গের বিশাল মাহিষ্য আন্দোলন প্রারব্ধ হইয়াছিল।

বিগত ৪০।৪৫ বৎসরের তীব্র আন্দোলনের পর, বহু সভায়

যুক্তিতর্ক ও শাস্ত্রীয় বিচারের পর, বহু দেশ দেশান্তরের মহামহো-পাধ্যায় ও বিদ্বৎ সভায় মতামত সংগ্রহের পর, বঙ্গের কৃষিকার্য্য কৈবর্ত্তসমাজ "মাহিষ্য" পদবী অধিকার ও সমাজে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এইদাবী সহৃদয় ইংরাজ-রাজের শান্তিময়ী শাসন বলিয়া তাহা রাজদরবারেও সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিষয়ে তীব্র আন্দোলন বিচার ও মীমাংসা সত্বেও তাহা সকল স্থানের চাষী বা কৃষি-কৈবর্ত্ত সমাজ অবিসম্বাদীরূপে "মাহিষ্য" নাম গ্রহণ করে নাই বা মাহিষ্যের আচার ব্যবহার আলিঙ্গন করে নাই। যদিও সমাজ শনৈঃ২ এই নব পদ্ধতির দিকে ধাবিত হইতেছে, তথাপি যথাতথা বৈষম্য দেখা যায়, সেই জন্য আমার মনে হয় যে, যতদিন পর্য্যন্ত মাহিষ্য-সমাজ যুক্তিতর্ক, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রমাণে ও দেশীয় ব্যবহারে ক্ষত্রিয়ত্বে দাবী ও সত্ব দেখাইতে না পারে, ততদিন এই বিশাল সমাজের আর অন্যবিধ মত প্রচার করিয়া সমাজে বিপর্য্যয় উপস্থিত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। মাহিষ্য আখ্যা গ্রহণকালীন যেমন যুক্তিতর্ক গবেষণা, ভাব ইত্যাদি সংগ্রহের দ্বারা এবং সংবাদপত্রাদিতে বাদানুবাদের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছিল, এই বিষয়ও সেইরূপ হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়। ব্যক্তিগত মতের বশবর্ত্তী হইয়া একটী জীবন্ত অগ্রসর সমাজকে পঙ্কিলকর্দ্দমে নিমজ্জিত করা বা তন্মধ্যে বিপর্য্যয় উপস্থিত করা সুধীজন ও নেতার কাজ কদাচ নহে বলিয়া আমার মনে হয়।

এই খানে ৩৯ ভাগ ১২ সংখ্যা নব্য ভারতে প্রকাশিত পূর্ব্ব লিখিত কৃষিকৈবর্ত্ত-মাহিষ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীসুদর্শন বাবু ঐ প্রবন্ধে বলিয়াছেন :—

"বঙ্গের কৃষিকৈবর্ত্তজাতির প্রকৃত তত্ত্ব এখনও সাধারণের অবগতিতে আইসে নাই। তজ্জন্য এই জাতির প্রতি হিন্দু সমাজের ব্যবহার সকল স্থানে সমান নহে। ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলার ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ এই জাতির প্রতি যথা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। এই অবজ্ঞার কারণ অলীক জনশ্রুতি—জাত কুসংস্কার। অধিকন্তু কতকগুলি আধুনিক গ্রন্থকারের ভ্রম-প্রমাদ ও নিন্দাতেও কাহারও কাহারও এই কুসংস্কার ও সামাজিক ব্যাধি বদ্ধমূল হইতেছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে "বিশ্বকোষ" অভিধান সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। বিশ্বকোষকে অনেকেই ঐতিহাসিক অভিধান মনে করেন। তজ্জন্য তল্লিখিত মতামতে সাধারণের মতামত গঠিত হইয়া থাকে। এজন্য আমরা "বিশ্বকোষ" লিখিত মতামতগুলির প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণের গোচরে আনয়ন করিতেছি।

প্রথমেই বিশ্বকোষে কৈবর্ত্তশব্দের যে ব্যুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে তাহা ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে, কে জলে বর্ত্ততে=কেবর্ত্তঃ ততঃ স্বার্থে অণ্ যোগে কৈবর্ত্তপদ সিদ্ধ। এই প্রকার ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। কারণ সোপপদ ধাতুর উত্তর পচাদ্যচ্ হইবার বিধি নাই।

আবার কে শব্দ সহ বর্ত্তঃ শব্দের অলুক্ সমাসও হইতে পারে না। অলুক অধ্যায়ে কৃদন্ত বিধির নিয়ম এই যে কৃৎসূত্র দ্বারা সপ্তম্যন্ত উপপদের পরস্থ ধাতুর উত্তর প্রত্যয় বিহিত হইলেই সেই উপপদের সপ্তমীরই অলুক হয়। যথা কৃৎসূত্রে আছে সপ্তম্যাং-জনের্ডঃ এই সূত্রে মনসিজঃ পদ সিদ্ধ হয়। যখন কে—বৃত+ অচ্ হইবার কোনই কৃৎসূত্র বর্ত্তমান নাই তখন সপ্তমীই বা

কোথায়? তাহার অনুকই বা কিরূপে হইবে? অতএব কে জলে বর্ত্ততে ব্যুৎপত্তি অসিদ্ধ।

প্রকৃত প্রস্তাবে কিম্‌শব্দসহ অন্তস্থ বর্ত্ত শব্দের সমানাধিকরণ সমাস হইবার পর অপ্‌ যোগে কৈবর্ত্তপদ হইয়াছে। অতএব বৃৎ ধাতু অচ্‌=বর্ত্তঃ, কিম্‌ বর্ত্তঃ=কিম্বর্ত্তঃ, কিম্বর্ত্তঃ+অণ্‌= কৈবর্ত্তঃ। জগৎ বিখ্যাত সংস্কৃত জর্ম্মাণ অভিধান ১৭২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য (বটলিঙ্গ ও রথের ডিক্‌সনারী দ্রষ্টব্য।)

তারপর বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে কৈবর্ত্তজাতি চলিত ভাষায় কেওত্‌ বা ক্যায়োট্‌ নামে পরিচিত। বঙ্গদেশে কেওত্‌ বা ক্যাওট্‌ চলিত ভাষা নহে; বঙ্গদেশে কেহ কৈবর্ত্তকে ক্যাওট্‌ বলে না, ক্যায়োট্‌ জাতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করে তাহারা বঙ্গীয় মাহিষ্যাপরনামা কৃষিকৈবর্ত্ত হইতে স্বতন্ত্র জাতি।

বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে—"কৈবর্ত্তগণ আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য "বৃহৎ ব্যাস" বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।" শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য কোথাও "বৃহৎ-ব্যাস" বচন উদ্ধৃত হয় নাই। মেদিনীপুরে প্রাপ্ত "বৃহৎ ব্যাস সংহিতা" যদি অপ্রামাণিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, আমরা স্বচ্ছন্দে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, কিন্তু মেদিনীপুরের "বৃহৎ ব্যাস সংহিতার" অনুরূপ গ্রন্থ কাশী ইত্যাদি স্থানে নাই। উহা পুরাণের ন্যায় বৃহৎ গ্রন্থ। বঙ্গদেশেও কাশ্যাদি স্থানে কোথাও "বৃহৎ ব্যাসসংহিতা" নামধেয় গ্রন্থ নাই। প্রচলিত বিংশ সংহিতার অন্তর্গত ব্যাসসংহিতা আছে মাত্র।

বিশ্বকোষে—

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌতীবর সংসর্গাদ্ধীবরঃ পতিতো ভূবি॥

শ্লোকের অর্থ লিখিত হইয়াছে "ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে জাতি জন্মে তাহাকে কৈবর্ত্ত (ধীবর) বলে); কলিকালে ধীবর (কৈবর্ত্ত) পতিত হইয়াছে।" বিশ্বকোষকর্ত্তা ঐ শ্লোকের কৈবর্ত্ত অর্থ ধীবর এবং ধীবর অর্থ কৈবর্ত্ত করিয়াছেন। উহা প্রকৃত অর্থ নহে); ঐ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ "ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে যে জাতি জন্মে তাহাকে কৈবর্ত্ত বলে। কলিকালে তীবর সংসর্গে ধীবর জাতি পতিত। উদ্ধৃত শ্লোকের পূর্ব্বপংক্তির কৈবর্ত্তের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় পংক্তির ধীবর বলিতে পারে না। এরূপ বলিলে প্রয়োগে দোষ পড়ে। যেমন রাম উপাস্য রাঘবকে ভজ বলিলে রাঘব, রামেতর ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ আসে, তদ্রূপ কৈবর্ত্ত উৎপন্ন, ধীবর পতিত বলিলে প্রয়োগে দোষ পড়ে। মহামুনি ব্যাসদেবের এইরূপ প্রয়োগ জ্ঞান না থাকা অসম্ভব। এই কারণে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত কৈবর্ত্ত শব্দের সহিত ধীবর শব্দের কোন সম্পর্ক নাই। শ্লোক পাঠে বুঝিতে পারা যায় এই ধীবর সত্যাদি যুগে পতিত ছিল না কলিকালে তীবর সংসর্গে পতিত হইয়াছে। এই প্রকার ধীবরের উৎপত্তি গৌতম সংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এহ জাতি বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়া গর্ভে উৎপন্ন প্রতিলোম জাতি। এই জাতি শাস্ত্রানুসারে স্পর্শাদি যোগ্য জাতি। এই জাতিরই তীবর সংসর্গে কলিতে পাতিত্য লিখিত হইয়াছে। যদি বলেন

গৌতম সংহিতায় যার উৎপত্তি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে তাহার পাণ্ডিত্য লিখিত হইবে কেন? তদুত্তরে দেখা যায় বৌধায়নে মদ্‌গু ও চুঞ্চু জাতির কথা লিখিত আছে। মনুতে এই দুই জাতির উৎপত্তির উল্লেখ নাই অথচ মনুতে মদ্‌গু ও চুঞ্চু জাতির বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—চুঞ্চু মদ্‌গুনামারণ্য—পশুহিংসনম্। ইহাতেই দেখা গেল কেবল অমরকোষ লইয়া শাস্ত্রার্থের বিচার চলে না। অমরসিংহ কেবর্ত্ত শব্দের সকল পর্য্যায় লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি মনুপ্রোক্ত মার্গব শব্দকেও কৈবর্ত্তের পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করেন নাই। যেমন দ্বিবিধ বৈশ্য, দ্বিবিধ করণ, তেমনি দ্বিবিধ কৈবর্ত্ত শাস্ত্রে ও ব্যবহারে বিদ্যমান আছে। মনুক্ত নৌকর্ম্মজীবি কৈবর্ত্ত অনাচরণীয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত কৈবর্ত্ত দ্বিজাতি আচরণীয়। সুতরাং মাহিষ্য কৈবর্ত্ত সহ জালজীবী কৈবর্ত্তের গোল পাকান শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং তাহা কর্ত্তব্য নহে।

অত্রি ও যম সংহিতায় কৈবর্ত্ত জাতি অন্ত্যজজাতির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহাতে মাহিষ্য-কৈবর্ত্তের কোন ক্ষতি নাই। কারণ কৈবর্ত্ত মাত্রই একজাতি নহে। এরূপ হইলে প্রসিদ্ধ কায়স্থ জাতিও অন্ত্যজ জাতি হইয়া পড়ে। ব্যাস সংহিতায়—

"বর্দ্ধকোনাপিতো গোপঃ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।"

ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। কল্পভেদে এক নামের জাতির মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ থাকাতেই এইরূপ হয়।

বিশ্বকোষকার নানা কথা কাটাকাটীর পর বলিয়াছেন ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তের কথা প্রকৃত হইলে এই কৈবর্ত্ত জাতি যাজ্ঞবল্ক্যের মাহিষ্য জাতি হইয়া পড়ে। এক্ষণে তিনি বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়া

বলিতেছেন "ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তের জাতি প্রকরণ প্রকৃত কি না ?" তিনি ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত অপ্রমাণিক বলিবার জন্য বলিয়াছেন "ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে অতি নীচ জাতির বর্ণনা স্থলেই কৈবর্ত্ত জাতির কথা, তৎপর জোলা প্রভৃতি নীচ মুসলমান জাতির কথা আছে। জোলা কথাটি ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। মুসলমানগণ এদেশে আসিলে মুসলমান ও হিন্দু তাঁতির সম্মিলনে এই জোলা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এরূপ স্থলে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তের যে অধ্যায়ে জাতি নির্ণয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন পুরানের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।"

এক্ষণে কোষকারের উদ্ধৃত কথাগুলির সমালোচনা করা যাউক। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে উচ্চ নীচ সকল জাতির উৎপত্তি বর্ণিত আছে। একবার উচ্চ জাতি, তৎপরে নিম্ন জাতি বা মধ্য জাতি, আবার উচ্চ জাতি আবার নিম্ন জাতি বর্ণিত হইয়াছে। ভিল্ল, স্বর্ণকারাদির পর করণ ও অম্বষ্ট জাতির উল্লেখ থাকায় ভিল্ল ও স্বর্ণকার অপেক্ষা করণ ও অম্বষ্ট নীচ জাতি হইবে কি ? আবার কতকগুলি নীচ জাতির উল্লেখের পর রাজপুত্র, আগারি জাতির উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। আবার কয়েকটি নীচ জাতির উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার অশ্বিনী কুমার জাত বৈদ্যজাতির উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। এইরূপ উচ্চ নীচ জাতির উৎপত্তি একসঙ্গে লিখিত থাকায়, উচ্চ জাতিগুলির নীচ জাতি হইয়া যাইতে পারে না।

তৎপরে জোলা শব্দ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে "ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দ কন্যায়াং জোল জাতি বভুবহ।" ম্লেচ্ছ অতি প্রাচীন জাতি।

ম্লেচ্ছের উৎপত্তিও ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ও গরুড় পুরাণে আছে। ম্লেচ্ছ জাতির ভারতে বসবাস মহাভারতের সময় হইতে দেখা যায়। কুবিন্দ জাতিও অতি প্রাচীন জাতি। মিশ্রবর্ণের উৎপত্তিকালে উক্ত ম্লেচ্ছ ও কুবিন্দের সম্মিলনে জোল জাতির উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। বিশ্বকোষকর্ত্তা ম্লেচ্ছ অর্থে মুসলমান ধরিয়া গোলযোগ করিয়াছেন। মুসলমানের সহিত হিন্দু তাঁতির সম্মিলনে জোলা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ইহা নগেন্দ্র বাবুর অনুমান বা কল্পনা মাত্র। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের উক্ত জোল জাতি হিন্দু জাতি। ইহাদের বসতি এক্ষণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আছে।* শাস্ত্র অনুসারে ম্লেচ্ছ ও কুবিন্দ উভয়েই হিন্দু জাতি। তাহাদের সন্তানও হিন্দু জাতি। সম্ভবতঃ বঙ্গের জোল জাতির কতকাংশ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, কতকাংশ অনাচরণীয় হিন্দু তাঁতিরূপে বর্ত্তমান আছে আমাদের এই অঞ্চলে দুই জাতি তাঁতি বর্ত্তমান আছে, এক জাতির জল আচরণীয় অন্য জাতির জল অব্যবহার্য্য। অনাচরণীয় তাঁতিগণই সম্ভবতঃ জোলা তাঁতি। আবার বঙ্গের তন্তুবায় মধ্যে যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে তাহাদিগকে মুসলমানগণ তাঁহাদের উর্দ্দু ভাষায় ব্যবহৃত "জোলহা" নামে ডাকিতেছেন। যেমন কোশেও কোলা শব্দ সংস্কৃত তেমনি জোলও জোলা শব্দও সংস্কৃত। জোলা শব্দ

* মুরাদাবাদে উক্ত তন্তুবায়কে জুলাহে বলে, মুরাদাবাদ নিবাসী পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ মিশ্র প্রণীত জাতিনির্ণয় নামক পুস্তকের ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। জৌনপুরে হিন্দু জোলাকে "জরিয়া" বলে।

জুল ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। জুল্‌ধাতুর অর্থ পেষণ। সংস্কৃত জোল শব্দের অপভ্রংশে হিন্দি বা পারসী জোল্‌হা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার উন্নতির সময়ে বহু-ভাষায় এই ভাষার শব্দ গৃহীত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আবেস্তা ভাষা, আরবী প্রভৃতি বহু অনার্য্য ভাষা হইতেও সংস্কৃতের শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছিল। সেই সকল শব্দের মূল নির্ণয়, ক্ষমতাপন্ন বহু-ভাষাবিদ্‌ ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। পিক শব্দ কোকিল অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহার, অথচ ঐ শব্দটী আর্য্য-ভাষার শব্দ নহে। ঐরূপ তামরস শব্দটিও ম্লেচ্ছভাষা হইতে গৃহীত। পণ্ডিতগণ 'হোরা' শব্দটী গ্রীকভাষার শব্দ বলেন। অথচ প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রে হোরা শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে, পিক তামরসাদি শব্দ যে ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধ তাহা জৈমিনি প্রণীত মীমাংসা দর্শনের "ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধাধিকরণ" নামক অধ্যায়ে আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস সঙ্কলিত বাঙ্গালা ভাষার অভিধানের পিক, তামরস ও হোরা শব্দ দ্রষ্টব্য।

মুসলমান জাতির সংসর্গে হিন্দু তন্তুবায় রমণীর গর্ভে যদি জোলা জাতি হইত এবং বঙ্গদেশের জাতির দিকে লক্ষ্য করিয়াই যদি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের জাতি-প্রকরণ লিখিত হইত, তাহা হইলে বোম্বে দ্রাবিড়, পাঞ্জাব, কাশী, পুরী প্রভৃতি স্থানের ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের হস্তলিপিতে অবশ্য পাঠান্তর দৃষ্ট হইত। এবং ঐ ঐ স্থানের ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে ঐ জেলে জাতির বিবরণ থাকিত না। মুসলমান ত এ দেশে সেদিন আসিয়াছে।

পারসীতে বস্ত্র বয়নকারীর নাম বাফেন্দা, নুরবাফ, আরবীতে হায়েক। যদি বস্ত্রবয়নকারীর মুসলমানী নাম রাখা প্রয়োজন

হইত তবে তাহার নাম বাফেন্দা, নুরবাক্ বা হায়েক হইত। জোলহা শব্দ পারসীতে ব্যবহার হইলেও ঐ শব্দটী সংস্কৃত মূলক। পারসী ও সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দই একই মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন। যেমন পিতৃ—পিতর, মাতৃ—মাদর, জোল—জোলহা। পারসীতে পিতর, মাদর শব্দ থাকায় সংস্কৃত গ্রন্থগুলি যেমন মুসলমান আমলের হয় নাই তদ্রূপ জোলহা শব্দ পারসী বা হিন্দিতে ব্যবহার হওয়া ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তের জাতি প্রকরণ মুসলমান আমলের বা আধুনিক হইতে পারে না। সদৃশ শব্দের জন্য শাস্ত্র আধুনিক হয় না। মনুসংহিতায় "শৈখ" জাতির (মনু ১০।২১) উল্লেখ আছে। আবার এতদ্দেশে বিপুল সংখ্যক "শেখ" সম্প্রদায়ের মুসলমান আছে। শেখ আরবী শব্দ, শৈখ সংস্কৃত শব্দ, সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয়ের যুক্তি অবলম্বন করিলে মনুসংহিতাকেও মুসলমান আমলের বলিতে হয়।

নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন কোন কোন পণ্ডিতের মতে মনুপ্রোক্ত দাস নামক জাতি মূল কৈবর্ত্ত জাতি নহে। ইহারা গৌণ কৈবর্ত্ত মাত্র। এই মত অপনোদনের জন্য প্রাচ্য বিদ্যা-মহার্ণব সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয় বলিতেছেন যে "এখনও কৈবর্ত্ত জাতির মধ্যে অনেকে দাস-কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।" এই দাস উক্তি মার্গব বোধক নহে। মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণ কেন আপনাদিগকে দাস বলেন তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। পাণিনি সূত্রে আছে—

দাস গোঘ্নৌ সম্প্রদানে।

৩।৪।৪২

অর্থাৎ সম্প্রদান কারকে দাশ ও গোপ্ন শব্দ নিষ্পন্ন হয়। দা অর্থে যাহাকে দেওয়া যায় অর্থাৎ যে জাতিকে করস্বরূপ কিছু ন দিলে দেশে থাকা অসম্ভব হইত সেই জাতি দাশ-পদবাচ্য অর্থা ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ। এই জন্যই যদুরাজগণ "দাশ" বলিা কথিত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাশার্হ অর্থাৎ দাশদিগের শ্রেষ্ঠ মাহিষ্য দাশগণ পিতৃকুল স্মরণে আপনাদিগকে দাশ বলেন ইহাদের দাসোক্তি ক্ষত্রিয়ত্ব সূচক, ধীবরবাচক নহে।

বিশ্বকোষকার মাহিষ্যের কৃষিবৃত্তি খুঁজিয়া পান নাই। বিষ্ণু সংহিতায় অনুলোমজাতি মাতৃবর্ণে নিবিষ্ট হইয়াছে। অনুলোমাঃ মাতৃবর্ণাঃ (বিষ্ণুসংহিতা) এই শাস্ত্র বাক্যে মাহিষ্য বৈশ্যজাতি হইতেছেন। বৈশ্যের ব্যবসায় কৃষি গোরক্ষা, বাণিজ্য, এ অবস্থা মাহিষ্য মুখ্যবৃত্তি কৃষ্যাদি করিতে পারিবেন না কেন? কাজেই কুল্লুকভট্টের টীকার শস্যরক্ষা অর্থ কৃষিপরিগৃহীত হইয়াছে।

আবার ঔশনস্ ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে—

"নৃপাজ্জাতোঽথো বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনাসুতঃ।
বৈশ্যবৃত্ত্যাতু জীবেত ক্ষাত্রধর্ম্মং নচাচরেৎ॥"
কাশীধামস্থ ৺মহাদেব শাস্ত্রী প্রকাশিত
অষ্টাবিংশতিস্মৃতি ৩২৩ পৃষ্ঠা, তথা
বাচস্পত্যাভিধান ৩০৯৭ পৃষ্ঠা, "জাতি" শব্দ দ্রষ্টব্য।

ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীর সন্তান বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বা করিবে, ক্ষত্রধর্ম্ম আচরণ করিবে না এই উশনার নির্দ্দেশ মতে মাহিষ্যগণ বৈশ্যবৃত্তি অর্থাৎ কৃষি গোরক্ষা, বাণিজ্যাদি দ্বারা নির্ব্বা করিবে। সুতরাং মাহিষ্য ও ব্রহ্ম-পুরাণোক্ত কৈবর্ত্ত পিতামাত

ও বৃত্তি সাম্যে এক জাতি বটে। তবে স্কন্দ পুরাণে মাহিষ্যের জ্যোতিষ, শাকুন শাস্ত্র, স্বরশাস্ত্র প্রভৃতি জীবিকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বৃত্তি সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বৈকল্পিক বৃত্তি বটে।

হালিক কৈবর্ত্তগণ যে মিশ্রক্ষত্রিয় এবং ইহাদিগের মধ্যে যে বহুতর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অনুপ্রবিষ্ট, তাহা নিম্নলিখিত শাস্ত্র বচনে প্রমাণিত হইতেছে।

১। মাগধায়াং বিশ্বস্ফটিক সংজ্ঞঃ অন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি।
কৈবর্ত্ত-কটু-পুলিন্দ সংজ্ঞান্ ব্রাহ্মণান্ রাজ্যে
স্থাপয়িষ্যত্যুৎ সাদ্যামিল ক্ষত্রজাতিন্।
বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।

২। মাগধানাং মহাবীর্য্যো বিশ্বস্ফানি ভবিষ্যতি।
উৎসাদ্যাপার্থিবান্ সর্ব্বান বর্ণান্ সোঽন্যান বর্ণান্ করিষ্যতি
কৈবর্ত্তান্ পঞ্চকাং শ্চৈব পুলিন্দান্ ব্রাহ্মণাংস্তথা।
স্থাপয়িষ্যতি রাজানঃ নানাদেশেষু তেজসা।
বায়ুপুরাণ। ৩৭ অঃ

৩। বিশ্ব স্ফানিনরপতি ক্লীবাকৃতি রিবোচ্যতে।
উৎসাদয়িত্বা ক্ষত্র বৈ ক্ষত্রমন্যং করিষ্যতি॥
বায়ু পুরাণ।

৪। মাগধানাস্তু ভবিতা বিশ্ব স্ফূর্জ্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ।
করিষ্যতি পরোবর্ণান্ পুলিন্দ যদু মদ্রকান্॥
ভাগবত ১২।১।৩৪-৩৫।

এই সমস্ত শ্লোকে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে কৈবর্ত্ত জাতি মিশ্র ক্ষত্রিয়। এবং পরবর্ণ অর্থাৎ দ্বিজবর্ণ এবং কৈবর্ত্তের আর একটী নাম "যদু।" রাজপুতনাতে এই শাস্ত্রোক্ত কৈবর্ত্তগণ "যদু" নামে পরিচিত।

বিশ্বকোষ কর্ত্তা যবদ্বীপে মাহিষ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে মাহিষ্য নাম পাইয়াছেন। কিন্তু ঐ মাহিষ্য নামের পার্শ্বেই যে "কে'বো" নাম আছে তাহাতে তিনি মন দেন নাই। ঐ প্রমাণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে জাতিই কে'বো অর্থাৎ কৈবর্ত্ত। পাঠকগণের অবগতির জন্য ঐ স্থানটী অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর ৯ম খণ্ডে (১৮৭৭—৭৮) যবদ্বীপের বিবরণে লিখিত আছে—

"The largest Kingdom in Java did not contain many Xatry-as, they are called Mahisha or K'bo (Buffalo to indicate their strength)"

যদি মাহিষ্যের কে'বো বা কৈবর্ত্ত নাম যবদ্বীপ হইতে পাওয়া যায় তবে আর কৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্বে বিতণ্ডা কেন? তমলুকের মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণই যবদ্বীপে মাহিষ্য ক্ষত্রিয়রূপে উপনিবিষ্ট। বাঙ্গালী কৈবর্ত্ত বিদেশে যাইয়া মাহিষ্য নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালী গৌরব বোধ করিতেছেন। কিন্তু স্বদেশে তাঁহাদের প্রতি সেই সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আমরা অতঃপর নগেন্দ্রবাবু তদীয় বিশ্বকোষে মাহিষ্য শব্দে মাহিষ্য জাতি ও তৎপুরোহিতের প্রতি যেরূপ সাহিত্যিক অত্যাচার

করিয়াছেন তাহাই প্রদর্শন ও খণ্ডন করিব। এই প্রবন্ধ পরে যথা স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে।"

উপসংহারে গৌড়-দ্রাবিড় বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে "গৌড় ব্রাহ্মণের লোক বঙ্গদেশ হইতে উৎপত্তি, তাহার প্রমাণ ইতিহাস প্রদান করে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবাদি দেশে গৌড় ও গৌড়তগা ব্রাহ্মণ অনেক আছেন; সুদর্শনবাবু তাঁহার 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পুরোহিত' পুস্তকের উপসংহারে বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য এবং দাক্ষিণাত্য বৈদিক দ্রাবিড় বৈদিকের বহু পরে বঙ্গে বাস করিয়াছেন। ইহারা 'গৌড়াদ্য বৈদিক" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইতিহাসের কোন কোন পৃষ্ঠায় বহু অনুসন্ধান করিলেও ইহা দেখা যায় না যে বঙ্গের সাহিত্য যাজী ব্রাহ্মণগণ গৌড়াদ্য বৈদিক নামে কখনও পরিচিত হইয়াছিলেন। সাহিত্য পালবাজযাজী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ যে বঙ্গের আদিম দ্বিজসম্প্রদায় ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সম্প্রদায়ের "পশ্চিম পারের" দ্বিজগণ এতাবৎ কাল "দ্রাবিড়" আখ্যায় আখ্যাত হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা ঐতিহাসিক কোন যুগেই "গৌড়" বা "গৌড়াদ্য-বৈদিক" বলাইয়া সমাজে পরিচিত হইয়াছেন, তাহা পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববঙ্গে এই দ্বিজগণ "পরাশর" বা "হালুয়া ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত; মেদিনীপুরে "ব্যাসদ্বিজ" নামে আবার ইঁহারাই অভিহিত হন, কিন্তু ইঁহারা কখনই গৌড় বা গৌড়াদ্য নামে কোন ঐতিহাসিক যুগে পরিচিত হন নাই, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ভ্রান্তিবিজয় প্রথম সংস্করণের ১১৭ পৃষ্ঠায় মহামান্য বাবু হরিশ্চন্দ্র

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অযথা অত্যাচার শীর্ষক পরিচ্ছেদে অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরীবাবুদের নামোল্লেখে বলিয়াছেন যে দ্রাবিড় শ্রেণীর কোন ব্রাহ্মণ-পত্রে অতর্কিত ভাবে অন্নদাবাবুর পাদস্পর্শ হইলে........ দ্রাবিড়ী ঠাকুরগণকে তুল্যরূপে বিদায়ে পূজা করিলেন।" এখানেও হরিশবাবু মাহিষ্য-যাজী দ্বিজসম্প্রদায়কে দ্রাবিড় দ্বিজ বলিয়াছেন, গৌড় বা গৌড়াদ্য বৈদিক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই; আমার মনে হয় যে, এই দ্বিজগণের "গৌড়াদ্য বৈদিক" আখ্যা হরিশবাবুর ভ্রান্তিবিজয় প্রণয়নের পর হইতে হইয়াছে; মদ্বন্ধু সুদর্শনবাবুরও অভিমত আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন সুধীগণ এই গোলের মীমাংসা করিয়া দিলে সকল দিকেই মঙ্গল হয়। সেই বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা পরে করিয়াছি। সপ্তদশ ভাগে "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় শ্রীসুদর্শনবাবু তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন মাহিষ্য-যাজী পশ্চিমবঙ্গনিবাসী বিপ্রগণ গৌড়ের "আদি বৈদিক" নহেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভ্রান্তিবিজয়ের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে হরিশবাবু যাহা প্রথম সংস্করণে ভয়ে ভয়ে বলিয়াছিলেন, তাহা এই সংস্করণে দ্রাবিড় নাম ত্যাগ করিয়া 'স্বশ্রেণীর মাহিষ্য-যাজী দ্বিজগণকে" "গৌড়াদ্য বৈদিক" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং তাঁহার এই মতই মনে হয়। - ভ্রান্তিবিজয়ের উক্তির পোষকতার জন্য মাহিষ্য-সমাজ পত্রিকায় ১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ "শীর্ষক প্রবন্ধে মদ্বন্ধু বাবু সেবানন্দ ভারতী তাঁহার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "মাহিষ্য-যাজী দ্বিজগণ বঙ্গের

গৌড় শ্রেণীর অন্তর্গত "আদি বৈদিক" ব্রাহ্মণ হইতেছেন; সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। পূজনীয় হরিশবাবু তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ১৩ অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় ভাগ "মাহিষ্য-সমাজ" পত্রিকায় মাননীয় সম্পাদক মহাশয় মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ সদ্‌ব্রাহ্মণ" শীর্ষক কয়টি প্রবন্ধে এই জাতীয় দ্বিজকে "গৌড়াদ্য বৈদিক" বলিয়াছেন। যদি ইঁহারা প্রকৃতই "গৌড়" ব্রাহ্মণ হন, তাহার শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক প্রমাণ কোথায়? ইঁহারা যে "ব্যাস-দ্বিজ," সে সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই, কারণ সে সম্বন্ধে হরিশবাবু এবং সেবানন্দ বাবু খুবই পাণ্ডিত্য সহকারে তাঁহাদের লেখায় সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে এই ব্রাহ্মণগণ পালরাজাদের পুরোহিত ছিলেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের সময়ের যে সকল ঐতিহাসিক গবেষণা তথ্য এতাবৎ প্রকাশ করিয়াছে বা যে সকল প্রস্তরলিপি, তাম্রশাসনাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটাতেই উহা জান। যায় না যে তাঁহারা "গৌড়" দ্বিজ ছিলেন। গৌড়দেশে ইঁহারা কবে আসিয়া বাস, এবং কি কারণে বাস স্থাপন করেন, তাহা হরিশবাবু তাঁহার পুস্তকে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন নাই এবং প্রমাণও করেন নাই বরং এক কথা বলিয়াছেন যে, মুশলমানের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া গৌড়ে ব্রাহ্মণাবাস কল্পিত হয়। প্রকৃতই যদি তাঁহারা "গৌড়" ব্রাহ্মণ হন, তবে পালরাজাদের সময়ে বা পূর্ব্বে বা পরে কোন কালেই তাঁহারা "গৌড়" বলিয়া পরিচয় দেন নাই কেন? কেন তাঁহারা হালুয়া-দাসের বামন, পরাশর বামন, ব্যাসোক্ত (ব্যাস) দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ

বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, সে সন্দেহ হরিশবাবু বা সেবানন্দবাবু দূর করিবেন কি ?

মধ্যস্থ বাবু অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী তাঁহার "বঙ্গীয় পুরোহিত" পুস্তকে নিজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে "দ্রাবিড় বলিয়াছেন ; "মাহিষ্য-শৌচবিবেক","মাহিষ্য-বিবৃতি",মাহিষ্য-শৌচ-নির্ণয়,"ভ্রান্তি বিজয়" আদি সকল গ্রন্থই ৺ভগবত্তাচরণ প্রধানের রচিত"ব্রাহ্মণ সংহিতার" মতানুসরণ করিয়া এই দ্বিজদিগকে ঐসকল পুস্তকলেখকগণ"গৌড়াদ্য বৈদিক" নামে অভিহিত করিয়াছেন ; কিন্তু ভগবতী বাবু তাঁহার পুস্তকে স্পষ্টই স্বীকার (৪৭ পৃষ্ঠায়) করিয়াছেন যে, এই দ্বিজ মধ্যে তিনটি থাক বিদ্যমান আছে। আমি বলি যে, সকল গ্রন্থকর্ত্তাই পশ্চিম বঙ্গের অধীন "পূর্ব্বপারের সমাজের" নামোল্লেখ করিতে একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। তাহা হইলে বেশ দেখা যাইতেছে, মাহিষ্য-সমাজের মত তাঁহাদের যাজী দ্বিজসমাজ মধ্যেও চারিটি থাক বা উপসমাজ চিরকালই বর্ত্তমান আছে, তাহা ৺গদাধরের কুলজিতে স্পষ্টই প্রকাশ আছে ; অধিকন্তু বিপশ্চিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায়-গোযীচন্দ্র, (যদি গদাধরের কুলজীকে প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে) নিশ্চয়ই মাহিষ্য-যাজী দ্বিজকুলের দ্রাবিড় শাখাভুক্ত হইতেছেন। এ বিষয় গোবর্দ্ধনের কারিকায় সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে ; গোবর্দ্ধনের বৃহৎ কারিকা এতদিনে প্রকাশিত হইয়াছে। মাহিষ্য-যাজী দ্বিজগণ বল্লালী গৌড়ের আদিম দ্বিজসম্প্রদায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ পালরাজাদের সময়ের গুরব, কেদার, হলায়ুধ, দর্ভপানি, আদি ভূদেব ছিলেন, সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই।

এখন মাহিষ্য-যাজী দ্বিজগণ! আপনারা বলিয়া দিন যে, আপনারা কোন্ নামে ভারতে পরিচিত হইতে চাহেন? সকল কথাই বলিয়াছি। এখন পত্রের জবাব আমাকে দিন। "মাহিষ্য সমাজে" এ বিষয়ে কোন আলোচনাই হইবে না। তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তর্কস্থলে মানিয়া লইলাম যে এই দ্বিজ সম্প্রদায় বাঙ্গালার আদিমনিবাসী; পঞ্চগৌড ও পঞ্চদ্রাবিড়বিভাগ মনুর বহুশতাব্দী পর, স্কন্দপুরাণ রচনার সময় হইতে হইয়াছে। এতাবৎ কাল অর্থাৎ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রের যুগ অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধ হিন্দু, মুশলমান তথা ইংরাজের শাসনকাল পর্য্যন্ত এই দ্বিজসম্প্রদায় "গৌড়" নামে আত্মপরিচয় দেন নাই কেন? যদি কখনও তাঁহারা এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তবে তাহা কবে এবং কখন হইতে তাহা লুপ্ত হইয়াছে? হরিশবাবু বা তাঁহার সহযোগী প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ কি আমার সে সম্বন্ধে সন্দেহ যথাবিহিত শাস্ত্রীয় প্রমাণপ্রয়োগে নিরসন করিবেন? বড়ই বাধিত ও অনুগৃহীত মনে করিব।

"পশ্চিমপাবী" মাহিষ্যযাজী দ্বিজগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে "দ্রাবিড়" আখ্যায় পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। ইহার প্রধান প্রমাণ মহাভারত, ভৃগুভারত, ভ্যাম্‌ব্রের "মধ্য এসিয়া" বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিল্পসাহিত্য, পাজিটারের "Ancient Indian Traditions", রিজলি, হাণ্টার, রাধাকুমুদ মুখো-পাধ্যায়ের প্রবন্ধ গুলি, মদ্বন্ধু বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, ওয়ান্ চোয়াঙ্গের ভারত-ভ্রমণ, সেরিংএর "Castes

and Sects", প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্ট, বলের ভারতবর্ষের জিওলজিক্যাল সার্ভে তৃতীয় ভাগ, ভারতের দ্রাবিড়বিজয়, ৺গদাধরের কুলজী, ভ্রান্তিবিজয়, ৺যোগেন্দ্র স্মার্ত্ত শিরোমণি, লিখিত পুস্তক মাহিষ্য-প্রকাশ, হরিভট্টের কারিকা, গৌড়ে ব্রাহ্মণ, কুলকালিমা, মাহিষ্যবিবৃত্তি ইত্যাদি পুস্তক: এই সকল পাঠ করিলে বেশ জানা যায় যে, ১১২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ইহা সেন রাজাদের বাঙ্গালায়প্রতিপত্তি স্থাপনের বহুশতাব্দী পূর্ব্বের কথা। সেনরাজগণ পালেদের রাজ্যজয় করেন এবং তাঁহারা বৈদ্যবিপ্র ছিলেন তাহা মল্লিখিত"মাহিষ্যপ্রকাশের"৩১৮ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় সবিশেষ আলোচনাকরিয়াছি। হুগলী আদি জিলায় মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ "দ্রাবিড়' শাখান্তর্গত বঙ্গের আদি বৈদিক দ্বিজসম্প্রদায়ের বংশধর হইতেছেন।

হরিশবাবু, মাহিষ্য-বিবৃতিকার, মদ্বন্ধু ৺ভগবতী চরণ প্রধান ও ৺বসন্তকুমার রায়ের মত অবলম্বন করিয়াই "গৌড়াদ্য বৈদিক" নাম চালাই করিয়া নিজ সমাজে প্রচার করিয়া নিজ পুস্তকের মতটাকে প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। যাহাই হউক, দ্রাবিড়গণ অন্যূন ১১২৫ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আসিয়া বাস করেন, তাহা আমরা ৺গদাধরের কুলজী পাঠে অবগত হই। মাহিষ্যযাজী ভূদেবগণ, আপনারা কথার অলুযে ভুলিবেন না। আপনাদের প্রকৃত পরিচয় যাহা, তাহার দ্বারা সমাজে পরিচিত হউন, এই আমাদের ইচ্ছা, যাহাতে বাঙ্গালার বাহিরে আপনাদের অসম্মানিত না হইতে হয়।

গৌড়-দ্রাবিড় নামের কন্ট্রোভার্সি এই বার মিটিয়াছে বলিয়া

মনে হয়। বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সালে হাবড়ায় যে "বৃহৎ সাহিত্য-যাজী দ্বিজসভা" আহূত হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত ভাষপত্রে গৃহীত সকল মিমাংসাই লিপিবদ্ধ আছে। ইহা বর্ত্তমানে পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে প্রয়োজ্য।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরনম্ .

অস্মদীয় পরিচয় সম্বন্ধে সমাজ মধ্যে যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্ম বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ তারিখে হাওড়া কাসুন্দিয়া গ্রামে একটি মহতী ব্রাহ্মণ সভা আহূত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রকৃত শাস্ত্র ও ইতিহাস সম্মত "গৌড়দ্রাবিড়" সংজ্ঞাই আমাদের পরিচয়। সভাস্থ স্বাক্ষরিত ভাবপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"বঙ্গেষু দ্রাবিড়ো গৌড়াস্থবৈদিকশ্চেতি পৃথগাখ্যয়া পরিচিতানাং ব্রাহ্মণানামিদানীমেকাখ্যয়া পরিচয়ার্থং সর্ব্বৈঃসিদ্ধান্তানুকুলো গৌড়দ্রাবিড় ইতি পরিচযো বিধেয়। হাওড়া প্রদেশান্তর্গত কাসুন্দিয়া গ্রামস্থ সদসি সমবেতানাং ভূদেবানামস্মাকং মতম্।"

(১) স্মৃতিরত্নোপাধিক—শ্রীনৃত্যতারণ শর্ম্মণঃ, (২) সাংখ্য-বেদান্ততীর্থোপাধিক—শ্রীকাঙ্গালীচরণ শর্ম্মণাম্, (৩) স্মৃতিকণ্ঠোপনাম—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র শর্ম্মা, (৪) ফুলেশ্বরনিবাসিনঃ—শ্রীকাব্যতীর্থোপাধিকস্য শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ, (৫) সোনাতলানিবাসীনাম্

কাব্যতীর্থোপানামক—শ্রীমানিকচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ; (৬) ওয়াদিপুর-নিবাসিনাম্ কাব্যতীর্থোপাধিক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ, (৭) চিংড়াজোল নিবাসিনাম্ কাব্যব্যাকরণতীর্থোপনামকস্য—শ্রীঅমূল্য-রত্ন দেবশর্ম্মাণাম্, (৮) বলরামবাটীনিবাসিনাম্ ভক্তিবিনোদো-পাধিক ভট্ট—শ্রীমন্মথনাথ শর্ম্মণাম্, (৯) মধুবাটীনিবাসিনাম্ কাব্যবিনোদোপাধিক—শ্রীএককড়ি দেবশর্ম্মা, (১০) অনন্তরাম-পুরনিবাসিনঃ—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, (১১)ঝিঁখিরানিবাসি—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, (১২) শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—সাং পশপুর, (১৩) শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সাং তাজপুর, (১৪) শ্রীরামলাল ভট্টাচার্য্য—সাং পুটখালি, (১৫) জ্যোতিষরত্নাকর উৎকলশ্রেণী ব্রাহ্মণ—শ্রীরামচন্দ্র কাব্যব্যাকরণপুরাণতীর্থ। (১৬) শ্রীসাধনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সাং চিংড়াজোল, (১৭) সামন্তিনিবাসিনাম্ কাব্য-রত্নোপাধিক—শ্রীকান্ত দেবশর্ম্মণাম্, (১৮) বিদ্যাবিনোদোপাধিক-শ্রীহরিশচন্দ্র শর্ম্মাণাম্, (১৯) চক্রবর্ত্তী উপাধিক "মাহিষ্য" নাম প্রচারক—শ্রীঅক্ষয়কুমার দেবশর্ম্মা, কাসুন্দিয়া, পোঃ বেতড়, হাওড়া (২০) শ্রীহলধর ভট্টাচার্য্য—সাং অনন্তরামপুর, (২১) শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—সাং অনন্তরামপুর, (২২) শ্রীবিপিন-বিহারী ভট্টাচার্য্য—সাং অনন্তরামপুর, (২৩) শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী—সাং চক্রবেড়ে, বেতড়, হাবড়া (২৪) শ্রীবরদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী—সাং বাণীতলা, (২৫) শ্রীনীরদবরণ ভট্টাচার্য্য—সাং ঝিখিরা, (২৬) শ্রীযতীন্দ্রনাথ-চক্রবর্ত্তী—সাং খাল্না, (২৭) শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ—সাং জয়পুর, (২৮) শ্রীহরিপদ হালদার—সাং পুটখালি,(২৯) শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী—সাং খাল্না, (৩০) শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—

সাং পুটখালি, (৩১) শ্রীপ্রিয়গোপাল চক্রবর্ত্তী বি-এ, বি-এল্—সাং চাকুর, (৩২) শ্রীঅনাদিচরণ চক্রবর্ত্তী—সাং দক্ষিণ বাঁ্যাটরা, (৩৩) শ্রীপ্রাণগোপাল চক্রবর্ত্তী—সাং চাকুর, (৩৪) শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী—সাং খড়িয়প, (৩৫) শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী—সাং- মৈনান্, (৩৬) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—সাং ঝিঁখিরা, (৩৭) শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সাং ধাইপুর, (৩৮) শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—সাং হাটাল, (৩৯) শ্রীভূতনাথ চক্রবর্ত্তী—সাং হাটাল, (৪০) শ্রীকাঙ্গালীচরণ চক্রবর্ত্তী—সাং দক্ষিণ বাঁ্যাটরা, (৪১) শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী—সাং চাকুর, (৪২) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী-সাং কাসুন্দিয়া, হাওড়া, (৪৩) শ্রীঅমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী ভিষগরত্ন—সাং জয়পুর, (৪৪) জয়পুরনিবাসিনাম্ ব্যাকারণজ্যোতিষরত্নোপাধিক শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণাম্, (৪৫) গোগুলপাড়া নিবাসিনাম্—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, (৪৬) শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য -সাং—ইটারাই, (৪৭) শ্রীঅবলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—সাং কুমারিয়া, (৪৮) শ্রীযুগলকিশোর দেবশর্ম্মা—সাং সামন্তি, (৪৯) শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সাং বাসুদেবপুর, (৫০) শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—সাং ইটারাই, (৫১) শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী বি-এ—সাং কুমারে, (৫২) শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তী—সাং বাসুদেবপুর।"

বঙ্গের—"গৌড় দ্রাবিড়" ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমি বহু স্থানে বহু পত্র দিয়াছি, মাহিষ্য ছাত্র সম্মিলনীর সভ্যগণকে অনুরোধ করিয়াছি যে এই জাতি ওতন্মাজীবিপ্র সম্বন্ধে নিজ ২ জেলার খবর অনুসন্ধান ও ঐতিহাসিক পরিচয় দেন, কিন্তু এই হতভাগ্য জাতির মধ্যে এমনই মজ্জাগত আলস্য ও কুম্ভকর্ণী নিদ্রায়

সুষুপ্তি বর্ত্তমান যে কোন লোকই তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। এই জাতীর মধ্যে মিছা বাৎসরিক অধিবেশনে বহু অর্থব্যায় করিয়া কোন স্থায়ী জাতিয় হিতানুষ্ঠাণ কাজ আজ পর্য্যন্ত কাজে পরিণত হয় নাই; হইয়াছে কেবল মাত্র ব্যক্তিগতনাম প্রচার; ঈর্ষা, দ্বেষ আদিতে সমাজটি চূর্ণ বিচূর্ণ করন, কোন থানেই সহানুভূতি বা কো-অপরেশান নাই। যাহা হোক, এ সব জাতিগত দোষ আমাদের আশু পরিহার করা প্রয়োজন !!!

অস্মাৎ যাজী ব্রাহ্মণগনের অবস্থা আরও শোচনীয়; তাঁহাদের মধ্যেঔদার্য্য নাই, গ্রাম্য দ্বেষ এবং হিংসায় সমাজ চূর্ণ এবং প্রপীড়িত, দলাদলিতে সমাজ উচ্ছৃংখল, শিক্ষা নাই, শিখিবার আখাঙ্খাও নাই, এবং দেশে আবশ্যকমত ব্যবস্থাও তাহার নাই; এ অবস্থায় আমাদের মধ্যে তাহার উপর স্বজাতি প্রেম বা বাৎসল্য এবং সহানুভূতি নাই। আমাদের জাতির যখন এইরূপ আন্তরিক অবস্থা, তখন আমাদের দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে না ত অপর কাহাকে হইবে তাহাত জানি না। চাকুরী, ব্যবসা আইন, ডাক্তারি আদি সকল দিকেই আমাদের দ্বার রুদ্ধ। আমাদের চিন্তাশীল উদীয়মান শিক্ষিত সম্প্রদায় কি এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন? অন্নকষ্ট যেরূপ দিন ২ তীব্র হইতেছে ও হইয়াছে, তাহাতে ইহা আর উপেক্ষা করিবার বিষয় কদাচ নহে।

এখন কথা হইতেছে যে আমার দেশের মাহিষ্যযাজী দ্বিজগণ কি নামে সমাজে পরিচিত হইবেন, ইহার একটি শাস্ত্রীয় মিমাংসা আশু হওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে সূচনা করিয়াছি এখন দেখা যাক্ যে মাহিষ্য যাজী বিপ্রসম্প্রদায় কি নামে সমাজে পরিচিত

হইলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলপ্রদ হয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে এই ব্রাহ্মণগণ বঙ্গে ভিন্ন ২ অংশে ভিন্ন ২ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। এখন তাঁহাদের পক্ষে কোন নাম গ্রহণ সার্ব্বজনীন শ্রেয় তাহার বিচার তাঁহারা করিলেই বিশেষ সুখকর হয়। তবে আমর এ সম্বন্ধে ২।১ কথা মিমাংসার পূর্ব্বে দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মদ্বন্ধু বাবু হরিশচন্দ্র শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী তাঁহার উভয় সংস্করণ "ভ্রান্তি বিজয়" নামক পুস্তকে এবং মদ্বন্ধু বাবু আশুতোষ জানা তাঁহার "মাহিষ্য তত্ত্ববারিধি" নামক পুস্তকে তথা ১৩৩০সালের "প্রবাসী" পত্রিকায় ১লা কার্ত্তিক সংখ্যায় "বোতলের বৈঠক" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ প্রশ্নোত্তরে মৎপ্রকাশিত ৺গদাধর কুলজীকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ঐতিহাসিকরূপে ইহা না করিলে স্বশ্রেণী মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণদের আর গত্যন্তর নাই। কাজেই আমাদের যাজীদ্বিজসম্প্রদায়কে বিচার, শাস্ত্র, এবং যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া নাম গ্রহণ করিতে হইবে।

পূজণীয় হরিশবাবু ও নীরদবরণ বাবু তাঁহাদের সকল প্রবন্ধেও লিখিত পুস্তকে এই কুলজীটিকে প্রামাণ্য স্থির করিয়া অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি ইহা বহু কষ্টে ও অর্থ ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে কেহই এই কুলজীর মুখ দেখেন নাই। এখন এই দুই "স্বয়ং সাজা" পণ্ডিতদের কাছে ইহা অপ্রামাণ্য হইতে পারে, সুধী ও বিদ্বৎ সমাজে কদাচ নহে; বিদ্বেষ জেদের বশবর্ত্তী হইয়া ও নিজেদের ব্যক্তিগতনাম সমাজে প্রচারাভিলাষী হইয়া তাঁহারা এই কুলজীও কারিকারকে অপ্রমাণ্য

করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুঠারাঘাত করিতেছেন, সে জ্ঞান কি হইতেছেনা?

মাহিষ্যযাজী বিপ্রসম্বন্ধে "মাহিষ্যও তৎপুরোহিত "শীর্ষক প্রবন্ধে বিগত ১৩২৯সালের মাঘ সংখ্যা "নব্যভারত" পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় বাবু সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয় যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র মাহিষ্য সমাজের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম*। তিনি ঐ প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে

"ক্ষত্রিয়ের পরিণীতা বৈশ্যাভার্য্যার সন্তানের নাম মাহিষ্য। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"বৈশ্যাশূদ্রোস্তুরাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌস্মৃতৌ।"

যাজ্ঞ্য ১।৯২

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাভার্য্যাতে উগ্র এবং বৈশ্যাভার্য্যাতে মাহিষ্য জন্মে। বৃদ্ধহারীত সংহিতা, গৌতমসংহিতা প্রভৃতিতে মাহিষ্যের উৎপত্তি এইরূপ আছে। মাহিষ্যেরউৎপত্তি সর্ব্বশাস্ত্রেই একরূপ। এই জাতি দ্বিজধর্ম্মী ও পিতৃসম অর্থাৎ দ্বিজাতির সংস্কারার্হ।

যথা:— সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।

মনু ১০।৪১

অর্থাৎ সজাতীয়া ভার্য্যাজাত তিন সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং অনন্তর ভার্য্যাজাত—মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য এই ছয়-জাতি দ্বিজধর্ম্মী। এই ছয়জাতির মধ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। কারণ পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়

* মাহিষ্য সমাজ ১৭ ভাগ ৩৯৭, ৪৪৬, ৫০৮ পৃঃ দেখ।

হইলে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়কুল রক্ষা করা হইয়াছে।*

মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি ব্রাহ্মণের পরিণীতা ক্ষত্রিয়া পত্নীতে উৎপন্ন। উৎপত্তি সাদৃশ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি নবসৃষ্ট ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অম্বষ্ঠ জাতি বৈদ্যরূপে বর্ত্তমান হইলেও ইহরা পুরাকালে ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন মাহিষ্যজাতি মূ⋯ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত হইলেও কৃষি কৈবর্ত্তরূপে বর্ত্তমানে ব⋯ সমাজে পরিচিত।

মাহিষ্য জাতি একই প্রকার, ইহার জন্মভেদে উচ্চনীচ নাই। কিন্তু বিশ্বকোষে মাহিষ্য জাতি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন মাহিষ্য ত্রিবিধ, প্রথম, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা-পত্নীর গর্ভজাত উচ্চ শ্রেণীর মাহিষ্য, দ্বিতীয় করণীর গর্ভজাত মধ্যম শ্রেণীর মাহিষ্য, তৃতীয় ব্যাভিচারিণীর গর্ভজাত অতি জঘন্য মাহিষ্য।

প্রথম শ্রেণীর মাহিষ্য ভিন্ন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর মাহিষ্য নাই। ঐ প্রকার মাহিষ্যের উচ্চ নীচ শ্রেণী বিভাগ সিদ্ধান্তবারিধি মহা-শয়ের কল্পনা মাত্র। নগেন্দ্র বাবু দ্বিতীয় প্রকারের মাহিষ্যের উৎপত্তি লিখিয়াছেন—"সুবর্ণ বণিক কর্ত্তৃক করণী রমনীতে।" কিন্তু তিনি নিজেই বিশ্বকোষের ঐ স্থানে বলিয়াছেন ঐ মাহিষ্য তক্ষা, রথকার, শিল্পী, বার্দ্ধুষী, লৌহকার, কর্ম্মকার নামে বিদিত।§

---

* মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ—আদি পর্ব্ব। ১০৫ অধ্যায়।

§ বিশ্বকোষের ধৃত মূল শ্লোক ও তাহার অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

সুতরাং দ্বিতীয় প্রকার মাহিষ্য নাই। বিশ্বকোষের লিখিত তৃতীয় প্রকার উৎপন্ন সন্তানকে মাহিষ্য বলে না; মাহিষিক বটে। সংস্কৃত বাঙ্গালা যাবতীয় অভিধান দ্রষ্টব্য। মাহিষিক কোন জাতি নহে। ব্যভিচারিণীর গর্ভজাত সন্তানকে মাহিষিক বলে। কুণ্ডগোলক মাহিষিক সর্ব্বজাতির মধ্যেই হইতে পারে, সুতরাং তৃতীয় প্রকার মাহিষ্য বিচরে টিকিল না।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় যে "আশ্বলায়ন স্মৃতির" কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ঐরূপ আশ্বলায়ন স্মৃতি অপ্রসিদ্ধ। উহা হিন্দুর বিংশতি সংহিতার অন্তর্গত নহে। পণ্ডিতেরা উক্ত গ্রন্থকে জানেন না। উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও তৃতীয় প্রকার মাহিষ্য একটী জাতি নহে, উহা ঐ স্থানে সূত শব্দের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ মাহিষ্য শব্দ মাহিষিক শব্দের পর্য্যায় লিখিত। এইরূপ মাহিষিক যাজক চিরকালই পতিত। এখনও কেহ এইরূপ মাহিষিক যাজন করিলে পতিত হয়। সুতরাং আশ্বলায়নের উক্তি দ্বারা ক্ষত্র—মাহিষ্য জাতির ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

বাগতীত জাতির পিতা মাতা ক্ষত্রিয় বৈশ্যা হইলেও সে মাহিষ্য বা কৈবর্ত্ত হইতে পারে না। কারণ শাস্ত্রমতে সে ঋতুদোষে দুষ্ট হইয়া বাহ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন বর্ত্তমান কালে হালিক-কৈবর্ত্তগণ জালিক (ধীবর) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তজ্জন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য, পতিত ধীবর নহেন, কিন্তু আশ্বলায়ন এ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বলিয়াছেন যে "চৌর্য্যোন" অর্থাৎ চৌর্য্যক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাগর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন

করিয়াছে তাহারাই ধীবর বা কৈবর্ত্ত। এখানে বসুমহাশয় "কৈবর্ত্ত" শব্দ স্বয়ং বসাইয়াছেন। তথা কথিত আশ্বলায়ন স্মৃতিতে কেবল ধীবর শব্দ আছে। ধীবর মাত্রই কৈবর্ত্ত নহে। নিষাদ জাতি মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ধীবর বলিয়া কথিত হইয়াছে। আবার গৌতম সংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে প্রতিলোমক্রমে "ধীবর" জাতি জন্মে লিখিত আছে। মালো, রাজ-বংশী জাতির নামও ধীবর। সুতরাং ধীবর মাত্রই কৈবর্ত্ত হইতে পারে না। বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত ক্ষত্রিয়ের বিধিপূর্ব্বক পরিণীতা বৈশ্যা-ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান। আশ্বলায়নের ধীবর ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কৈবর্ত্ত হইতে পারেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কৈবর্ত্ত যে অবৈধরূপে উৎপন্ন তাহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য। যে আশ্বলায়ন স্মৃতির বলে মাহিষ্য নির্য্যাতন করা হইতেছে ঐ আশ্বলায়ন স্মৃতি কৃত্রিম গ্রন্থ। কোন নিবন্ধকার বা আভিধানিক ঐ গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করেন নাই। "রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির" হস্তলিপির ক্যাটালগে ঐ গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয় না।

এক পিতামাতার একইভাবে উৎপন্ন সন্তান বিভিন্ন নামধারী হইলেও একই জাতি বটে। সেই কারণে মাহিষ্য, কৈবর্ত্ত, দৌষন্ত, এবং যদু একই জাতির ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় ঔশনস্ ধর্ম্মশাস্ত্রকে অপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াছেন। ঔশনস্ ধর্ম্ম শাস্ত্র কেন অপ্রাচীন গ্রন্থ হইল প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত "স্বর্গীয়" তারানাথ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় তদীয় বাচ-

শব্দাভিধানে জাতি শব্দে উক্ত ঔশনস্ ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন—প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।* যথা—

"নৃপাজ্জাতোঽথ বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনা সুতঃ।
বৈশ্যবৃত্ত্যাতু জীবেত ক্ষাত্র ধর্ম্মং নচাচরেৎ।"

—ঔশনস্ ধর্ম্মশাস্ত্র।

নগেন্দ্র বাবু বিশ্বকোষে এই শ্লোকেরও অর্থান্তর করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন—

ক্ষত্রিয় হইতে বিধি পূর্ব্বক গৃহীত বৈশ্যাতে যে পুত্র জন্মে সে সূত, সে বৈশ্যবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আচরণ করিবে না।" নগেন্দ্র বাবু "সে সূত" কোথায় পাইলেন? এই "সুত" সূত জাতি নহে। সুত অর্থ পুত্র। ঔশনস্ ধর্ম্মশাস্ত্র ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে কোন নামে নির্দ্দেশ করেন নাই, ঐ সুত বৈশ্য বৃত্তি অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য গোরক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।† ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আচরণ করিবে না। ঐরূপ সন্তানের নাম ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দেশ না থাকায় উহাকে কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য বলা যাইতে পারে। প্রাচীন টীকাকার কুল্লূকভট্টের টীকায়ও "শস্যরক্ষা" মাহিষ্যের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব পিতা মাতা ও বৃত্তিসাম্যে কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য একই জাতি। নগেন্দ্র বাবু কুল্লূক ভট্টের টীকাকেও অগ্রাহ্য করিবার জন্য লিখিয়াছেন "কোন প্রাচীন স্মৃতি, পুরাণ বা নিবন্ধে মাহিষ্যের 'শস্যরক্ষা' বৃত্তি নিৰ্দ্দিষ্ট হয় নাই।" কুল্লূকের ঐ টীকা স্বকপোলকল্পিত নহে। তিনি

---

* "মাহিষ্য-সমাজ", ১৮ ভাগ ৪৩০ পৃঃ দেখ।

† পরবর্ত্তী উপ-নোটের ২৩৭ এবং পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাও দেখ।

ঐ উক্তি উশনার বাক্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুল্লুকভট্টের মনু-সংহিতার টীকা সর্ব্বজন-প্রশংসিত, ঐ টীকাকে কেহই অপ্রামাণিক বলেন নাই। তবে এটা ঠিক যে কুল্লুকের টীকায় বৈদ্য, অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতির প্রতি বহু এক দেশদর্শী অত্যাচার কাহিনী বিবৃত আছে।

যাহা হউক নগেন্দ্র বাবু নিজেই অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া শেষে লিখিয়াছেন যে "তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে কৈবর্ত্ত জাতি এক প্রকার নহে। এখন যেমন হালিক ও জালিক দুই প্রকার কৈবর্ত্ত দেখা যায়, পূর্ব্বেও নানা প্রকার কৈবর্ত্ত ছিল।" এমধ্যে উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন নিষাদ আয়োগবী জাত কৈবর্ত্ত এদেশে 'মার্গব বা মালো" নামে পরিচিত এবং "বেদোক্ত" আদি কৈবর্ত্ত বা ধীবর এখন জালিক কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত। আর ক্ষত্রিয় বৈশ্যাতে জাত কৈবর্ত্ত শস্তরক্ষা জীবিকা অবলম্বন করিয়া সম্ভবতঃ ইহারাই হালিক কৈবর্ত্ত নামে অধুনা খ্যাত। যদি এই মীমাংসাই সমীচীন তবে অন্যান্য বিতণ্ডা উঠাইয়া হালিক কৈবর্ত্তকে ধীবর বলা হইল হয় কেন? বারিধি মহাশয় তাহা বুঝাইয়া দিবেন কি?

নগেন্দ্র বাবু মাহিষ্য পুরোহিতগণের প্রতি বড়ই বিরুদ্ধ লেখনী চালনা করিয়াছেন! তিনি লিখিয়াছেন "এদেশীয় হালিক কৈবর্ত্তগণকে এইরূপ জঘন্য মাহিষ্য (মাহিষিক) মনে করিয়া সম্ভবতঃ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পৌরহিত্য স্বীকার করেন নাই। সেই জন্যই হালিক কৈবর্ত্তগণ ধন-সম্পদে ও পরাক্রমে বহুদিন হইতে দক্ষিণ বঙ্গে ও মেদিনীপুর জেলায় প্রাধান্য লাভ করিলেও কোন অজ্ঞাত কারণে জালিক কৈবর্ত্তের পুরোহিত

গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন।" সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের বিচার পদ্ধতি স্ব-বিরোধী। তিনি একবার বলিলেন এইরূপে জঘন্য মাহিষ্য মনে করিয়াই সম্ভবতঃ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পৌরহিত্য স্বীকার করেন নাই ; আবার লিখিলেন কোন অজ্ঞাত কারণে জালিক কৈবর্ত্তের পুরোহিত গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। এরূপ লেখায় স্ববচন-বিরোধ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের পক্ষে অশোভনীয়। আর হালিক কৈবর্ত্তগণ যে "বাধ্য হইয়া জালিকের পুরোহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন" একথা সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় কিরূপে লিখিয়াছেন? জালিকের পুরোহিতের সহিত হালিক কৈবর্ত্তের পুরোহিতের কোন সংস্রব নাই। যাহার যাহা জানা নাই তাহার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া অন্য জাতির মর্য্যাদা হানি করা অতিশয় অন্যায়। বঙ্গ দেশের যাবতীয় হালিক কৈবর্ত্ত সমাজ, ও তত্তৎ স্থানের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সামাজিক-গণকে শ্রীনগেনবাবু জানিয়া দেখিবেন হালিকের পুরোহিত জালি-কের পুরোহিত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কি না? ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার বহু মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের কন্যা নিজ সমাজ-মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে পরিণীতা হইয়াছে। জালিক সংস্রব থাকিলে কখনও এরূপ হইতে পারিত না। জালিকের পুরোহিত মাহিষ্যগণ গ্রহণ করিলে তাহাদের আনীত জল কি সদ্ ব্রাহ্মণে পান করিতেন? যাঁহারা সমাজতত্ত্বে এত অনভিজ্ঞ তাঁহারাই আমাদের সমাজের ইতিহাস লেখক !!!

এদেশের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মাহিষ্যের যাজন স্বীকার করেন নাই একথা সত্য নহে ; মাহিষ্যগণ তাঁহাদিগকে পৌরহিত্যে বরণ

করেন নাই। এদেশের উচ্চশ্রেণীর রাঢ়ী, বারেন্দ্র আদি ব্রাহ্মণগণ আদিশূরের সময়ে বা তৎপরে আনীত। ইহাঁরা ইহাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী আদিশূরের আনীত এই নবাগত ব্রাহ্মণের যাজ্যত্ব স্বীকার করেন নাই। ইহাঁরা এই গৌড় বঙ্গের আদি নিবাসী ব্রাহ্মণদের যজমান হইতেছেন ;এবং মাহিষ্য-যাজী বিপ্রকুলের প্রাচীন অভিধানের মত সেন রাজগণও দক্ষিণ-দ্রাবিড় দেশ হইতে আসিয়া পাল-বল্লালীযুগের পূর্ব্বে বঙ্গ বিজয় করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভান্তে একছত্রী সম্রাট হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, বঙ্গের এই বিশাল মাহিষ্যযাজী বিপ্র সম্প্রদায় উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হন এবং ঐ দেশের ক্ষত্রিয়যাজী "সরযু পরিয়া" বা "সরোরিয়া" ব্রাহ্মণগণের ন্যায় মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়যাজী হইতেছেন।" এই কথা আমার সমিচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহার সবিশেষ উত্তর আমি এই নোটের পরবর্ত্তী অংশে দিয়াছি, তাহা পাঠে সব সন্দেহ নিরসন প্রাপ্ত হইবেক। মাহিষ্য কৈবর্ত্তগণই যে বঙ্গের ক্ষত্রিয়জাতি, বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিক গবেষণা এবং "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মধবন্ধু বাবু সেবানন্দ ভারতী তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় বিশেষ গবেষণা পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। * বঙ্গের পাল ভূপতিগণ যে মাহিষ্য সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন তাহা কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। ¶ যদি কুলজী এবং কারিকাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অস্মদ্যাজী ভূদেবগণের

---

* "মাহিষ্য সমাজ" ১৬ ভাগ ৫০৭ পৃঃ দেখ।

¶ সন্ধ্যাকর নন্দীকৃত "শ্রীরাম-চরিত" পুস্তক যত্নে পাঠ কর

"দ্রাবিড়" আখ্যায় সমাজে পরিচিত হওয়াই সমিচীন। অতএব হে দ্বিজ সম্প্রদায়, মাহিষ্যজাতির মুকুটমণি, আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিয়া লউন, এই আমার মত আপনাদের সেবকের বিনীত নিবেদন। পূর্ব্বোক্ত ৬৬ শ্লোক পাঠে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে পালরাজ মহীপাল দেবের সময়ে বঙ্গ স্থানীয় গৌড় এবং দক্ষিণ প্রদেশাগত দ্রাবিড় শোণিত মিশিয়া এই ব্রাহ্মণ সমাজ মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে এককার হইয়া গিয়াছিল। * বঙ্গের অপরাপর জাতির মধ্যে যে এরূপ হয় নাই তাহা বলিতে পারি না। বর্ত্তমান বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ হইলেও এই সময়ে সমাজ বিপ্লব হেতু শূদ্র হইয়াছিলেন। † এই সময়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ দিতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৬ শ্লোকে স্পষ্টই গোবর্দ্ধন বলিতেছেন যে লক্ষ্মণাধিকারের পূর্ব্বে দ্রাবিড় দেশ হইতে বিপ্রগণ এদেশে আসিয়া বাস স্থাপন করেন, কিন্তু ৫৭ শ্লোকে বিশদভাবে বলিতেছেন যে পাল রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে তাঁহারা বঙ্গে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং দ্বিতীয় পাল রাজ দেবপাল দেবের সভায় তাঁহারা সম্মান এবং সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬১ শ্লোকের নোটেও এ সম্বন্ধে লেখা আছে তাহা যত্ন সহকারে দ্রষ্টব্য। ধ্রুবানন্দ মিশ্র, মুলোপঞ্চানন কিম্বা অপর ব্রাহ্মণগণ ও কারিকার রচয়িতাদের সময়ে বাঙ্গলায়

* এই কারিকার ১৪৪ ও ২২৮ শ্লোকে সেই কথাও স্পষ্ট লেখা আছে।

† অধ্যাঃ হরিপদ সেন শর্ম্মাকৃত "মোহ মুদ্গর" যত্নে পাঠ কর।

'ব্যাস" এবং "পরাশরের" উল্লেখ দেখা যায়। দ্রাবিড়দের নামোল্লেখ একেবারে পরিদৃষ্ট হয় না তাহার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেবল শেষবর্ত্তী পাল রাজগণ এবং বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যকালে দ্রাবিড় দ্বিজশোণিত অত্রদেশের পূর্ব্ব হইতে বসমান দ্বিজ শিরায় প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা নহে। অতি প্রাচীন মহাভারতীয় যুগেরও পূর্ব্বে যদি তৎ সময়কার বঙ্গে ও কলিঙ্গে ব্রাহ্মণাবাস না হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে একচাকা গ্রামে যতুগৃহ দাহ হইতে পলায়মান মাতা সহ পঞ্চপাণ্ডবের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ আসিল কোথা হইতে? † বাঙ্গলার উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণ শিরায় দ্রাবিড় শোণিত পাল রাজাদের অভ্যুদয়ের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে হইয়াছিল, অর্থাৎ শ্রীহর্ষবর্দ্ধণ শীলাদিত্যেরও পুর্ব্ব হইতে দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট আদি দেশ হইতে মাহিষ্য ও তদ্যাজী দ্বিজগণের অভিযান আসিয়া তৈলঙ্গ উৎকল ও কলিঙ্গ দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল; ইহাদেরই পরবর্ত্তী বংশাবলী (pasterity) পেরে মদিনীপুর, হাবড়া, বৰ্দ্ধমান, ২৪ পরগণা আদি জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। আমাদের শাস্ত্র ও পুরাণ গ্রন্থগুলী সেই কথাই বলে এবং বুলার, ৺বালগঙ্গাধর তিলক, উড্রোফ, কোলব্রুক্, শেরিং, পার্জ্জিটার আদি পাশ্চাত্য বিপশ্চিতগণও সেই কথাই বলেন; এবং এই কথাই ডাঃ কেদার নাথ মিশ্রও বলেন। সবই পরে বিবৃত আছে। *

---

* (পরবর্ত্তী "ঘ" পরিশিষ্ট দেখ।

† পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৮ ও ১১০নং নোট দেখ)

ইহাঁরা পূর্ব্বপুরোহিত ত্যাগ করেন নাই। মাহিষ্য-যাজীএই প্রাচীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বহুগোত্রের মিল করিলেই জানা যাইবে। নবাগত উচ্চশ্রেণীর রাঢ়ী ব্রাহ্মণ মাত্র পঞ্চ গোত্রীয়; মাহিষ্য যাজীগণ বহু গোত্রীয়। এ দেশের বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখের পঞ্চ গোত্রীয় পুরোহিত; ইহাঁরা নবাগত ব্রাহ্মণের যাজ্য। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরোহিত কাহারা? হয় এই সকল জাতি পুরোহিত হীন ছিলেন, নয় পূর্ব্ব-পুরোহিত ত্যাগ করিয়াছেন। মাহিষ্যগণ পুরোহিতহীনও ছিলেন না, পূর্ব্ব পুরোহিত ত্যাগও করেন নাই। নবাগত ব্রাহ্মণের সঙ্গে দলাদলি ও বিদ্বেষবশতঃই মাহিষ্য যাজীগণ সমাজে অপদস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।*

মাহিষ্যগণ নিরুপায় হইয়া বর্ত্তমান পুরোহিত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে উচ্চশ্রেণী হইতে অনায়াসে পুরোহিত লইতে পারিতেন। যেখানে মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ নাই, সেইখানেই উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে মাহিষ্যগণ পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। অনুসন্ধানের জন্য লিখিতেছি নগেন বাবু ইচ্ছা করিলেই আমাদের উক্তির সত্যতার প্রমাণ পাইবেন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর সব্ ডিভিজনের শেলাপট্টির মাহিষ্য চৌধুরীগণ রাঢ়ী-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দ্বারা যাজন কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মেদিনীপুর জেলার

---

*সবিস্তার বিবরণ মৎপ্রণীত "বঙ্গীয়-মাহিষ্য-পুরোহিত" গ্রন্থে এবং পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ভ্রান্তি বিজয়" এবং শ্রীপ্রকাশ বাবুর প্রণীত মাহিষ্য প্রকাশ ১ম ভাগ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অন্তর্গত তূর্কা অঞ্চলের মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মাহিষ্যের যাজন করিতেছেন। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ঠাকুরগাঁ মহকুমার আঠোয়ারী থানার নিকটে আটোয়ারী গ্রাম ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে মৈথিল ব্রাহ্মণবৃন্দ হালিক কৈবর্ত্তদিগের পৌরহিত্য কার্য্য আবহমান কাল হইতে করিয়া আসিতেছেন।

নগেন বাবু আরও লিখিয়াছেন—"আশ্বলায়ন অবশ্য মাহিষ্য-গণের পুরোহিতকে অদ্বিজ ও অনাচরণীয় বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ব্রাহ্মণই স্কন্দ পুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে 'শূদ্র-প্রায়', 'কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত মাহিষ্য-যাজী পুরোহিত-গণ 'পরাশর', 'ব্যাসোক্ত', 'দাক্ষিণাত্য', 'দ্রাবিড়' শ্রেণী বলিয়া আজকাল পরিচিত।"

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে এক প্রকার বিশুদ্ধ মাহিষ্য ভিন্ন দ্বিতীয় প্রকার মাহিষ্য নাই। ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে মহিষী বলে; তাহার গর্ভোৎপন্ন সন্তানকে শাস্ত্রে "মাহিষিক" বলে। সেইরূপ সন্তান কোন জাতি নহে। ঐরূপ মাহিষিক সর্ব্বজাতির মধ্যেই জন্মে। আশ্বলায়ন তাহাদের যাজককেই অদ্বিজ ও অনাচরণীয় বলিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু মাহিষিককে "মাহিষ্য" লিখিয়া লোককে ভ্রান্তপথে চালিত করিয়াছেন।

আর মাহিষিক যাজক পতিত ব্রাহ্মণকে স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি-খণ্ডের "শূদ্রপ্রায়", "কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ" বলিয়া কে নির্দ্দেশ করিল? সহ্যাদ্রিখণ্ডের ব্রাহ্মণের মূল কৈবর্ত্ত জাতি। পরশুরামের কৃপায় কৈবর্ত্তই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। এই কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ কুমারিকার উত্তরে আছেন। (সহ্যাদ্রিখণ্ডে দ্রষ্টব্য)। বঙ্গের কৃষিকৈবর্ত্ত

জাতির পুরোহিত কৈবর্ত্ত জাতীয় ব্রাহ্মণ নহেন। দাক্ষিণাত্যে যেমন চিৎপাবণ ব্রাহ্মণ আছেন, সেইরূপ কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণও আছেন। সহ্যাদ্রিখণ্ডের কৈবর্ত্তজাতীয় ব্রাহ্মণ যে বঙ্গদেশের মাহিষ্য জাতির ব্রাহ্মণের স্বজাতি তাহার প্রমাণাভাব। মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণের "দ্রাবিড় শ্রেণী", "পরাশর", "ব্যাসোক্ত নামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। মেদিনাপুর জেলার অন্তর্গত ময়নাগড়ের মাহিষ্য রাজার অভিষেকের সময় এবং জাহ্নুখণ্ডী রাজার দীঘি প্রতিষ্ঠার সময় দ্রাবিড় দেশ হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ "দ্রাবিড়" শ্রেণী নামে খ্যাত। "পরাশর" বঙ্গের প্রাচীন ব্রাহ্মণ। রাঢ়ীয় ঘটক ধ্রুলোপঞ্চাননের কারিকায় ব্যক্ত আছে যথা—

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই,
তা ছাড়া বামণ নাই,
যদি থাকে দুই এক ঘর,
সাতশতী আর পরাশর।"

—ধ্রুলোপঞ্চাননের গোষ্ঠি কথা।

রাঢ়ীয় কুলজ্ঞ যখন বিদ্বেষ বশতঃ শতগ্রামী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করেন নাই, সেই সময়েও সপ্তশতী ও পরাশর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (সম্বন্ধ-নির্ণয় কর্ত্তা এ কথা লিখিয়াছেন)। যাহা হউক ঐ কারিকাতেও বঙ্গের প্রাচীন পরাশর ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। পরাশরগণ মহাভারতীয় যুগের বাঙ্গালার প্রাচীন ব্রাহ্মণ।

"ব্যাসোক্ত" নাম এই ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞতার পরিচায়ক। অতএব

দেখা গেল যে সহ্যাদ্রিখণ্ডের কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ যে পরাশর, ব্যাসোক্ত, দ্রাবিড়-শ্রেণী, নামে পরিচিত তাহা সত্য নহে। ইতিহাস ক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমানের কোন মূল্য নাই।

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় একবার সহ্যাদ্রিখণ্ডের কথা উঠাইয়া কৃষিকৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণের নীচত্ব আরোপ করিলেন। আবার অশ্বলায়নের বেশ্যা পুত্রের যাজনের কথা উঠাইয়া কৃষিকৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণকে পতিত ও অপাংক্তেয় বলিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন ইহারা জালিকের যাজক! ইহাঁর কোন্ কথা ঠিক তাহা বুঝিলাম না? সমাজ-প্রান্তে অতি দীনভাবে অবস্থিত নিরীহ জাতির প্রতি নগেন্দ্র বাবুর কি এরূপ সাহিত্যিক অত্যাচার উচিত? নগেনবাবু গুলি চালাইয়া দুই দশজন মাহিষ্য ও তৎপুরোহিতকে হত্যা করিলে যত ক্ষতি না করিতেন, তাঁহার এইরূপ লেখায় ততোধিক ক্ষতি করিয়াছেন!!!

এইরূপ ব্যবহারের জন্যই হিন্দু সমাজ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি শূন্য হইতেছেন এবং পরপদ-দলিত হইতেছেন। আমরা আবার স্বারজ প্রার্থী। আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? যাহারা অকারণে শত শত স্বধর্ম্মী ভ্রাতার মনে ক্লেশ দেয় পরের জুতা মাথায় বহন করাই তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম এবং বিধিনির্দ্দিষ্ট পুরস্কার!!

উপসংহারে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ মাহিষ্য জাতির আর অস্তিত্ব নাই। সম্ভবতঃ এই জাতি অবস্থানুসারে রাজপুত সমাজে অথবা অপর কোন সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন।" বসু মহাশয় মাহিষ্য জাতিকে চিনিতে পারেন নাই

বলিয়া যে সে জাতির অস্তিত্ব নাই একথা বলা যুক্তি সঙ্গত নহে। বৈদ্য আছেন বলিয়া অম্বষ্ঠের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। দেশভেদে একই জাতি নানা নামে পরিচিত। বঙ্গদেশের কায়স্থ জাতি উড়িষ্যায় করণ নামে পরিচিত। এখন উড়িয়া পণ্ডিত কায়স্থ নাই বলিতে পারেন না, অথবা বাঙ্গালী পণ্ডিত করণ জাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। আশা করি শ্রীনগেন বাবু এই বিষয়ে সহৃদয়তা প্রদর্শন করিবেন।"

এই কুলজীর ১৪১ এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বেশ জানা যায় যে আদিযুগে দ্রাবিড় দেশে এবং পরে মহাভারতীয় বঙ্গদেশে (কারণ ঐ কালে বঙ্গের বদ্বীপ প্রদেশগুলি সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় নাই) অতি প্রাচীনকাল হইতে মাহিষ্যগণের এবং তৎযাজী বোঢ়্পুত্র বোঢ়ু সন্তান বিপ্রগণের বাস করিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বঙ্গের উদ্‌ভব যদি ঐ মহাভারতীয় প্রাচীন যুগে হইত, তাহা হইলে "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু...সংস্কার মর্হতি।" অর্থাৎ তীর্থদর্শন ব্যতিত অন্য উদ্দেশ্যে এই বঙ্গদেশে আসিলে আর্য্যদিগের পুনর্ব্বার উপনয়ন সংস্কার করিতে হইবে এরূপ অনুশাসন শাস্ত্র গ্রন্থে দৃষ্ট হইত না। মনু মহারাজও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন যথা "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদ্ .....খশা॥" এই শ্লোক লিখিত পুণ্ড্র এবং খশ দেশ সেকালের বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল।* এই মাহিষ্য এবং তৎযাজী বিপ্রগণ দ্রাবিড় দেশ হইতে বঙ্গে গঙ্গানদীর তীরদেশে এবং পশ্চিমে সরযু নদীর পুলিন দেশ পর্য্যন্ত গিয়া

* মাহিষ্য সমাজ ১৮ ভাগ ৪৪৬পৃষ্ঠা দেখ।

বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। † বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের বদ্বীপে ব্রাহ্মণাবাস দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশ হইতেই হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয়, তাহা বহুবার পূর্ব্বেই বলিয়াছি। "দ্রাবিড়" বলিলে অনার্য্য দেশ বুঝায় না, ইহা মহাভারতীয় যুগের বহু পূর্ব্বের কথা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে ডাঃ কোল্‌ব্রুকও রেঃ শেরিংও সেই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়া শ্রীনীরদবরণ বাবুও তাঁহার "গৌড়াস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ" পুস্তকে সেই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। * এই সকল কথার মিমাংসা অন্যান্য বিষয়েও নীরদ বরণ বাবুর ভুল মত খণ্ডন আমি এই নোটের পরবর্ত্তী অংশে বিস্তারিত ভাবে করিয়াছি। এই মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে আমি গোবর্দ্ধন সঙ্কলিত এই প্রাচীন কারিকার ৬৬ শ্লোকে যাহা প্রদর্শন করিয়াছি তাহা উপরেই বলিয়াছি। দেব পাল দেব মহিপাল দেব, বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন আদি রাজাগণের রাজত্ব কালে সময়ে ২ দ্রাবিড় দেশবাসী মাহিষ্যগণ স্বীয় পুরোধাগণের সহিত বহুবার এই দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এমন কি মহাভারতীয় যুগের পর হইতে বরাবর এই উপনিবেশ স্থাপনের ধারা নব্য গঠিত বাঙ্গালার উর্ব্বর মাটিতে দ্রাবিড় দেশ হইতে কলোনিজেশান চলিয়া আসিতেছে। যেমন ইউরোপের পরবর্ত্তী ইতিহাসে দেখা যায় যে ইংলণ্ডে পিক্‌ট্‌স্‌, স্কট্‌স্‌, এবং স্যাক্‌সনগণ এবং কন্টিনেণ্টে গথ্‌স্‌, ভ্যাণ্ডাল্‌স্‌ হুন এবং ভিসিগথ্‌স্‌ বীর বাহিনী

* মাহিষ্য সমাজ ১৭ ভাগ ৬৮ ৪৪৭, ৫০৬ পৃষ্ঠা যত্নে পাঠ কর

† গদাধরের কুলজী ১৫২ শ্লোক দেখ।

উপর্য্যুপরি তদ্দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আদিম অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া এক শোনিতে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ দ্রাবিড়াগত মাহিষ্যবীর বাহিনী স্থানীয় অধিবাসীর সহিত মিশিয়া এক বৃহত্তম শক্তিসম্পন্ন বিশাল মাহিষ্যজাতিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে; দ্রাবিড় বলিলে অনার্য্য বুঝায় না। এই সকল কথা আমি পূর্ব্বে ৮৭ ও ৮৮ পৃষ্ঠায় বিশদ ভাবে বলিয়াছি। কলিঙ্গান্তর্গত মেদিনীপুর জেলাই বঙ্গের দক্ষিণ দ্বার, যেমন বর্ত্তমান "দ্বারবঙ্গ বঙ্গের" পশ্চিম মিথিলা দেশস্থ পশ্চিম দ্বার। বর্ত্তমান কালের হিংসা ও দ্বেষবুদ্ধি পরিচালিত পক্ষপাতী ঐতিহাসিকগণ একথা সত্য হইলেও বহুকষ্টে স্বীকার করেন, কারণ মাহিষ্যদের সমাজে প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য॥ মাহিষ্যগণ যে অতীতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সহিত এই বাঙ্গলা দেশের আচট্টল নর্ম্মদাতীরভূমি পর্য্যন্ত রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আদৌ কোন সন্দেহ নাই। মাহিষ্য শোনিত যেমন স্থানীয় অধিবাসীর শিরায় প্রবাহিত হইয়া বৌদ্ধযুগে একাকার হইয়া গিয়া ছিল, সেইরূপ তৎযাত্রী দ্বিজ সম্প্রদায়েরও এই একই কথা। তাঁহারা এ দেশে নবাগত বল্লাল ও লক্ষণ সেনের রাজ্যের বাহিরে গঙ্গার দক্ষিণ প্রদেশে অধিকাংশই বাস স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া হুলোপঞ্চানন, দেবীবর, ধ্রুবানন্দ, যোগেশ্বর প্রভৃতি কারিকারগণ তাঁহাদিগের পৃথক করিয়া নামোল্লেখ করেন নাই; ইহাই আমার মনে হয়। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ঘটককারিকাগণ, আমার মনে হয়, অভিজাত্য বোধ বশতই দ্রাবিড়গণকে সমাজে চাপিয়া রাখিয়াছেন। এই দ্রাবিড়াগত দ্বিজগণই পাল শাসনে মন্ত্রী, সন্ধি-বিগ্রহী, যোদ্ধা প্রাড়বিবেক, গণক, গণিতশাস্ত্র-

বেত্তা, বক্তা, গায়ক, কোষাধ্যক্ষ আদি রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়া ইতিহাস পৃষ্ঠায় যে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ইতিহাস পাঠক মাত্র কাহারও অবিদিত নাই। রাঢ়ী এবং নবাগত কায়স্থগণের দ্বেষ এবং ঈর্ষাই প্রধানতঃ এই জাতির অধঃ-পাতের মূল কারণ; কাজেকাজেই কৃষি-মাহিষ্যাজী দ্বিজ সম্প্রদায়ের উপর হিংসা দ্বেষ এবং অত্যাচার প্রয়োগ রাঢ়ী এবং কায়স্থ সমাজের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এই সকল কথা মিঃ পার্জ্জিটার সাহেবের Ancient Indian Historical Traditions, "রেঃ সেরিং এর Tribes and Sects" বল্লাল চরিত, সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত "শ্রীরামচরিত" আদি গ্রন্থ পাঠে সবিশেষ জানা যায়। বঙ্গের এক দেশদর্শী হিন্দু-সমাজ যদি এই মাহিষ্য জাতিকে সমাজে চাপিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়া এই বিশাল জাতির সামাজিক দাবী অস্বীকার করিয়া যথাযথ অধিকার ও স্থান না দেন, তাহা হইলে বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস গঠণের আশা দুরাশা মাত্র হইবে বলিয়া আমার মনে হয়; শ্রমিক সম্প্রদায়ের উত্থানে বাঙ্গলায় বর্ত্তমান রুষের ঘটনা পুনরায় অভিনীত হইবে!!!। জলে স্থলে এই জাতির অখণ্ড প্রতাপ বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সভাজগতে ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া আমাদের জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন করিতেছে। বৌদ্ধ ভাবাপন্ন পালরাজগণের মন্ত্রী এবং পুরোধাগণ গৌড় দেশবাসী "দ্রাবিড়" সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেন এবং পালগণ দ্রাবিড় দেশ হইতেই আসিয়া বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরে বঙ্গের শাসন দণ্ড পরিচালন করেন।

মাহিষ্য প্রকাশ প্রথম ভাগ ২২৩ পৃষ্ঠার নোটে আমি বলিয়াছি যে "৺গদাধরের কুলজী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ৺গদাধরের দ্বারা বহু পূর্ব্বকালে অনুমান রাজা বল্লালসেনের সময় বা তৎপরবর্ত্তী লক্ষণ সেনের সময় রচিত হয়। গদাধর ভট্ট মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বল্লাল সেনও লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ বিধায় বিশেষ ক্ষমতা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ; ইহা আমার মনে হয়, কতকটা ভুল। পরবর্ত্তী সময়ে অনুসন্ধানের দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে মাহিষ্য জাতির এই বৃহৎ কারিকাকার গোবর্দ্ধনাচার্য্য বল্লাল এবং লক্ষ্মণ ভূপতি উভয়েই রাজত্ব কালে জীবিত ছিলেন এবং উভয়েরই সভাসদ্ ছিলেন। "মাহিষ্য প্রকাশের" ২২৩ পৃষ্ঠার নোটটী ভুল মুদ্রিত হইয়াছে। গদাধরও মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনিও মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্যাস বিপ্র ছিলেন। যে সকল কুলজী ও কারিকা দ্রাবিড় দেশে প্রচলিত আছে এবং গঞ্জামের নিকটবর্ত্তী চেত্তিপট্টলম্ গ্রাম-নিবাসী, শ্রীবিশ্বম্ভর চতুর্ব্বেদীর নিকট প্রাপ্ত "ব্রাহ্মণ কারিকা" হইতে জানা যায় যে গোবর্দ্ধনাচার্য্য, যিনি গৌড়রাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ছিলেন এবং যিনি "বৃহৎ মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় কারিকা" রচনা করিয়া যান, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্যাস ব্রাহ্মণ ছিলেন। গোবর্দ্ধনের কারিকার বহুকাল পরে গদাধরের কুলজী, রচিত হয় ; বোধ হয় ইহা আহম্মদসাহ বা তৎপরবর্ত্তী সময়ে গদা-ধরের দ্বারা রচিত হইয়া থাকিবে। এখন আমরা দেখিতে পাই যে কুলজীর ২৫৬ শ্লোকে যবন নৃপতি আহম্মদ সাহের নামোল্লেখ থাকায় ইহা তাঁহার সময়ে রচিত বলিয়া ধরিয়া লইলেও বড় ক্ষতি হয় না। এখন দেখা প্রয়োজন যে বাঙ্গলার ইতিহাসে ঐ যবন নৃপতি

করে অধিষ্ঠিত ছিলেন? তাহা হইলে ঐ কুলজীর বয়স সহজেই নিরূপিত হইতে পারিবে। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ "বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হন, তাহা ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" পাঠে অবগত হওয়া যায়। গণেশের পুত্র যদু "জেলালুদ্দীন মহম্মদ সাহ" নাম এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র আহম্মদ সাহ তাঁহার মৃত্যুর পর বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। পণ্ডিত হরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার "ভ্রান্তি-বিজয়" পুস্তকে এই আহম্মদ সাহ বাঙ্গালার বাদ-সাহকে "আহম্মদ সাহ গুবাণীর" সহিত মিশ্রিত করিয়া গদাধরের কুলজীর অনুবাদে গোলে পতিত হইয়াছেন। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে দুইজন ক্রীত দাসের হস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই রাজা গণেশ বৈদ্য ব্রাহ্মণদের শূদ্র করিয়া যান। তাহা হইলে দেখা যায় যে ৺গদাধরের কুলজী ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি। দক্ষিণ এবং উত্তর রাঢ়ী মাহিষ্য এবং দ্বিজ বিভাগ সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই হইয়াছিল। মোগল সম্রাট আহম্মদ সাহের রাজত্ব কালে এই কুলজী রচিত বলিয়া যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ইহার বয়স কেববমাত্র ১৭৫ বা ১৭৬ বৎসর হইবে। এই স্বল্প কাল মধ্যে উত্তর এবং দক্ষিণ রাঢ়ীর মাহিষ্য সমাজ মধ্যে পার্থক্য এত বদ্ধমূল হইতে পারে না। কাজেই ইহা ৫০০বৎসরের পুরাতন বলিয়া গ্রহণ করা সমিচীব বলিয়া মনে হয়।

উপরোক্ত বিষয় গুলি আমি ৺গদাধরের কুলজী, ৺গোবর্দ্ধনের এই বৃহৎ কারিকা এবং মল্লিখিত "মাহিষ্য প্রকাশ ১ম ভাগ"

পুস্তকের অন্তর্গত ব্যবস্থা অধ্যায়ের অনুবর্ত্তী "মাহিষ্য সন্দর্ভ" নামক ব্যবস্থা পাঠে সবিশেষ অবগত হইয়াছি। এই সুবৃহৎ মাহিষ্য জাতির কারিকার বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিত সার উইলিয়াম হান্টার এবং সার হার্বাট রিজলী তাঁহাদের পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা তাহা প্রাপ্ত হন নাই। ৺গদাধরের কুলজীর ২।৩ খানা প্রতিলিপি আমি মান্দ্রাজ দেশ হইতে পাই এবং ইহা ছাড়া আর ১ খানা উত্তম প্রতিলিপি মবন্ধু বিশশ্চিতাগ্রগণ্য যতিশ্রেষ্ঠ তদ্দেশীয় ব্যবহারবিদ্‌গণের অগ্রণী হাইকোর্টের উকিল এবং "মান্দ্রাজ বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার" সম্পাদক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ পার্থ সারথী আয়ানগার মহাশয়ের নিকট হইতে ১৮৯০—১৮৯২ সালে প্রাপ্ত হই; এবং দৈব কৃপাবশতঃ ঐ কুলজীর আর একখানি কীটদষ্ট প্রতিলিপি হুগলী জেলার অন্তর্গত ধনিয়াখালির সন্নিকট সোমশপুর নিবাসী ৺হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর বুনিয়াদ খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটী বৃহৎ প্রোথিত মাটির জালার ভিতর অপরাপর প্রাচীন পুঁথী পুস্তক এবং বৈদ্যক হস্ত লিখিত পুঁথির সহিত ইহা সৌভাগ্যবশতঃ প্রাপ্ত হই। ইহার প্রথম সংস্করণ কলিকাতা ১৯নং শ্রীনাথ দাসের লেনস্থিত "বঙ্গীয় দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ সমিতি" কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়; আসল কুলজীর অনেক স্থানে অতীব জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় যত্ন যোগে বহুকষ্টে তাহার পাঠ, উদ্ধার করিয়া পুণা, গাঞ্জাম, কাশ্মীর, ওয়ারদা আদিস্থানে প্রাপ্ত অপর লিপিগুলির সহিত মিলাইয়া "মাহিষ্য প্রকাশ" প্রথম ভাগে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছি। আমার নিকট

যে কয়টি মূল পুঁথী ছিল, তাহা আমি ৺শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৺আনন্দগোপাল চক্রবর্ত্তী এবং মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের ১৯০২ সালে দিয়াছি; তাহা শ্রীনাথ দাস লেনস্থ "Indian Art School গৃহে রক্ষিত আছে। এখন হরিশ বাবু ৺গদাধরের কুলজী এবং এই ৺গোবর্দ্ধনের বৃহৎ মাহিষ্যকারিকাটিকে নিজ ভ্রান্ত মত প্রচার জন্য "খিচুড়ী" বলিয়া ১৩১১ সালের আষাঢ় সংখ্যা "গৌড়প্রভা" পত্রিকায় আক্রমণ করিতে ক্রটী করেন নাই।

এই মহৎ জাতীয় কাজে আমার শিক্ষা গুরু কাশীর খ্যাতনামা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺গঙ্গাধর শাস্ত্রী এবং মহামহোপাধ্যায় ৺সুকুমার পণ্ডিত (শিবকুমার) শাস্ত্রী আমায় শিক্ষক গয়া নিবাসী ৺গঙ্গাধর শাস্ত্রী, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁশড়া গ্রাম নিবাসী ৺নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং মেদিনীপুরান্তর্গত, লোহা নিবাসী ৺ঈশানচন্দ্র স্মৃতিরত্ন,হাবড়ান্তর্গত অনন্তরামপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীনৃত্যতারণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়গণ আমাকে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণের অনেকাংশ যাহা দুর্বোধ্য ছিল তাহা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া "মাহিষ্য প্রকাশ প্রথম ভাগ মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছি।

রাজা বল্লাল সেন ও তাঁহার পরবর্ত্তী লক্ষ্মণ সেনের সময়ে এই বিশাল মাহিষ্য জাতি ও তৎযাজ্য দ্রাবিড়্য-ব্যাস-বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহাদের নিম্নতা, বিদ্যাহীনতা, অজ্ঞতা এবং মূর্খতা প্রযুক্ত অপরাপর জাতিগণ দ্বারা কি দুর্শ্মের অনিষ্টপাত সাধিত হইয়াছিল তাহা বাক্যাতীত। রাজা বল্লাল সেনের এই জাতির প্রতি কোপের বিশেষ কারণ ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ভৃত্য সংকটই প্রধানতঃ এই রাজ রোষের মূল। তাহা ছাড়া বল্লাল ভূপতি

জালিয়াগণকে অনুদিত ভাস্করের পূর্ব্বে লক্ষ্মণ সেনকে রাধানীতে আনিতে নিয়োগ করেন। রাজ রোষ ভয়ে যাঁহারা তাহাতে স্বীকৃত হইল তাহারা রাজপ্রসাদে বঞ্চিত হইল না। জালিয়ারা ভূমি পুরস্কার পাইল কিন্তু যাঁহারা রাজ অনুগ্রহের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া স্ব স্ব জাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিল, তাহারা রাজ আদেশে সমাজে পতিত হইল বা অশেষ প্রকারে নিগৃহীত হইল। মাহিষ্যগণ রাজার আদেশ পালন করে নাই বলিয়া রোষ যুক্ত হইয়া তিনি তাহাদিগকে সমাজে অপদস্ত করেন। তাঁহার আরও রোষের কারণ "কৌলিণ্য" দান বিষয়ে ছিল; তাহা পরে বিবৃত করিয়াছি। সমসময়িক ইতিহাস ও পুস্তকাদি পাঠে আমরা ইহা অবগত হই।

ভবানন্দ সংঘটিত উপাখ্যানটী যাহা ৺গদাধরের কুলজীতে দৃষ্ট হয়, তাহা সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ সেন সম্বলিত উপাখ্যান বলিয়া আমার মনে হয়; ইহা জালিয়াদের বিষয়ে প্রযোজ্য। তাহারা ভূমি পুরস্কার পায়, সমাজে জল আচরনীয় করণরূপ পুরস্কার তাহারা কদাচ প্রাপ্ত হয় নাই; বল্লাল সেনের জল আচরনীয় রূপ পুরস্কার দিবার ক্ষমতা ছিল না, কারণ তিনি স্বয়ং সমাজে ঠেকা, কে তাঁহারা অনুশাসন সেকালের ব্রাহ্মণদের সমাজে প্রাধান্যের দিনে মানিবে?

বঙ্গের পুরাতন ইতিহাস, আইন—ই—আকবরী, মুতাক্ষরীন, তব্‌কাৎ-ই-নসিরী আদি পুরান হিন্দু ও মুসলমান যুগের ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা আহম্মদ সাহের ভবানন্দ নামক এক রাঢ়ী মন্ত্রী ছিলেন; মেটিরীতে তাঁহার রাজ-

ধানী ছিল। আহম্মদ সাহের বিবরণ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাসে" আমরা দেখিতে পাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইরূপ অপূর্ব্ব মিলন ইতিহাস পৃষ্ঠে আমরা দেখিতে পাই। হাবড়া, হুগলী, মেদিনীপুর এবং কঙ্করাজ্যের শাসক আহম্মদ সাহা বঙ্গের নবাবের এই সময় ভবানন্দ ভৌমিক নামীয় এক অধীনস্থ শাসকও ছিলেন; তাঁহার বিষয় পরে বিবৃত করিয়াছি *। এই ৺গদাধরের কুলজীতে লিখিত বিবরণ দুই ভবানন্দের মধ্যে যে কোনটির সম্বন্ধে, প্রয়োজ্য হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত ঘটনায় এতকাল কাল পরে তাহা ঠিক কাহার পক্ষে প্রয়োজ্য তাহা বলা যায় না। ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে নবদ্বীপের মহারাজ ৺কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের পূর্ব্বপুরুষ হবেলী পরগণার রাজা ৺কাশীনাথ রায়ের পৌত্র মন্ত্রীপদে এই সময়ে আহম্মদ সাহের রাজত্ব কালে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এই দুই ঘটনাই সত্য, যে হেতু আমরা পুরাতন ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে এইরূপ ভৃত্য-সঙ্কট মহারাজ বল্লাল সেনের এবং দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক বঙ্গের মন্ত্রী ভবানন্দ রায় মজুমদারের সময়েও উপস্থিত হয়। পালরাজাদের সময়ের ইতিহাস পাঠ করিলে বেশ অনুমিত হয় যেপালরাজ মদন পালদেবের শাসনকালে বৌদ্ধযুগে এইরূপে ভৃত্য-সংকট (Labourite rising) উপস্থিত হয়। ইতিহাস পৃষ্ঠায় কালে কালে জন বা ভৃত্য-সংকট অবিরল নহে। আমাদের চক্ষের সমক্ষে বর্ত্তমানে এইরূপ জনসংকট অবিরল নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী কুলজীর ২৫৮শ্লোকে লিখিত ভবানন্দ ভট্ট নারায়ণ প্রমুখ কেশর গ্রামী

* পরবর্ত্তী "ক" পরিশিষ্ট দেখ।

নীপ বংশের একদল দেশ দেশীয় অধস্তন লোক হইতেছেন। নীপের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে কামদেব; কামদেবের চারিপুত্র। তন্মধ্যে বিশ্বনাথ জেষ্ঠ; ইনিই নবদ্বীপের প্রথম রাজা; ইঁহারা দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত কেশর গ্রামে অবস্থান করেন। বিশ্বনাথ হইতে অধস্তন পঞ্চপুরুষে ষষ্ঠীদাসের পুত্র কাশীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এই কাশীনাথ হইতে উর্দ্ধতন সাতপুরুষ রামচন্দ্র পর্য্যন্ত কাঁকুটি (কাঁকদী) পরগনার রাজা ছিলেন। রাজা বল্লাল সেনের পূর্ব্বে এবং বহুকাল পর পর্য্যন্ত কাঁকদী পরগনা প্রাচীন কঙ্করাজ্যের অন্তর্গত ছিল; এবং এই কঙ্করাজ্যে মাহিষ্য রাজগণ শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেন। বাদসাহ আকবরের সময় রাজা সিংহবাহু এই রাজ্য জায়গীররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কয়েক বৎসর গত হইল "২৪ পরগনা বার্ত্তাবহ" আদি সংবাদ পত্রে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কাশীনাথ দিল্লীর রাজস্ব অনাদায় হেতু দিল্লীর কারাগারে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার পুত্র রাম সমাদ্দার; রামকে হরিকৃষ্ণ সমাদ্দার পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং অপুত্রক হেতু দানসূত্রে তাঁহাকে নিজ সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। তাঁহার চারিপুত্রের মধ্যে জেষ্ঠ ভবানন্দ, জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় সুবা বাঙ্গাল বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব ঢাকার ইশ্‌মাইল খাঁর নিকট হইতে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুরের কানুনগোঁইর ভার প্রাপ্ত হইলে তাঁহার উপাধি "মজুমদার" রাজপ্রসাদ স্বরূপ প্রদত্ত হয়। পরগনাদারগণ এইরূপ মুসলমান শাসন কালে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হইতেন।

মল্লিখিত ৺তারকেশ্বরের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে আমি সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। ভবানন্দের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা হন। তাঁহার পুত্র রাঘব, তৎপুত্র রাজা রুদ্ররাম। তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান রাজা রামকৃষ্ণ এবং তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র রাম জীবন হইতেছেন। রাম জীবন কারারুদ্ধ হন। রাম কৃষ্ণের মৃত্যুর পর কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তিনি নবদ্বীপের রাজ গদীতে বসেন; তাঁহার পুত্র রঘুরাম, তাঁহার পুত্র রাজাধিরাজ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (সম্বন্ধে নির্ণয় দেখ ৪১২ পৃঃ)

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে অপূর্ব্ব মিলন দেখা যায় যে বাদশাহ আহম্মদসাহের যেমন ভবানন্দ নামক অমাত্য বহুকাল তাঁহার দরবারে ছিলেন, (কুলজা ২৫৮শ্লোক দেখ) সেইরূপ তাহার কিছু কাল পূর্ব্বে বঙ্গের রাজ দরবারে ভবানন্দ সরস্বতী ভৌমিক নামক এক ক্ষমতাশালী কর্ম্মঠ এবং বিচক্ষণ শাসক (Satrap) মেদিনীপুর হাবড়া, গড়বেতা, হুগলী, বর্দ্ধমান ২৪পরগনা বর্দ্ধমানের দক্ষিণ অংশ জলেশ্বর আদি সরকারের উপর প্রতিষ্ঠীত ছিলেন। ইনি দ্রাবিড় বংশাবতংশ মেদিনীপুর জেলান্তর্গত "কোল সর" মঠের আদি প্রতিষ্ঠাতা এবং বৃন্দাবনপুর সমাজের নেতা বিপ্রদাস ভৌমিক চক্রবর্ত্তীর বৃদ্ধপ্রপৌত্র পীতাম্বর তর্কালঙ্কারের পোষ্যপুত্র এবং সুদর্শন শিরোমণিভৌমিকের পুত্র অযোধ্যারাম বিদ্যানিধির পৌত্র ছিলেন। ইনি বাঙ্গলার শাসক নবাবের অধীনে মেদিনীপুর এবং হুগলী হাবড়া জেলার কতকাংশের শাসক ছিলেন।* এই শাসকের

*পরবর্ত্তী ক পরিশিষ্ট দেখ।

এই সময়ে গৌড়ের সন্নিকট সপ্তগ্রাম বা বর্দ্ধমানে রাজধানী ছিল। সময়ে সময়ে তিনি দাঁইহাট মেটিরীতেও থাকিতেন। ভবানন্দসরস্বতী ভৌমিক খুব পণ্ডিত এবং চতুর লোক ছিলেন এবং বাদসাহের স্থানায় শাসকেব সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ অধীনস্থ শাসক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অধিক সময় রাজধানীতে কালাতিপাত করিতে হইত, সেইজন্য তিনি দুর্ব্বল বঙ্গাধীপ নবাবের খুব প্রিয়-পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং সদরস্থ আমলা, অমাত্যাদি উচ্চ কর্ম্মচারীদের উপর তাঁহার বিপুল ক্ষমতা এবং আধিপত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি নবাবকে সম্পূর্ণ করায়ত্ব মধ্যে করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানটি তাঁহার সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য হইতে পারে, কারণ তিনি ঐ সময়ে নবাবের স্থানীয় গভর্ণবের মেদিনীপুর, হুগলী জেলার দক্ষিণাংশ, হাবড়া এবং প্রাচীন কঙ্করাজ্যের দক্ষিণাংশের বিস্তার্ণ ভুভাগের শাসক ছিলেন। এই কঙ্কবাজ্য পূর্ব্বে দিল্লীর বাদশাহের শরীর রক্ষক রাজা সিংহবাহুর জাইগীর ভুক্ত রাজ্য ছিল। এ বিষয়ে বিবরণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ('২৪পরগণা বার্ত্তাবহে" প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গের নবাব শ্রীআহম্মদ সাহেব মেটিয়াবী নিবাসী বাঢ়ীয় ভুদেব মন্ত্রী শ্রীভবানন্দ ভৌমিক "মজুন্দার" উপাধি ধারী ছিলেন। তিনি মোগল সম্রাটদের সমসাময়িক লোকছিলেন তাহা পবে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীভবানন্দ সরস্বতী ভৌমিক গোবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন তাহা করিকার ৫০ শ্লোক ও তাহার নোট ও পরবর্ত্তী "ক" পরিশিষ্ট পাঠে সবিশেষ জানা যাইতেছে। জালিক ঘটিত উপাখ্যানটি এই ভবানন্দকে কদাচ প্রয়োজ্য হইতে পারে না; সে কথা আমি

পূর্ব্বেও বলিয়াছি। গদাধরের কুলজীর ২৩১ শ্লোকে এই ভবানন্দের কথাই বলা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।*

এই প্রাচীন ৺গদাধরের কুলজীও ৺গোবর্দ্ধনের কারিকার যে সকল প্রাচীন হস্তলিপি আদি "কলিকাতা দ্রাবিড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ সমিতি" বিশেষ যত্ন উদ্যোগ ও বিপুল অর্থ ব্যয়ে ১২৮০ বা ১২৮২ সাল হইতে ১৩০৪ সাল পর্য্যন্ত সংগ্রহ করেন, তাহা পূজনীয় ৺শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী উথাসনী এবং তপনতেজা মৎপুরোধা পূজনীয় ৺আনন্দগোপাল চক্রবর্ত্তী কণ্ঠাভরণ মহাশয় দ্বয়ের কাছে ১৭নং শ্রীনাথ দাস লেন ভবনস্থ "Indian Art School" গৃহে রক্ষিত থাকে। বহু মহামহোপাধ্যায় ও বিপশ্চিৎগণ সেইগুলি সময়ে সময়ে দেখিয়া গিয়াছেন। এখন সেই সকল পুঁথি আদি কোথায় তাহা বলিতে পারি না। আমার নিকট সেই সময়কার যে সকল হস্তলিপির নকলাদি ছিল তাহা হইতেই এই কারিকা এবং মল্লিখিত "সাহিত্য প্রকাশ প্রথম ভাগে" প্রকাশিত ৺গদাধরের কুলজীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কলিকাতার "দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ সমিতি" ১২৮০ সালে ইহার এক অসম্পূর্ণ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত করেন। সেই সময় অন্যান্য স্থান হইতে ৺গদাধর ভট্টর এই কুলজীর অনুলিপি সংগৃহীত হয় নাই।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই কুলজী ও কারিকার মূলগুলি ১৩০৪ সালে আমি ৺শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৺আনন্দগোপাল কণ্ঠা-

---

* ক পরিশিষ্ট দেখ।

ভরণ চক্রবর্ত্তী এবং পরম সন্ন্যাসী স্বামী মন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) মহাশয়দিগের দিয়াছি। এইবার এইখানে ৺গদাধরের কুলজী সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া আমার মনে হয়। মল্লিখিত "মাহিষ্য প্রকাশ" প্রথম ভাগে প্রকাশিত ৺গদাধরের কুলজী তাড়াতাড়ি প্রেসে ছাপা হওয়ায়, কয়েকটী বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া দেওয়া হয় নাই। কুলজীর ২৩৮শ্লোকে "মুর্শিদাবাদ" পদটী দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে বল্লাল সেন বা লক্ষ্মণ সেন বা তাঁহার পরবর্ত্তী ৪।৫ শতাব্দী পর্য্যন্ত যখন সম্ভবতঃ ৺গদাধর ভট্ট তাঁহার "বৃহৎ মাহিষ্য কুলজী" রচনা বা সংকলন করেন, তখন "মুর্শিদাবাদের" আদৌ অস্তিত্ব ছিল না। সেই জন্য হয় এই শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত, না হয় এই কুলজী খানি আধুনিক। আমার মনে হয় যে "মুর্শিদাবাদ" শব্দটী ছাপা ভুল; "মুকসুদাবাদ" হওয়া উচিত। যে নগরটীকে বর্ত্তমান সময়ে মুর্শিদাবাদ নামে অভিহিত করা হয়, তাহা অতি প্রাচীন কালে "মুকসুদাবাদ নামে অভিহিত করা হইত। বঙ্গের রাজস্ব-সচিব ও নবাব মুর্শিদ্‌কুলীখাঁর স্থাপিত নগরই এখন মুর্শিদাবাদ নামে পরিচিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের সন্নিকট মুকসুদন সিংহ বা মধুসূদন সিংহ এক স্থানীয় সামন্তরাজা যে নগর স্থাপন করেন তাহাই এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত "মুকসুদাবাদ" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল, নবাব মুর্শিকুলীখাঁ স্বীয় নাম প্রচার ও অমরত্ব লাভ করিবার জন্য প্রাচীন নগরের সান্নিধ্যে গঙ্গা নদীর অপর পারে, ঢাকা ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ নগর রাজধানীরূপে স্থাপন

করেন। এটা ঐতিহাসিক সত্য এবং এই প্রাচীন গ্রামের পরিচয় স্থানীয় লোকের নিকট, বাবু প্রতাপ নারায়ণ রায় মহাশয় কৃত "বীরভূমের ইতিহাসে" তথা মদ্বন্ধু বাবু নিখিলনাথ রায়ের "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" আদি পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মূল পুঁথিতে লক্ষ্মণাপুরী পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময় লক্ষ্মণাপুরীর সৃষ্টি। সেইজন্য আমার মনে হয় যে, লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কালের বহু পরে এই কুলজী-রচিত; কিন্তু কারিকাখানি বোধ হয় ৺গোবর্দ্ধনাচার্য্য লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যকালের শেষ ভাগে সঙ্কলন বা রচনা করিয়াছিলেন; যেমন তাঁহার সভাসদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রীহলায়ুধ মিশ্র 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থ এবং উমাপতি ধর দেওপাড়ার আবিষ্কৃত বিজয় সেনের "প্রশস্তি লিপি" প্রভৃতি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সেইরূপ ইনিও এই কারিকা রচনা করিয়া রাজ-মর্য্যাদা বাড়াইয়াছিলেন। এই সকল পুস্তক রচনা রাজার কীর্ত্তি ও যশ জগতে প্রকাশ জন্য এবং লেখক নিজ প্রতিষ্ঠার জন্য রচনা করিয়াছিলেন; গোবর্দ্ধনও সেইরূপ বহু গ্রন্থাদি লিখিয়া যান। আমার মনে হয়, গোবর্দ্ধনাচার্য্য অতি স্থবির ও পরিণত বয়ঃ হইয়া পরলোক গমন করেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়; বোধ হয় ১১২ হইতে ১১৫ বৎসর বয়সে তিনি ইহলীলা সমাপ্ত করেন; কাজেই তিনি বিজয় সেনের সময় হইতে (১০৭৯—১১১৯ খৃঃ অব্দ), লক্ষ্মণ সেনের সময় পর্য্যন্ত (১১১২—১২০৩) জীবিত ছিলেন। ৺গদাধরের কুলজী সম্বন্ধে আর একটী মাত্র কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। কেহ কেহ কুলজীর

৮৯ শ্লোক দেখিয়া উহার বয়স নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়া বলিয়া থাকেন যে, ইহা আধুনিক ; কোন খ্যাতীচ্ছু পণ্ডিতের দ্বারা গদাধরের নাম দিয়া নব রচনা করিয়া প্রচার করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে,—কমলাকর ভট্ট তাঁহার কৃত "নির্ণয় সিন্ধু" গ্রন্থের বর্ণাশ্রম বিচার সিন্ধুতে ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ কেহ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মত অবলম্বন ও অনুসরণ করিয়া বলেন যে, কমলাকর ভট্ট সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন; কাজেই যখন ঐ শ্লোক ৺গদাধরের কুলজীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন উহা ৺ কমলাকর ভট্টের পর রচিত হইয়াছে এবং সেইজন্য ইহা আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কমলাকর ভট্টের "নির্ণয় সিন্ধুর" মত দক্ষিণ, দ্রাবিড়, কন্‌কন্, মদ্র, বম্বাই আদি দেশে সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। কমলাকর ভট্ট যে অতি প্রাচীন কালের লোক ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের [illegible] এবং "বট্‌লিঙ্গ্ ও রথের" বৃহৎ সংস্কৃত ভাষার অভিধান দেখিলে এ সন্দেহ অনায়াসে নিরসন হইতে পা[illegible] কমলাকর ভট্ট মগধের গুপ্ত রাজাদের সময়ের লোক বলি[illegible]ার অনুমিত হয়। সমসাময়িক পুস্তকাদি এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক অনুসন্ধানও এই সিদ্ধান্তেই আমাদিগকে উপনীত করে।

ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, সাতশতী বিপ্রগণ যখন আদিশূরকে অযাজ্য বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তখন "পরাশরগণ" যাহারা সাতশতী অপেক্ষা বেশী তেজস্বী ও মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন,

তাহা বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে? মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতি আবহমান কাল অবধি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা যাজিত হইয়া আসিতেছেন। কৃষিকায় মাহিষ্য দাস জাতির, ব্রাহ্মণগণ অন্য জাতির যাজন করিতেন না, এমন কি অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতি সমগ্র বঙ্গ দেশের উপর প্রভুত্ব লাভ করিলেও দাসের ব্রাহ্মণগণ অজানিত অপরিজ্ঞাত কুলশীল বৈদ্য জাতির যাজন করিতে অসম্মত হন। পরাশরগণ যে সাতশতী অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী ছিলেন, তাহার প্রমাণ, সাতশতীগণ কনৌজ সংঘর্ষে একেবারে সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেহবা আত্মগোপন করিয়া নূতন বারেন্দ্ররূপে কল্পিত হইয়াছেন, কেহবা রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে পরিপাক পাইয়াছেন, এবং কেহ কেহ গাঁ-ই ছাপাইয়া বৈদিক দলে মিশিয়া গিয়াছেন। সম্বন্ধ-নির্ণয়-কর্ত্তা ৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাহার পুস্তকের ৫৮ এবং ২৪২ পৃষ্ঠায় একথা স্পষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছেন। আবার মুলো পঞ্চাননের সময়ে কেহ কেহ "খাঁটী অন্ত্যজ" যাজকরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছেন। "সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ—খাঁটী।" পরাশরগণ আজিও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া "সংকীর্ণ ক্ষত্রিয়-মাহিষ্য" যাজনে নিযুক্ত আছেন। যাঁহারা দুর্ব্বল, তাঁহারাই প্রবলের সংঘর্ষে বিলীন হন, সবলগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন, ইহা নৈসর্গিক সত্য। পরাশরগণ সবল ছিলেন বলিয়া আজও জীবন্মৃত হইয়াও ভূপৃষ্ঠে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন; সাতশতীগণের আজ আর খোঁজখপর নাই। নিজেরা প্রবল এবং প্রবল শক্তিশালী মাহিষ্য জাতির যাজক বলিয়াই পরাশরগণ

আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং উদরান্নের জন্য অদ্যাপি কোন অন্ত্যজ জাতির যাজনে প্রবৃত্ত হন নাই। বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক গবেষণা সভ্যজগতের সমক্ষে অবিসম্বাদীরূপে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে যে, ভারতের পাল রাজগণ বৌদ্ধ ভাবাপন্ন মাহিষ্য বংশোদ্ভব ছিলেন। "শ্রীপতিনাভিসম্ভূতঃ" পদটীর দ্বারা ইহা নির্ণীত হইতেছে। যে জাতির বীর-বাহিনী তাম্রলিপ্ত হইতে বহির্গত হইয়া ভারত সাগরায় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দু জাতির বিজয়-বৈজয়ন্তী সদর্পে উড্ডীন করিয়াছিল, যে জাতির অর্ণবযান সূর্য্য এবং মকর চিহ্নিত কেতন উড্ডীন করিয়া "সদর্পে ভ্রমিত ভারত-সাগর-ময়" এবং ভারত, প্রশান্ত, ভূমধ্য এবং আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য জগতে ভারতের গৌরব এবং সভ্যতা তথা শিল্পজাত পণ্য-সম্ভার বিকীর্ণ করিত, তাহারা যে বর্ত্তমান সময়ের বৈশ্যাচারী এবং ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী কৈবর্ত্ত-মাহিষ্যগণের পূর্ব্বপুরুষ তাহা ঐতিহাসিকগণ অম্লান বদনে স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা দূর অতীতে ইংরাজ-রাজের "পুররিয়া" সৈন্যর দল পূরণ করিয়া ভেলারের সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিয়া অমিত যশঃরাশি ধরাপৃষ্ঠে রাখিয়া অমরধামে চিরপ্রয়াণ করিয়াছে, যাঁহারা কলিঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত হইতে বহির্গত হইয়া তপন তেজা গৌড়-নিবাসী দ্রাবিড় বিপ্রগণের মন্ত্রণা পরিচালিত বলে নব-বিজীত বলি ও যবদ্বীপে চাতুর্বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, যাহারা খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত যজ্ঞকারী, বেদজ্ঞ, দ্রাবিড়ীয় মন্ত্রী পরিচালিত প্রবল নরপালগণের গৌরব-মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্ন

যূথ-মালায় আচট্টল গান্ধার সমূহ আর্য্যাবর্ত্তখণ্ড শাসনদণ্ডে পরিচালিত করিতেন, তাঁহারা হীন অন্ত্যজ জাতি কদাচ হইতে পারেন না ; তাঁহাদের যাজী পুরোধাগণও পরম মানী গৌড়-নিবাসী দ্রাবিড় শাখান্তর্গত দ্বিজ সম্প্রদায় ছিলেন। ব্যাস, কৌণ্ডিণ্য, নাতশতী আদি দ্বিজগণের কথা আগেই বলিয়াছি যে, তাঁহাদের মধ্যে বহু সংখ্যক রাঢ়ী এবং বৈদিক ঠাকুরদের সহিত মিশ্রিত হইয়া নিজের অস্তিত্ব হারাইয়াছেন, কিন্তু মাহিষ্য-যাজী গৌড়-নিবাসী ব্যাস ও দ্রাবিড়গণ আজও ক্ষীণ বর্ত্তিকার ন্যায় শোভিত হইতেছেন। বঙ্গে ব্রাহ্মণাবাস মহাভারতীয় যুগের বহু পূর্ব্বে হইলেও, বৌদ্ধাবতারের পরে বঙ্গ দেশের স্থানীয় বিপ্রগণ বৌদ্ধ-প্রভাবে নীতি-কুশলতা ও শাস্ত্র এবং বেদজ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু এই অভাব সে সময়ের রাজগণ দ্রাবিড় দেশের ব্রাহ্মণগণের শোণিত এ দেশের বিপ্র শিরায় নব ভাবে পুনঃ প্রবাহিত করিয়া দেশে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণাবাস সুদৃঢ় করাইয়াছিলেন। তাহা মহাভারত, তিলক, ভ্যাম্‌ব্রে, পার্জ্জিটার, গোরেশিও আদি পাশ্চাত্য বিপশ্চিৎগণের পুস্তক পাঠে সবিশেষ অবগত হওয়া যায় ‡। হাবড়া, যশোহর, মালদহ, বীরভূম, ২৪ পরগণা, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান আদি জেলা-নিবাসী মাহিষ্য-যাজী দ্বিজগণ দ্রাবিড়াগত বিপ্রদের সহিত এত বেশীরূপে যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া মিশ্রিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে তাঁহারা ঐ সকল জেলায় আজও "দ্রাবিড়" বলিয়া বহু স্থানে নিজেদের আত্ম-

‡ মাহিষ্য সমাজ ১৭ ভাগ ৬৬ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠা দেখ

পরিচয় দিয়া থাকেন।ঃ ইহা পাশ্চাত্য বৈদিকগণের এ দেশে আসার বহু পূর্ব্বের কথা। ব্যাস পারিভাষিক পরিচয়, "ব্যাস" বলিয়া কোন স্বতন্ত্র দ্বিজশ্রেণী নাই। এই পরিভাষা কনৌজ, গয়া, গৌড়, মিথিলাদি প্রদেশের সকল বিপ্র-সমাজে দৃষ্ট হয়; মেদিনীপুর জেলার মাহিষ্য-যাজী বিপ্রগণ এই নামে সমাজে আত্ম পরিচয় দিয়া থাকেন। দেবী ভাগবতে, গরুড় পুরাণে, কূর্ম্ম পুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতে দেখা যায় যে, অষ্টবিংশতি মহাত্মা বেদ-বিভাগ করিয়া "ব্যাস" আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধের ২৭ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে, "দ্বৈপায়নোঽস্মিব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান্"॥ ব্যাস শব্দ ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, বা কোন দ্বিজ সম্প্রদায়ও নহে, আখ্যা বা উপাধি মাত্র। ব্যাস ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, তাহা গদাধর তাঁহার কুলজীতে ১৪৭—১৪৯ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন*। শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও নব্য স্মৃতিতে এই শ্লোক পুনরায় উদ্ধৃত করিতে বিস্মৃত হন নাই।

কোন ২ অর্ব্বাচীন নব্য লেখক বলিয়া থাকেন যে মাহিষ্য-

ঃ কলিকাতায় যে মাহিষ্য-যাজীবিপ্রদের প্রথম ব্রাহ্মণ সমিতি ১২৯৬ সালে স্থাপিত হয়, তাহার নাম "বঙ্গীয় দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ সমিতি" বলিয়া নামকরণ হইয়াছিল। দ্রাবিড় বলিলেই বৈদিক বুঝায়, পৃথক করিয়া দ্রাবিড়-বৈদিক বলিতে হয় না। এ সম্বন্ধে এই নোটের শেষের দিকেও কিছু আলোচনা করিয়াছি। মাহিষ্য প্রকাশ প্রথম ভাগ ২৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

যাজী বিপ্রগণ একমাত্র বৈশ্য-ক্ষত্রোপেত মাহিষ্যজাতির যাজন করিয়া থাকেন বলিয়া তাহারা উত্তর পশ্চিমদেশবাসী "সরোরিয়া" বা সরযুপারী বিপ্রদের জ্ঞাতি); বাবু নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী সিদ্ধান্ত-বাগীশ তাঁহার "বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ তত্ত্ব, প্রথম খণ্ড, "প্রাচীন গৌড় ব্রাহ্মণ" পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে "মহর্ষি বোঢ়ুর বংশজ ব্যাস ব্রাহ্মণগণ ও প্রাচীন গৌড় ব্রাহ্মণগণ এই মাহিষ্য জাতির (অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে যাহাদের যদু ও বিষ্ণু-পুরাণে, তথা মৎস্য পুরাণে যাহাদের কৈবর্ত্তনামে অভিহিত করা হইয়াছে) পৌরহিত্য করিয়া থাকেন"। বল্লালের বা শেষ পাল রাজাদের সময়ের বাঙ্গালার বর্ত্তমানবাসী বিপ্রগণ "গৌড়ব্রাহ্মণ" নহেন; উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডা, বস্তি তথা প্রাচীন পশ্চমস্থ "আদি গৌড়স্থ" শ্রাবস্তির আশ পাশের ভূখণ্ড নিবাসী (যাহা সেকালে পূর্ব্ব গৌড় বলিয়া আখ্যায়িত হইত) ব্রাহ্মণ-গণই প্রকৃত গৌড় ব্রাহ্মণ হইতেছেন। স্বয় সাজা বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এই আষাঢ়ে অভিনব অনৈতিহাসিক উক্তিবিষৎ সমাজ কদাচ অবিশম্বাদীরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাঁহার ঐ পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠায় ৺গদাধরের অন্যূন ৫০০ অধিককালের পুরাণ কুলজীটিকে "১৮শ শতাব্দীর গদাধর ভট্টের কুলজীতে "দ্বেষ ও ঈর্ষাবশতঃ লিখিয়া নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এই নোটে ইহার সম্বন্ধে যথেষ্ঠ আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে * * প্রভৃতি;

পূর্ব্ববর্ত্তী ২২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

গৌড়াস্থ ব্রাহ্মণ সমাজে এই বহু গোত্রের এবং সাম ও যজুর্ব্বেদীয়-দ্বিজ বিদ্যমান, তাই সপ্রমাণ করিতেছে যে বাঙ্গালাদেশে, অযোধ্যার ও বঙ্গের গৌড় ব্রাহ্মণ সংমিশ্রন হইয়াছিল; সেই জন্য এখনও এই সমাজে "সরযুপারিয়া, গৌড়, পরাশর, গৌড়াদ্য-বৈদিক, ব্যাস, ব্যাস-বৈদিক আদি আখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্র-মাহিষ্যযাজী বিপ্রদের বঙ্গের কোন স্থানে "সরযুপারিয়া" বিপ্র বলে না: নীরদবরণ বাবু বা শ্রীসেবানন্দ বাবুর উক্তি সম্পূর্ণ ভুল।

এই মিশ্রিত গৌড় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালার প্রাচীন ব্রাহ্মণ, বেদ-পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা; রাজা যন্মেজয়ের সর্প সত্রের হোতা।" এই উক্তি দুইটি যেরূপ নীরদবাবু তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন সেইরূপটি ঠিক নহে। বহু গোত্রতা এবং সাম যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণের বিদ্যমানতা অযোধ্যাগৌড় ও বঙ্গের গৌড ব্রাহ্মণগণের সংমিশ্রন স্থাপন করে না। এ কথা নীরদ বাবুকে কে বলিল এবং একথা তিনি কোন পুস্তকে বা শাস্ত্রগ্রন্থে পাইলেন? দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বহু ঋক্, যজু ও সাম বেদী ব্রাহ্মণ আছেন: বর্ত্তমান বাঙ্গালাদেশী মাহিষ্য-যাজী বিপ্রকুলমধ্যে দ্রাবিড় দ্বিজগণের মত বহু যজু, ঋক্, ও সামবেদী ব্রাহ্মণ আছেন। দ্রাবিড়গণ "ক্ষত্রিয় যাজী" মাহিষ্য-যাজী বাঙ্গালার আদি দ্রাবিড় বিপ্রকুল কেবল মাত্র একবর্ণ মাহিষ্য-যাজী; মাহিষ্যই প্রাচীন বল্লালীও পাল যুগের পুণ্ড্র সুক্ষমও বাঙ্গলার শাসককুল মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় ছিলেন; ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তাহা ছাড়া নীরদবাবু "ব্রাহ্ম-ণোৎপত্তি" হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে গৌড়বিপ্রগণ পুরাকালে কাশ্মীরদেশে বাস করিতেন, পরে তাঁহারা

শ্রীহট্টে গিয়া বাস করেন, পরে তথা হইতে দশদিক অর্থাৎ মালব, গুর্জ্জর, সিন্ধু, রাজপুতনা, উত্তর পশ্চিম আদিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন, একথা খুবই সত্য, কিন্তু এ শ্রীহট্ট ব্রাহ্মপুত্রের সন্নিকটস্থ শ্রীহট্ট বা কমলালেবুর দেশ শিলেট্ নহে; যে শ্রীহট্টের কথা শ্লোকে আছে তাহা উত্তর পাঞ্জাবে অবস্থিত; ইহার ধ্বংশাবশেষ স্তূপ এখনও দৃষ্ট হয়। সে কথা নীরদ বাবু একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন কি? তাঁহার মত অনুসরণ করিয়া সাহিত্য-সমাজ পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীসেবানন্দ ভারতী মহাশয়ও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। দ্রাবিড় বিপ্রগণ অনার্য্য কদাচ নহেন। তাঁহারা যদি অনার্য্য হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের কোন ব্রাহ্মণই আর্য্য নহেন; কেহই তাহা হইলে ব্রাটিত্বের দাবী করিতে পারেন না। হুন, সিন্ধ, পহ্লবী, কিরাতাদি শোণিত কোন ভারতবাসীর শিরায় প্রবাহমান নহে তাহাত জানি না। নীরদ বাবু পাদড়ী এম্ এ শেরিং সাহেবের "Hindu Tribes and Sects" পুস্তক হইতে অংশ তাঁহার পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া তাহার কদর্থ করিয়া তাঁহার পুস্তকে প্রচার করিয়াছেন। রেঃ শেরিং সাহেবের ভাষা খুবই প্রাঞ্জল। তিনি বলেন যে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণ কানোজ হইতে আসিয়া বহু প্রাচীন কালে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, কাজেই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ মিঃ কোল্‌ব্রুকের মতে কানোজিয়া ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। পাদড়ী শেরীং, ডাঃ কোল্‌ব্রুকের মত অনুসরণ করিয়া বলেন যে বাঙ্গালার ও দিল্লি প্রদেশের গৌড় ব্রাহ্মণগণ কানোজ ব্রাহ্মণদের অন্যতম শাখা মাত্র। তাহা হইলে

বেশ দেখা যায় যে ভৃগু ভারতের "সর্ব্বে দ্বিজা কাণ্যকুব্জা, মাগধং মাথুরং বিনা" শ্লোকের সার্থকতা ও সত্যতা সম্পাদন করিতেছে। রেঃ শেরিংএর মতে "গৌড় ব্রাহ্মণগণ সিন্ধুনদীর তটদেশ হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর দেশ পর্য্যন্ত ভূভাগে বাস করিতেন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। আমার মনে হয় যে এই বিশাল ভূখণ্ডের ভিন্ন ২ অংশ ভিন্ন ভিন্ন কালে "গৌড়" নামে অভিহিত। আমি যে কথা গত ২০।২৫ বৎসর হইতে বলিয়াছি ও বলিতেছি, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণও তাহাই বলিতেছেন, তাহা নারদ বাবু কি অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না? তাঁহার পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় যে ১৮৯১ সালের সেন্‌সাসরিপোর্টের ৪ পৃষ্ঠা হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠে বেশ বুঝা যায় মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণ "অপ্‌দেশ" হইতে আসিয়া সরযূ ও গোগরী নদীর তীর দেশে অতি অতীত প্রাচীন যুগে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। একথা আমি "Bengal Mahishya Caste" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি * এবং ডাঃ কেদার নাথ মিশ্র মহাশয় ও তাঁহার প্রবন্ধে এই ঐতিহাসিক কথারই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধ ১৯২৫ সালে "কায়স্থ মেসেঞ্জার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইলে সমগ্র সভ্য জগতে একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। ঐ প্রবন্ধ পরবর্ত্তী "ঘ" পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

"ভ্রান্তিবিজয় নামক" পুস্তক প্রচার করিবার পূর্ব্বে বাবু হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে ক্ষুদ্র চটি পুস্তক "ব্রাহ্মণ কাণ্ড" নামে

* মাহিষ্য প্রকাশ ১ম ভাগ ১৬-১৮ পৃঃ; ২৫২-৩ পৃঃ।

প্রকাশিত করেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে "যাঁহারা বঙ্গের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহারা একমাত্র ব্রাহ্মণ যাজন করেন। সারস্বত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যাজন করেন। সেইরূপ "দ্রাবিড়-বৈদিক"-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ একমাত্র মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় যাজন করিতেন এবং এখনও করিতেছেন।" একথা তাঁহারই লেখা, এখন তাহা ছাড়িয়া নিজেদের "গৌড়াদ্য বৈদিক বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন সে কিরূপ কথা!! ১৩৩১ সালের "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বাদ প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। নীরদ বাবু কি তাহা একবার পাঠ করিবেন? শ্রীনীরদবরণ বাবু ও শ্রীহরিশ চন্দ্র বাবু সবই পারেন কারণ তাঁহারা স্বয়ংসাজা বড় পণ্ডিত কি না তাই!

কোন কোন পুঁথীতে বিশেষতঃ পুনা ও ওয়ারদা হইতে আনীত দুই খানা পুঁথীতে নিম্নলিখিত শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়; এই শ্লোক দুইটি পরাশর ভাষ্যধৃত দেবল বচনে দৃষ্ট হয়। কেবল মাত্র দুইটি পুঁথীতে এই শ্লোকদ্বয় পরিদিষ্ট হয় বলিয়া তাহা কারিকার ১৮১ শ্লোকের পরে উদ্ধৃত করি নাই। শ্লোক কয়েকটি পরে উদ্ধৃত হইল; এই গুলি ইহার পরে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। "যস্মিন্ দেশে যদাচারো ন্যায়দৃষ্টস্তু কল্পিতঃ। সতস্মিন্নেব কর্ত্তব্যো নতু দেশান্তরে স্মৃতঃ॥ যস্মিন্ দেশে পুরে গ্রামে ত্রৈবিদ্যে নগরেঽপি বা। যে যত্র বিহিতো ধর্ম্মস্তং নাবিচালয়েৎ॥" অর্থাৎ যে দেশের যে আচার প্রচলিত রহিয়াছে শাস্ত্রে না থাকিলেও তাহা শাস্ত্রদৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। ঐ আচার সেই দেশেই কর্ত্তব্য, দেশান্তরে নহে। যে দেশে, যে

পুরে, যে গ্রামে, যে নগরে যে আচার ধর্ম্ম বিহিত বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে, কদাচ তাহা পরিবর্ত্তন করিবে না। মাহিষ্যের ভিন্ন ভিন্ন উপসমাজে ভিন্নরূপ অশৌচ বিধি যাহা এতাবৎ প্রচলিত আছে, তাহার সমর্থনের জন্যই এই শ্লোক গুলির কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। কুর্ম্মপুরাণেও এইরূপ বচন পরিদৃষ্ট হয় যথা :—যেষু স্থানেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ। তত্রতথা-বমন্তেত ধর্ম্ম স্তত্রৈব তাদৃশঃ॥" অর্থাৎ যে স্থানে যেরূপ শৌচ ও ধর্ম্মাচার বিদ্যমান আছে, তথায় ধর্ম্মও সইরূপ জানিবে, উহার অবমাননা কদাচ করিবে না; কাজেই কোন কারণেই বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন মাহিষ্যগণ ১৫ দিন বা ৩০ দিনে অশৌচ ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু স্মৃতির বিশেষতঃ মনুবচনের স্পষ্ট বিধির সমক্ষে পুরাণ অথবা অন্য ঋষির বচন প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, ইহাই ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও অভিমত। এসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা পরে পরবর্ত্তী খণ্ডে প্রকাশিত 'মাহিষ্যের অশৌচ নির্ণয়' প্রসঙ্গে করিয়াছি, তাহা যত্ন সহকারে পাঠ করা সকল মাহিষ্যেরই কর্ত্তব্য।

উপনোটের ২৩৫ পৃষ্ঠার বিবরণ 'মাহিষ্যদর্পণ' নামক পৃথক পুস্তক রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে উশনা বচন সম্বন্ধে আলোচনা বিস্তারিত আছে। এ সম্বন্ধে বন্ধুবর শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মাবাবু পরে যে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা "মাহিষ্যসমাজ পত্রিকা ১৮ ভাগের ৪৩০ পৃষ্ঠায় 'শাস্ত্রব্যাখ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচনা বিবৃত হইয়াছে তাহা যত্নে পাঠ করুন। এই উপনোটের ষষ্ঠ অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদে যে সকল

জটিল সামাজিক শাস্ত্রীয় বচনের আলোচনা "বিশ্বকোষ এবং সম্বন্ধ-নির্ণয়ের কোন কোন স্থলের সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি, তাহার বিশদরূপ পৃথকটীকা সহ ১৯১৯ সালের মার্চ মাসের "সময়" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই কারিকার মূল ১৯৭ হইতে ২১৭ শ্লোকে গোবর্দ্ধন এই জাতিরামধ্যে প্রচলিত গোত্র এবং প্রবরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেইগুলির বিশদভাবে বিবৃত করেন নাই। এ সম্বন্ধে ৺গদাধরের কুলজীর ২৬৭—২৭৬ পৃষ্ঠায় সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি; যাহা বাকী থাকিয়া গিয়াছে, তাহা অত্র স্থানে মাহিষ্য ভ্রাতাগণের অবগতির জন্য প্রকাশিত করিলাম। মাহিষ্যগণ যদি ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গতই হন, তবে তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, তাহা আমরা করি কোথায়? মনুঃ ৪ অঃ ৬১ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, শূদ্র বশবর্ত্তী রাজ্যে বা জনপদে কদাচ বাস করিবে না। বঙ্গের কৃষি-কৈবর্ত্ত বা ক্ষত্র-মাহিষ্য যদি শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত হইত, তাহা হইলে পলি রাজাদের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে অভিযানের পর অভিযান মাহিষ্যগণ সপুরোহিত আসিয়া মাহিষ্য অধ্যুষিত উর্ব্বর দেশসমূহে এবং দক্ষিণ দ্রাবিড় এবং উত্তর-পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া উৎকল এবং কলিঙ্গ দেশে (বর্ত্তমান মেদিনীপুর আদি স্থানে) বসবাস স্থাপন করিতেন না। শূদ্রগণের অভিযানের কথা শাস্ত্রে দেখা যায় না।

ক্ষত্রিয়গণ আত্মরক্ষার্থ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবেন; চিকিৎসার জন্য নহে, বরং যুদ্ধ-বিগ্রহে অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইলে "প্রাথমিক

সাহার্য্য” জন্য—এক কথা ভগবান আত্রেয়, ঋষি চরক, সূঃ স্থাঃ ৩০ অধ্যায়ে বলিয়া গিয়াছেন। মাহিষ্যগণ যে ক্ষত্রিয়, তাহা গদাধরও তাঁহার কারিকায় ২৯৩ শ্লোকে স্পষ্টই বর্ণিত করিয়াছেন। এখন দেখা যাক্, গোত্র কাহাকে বলে? শাস্ত্র বলেন যে, “যস্য যস্য মুনের্যোযঃ সন্তানঃ স স এবহি। তত্তদ্ গোত্রাদিনা বেদ্যঃ শ্রৈষ্ঠাদ্যস্তু সকর্ম্মণা॥” অর্থাৎ যাঁহারা যে মুনির সন্তান, সেই মুনির নামানুসারে তাঁহাদের গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু স্ব স্ব ক্রিয়ানুসারে এক গোত্রের মধ্যে কুলীন ও অকুলীন প্রভৃতি প্রভেদ ঘটিয়াছে। মাহিষ্যদের কুলীনত্ব ও প্রাধান্য এবং ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠতার উপর এবং স্থানে স্থানে রাজশোণিতের সম্পর্কতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু এখন তাহা বংশগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোত্রের মধ্যে এই সমাজে বহু গোত্র প্রচলিত আছে। এখন “গুণাভাবেঽপিতদ্‌বংশ্যাঃ কুলীনাঃ॥” বলিয়াই স্বীকৃত হইতেছে।

উৎকলের দক্ষিণে দ্রাবিড়-দ্বিজ ভিন্ন গৌড়-বিপ্রের অস্তিত্ব না কথায়, দ্রাবিড়াগত ব্রাহ্মণগণ পরবর্ত্তী কালে আগত দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণের সহিত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ঐ নামে আপনাদিগকে সমাজে আত্মপরিচয় দিতেন; ইঁহাদেরই সন্তান-সন্ততিগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশাগত বীরবাহিণীর সহিত যে শাখা বহু প্রাচীনকালে বিচ্ছিন্ন হইয়া মধ্য ভারতের পর্ব্বতরাজি ভেদ করিয়া কলিঙ্গাদি দেশে সপুরোহিত বাস করিয়াছিলেন এবং কালে পঞ্চ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া উভয় দলের শোণিত মিশাইয়া এক শক্তি-সম্পন্ন জাতিতে পরিণতি লাভ করিয়া-

ছিল, তাঁহাদেরই সন্ততিগণ পুনশ্চ গঙ্গা, রূপা, যমুনা, ভৈরব, খড়িয়াদি নদীর উভয় তীরদেশে বাস করিয়াছিলেন। মাহিষ্য সন্তানের বিবাহ কালে বরের অধিবাস হওয়ার পর কন্যা গৃহে অধিবাস দ্রব্য পাঠান হয়, তৎপরে সেই সকল দ্রব্য দ্বারা কন্যার অধিবাস হইয়া থাকে। মাহিষ্য-ধাত্রী দ্রাবিড়-বৈদিকদিগের বিবাহেও ঠিক এই প্রথা প্রচলিত আছে।

কল্পসূত্রকার বৌধায়নের মতে মূল গোত্র প্রবর্ত্তক আট জন এবং কল্পসূত্রকার আশ্বলায়নও ঐ কথাই বলিয়া থাকেন। গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি আট জন হইলেও গোত্র অসংখ্য, কিন্তু প্রবর মোট ৪৯ রকমের। অসংখ্য গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিগণ ঐ ৮ জনেরই বংশধর কিম্বা 'উহাদের সহিত সম্পর্কান্বিত। ধনঞ্জয়ের মতে আদিতে গোত্রকার ঋষি ৮ জন ছিলেন; পরে গোত্রকার ঋষির সংখ্যা ২৪ হয়; তাহার বহুকাল পরে গোত্রকার ঋষির সংখ্যা ৪২ হয়; অবশ্য ২৪ কি ৪২ জন সকলেই সেই মূল ৮ জনেরই বংশধর। 'বৌধয়ান,' 'আপস্তম,' 'কাত্যায়ন' এবং 'আশ্বলায়ন' স্ব স্ব গ্রন্থে গোত্র এবং প্রবর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; মৎস্যপুরাণ, প্রবরদর্পণ, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, প্রবরমঞ্জরী এবং শ্রীপিচ্যানোটল রাও কৃত 'গোত্র প্রবর-নিবন্ধ-কদম্ব' নামক পুস্তকে গোত্র এবং প্রবর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে; তাহা ছাড়া শ্রীপট্টাভিরাম শাস্ত্রী গর্গ-ভরদ্বাজকুল-বিবাহ-বিচার, মৎস্যপুরাণের ১৯৫—২০২ অধ্যায়েও গোত্র ও প্রবরের আলোচনা আছে। মাধবাচার্য্য, 'গোত্রপ্রবরনির্ণয়' এবং পুরুষোত্তম 'প্রবরমঞ্জরী' নামক গ্রন্থ দ্বয় লিখিয়া গিয়াছেন। উপরোক্ত ৪২ জন ঋষিই সাধারণতঃ

ব্রাহ্মণদের গোত্রকার বলিয়া অভিহিত ; সেইজন্ম ধনঞ্জয় বাঙ্গালার ব্রহ্মণদের ৪২ গোত্র বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই কারিকায় ১৯৭ শ্লোকে গোবৰ্দ্ধন অষ্ট-মূল গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

শক্ত্রি মুনি বশিষ্ঠের পুত্র। এই গোত্রে তিন প্রবর 'শক্ত্রি,' 'বশিষ্ঠ' এবং 'পরাশর'। শক্ত্রির পুত্র পরাশর ; পরাশরও একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। প্রবরদর্পণের মতে বশিষ্ঠ বংশের পাঁচটি শাখা যথা, ১। বশিষ্ঠ, ২। কুণ্ডিল, ৩। উপমন্যু ৪। পরাশর ৫। জাতুকর্ণ্য। শক্ত্রি পরাশরের পিতা হইলেও পরাশর শাখার অন্তর্গত। শক্তি এবং পরাশর ভিন্ন আরও অনেক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি পরাশর শাখাতে আছেন। ইঁহাদের সকলেরেই প্রবর 'শক্তি,' 'বশিষ্ঠ' এবং 'পরাশর'। কল্পসূত্রকার কাত্যায়ন এবং আশ্বলায়নের ভরদ্বাজ বংশে আর একজন গোত্র প্রবর্ত্তক শক্তি ছিলেন। তাঁহার তিন প্রবর :—শাক্ত্র্য, গৌরিবীত এবং সাংস্কৃতি অথবা আঙ্গিরস, গৌরিবীত এবং সাস্কৃতি। কাশ্যপ-ধন্বন্তরি :—কল্পসূত্রকার-বৌধয়ান মতে ৮ জন মূল গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির অন্যতম কাশ্যপের বংশধরদিগের মধ্যে ধন্বন্তরি নামক এক জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষির নাম পাওয়া যায়। ধন্বন্তরি গোত্রে পাঁচ প্রবর—ধন্বন্তরি, অপ্‌সার (আবৎসার বা আবৎসব), 'নৈধ্রুব,' 'আঙ্গিরস্' এবং 'বার্হস্পত্য'। ধনঞ্জয়ের ৪২ গোত্রের মধ্যে ধন্বন্তরির নাম নাই। কাশ্যপ বংশীয়গণ পাঁচ শাখায় বিভক্ত :—নৈধ্রুব, কাশ্যপ, রেভ, শাণ্ডিল, লৌগাক্ষি, লোগাক্ষি ; ধন্বন্তরি শাণ্ডিল্য শাখ্যার অন্তর্গত। ধন্বন্তরি স্বয়ং কাশ্যপ বংশের-শাণ্ডিল শাখার অন্তর্গত ; অপ্‌সার

ও কশ্যপ বংশের ঐ শাখারই অন্তর্গত ; আপস্তম্বের মতে কশ্যপ বংশের নৈধ্রুব শাখার প্রবর—'কাশ্যপ,' 'আবৎসার' 'নৈধ্রুব'। ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর :—'ভরদ্বাজ,' 'আঙ্গিরস', ,বার্হস্পত্য'। নৈধ্রুব কাশ্যপ বংশের নৈধ্রুব শাখার অন্তর্গত। ধন্বন্তরি গোত্রের পঞ্চপ্রবরের মধ্যে প্রথম তিনটি কাশ্যপ বংশ হইতে এবং শেষ দুইটি ভরদ্বাজ গোত্র হইতে গৃহীত। এইরূপ দুই জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষির গোত্রের অন্তর্গত প্রবর সংযোগে উৎপন্ন এবং দেবরাত্য পনস, শৌঙ্গ-শৈশিরি, ধনঞ্জয়, রামরথ্য জাতুকর্ণ্য, লৌগাক্ষি এবং সংস্কৃতি গোত্রের প্রবর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মৌদগল্য গোত্রের প্রবর :—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবান (আপ্নুবৎ বা আপ্নবান)। গোত্র প্রবর্ত্তক মৌদ্গল্য মূলে গোত্র প্রবর্ত্তক ভৃগুর বংশধর ; এই বংশের ৭টি শাখা :— মৌদ্গল্য, বৈশ্বানর, বাৎস্য, মার্কণ্ডেয়, সাবর্ণক, সাবর্ণি, জামদগ্ন্য এবং বিষ্ণু। এই গুলি ভৃগু বংশের প্রথম শাখার অন্তর্গত ; একজন শালঙ্কায়ন ভৃগুবংশের চতুর্থ শাখার অন্তর্গত। ভৃগুবংশের শাখার প্রবর :—(ক) ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান (আপ্নুবৎ), ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য। (খ) ভার্গব, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য। কাশ্যপ গোত্রের তিন প্রবর :—কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব। ধন্বন্তরি গোত্রের প্রসঙ্গে কাশ্যপ বংশের পাঁচটি শাখার কথা উক্ত হইয়াছে। কাশ্যপ গোত্রে নৈধ্রুব শাখার অন্তর্গত। কল্পসূত্রকার বৌধায়নের মহাপ্রবরখণ্ড' মতে ভৃগুবংশের প্রথম শাখার মধ্যে, "বৈশ্যানর" গোত্রের উল্লেখ দেখা যায় ; এই গোত্রের ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবান (আপ্নুবৎ) এই পাঁচ প্রবর ; আপস্তম্বমতে ভার্গব, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য এই তিন প্রবর।

কৌশিক গোত্রীয়গণের প্রবর :—শাণ্ডিল্য, আসিত, এবং দেবল। প্রবর দেখিয়া এই কৌশিককে কশ্যপ বংশোদ্ভব বলিয়া মনে হয়। কৌশিক বিশ্বামিত্রের নামান্তর বলিয়াই সাধারণের ধারণা। বিশ্বমিত্র বংশীয়গণ দশ শাখায় বিভক্ত।

ধনঞ্জয়ের মতে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের ৩ প্রবর :—কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস। কৃষ্ণাত্রেয় মূল গোত্রকার ৮ জন ঋষির অন্যতম বংশসম্ভূত।

ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য। ভরদ্বাজ মূল গোত্রকার ঋষিদিগের অন্যতম। ভরদ্বাজ এবং গৌতম এই দুই জনই আঙ্গিরার বংশধর; অঙ্গিরার বংশ ভরদ্বাজ, গৌতম, এবং কেবলাঙ্গিরস এই তিন শাখায় বিভক্ত। বৌধায়নের মতে ভরদ্বাজ বংশীয়গণ ভরদ্বাজ রৌক্ষায়ণ এবং গর্গ এই তিন শাখায় বিভক্ত হইতেছেন। প্রথমটির আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য এবং ভরদ্বাজ প্রবর, দ্বিতীয়টির প্রবর, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ, বান্দন এবং মাতবচস, এবং তৃতীয়টির প্রবর আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ, গার্গ্য এবং শৈন্য, অথবা আঙ্গিরস, শৈন্য, গার্গ্য,। রথীতর, মুদগল, বিষ্ণুবৃদ্ধ, হরিত, কণ্ব, এবং সঙ্কৃতি সকলেই কেবলাঙ্গিরসের অন্তর্গত; ইঁহারা সকলেই আঙ্গিরস পরিবার ভুক্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

সকল কল্পসূত্রকারদের মতেই শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর—শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল। শাণ্ডিল্য মূল গোত্রকার কাশ্যপ ঋষি হইতে সম্ভূত; বৌধায়ন মতে কশ্যপবংশে ৪টি শাখা—১ নৈধ্রুব, প্রবর :—কাশ্যপ, আবৎসার (অপ্সার), নৈধ্রুব; ২।

রৈভ; প্রবর :—কাশ্যপ, আবৎসার (অপ্‌সার), নৈধ্রুব; ৩। শাণ্ডিল্য প্রবর:—(ক) কাশ্যপ আবৎসার, শাণ্ডিল্য; (খ) কাশ্যপ, আবৎসার, দৈবল; (গ) কাশ্যপ, আবৎসার, অসিত; (ঘ) শাণ্ডিল্য, অসিত, দৈবল।

(৪) লৌগাক্ষি :—প্রবর—(ক) কাশ্যপ, আবৎসার, বাশিষ্ঠ; (খ) বাশিষ্ঠ, আবৎসাব, কাশ্যপ। লৌগাক্ষি শাখার প্রবর কশ্যপ এবং বশিষ্ঠ হইতে প্রাপ্ত। বশিষ্ঠ গোত্রের কথা পূর্ব্বে শক্তি গোত্র প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। ধনঞ্জয় মতে বশিষ্ঠগোত্রের প্রবর :—(ক) বশিষ্ঠ, অত্রি, সঙ্কৃতি; (খ) বশিষ্ঠ।

বাৎস্য গোত্রের প্রবর :—বাৎস্য, অসিত, মার্কণ্ডেয় (ভবত)। ধনঞ্জয় মতে—ঔর্ব্ব, চ্যবন. ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ (আপ্নুবান বা আপ্নবান)। কল্পসূত্রগুলিতে ৪ জন বাৎস্যের নাম পাওয়া যায়। ভৃগু (জমদগ্নি) বংশে দুই জন, ভরদ্বাজ বংশে এক জন এবং কাশ্যপ বংশের নৈধ্রুব শাখায় একজন। ভৃগুবংশের বাৎস্যের প্রবর :—(ক) ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য। (খ) ভার্গব, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য। (গ) ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান। কশ্যপ বংশীয় বাৎসের প্রবর :—কশ্যপ, আবৎসার, নৈধ্রুব। ভরদ্বাজ বংশীয় বাৎস্যের প্রবর :—(ক) আঙ্গিরস আম্বরীষ, যৌবনাশ্ব। (খ) মান্ধাত্র. অম্বরীষ; যৌবনাশ্ব।

গোতম এবং গৌতম গোত্র :—এই গোত্রদ্বয়ের প্রবর সাহিত্য-প্রকাশ, ১ম ভাগ ২৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে।

আত্রেয় গোত্র—প্রবর :—আত্রেয়, শাতাতপ, সাংখ্য। ধনঞ্জয়ের মতে অত্রি আর একটি পৃথক গোত্র; তাহার প্রবর :—

—অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ। বৌধায়নের মতে এই গোত্রের প্রবরে কিছু পার্থক্য আছে।

মার্কণ্ডেয় গোত্র :—এই গোত্রের প্রবর উপরোক্ত ভৃগুবংশের বাৎস্যের প্রবরের অনুরূপ।

অঙ্গিরা :—প্রবর :—আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য। মাহিষ্য প্রকাশ, ১ম ভাগ, ২৭০ পৃঃ দেখ। এই প্রবর ভরদ্বাজ এবং বশিষ্ঠ হইতে প্রাপ্ত।

আলম্ব্যায়ন :—মাহিষ্য প্রকাশ, ১ম ভাগ, ২৭১ পৃঃ দেখ।

সাবর্ণ বা সাবর্ণিগোত্র :—ইনি ভৃগুবংশসম্ভূত। জনমেজয়ের মতে এই গোত্রের প্রবর:—মাহিষ্য প্রকাশ, ১ম ভাগ, ২৬৯ পৃঃ দেখ।

পরাশর গোত্র :—ধনঞ্জয়ের মতে এই গোত্রের প্রবর :—পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ কল্পসূত্রকারদের মতে এই গোত্রের প্রবর বশিষ্ঠ, শাক্ত্য, পরাশর্য্য।

জামদগ্ন্য :—ইনি ভৃগু বংশীয়। ইধনঞ্জয় ঐনামের পরবর্ত্তে "জমদগ্নি" ব্যবহার করিয়াছেন। এই গোত্রের প্রবর :—জমদগ্নি, ঔর্ব্ব, বশিষ্ঠ (মাহিষ্য প্রকাশ ২৬৮ পৃঃ দেখ) ; কল্পসূত্রকারদের মতে জামদগ্ন্য গোত্রের প্রবর :—(ক) ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য। (খ) আপস্তম্বের বৈকল্পিকমতে ভার্গব' ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য।

বিষ্ণু গোত্রের প্রবর :—বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব। ইহা ধনঞ্জয়ের অভিমত। কল্পসূত্রকারদিগের মতে বিষ্ণু ভৃগুবংশীয় এবং প্রবর জামদগ্ন্য গোত্রের অনুরূপ। '(মাহিষ্য প্রকাশ' ১ম ভাগ, ২৭১ পৃঃ দেখ)।

ঘৃত কৌশিক :—ধনঞ্জয়ের মতে এই গোত্রের প্রবর :—(ক) কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক। (খ) কুশিক, কৌশিক, বন্ধুল।

গর্গ গোত্র :—প্রবর (ধনঞ্জয়ের মতে) গার্গ্য, কৌস্তুভ, মাণ্ডব্য। গর্গ মূল গোত্রকার ভরদ্বাজের বংশসম্ভূত। এই জাতির এবং তৎযাজী দ্রাবিড় বিপ্রকুল মধ্যে যে সকল অন্যান্য গোত্র ও প্রবর প্রচলিত আছে, তাহা ১ম ভাগ মাহিষ্য প্রকাশ ২৬৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে। কল্পসূত্রকারদিগের মতে ক্ষত্রিয় দুই প্রকার। কাহারও পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে মন্ত্রকৃৎ ঋষি ছিলেন, এবং কাহারও পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে মন্ত্রকৃৎঋষি ছিলেন না। যাঁহাদের ছিলেন তাঁহাদের এক প্রকার, যথা—হোতৃ পক্ষে মানব, ঐল, এবং পৌরুষবস, কিন্তু অধ্যর্য্যুপক্ষে পুরুরবোবৎ, ইলবৎ এবং মনুবৎ। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে মন্ত্রকৃত ছিলেন না, তাঁহাদের পুরোহিতের প্রবরই প্রবর। শব্দকল্পদ্রুম অভিধান প্রবর সম্বন্ধে গোত্র পর্য্যায়ে বলেন যে, গোত্রং বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধিম্ আদি পুরুষম্ ব্রাহ্মণরূপং। ....যাজকাঃ"। শব্দকল্পদ্রুমমতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং বর্ণসঙ্করদিগের মধ্যে (যাহারা ব্যভিচার জাত কিম্বা প্রতিলোমজ) নিজের গোত্র প্রবর নাই ; ইঁহারা নিজ নিজ পুরোহিতের গোত্র ব্যবহার করেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের উপাদিষ্টাতিদিষ্ট গোত্র। বিবাহে, উপনয়নে, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে, হিন্দুর যাবতীয় মাঙ্গলিক কার্য্যে গোত্র এবং প্রবরের প্রয়োজন হয়। সেই জন্য মাহিষ্যগণ বৈশ্যাচারী হউন বা ক্ষত্রাচারী হউন, ক্রিয়া-কলাপে যাহাতে ঠিক গোত্র ও প্রবর ব্যবহৃত হয়, তাহা দেখিবেন।

এই কারিকার ৩৬৩ মূল শ্লোক, ১৩২ নং নোট এবং এই নোটে উল্লিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বেশ জানা যায় যে, মাহিষ্য জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গতঃ জন্মতঃ হইলেও অম্বষ্ঠ জাতির (বৈদ্য-ব্রাহ্মণ জাতির) মত জন্মতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও কালধর্ম্মের শাসনে, রাজাত্যাচারে, এবং বৌদ্ধবিপ্লবের আবর্ত্তনে যখন ব্রহ্মণত্বের উচ্চ পদবী হইতে শূদ্রত্বে নামিয়াছে সেইরূপ উপরোক্ত কারণে যখন বিপ্রদিগের অত্যাচারে এবং নিবন্ধকার ও টীকাকারদের পক্ষপাতিত্বে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে কালধর্ম্মে আজ শূদ্রত্বে নামিয়াছে। এখন যেমন সকল সমাজ মধ্যে শূদ্রত্ব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনত্বের দিকে অগ্রসর হইতে তীব্র চেষ্টা ও আকাঙ্খা দেখা যাইতেছে। সেইরূপ বিশাল মাহিষ্য সমাজ মধ্যেও সেই চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বৈদ্য সমাজ আমাদের সমাজ হইতে অধিক শিক্ষিত হওয়ায়, তাঁহাদের মধ্যে যে জাতি গঠন কার্য বিগত ৪।৫ বৎসরে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা বিগত ৫০ বৎসরের চেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্য-মণ্ডিত করিতে পারি নাই। বৈদ্য-ব্রাহ্মণ মহারাজদের সমাজতত্ত্ব আমাদের সমাজের প্রতি অনেকটা প্রয়োজ্য বৈদ্যদের বিষয় ভরত মল্লিক ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কৃত "চন্দ্রপ্রভা" গ্রন্থের ৪ পৃষ্টায় এবং চতুর্ভুজের "কুল-চন্দ্রিকায়" বিশেষ ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। মাহিষ্য জাতির কথা এই কারিকায় বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। কারিকার ৪৩ শ্লোকে এই কথার যৎকিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। ৪০ শ্লোকে মাহিষ্য-কৈবর্ত্তদিগকে "বৈশ্যার্য্যতজ্জ" স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছে। দ্রাবিড়ানীত দাক্ষিণ দেশীয় কোন কোন পুঁথিতে, আমরা বাঙ্গলার বাহিরের

প্রায় অধিকাংশ পুথীতে "ক্ষত্রবৃত্তিরা" পাঠ দৃষ্ট হয়। বাচস্পতি মিশ্র এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অত্যাচারে বৈশ্যগণ যেমন শূদ্র পদবীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ মাহিষ্যগণও ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত হইলেও ইঁহাদের এবং রাজা বল্লালের অত্যাচারে শূদ্র পর্য্যায় মধ্যে স্থাপিত হইয়া পতিতবৎ হইয়াছেন। আধুনিক মাহিষ্যদের ক্বচিৎ বৈশ্যত্ব ও ক্বচিৎ শূদ্রত্ব যে পাতিত্যের জন্যই হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

আমি পূর্ব্বে মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রতিপন্নকারী সকল কথাই বলিয়াছি; এইখানে তাহা একটু বিশদ করিয়া পাঠকগণের চক্ষের সমক্ষে ধারণ করিব। ব্রাহ্মণাদি তিন দ্বিজবর্ণীয় পুরুষ শর্ম্মাবর্ম্মাভূতি নামে মন্ত্রপ্রয়োগ পূর্ব্বক সবর্ণ ও অসবর্ণাদ্বিজ—কন্যা বিবাহ করিলে সকলেই স্বামীর গোত্র ও ধর্ম্মভাগী হইয়া থাকে; তাহাদের গর্ভজাত পুত্র পিতৃপিণ্ডদায়ী ও পিতৃধনে অধিকারী হইত। মনু যে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থে বলিয়াছেন, তাহাতে ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, কানীন, পৌনর্ভব, শৌদ্র প্রভৃতির নাম দেখা যায়। ব্রাহ্মণের শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র শৌদ্র; বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত পুত্র "ঔরস", নচেৎ অন্য নাম থাকিত। (মনু ৯ অঃ ১৫৯-১৬৬)। যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণের মতে এইঔরস পুত্রই সন্তানবর্দ্ধন' তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দ্বিজবর্ণত্রয়ের সবর্ণা ও দ্বিজা অসবর্ণা পত্নী ধর্ম্ম-পত্নী কিম্বা কামপত্নী, দ্বিজের দ্বিজা ভার্য্যা পত্নী কি উপপত্নী, বিবাহান্তে তাহারা তাহাদের স্বামীর বর্ণ প্রাপ্তা হয় কি না; এই সকল জটিল শাস্ত্রীয় কথার সুমিমাংসা বৈশ্যমহারাজ অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেন শর্ম্মাশাস্ত্রী তাঁহার কৃত "জ্ঞানাঞ্জন

শালকা' এবং "মোহমুদ্গর", ৪র্থ অধ্যায়ে,সুন্দরভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক মাহিষ্যকে যত্নে পাঠ করিতে অনুরোধ করি; সকল সংশয় দূর হইবে। বৈশ্য-ব্রাহ্মণগণ যে পথে অগ্রসর হইতেছেন, আমাদের সমগ্র মাহিষ্য সমাজকেও সেই পথ অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এখানে মতদ্বৈধ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে বরেণ্য ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, মাহিষ্য আদি সম্প্রদায় বৌদ্ধ অনাচারপ্লাবিত বঙ্গে পূর্ব্বকালে সমুন্নত বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক আমাদের চির-উপেক্ষিত জন্মভূমিকে জ্ঞানে, গুণে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, কৃষি-বাণিজ্যে, আর্য্যাবর্ত্তে সকলের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিলেন, নিয়তির-ক্রূর পরিহাসে তাঁহাদের সমস্ত সাধনা একদিন কোথায় ভাসিয়া গেল, যে দিন বঙ্গজননীর গৌরবোন্নত মস্তক হইতে স্বাধীনতার স্বর্ণমুকুট খসিয়া পড়িল, যে দিন কাম্যকুব্জের বিভূত বঙ্গজননীর আরাধ্য দেহেও সমাজে বিশৃংখল আনিয়া ও পাপস্রোত বহাইয়া ম্লেচ্ছের দাসত্বশৃংখল স্বহস্তে পরাইয়াছিল, সেই দিন হইতে আমরা পতিত এবং ঘোর অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতেছি। মাতৃহত্যার মহাপাতকে জাতীয় চরিত্র মসীময় আকার ধারণ করিয়াছে, সমাজদেহ কুৎসিৎ ক্ষতে বিকৃত হইয়া খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ধর্ম্মের নামে দেশে ধার্ম্মিকদের—ভণ্ডদের হাতে লাঞ্ছনা ও অপমানের চূড়ান্ত হইতেছে, হায়রে আমার আন্তরিকতাশূন্য দেশ !!! ব্রাহ্মণ যিনি সমাজের মুকুট-মণি, মরিল, তাহার সহিত অপর জাতিদিগকেও মারিল ; দেবমন্দির বিধ্বস্ত হইল, দেব বিগ্রহ বিচূর্ণ হইল, যবন অসহায় হিন্দু ললনার উপর পাশবিক অত্যাচার করিল, কালের স্রোতে যাবনিক ভাষা,

যাবনিক পরিচ্ছদ, যাবনিক আচার ব্যবহার যবনের সহিত কুটুম্বিতা স্পৃহনীয় হইয়া উঠিল ! অধঃপতনের এমন দিন আসিল যে যবন শোণিত সম্পর্ক ও ব্রাহ্মণের জাতি-পাতের হেতু বলিয়া গণ্য হইল না। ধর্ম্মের নামে, অনন্ত অধর্ম্ম দেশকে ছাইয়া ফেলিল। সুরায় এবং সামাজিক অত্যাচারে ও নানারূপ বিশেষতঃ বারবণিতার প্রলোভনে কতশত হিন্দু স্বধর্ম্মত্যাগ করিল, কদাচয়ের বন্যায় এই সোনার আমার বঙ্গদেশ ডুবিল। "বহু-বিবাহ" প্রথা ও 'কৌলিন্য' ব্রাহ্মণ সমাজকে রসাতলে প্রেরণ করিল। কত 'ভারার' মেয়ে জাতকুল পাইল, সকল পাপ গোপন করিয়া কুলীন-ব্রাহ্মণ-পুত্ররাই তথা কথিত সমাজের "মোড়ল" হইল। কথায় কথায় অন্যান্য জাতির এবং সমাজের পাতিত্য ঘোষিত হইতে লাগিল। শূদ্রীভূত ব্রাহ্মণ সমাজকে সকলের উপরে রাখিবার প্রয়োজন হওয়ায়, বৈদ্য, মাহিষ্য, বণিক আদিবহু সমাজকেই শূদ্রাচার গ্রহণ করাইয়া শূদ্র সাজাইতে হইল, বঙ্গের অভিজাত শ্রেষ্ঠ বৈশ্য-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে পতিত করায় ক্ষত্র—মাহিষ্য এবং বৈশ্য-নবশায়গণকে সঙ্গে সঙ্গে পতিত করিতে হইল, কেবল পতিত হইল না 'যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের' নিজের সম্প্রদায় !! তাঁহারা জানিতেন যে বঙ্গে যদি কোন জাতি সত্য সত্যই পতিত হইয়া থাকে, তবে সে 'যাজ্ঞিকরাঢ়ী-ব্রাহ্মণ,' কারণ, তাঁহাদেরই জন্মগত আবদুল—রশুনী জুনির-খানী, গোপাল-ঘটকী, কাকুৎস্থী, পণ্ডিত-রত্নী, বাঙ্গাল-পেশী, বিজয়বরী, ছায়া-নরেন্দ্রী হরি-মজুমদারী, আচার্য্য-শেখরী, চাঁদাই, হাঁসাই-থানাদারী, শ্রীবর্দ্ধনী, প্রমোদিনী, গঙ্গা-সর্ব্বানন্দী, ভৈরব-ঘটকী, বালী, চট্ট-রাঘবী

শুভরাজ-খানী, দোহাটা, পীর-আলি, দরপ-খানি, প্রভৃতি দোষগুলি আছে. কিন্তু পরের চক্ষে ধুলি দিয়া আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিবার ইচ্ছায় তাঁহারা নিজেদের পাতিত্য গোপন করিলেন এবং অপরাপর জাতির পাতিত্য প্রায়শ্চিত্তার্হও বিবেচনা করিলেন না; তাহাদিগকে ব্রাত্যীভূত করিয়া শূদ্রের মত শূদ্রাচার পালন করিতে বাধ্য করিলেন। এই ব্রাত্যীভূত পতিত যজমানদের পৌরহিত্য গ্রহণ করা যে অধিকতর পাতিত্যজনক তাহাও এই সদ্‌ব্রহ্মণেরা প্রয়োজনবশে ও নিজেদের গরজে বিস্মৃত হইলেন; বাঙ্গালার সমস্ত উচ্চজাতিকে শূদ্রত্বের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া নিজেদের অধীনে চিরকাল রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের পাতিত্য সম্বন্ধে নানারূপ আজগবি রূপকথা ও গল্প রচনা করিলেন, এবং অধিকাংশ সম্প্রদায়কেই অশ্লীল কথায় জন্মগত এক একটা মিথ্যা দোষারোপ করিয়া দাগিয়া দিলেন; তাহার প্রমাণ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র-মাহিষ্য, গোপ, আভীর, স্বর্ণবণিক, কাপালি, উগ্র-ক্ষত্রিয়, যুগী আদি বহু জাতি তদবধি ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত ঐ বেদবাণীকে বিশ্বাস করিয়া (বাঙ্গালী) আপনাকে হীনজাতি ভাবিয়া আত্মমর্য্যাদা:শূন্য হইয়াছে; তদবধি শূদ্রের মত অশৌচ পালন, শূদ্রের মত পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করা, শূদ্রের মত পরিচয় সমাজে দেওয়া তাহাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে দ্বিজের কন্যারা দ্বিজের গৃহিনী হইয়াও প্রনব ও বেদমন্ত্রে অনধিকারিণী হইল, বিদ্যাভ্যাস করিলে বা লেখনী স্পর্শ করিলে বিধবা হয় এই ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে লেখা পড়া ত্যাগ করান হইল; সূত্রধারী মাকড়শাটাকেও মারিলে ব্রাহ্মণ-হত্যা

হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নরকে গমন অনিবার্য্য, এইরূপ বিধান হইতে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্রকেই লোকে "ব্রহ্মার" ন্যায় ভয় করিতে লাগিল; ব্রাহ্মণের দেখাদেখি সকল জাতিরই এমন ধর্ম্মজ্ঞান গজাইয়া উঠিয়াছিল যে গঙ্গায় সন্তান বিসর্জ্জন দেওয়া, সদ্য বিধবাদিগকে মৃতপতির সহিত দগ্ধ করা, কুষ্ঠীদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া মারা, নববধূকে গুরুর উপভোগে সমর্পণ পূর্ব্বক তাহাকে "গুরগাঁই" বা 'গুরু-প্রসাদী" করা প্রভৃতি নানা অকথ্য পাপকার্য্য হিন্দুসমাজে পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কিন্তু 'ভয়ার মেয়ে বিবাহ' করা, অথবা যুবতী বৃদ্ধা নির্ব্বিশেষে পৌত্রী-দৌহিত্রীর ও পিতামহী-মাতামহীর সমবয়স্কা শতাধিক-স্ত্রী গ্রহণ, শ্মশানানীত মুমূর্ষুর হস্তে কন্যা সম্প্রদান, বিমাতা-ভগিনী সগোত্রা-সপিণ্ডা—বিবাহ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে তেজীয়ান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। তাহার পরে কয়েক শতাব্দী অতীত হইয়াছে, ভগবৎ কৃপায় এই দীর্ঘ তমোময় যুগের অবসানে উষার আলোক বহন করিয়া বর্ত্তমান সংঘযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। সারা পৃথিবীতে এখন সংঘশক্তি, গণতন্ত্র এবং জ্ঞানের প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বিপন্ন হিন্দু জাতি যুগ-দেবতা জাতিরূপিণী মা ব্রহ্মময়ীর কৃপায় এখন আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে পাইতেছে, বাহিরের নিষ্পেষণ ও শোষণকে বাধা দিবার জন্য জাতীয় সংঘশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, জাতিবিদ্বেষরূপ যে সুমহান অন্তরায় জাতীয় একতা এবং গঠনের পথে দণ্ডায়মান ছিল, তাহা ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে, পৃথিবীর নানা জাতির সহিত সংস্রবে আমাদের বহুদিনের বদ্ধমূল-কুসংস্কারগুলি শিথিল

হইয়া পড়িতেছে ; ব্রাহ্মণের ভয়ে বহু কুপ্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে; পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ সমাজ যে ভাবে পাতিত্য অস্বীকার করিয়াই বাঁচিয়া গিয়াছিল, আজ প্রত্যেক শিক্ষিত জাতি বুঝিতে পারিয়া আরোপিত হীনতা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টাবান হইতেছে, তাই আজ শূদ্র পদবীতেস্থিত বঙ্গের বৈশ্যজাতি আভারত আন্দোলন উপস্থাপিত করিয়া "ব্রাহ্মণ" হইতে চাহিতেছে, মাহিষ্যক্ষত্রিয় হইবার জন্য তাহারা দাবী পেশ করিতেছে, ভারত বাসী তথা বঙ্গবাসী এখন বুঝিয়াছে যে ভগবান কাহাকেও অস্পৃশ্য দান করিয়া সৃষ্টি করেন নাই ; লোক ব্যবহার হইতেই ঐরূপ হইয়াছে এবং লোক সমাজ ও শিষ্টব্যক্তির সংঘ ইচ্ছা করিলেই অস্পৃশ্যকে 'স্পৃশ্য'' এবং শূদ্রকে 'দ্বিজ' করিয়া লইতে পারে, যদি তাহারা সদাচার পরায়ণ হয়। কেহই এখন আর আপনাকে শূদ্র বলিতে চাহিতেছে না ; সকলেই ভারতের স্বাধীন-মুক্ত-সন্তান, বন্ধনমুক্ত, আর্য্য, জ্ঞানে-প্রতিষ্ঠীত-দিব্য জীব। এই আত্মজ্ঞানই আজ হিন্দুজাতিকে ঐক্য এবং স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র অমোঘ উপায়।

...নের তথা এই দিন মাহিষ্য জাতির জাগরণ শ্রীভগবানের "ঈপ্সিত"। তাঁহারই পাঞ্চজন্য নিনাদে শুধু ভারতের কেন, ২৪ লক্ষ এই জাতির নিদ্রা ক্রমশঃ ভঙ্গ হইয়াছে, তাঁহারই জীবনদায়িনী বাণী দিকে দিকে জাতীয় সংস্কারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছে ; সেইজন্য বঙ্গের সকল সমাজই আবশ্যকীয় সকল সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছে। মাহিষ্য বাদ পড়ে নাই, কিন্তু কর্ম্মীর অভাবে, জাতীয় একতার অভাবে,

অর্থের অভাবে, প্রচারকের অভাবে, আমরা আমাদের কাজ আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারি নাই। যেমন শিক্ষিত উদারচেতা বৈশ্য সমাজ বিগত ৫।৬ বৎসরের মধ্যে করিয়াছেন, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ সমাজ যেমন গৌহাটীর সরকার উকীল শ্রীকালী চরণ সেন রায়বাহাদুর অথবা অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ সেন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় দ্বয় রাহু-কেতুর মত স্বজাতী-দ্রোহী দেখা দিয়াছেন, স্বজাতীর উন্নতির পথে কণ্টকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেইরূপ আমাদের অশিক্ষিত এবং সংকীর্ণ সমাজেও ভবানীপুরের সরকার এবং বাওয়ালীর মণ্ডল-বংশীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ অন্তরায় দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহারা বিচার, যুক্তি, সমাজের গতি কিছুই বুঝেন না। শূদ্রত্বের কলঙ্ক হিন্দুসন্তানগণের অসহ্য হইয়াছে; বিদ্যা ও বিনয় অভিধান শূন্য ক্ষুদ্রতাকে মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতে পারে কিন্তু পদ্মপদ-সেবিনী শূদ্রতা একেবারেই অসহ্য, উহা জাতীয় আত্মহত্যার তুল্য। সমগ্র ভারত তাই আজ শূদ্রত্ব পরিহার পূর্ব্বক সামাজিক স্বরাজ এবং একতার দাবী করিতেছে। ইহা সঙ্গত, কারণ দ্বিজত্ব স্বাধীনতারই নামান্তর এবং স্বাধীনতা ও শূদ্রত্ব কুত্রাপি একত্র অবস্থান করিতে পারেনা। এই যে সামাজিক উন্নতির চেষ্টা, ইহা বিপ্লব নহে, ইহা কালজীর্ণ সমাজের কালোচিত সংস্কার। সেইজন্য আজ আমরা কেবল নহে বরং সমগ্র ভারতীয় হিন্দু সমাজ আপনার বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম ও সদাচারের অনুসরণ পূর্ব্বক অভিলষিত পরিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ, কর্ম্মীবৃন্দের একাগ্র নিষ্ঠা ও পরিশ্রম, ও

পরস্পরের সহিত নির্ব্বিরোধ ব্যবহার জাতীয় তপস্যাকে নিশ্চয়ই সকল বাধা বিপত্তি ঠেলিয়া ফেলিয়া সাফল্যমণ্ডিত করিবে।

জননী যেমন সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে সতত সমুৎসুক, "বঙ্গীয়-মাহিষ্য-সমিতি" তদ্রূপ মাহিষ্য সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ কল্যাণ দানেও বর্দ্ধনে যত্নবতী। বাঙ্গলার সমগ্র মাহিষ্য সম্প্রদায়ের সর্ব্বতোমুখী শ্রীবৃদ্ধিই এই সমিতির উদ্দেশ্য। মাহিষ্য সমাজের সামাজিক একতা ও আধ্যাত্মিক শ্রেয়ঃ সাধনের জন্য 'বঙ্গীয়-মাহিষ্য-সমিতির' সৃষ্টি; ইহার ইতিবৃত্ত এই নোটের পরবর্ত্তী যথা স্থানেকতক কতক বিবৃত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত আধুনিক অনুষ্ঠান নহে। ১২৮০ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই ৫৬ বৎসর নানারূপ বাধা ও বিঘ্ন সহ্য করিয়া এই সমিতি স্বজাতির ধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষা, লুপ্ত-প্রায় জাতীয় গৌরবের উদ্ধার, দুঃস্থ মাহিষ্য সন্তানগণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তার এবং জীবিকার ব্যবস্থা, বিবাহে পণ প্রথার প্রতিকার, ছিন্নভিন্ন দেশ-বিদেশের মাহিষ্য সমাজগুলিকে একাচারনিষ্ঠ করিয়া সম্মিলিত করিবার চেষ্টা, সংঘশক্তি গঠন এবং সংঘশক্তির আশ্রয়ে বিবিধ উন্নতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, সমাজে প্রবর্ত্তন ও প্রচলন, ভিন্ন ভিন্ন সমাজমধ্যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই জাতীয় সমিতির শাখা স্থাপন, এই জাতীয় সমিতির আকাঙ্খিত উদ্দেশ্য। এই জাতীয় সমিতির সহিত অপর কোন জাতির বিরোধিতা নাই এবং তাহা করিতেও চাহে না। সকল জাতির সহিত সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা হিন্দু জাতির অভ্যুত্থানে সহায়তা করাই তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সমিতি কলিকাতার কতিপয় স্বজাতিবৎসল উদ্যোগী স্বজাতি ও তদ্যাজী বিপ্রের দ্বারা ১২৮০সালে

প্রারব্ধ হয় ; এখন ইহা সমগ্র বঙ্গের ২৪ লক্ষ মাহিষ্যের ঐকান্তিক আনুকূল্যে পুষ্টপোষিত !! যাঁহারা ধর্ম্মে অনাস্থা প্রযুক্ত সমাজ-বন্ধনকে উপেক্ষা করিয়া এখনও জাতীয় সমিতির সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হন নাই, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ, গদাধর, গোবর্দ্ধন, জীমূতবাহনাদি মনিষীগণের বাণী শ্রদ্ধার সহিত এক অতীতকালে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা আজ জীবিত থাকিলে তদীয় সন্তানেরা কিছুতেই জাতীয় কর্ত্তব্য পালনে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারিতেন না ; কিন্তু ইঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও কার্য্যতঃ কোন রূপ বিরোধিতা করেন নাই ; কিন্তু আমাদের হতভাগা সমাজ এমন স্থিতিশীল, দ্বেষপরবশ ও মূর্খ যে তাহার মধ্যে কোন কোন মহাশয়ের সদত চেষ্টা যে সমিতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তাহাই কেবল নহে, শত্রুতা করিয়া সকল সৎ চেষ্টাই ব্যর্থ করিতে ত্রুটী করেন না।

সেই জন্য বলি যে ঋষিকল্প গুরব, কেদার, বটেশ্বর, দর্ভপানি, কৌটীল্য, গোবর্দ্ধন, জীমূতবাহনাদি মনীষীগণ বঙ্গীয় গগনে অলৌকিক প্রতিভার অদ্বিতীয় পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন, যাঁহারা সেই অতীত যুগের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জগন্মোহিনী শৌর্য্য, বীর্য্য, ও বুদ্ধিমত্তার চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন এবং মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে সেই তামস যুগেও অজ্ঞ দেশবাসীর প্রমাদ-ভঞ্জন পূর্ব্বক এই জাতীয় অনুষ্ঠানের হৈমভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই কয়েক শতাব্দী পরে বংশীবদন, উমাচরণ প্রভৃতি-মাহিষ্য-যাজী দ্রাবিড় বিপ্রগণ শিল্পকলায় খ্যাতি রাখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন এবং সেই সুদূর অতীত যুগে ক্ষত্র-মাহিষ্য পাল রাজন্যবর্গের লৌহ

শাসন দণ্ডে আচট্টল উভয়-সমুদ্র-চুম্বি প্রদেশের কর-গ্রাহী দেখিয়া স্তম্ভিত হই, সেই জাতির অতীত গৌরবের ভগ্নাবশেষ কোথায়, বংশীকুণ্ডায় সাভারে, তীমেরডহরে, বিষ্ণপুরে, নাড়াজোলে, তমলুকে, ময়নায়, কুতুবপুরে, তুর্কায়, মোহন লালের কীর্ত্তিতে, সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! রায় রামানন্দ, শিখি মাহিতি, বিষ্ণপুরের ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস, আদি বহু মনীষীগণ সাধনের দ্বারায় জীবনের প্রতি-কার্য্যে মাহিষ্যের ক্ষত্র বৈশ্যত্ব তথা বৈষ্ণবত্ব সপ্রমাণ করিয়া তদুপরি যে যজ্ঞবেদী রচনার সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই উপরে নরেন্দ্র, শশী চক্রবর্ত্তী, নরহরি, সাগর, শশী বিশ্বাস, অক্ষয়, শ্রীহরি, আনন্দ, বসন্ত, কমল, ভগবতী, ত্রৈলোক্য বিশ্বাস, আদি মহোদয়-গণ মনিময় মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বশিষ্ট-কল্প পুরোধা পণ্ডিত শ্রীহরিশ্চন্দ্র দেব শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী তাঁহার "ভ্রান্তিবিজয়" নামক পুস্তকে এবং শ্রীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী দেবশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গের পুরোহিত ঠাকুরে' বিপুল গবেষনা পূর্ব্বক মাহিষ্যের ক্ষত্র-বৈশ্যত্ব ওতদ্‌যাজী বিপ্র-কুলের নির্ম্মলত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে এক অপূর্ব্ব দেব বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন; অনন্তর এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইতে বহু মনীষীগণ ও মাহিষ্য পণ্ডিতগণ বহু জাতীয় পুস্তকাদি প্রচার করিয়া বিপক্ষ-গণের তুণ্ড উৎপাটন করিয়া তর্ক ও শাস্ত্র যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এই জাতির জ্ঞান ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিলে, মায়ের মনিকাঞ্চন-ময় বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন শ্রীসুদর্শন, প্রকাশ, বিজয়, রমেশ, সেবানন্দ, রামপদ, ফটিক, আদি স্বজাতি-সেবক-মহোদয়গণ

এবং ষোড়শোপচারে সেই দেবী বিগ্রহের পূজা আরম্ভ করিয়াছেন এই লেখক,হেম, পূর্ণচন্দ্র,শ্রীসুদর্শন, সেবানন্দ, অন্নদা, পূর্ণ, অগ্নিকুমার, ও হরিশ্চন্দ্র। "বঙ্গীয়-মাহিষ্য সমিতির" ন্যায় পবিত্র তীর্থস্থান মাহিষ্যের দ্বিতীয় নাই ; সকল দেশের সকল স্বজাতিবৃন্দ ইহার পৃষ্ঠপোষক এবং সহায়ক হউক এই প্রর্থনা॥ এই মহাহবে দুন্দভী ও মাঙ্গলিক পাঞ্চজন্য বাজাইয়াছেন বিজয়, সন্তোষ, অজীত, গৌর ও পুণ্ডরীক এবং বৈশ্য ব্রাহ্মণ সমাজের কালীচরণ ও সত্যেন্দ্রের পালা এই সমাজও খেলা খেলিয়াছেন বহুজন, কিন্তু তাহার মূখ্য হইতেছেন মহেন্দ্র, অমৃত, গোপাল, বৃন্দাবন, অবিনাশ, ও উপেন্দ্র ; তাঁহাদের পশ্চাতে শিখণ্ডীর বাঁশী ধরিয়াছেন শ্যামাচরণ এবং অমূল্যভূষণ !!!

এই কারিকায় ১৬৮ শ্লোক কোন কোন পুঁথীতে "বৈশ্যানাং ধনতোক্তেয়ং" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় এবং অধিকাংশ গুলিতে 'বৈশ্যানাং ধন ধান্যতঃ' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। আমার মনে হয় যে উভয় পাঠই সমিচীন। এই কারিকার ২৭৪ শ্লোকে শ্রীমৎ গোবর্দ্ধনাচার্য্য মহাশয় স্পষ্ট বলিয়াছেন যে মাহিষ্যগণ সপুরোহিত দক্ষিণ দেশ অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য; কলিঙ্গ, মধ্য-ভারত আদি প্রদেশ হইতে আসিয়া গঙ্গাও রাঢ় দেশের অপরাপর নদীর তটদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা প্রাচীন সামাজিক-ঐতিহাসিক ৺মহিমচন্দ্র মজুমদার তাঁহার পুস্তকের ২৬৬ পৃষ্ঠায় আমার কথারই সমর্থন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া রেঃ শেরীং, কোল্‌ব্রুক্, ডাঃ বুলার, ডাঃ জলি. অঃ মোক্ষমূলার, বালগঙ্গাধরতিলক, শ্রীকেদারনাথমিশ্র

প্রভৃতি বিপশ্চিৎগণ এই কথারই সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহা বার বার আগে বলিয়াছি। ভুইস্যানিবাসী শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীও তাঁহার পক্ষীয় 'মাহিষ্য সমাজ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদেবানন্দ ভারতী প্রমুখ মহোদয়গণ বলেন যে মাহিষ্যগণ তথা পালরাজগণ "আদিগৌড়" দেশবাসী এবং সরযুনদীর তীরদেশস্থ ভূভাগ হইতে আসিয়া বঙ্গে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং সপুরোহিত উপনিবিষ্ট হন। * শ্রীদেবানন্দবাবুও শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্ত্তী § বাবু পত্রিকায় বাদানুবাদ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তমত প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন কিন্তু সেই গুলি সবই ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সুচিন্তিত ১৩১৪ সালের ঐ প্রবন্ধে সকলই খণ্ডিত হইয়াছে। † ১৩১৮ এবং ১৩১৯ সালের "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় মল্লিখিত প্রতিবাদ প্রবন্ধ পাঠ করিলে শ্রীদেবানন্দ বাবু, ও নীরদ বাবু এবং হরিশ্চন্দ্র বাবুর ভ্রান্তমত ও সন্দেহ নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে। বর্ত্তমান বঙ্গের বদ্বীপ 'আদিগৌড়' কদাচ নহে। তাহা যদি প্রকৃত হইত তাহা হইলে হরিশ বাবু ও নীরদবরণ বাবুর পিতৃ পুরুষগণ 'দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ' আমরা বলিয়া স্ব সমাজে আত্ম-পরিচয় দিতেন কেন? তাঁহারা ত গৌড় বা গৌড়াদ্য-বৈদিক বলিয়া এ দেশে কখনই পরিচয় দিতেন না বা দেন নাই! গদাধরের কুলজীর ২৫২-৫৩ শ্লোকেও ঐ কথাই বলা হইয়াছে।

* মাহিষ্য সমাজ ১৭ ভাগ ৪৪৬ পৃঃ দেখ।

† ১৭ ভাগ মাহিষ্য সমাজ ৫০৮ পৃষ্ঠা পাঠকর

§ ১৩০৪ সালের গৌড় প্রভা এবং 'মাহিষ্য সমাজ' ১৯ ভাগ ৫৬ পৃষ্ঠা পাঠকর।

বিগত ১৯ ভাগ 'মাহিষ্যসমাজ' পত্রিকার ৫৬ পৃষ্ঠায় সম্পাদক শ্রীসেবানন্দ ভারতী মহাশয়ের ১৩৩৪ সালের ভাদ্র এবং আশ্বিন সংখ্যায় "মাহিষ্য পুরোহিত দ্রাবিড়" শীর্ষক প্রবন্ধের উত্তরে ভাই শ্রীসুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা ঐ সালের মাঘ সংখ্যায় "আদি গৌড় কোথায়" শীর্ষক প্রবন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং "১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী" 'মাহিষ্য পুরোহিত গৌড় কি দ্রাবিড়' শীর্ষক অসার প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র সরকার আমার বক্তব্যগুলির আলোচনা করিয়াছেন; এ পর্য্যন্ত সুদর্শন বাবুর কিম্বা প্রকাশ বাবুর প্রবন্ধে উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয় নাই, বলিয়াছেন; বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদের উত্তরের কথার উত্তর দেওয়া যাইতেছে লিখিয়াছেন।" সেবানন্দ বাবুর সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া শক্তিক্ষয় করা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার উপরোক্ত ১৯ ভাগ "মাহিষ্যসমাজে" প্রকাশিত "মাহিষ্য পুরোহিত গৌড়াদ্য-বৈদিক" প্রবন্ধে মৌলিকত্ব কিছুই নাই। রাও বাহাদুর বাসুদেব অনন্ত নাম দিয়া যে প[illegible] "আদ্য গৌড়" নামক বোম্বাইয়ের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তিনি নিজ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তাহা শ্রী[illegible] বাবুর ব্রাহ্মণ কাণ্ডের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মাত্র; [illegible] [illegible] বাবুর [illegible] হয়; [illegible] কোন প্রবন্ধে যে কি বলেন তাহাও বুঝিলাম না। তাঁহার মত লোকের এরূপ অসার তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হওয়া আমি কেবল কেন, বুদ্ধিমান বৃদ্ধ লোক মাত্রই, অপ্রয়োজন বলিয়া মনে করেন।

১৩১৯ সালে "গৌড়াস্ত ও দ্রাবিড়" লইয়া কোন বাদানুবাদ হয় নাই, তাহা তিনি লিখিয়াছেন। শ্রীসেবানন্দ বাবু পত্রিকার সম্পাদক বটেন, সর্ব্বজ্ঞ নহেন; তাহা হইলে তিনি এতদিনে ভগবানের পদবীতে উপনীত হইতেন। সেই সময়কার "নব্যভারত" এবং "সাহিত্য-সম্বাদ" পত্রিকাদ্বয় তিনি কি দেখিবেন? পাণ্ডবগণের যে সময়ে স্বর্গারোহণ হয়, সেকালে 'গৌড় কিম্বা দ্রাবিড়' বিভাগ কল্পিত হয় নাই, তখন "আস্তগৌড়ই" বা কোথায় এবং 'পশ্চিম বা পূর্ব্ব গৌড়ই' বা কোথায়? রাজ্ঞী চিত্রমতিকা দেবীর মন্ত্রণাদাতা বিপ্রগণ গৌড়নিবাসী মাহিষ্যযাজী দ্বিজ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু তাঁহারা যে বাঙ্গলার বদ্বীপের "আদিগৌড়" কি তদ্দেশবাসী "দ্রাবিড়শাখা" সম্ভূত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা স্থির-নিশ্চয় জানিবার কোন প্রমাণ নাই; দ্বিতীয়টি হওয়াই সম্ভব, এবং এই মত পারিপার্শ্বিক প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত।

এই কারিকার পূর্ব্বলিখিত ৩৫৬ শ্লোকে গোপালনগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর থানার অধীন, "গোপালনগর", প্রাচীন মাহিষ্যরাজাদের রাজধানী ও মাহিষ্য কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীবংশীবদন চক্রবর্ত্তী নামক এই রাজনবাব বংশের মাহিষ্য রাজাদের সভাসদ্ পণ্ডিত ছিলেন, আমার মনে হয় এই বংশীবদন শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। এই প্রবাদ বচন ইঁহার সম্বন্ধে এই অঞ্চলে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। মল্লিখিত "মাহিষ্যপ্রকাশ" ১ম ভাগ পুস্তকের ৪২২ পৃষ্ঠার নোট পাঠ করা কর্ত্তব্য। উমাচরণ মিশ্র চক্রবর্ত্তী

নামক আর একজন মাহিষ্য-বাজী দ্বিজ রাজনবাব রাজ্যের অন্যতম সভাসদ্ ছিলেন; তিনি ছবি আঁকিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই অঞ্চলে এক প্রবাদ "কবিতে বংশীবদন—ছবিতে উমাচরণ", বচন আজও শুনা যায়। ৺গদাধরের কুলজীতে বংশীবদনের উল্লেখ মাহিষ্য প্রকাশ ১ম ভাগ ২২৪ পৃষ্ঠায় ২২৮ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারত পাঠে আমরা অবগত হইয়াছি যে রাজা জন্মেজয়ের সর্পসত্রে বঙ্গদেশ হইতে মন্ত্রকুশল ব্রাহ্মণগণ হস্তিনায় গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা 'গৌড়' বা 'দ্রাবিড়' শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা নির্ণয় করার কোন উপায় নাই; এই বঙ্গদেশ কামাখ্যার আসন্ন প্রদেশ বলিয়া মনে হয়; এই শ্রেণীবিভাগ স্কন্দ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সময় হইতে হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারতীয় যুগ আজ পাঁচহাজার বৎসরেরও অধিক হইল, এবং ইংরাজ ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে স্কন্দপুরাণ কেবল মাত্র ৬২০ খৃষ্টাব্দে রচিত বলিয়া মনে হয়। *

৺গদাধরের কুলজী এবং ৺গোবর্দ্ধনের এই সুবৃহৎ কারিকা পাঠ করিলে আমরা বেশ অবগত হই যে পালরাজগণের অভ্যুদয়ের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে দ্রাবিড় দেশ হইতে উপর্য্যুপরি মাহিষ্য ও ভগ্গাজী বিপ্রগণের অভিজান আসিয়া

---

* Pargiter's Ancient Indian Historical Traditions," P-49, মাহিষ্য সমাজ ১৭ ভাগে ৬৬ পৃষ্ঠায় "দ্রাবিড়", এবং ৪৪৬, এবং ৫০৬-৮ পৃষ্ঠা যত্নে দেখ। ১৮ ভাগ মাহিষ্য সমাজে" মল্লিখিত এসম্বন্ধে প্রবন্ধ৭৬ এবং ১২৫পৃষ্ঠায় দেখ।

অঙ্গ বঙ্গ এবং কলিঙ্গ দেশের অধিবাসীগণের শিরায় মাহিষ্য শোণিত প্লাবিত করিয়া তাহাদিগকে অধিকতর বলশালী, সমুদ্রগামী ও জলপথ গমনপটু (maritime) করিয়া তুলিয়াছিল ; একথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি। পাল রাজগণের শাসন কালেও এইরূপ অভিজান কয়েকবার অত্র দেশে উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-দ্রাবিড় দেশ হইতে আসিয়াছিল ; তাঁহারাই রাঢ়, বঙ্গ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, সুহ্ম, সুসঙ্গ কোঁচবিহার, আসাম, পূর্ব্বশ্রীহট্ট আদি প্রদেশে বসবাস করিয়া বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতেও ক্রটি করেন নাই। এই কারিকা একটু যত্নে পাঠ করিলে আমরা এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাই। কেহ কেহ বলেন যে যে অভিজান উত্তর-পশ্চিম ও সরযু ও সরস্বতী নদীর তটদেশ হইতে অতি প্রাচীন কালে আসিয়া বঙ্গে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক শাখা মধ্য ভারতের পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া কলিঙ্গ, উৎকল আদি দেশে উপনিবিষ্ট হন। এই শাখা বিন্ধ্যপর্ব্বত গিরিরাজির দক্ষিণ দিক বেষ্টন করিয়া আসিয়া ঐসকল প্রদেশে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা 'দ্রাবিড়' আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। রেঃ শেরিং এবং ভাই শ্রীসুদর্শন বাবুও সেই কথাই বলেন।* "ত্রিপুরা-বৃত্তান্ত" প্রণেতা শ্রীহট্ট টোলাধ্যক্ষ শ্রীসূর্য্যকুমার তর্কসিদ্ধান্ত, তথা তিলক মহারাজ তথা ডাঃ কেদার নাথ মিশ্র প্রভৃতি বিপশ্চিৎগণ ও সেই কথাই বলেন। * ইঁহারাই পরে দক্ষিণ বঙ্গে

---

* মাহিষ্য সমাজ ১৯ ভাগ। পরবর্ত্তী "ঘ" পরিশিষ্ট দেখ।

ও কলিঙ্গে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন *। ইঁহাদেরই সন্তান সন্ততিগণ গুপ্ত ও পাল রাজাদের সময়ে মিশ্রিত হইয়া দামোদর, সরস্বতী, গঙ্গা, ইচ্ছামতী, ভৈরব, করতোয়া, খরস্রোতা, আদি নদীর উর্ব্বর তীর-দেশে পুত্রকলত্রবন্ধু-বান্ধব-সহ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনের এই কারিকা তাহার সবিশেষ প্রমাণদিতেছে। †

মাহিষ্যবাসী দ্বিজ সম্প্রদায় মধ্যে নামবৈধে যে বাদানুবাদ বিগত কয়েক বৎসর হইতে সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সকল বিবরণই আমি ইতঃপূর্ব্বে এই নোটে বিবৃত করিয়াছি। স্বদলমধ্যে কেহকেহ নিজ প্রতিষ্ঠা এই অন্ধ, নির্য্যাতিত, আত্ম-বিস্মৃত সমাজ মধ্যে স্থাপন জন্য চেষ্টা করিতেছেন ও করিয়াছেন, তাহাও আমার সহৃদয় পাঠকগণের সমক্ষে বিবৃত করিয়াছি। এখন এ বিষয়ে একটা আশু সুমিমাংসা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আত্মশক্তি ক্ষয়কারী বিবাদে কদাচ আমাদের পুনশ্চ বর্ত্তমান সময়ে প্রবৃত্ত ও লিপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই বিশাল সমাজ মধ্যে সখ্যভাব স্থাপনের দিকে "বঙ্গীয়-মাহিষ্য-সমিতি" কি করিতেছেন? যদি জাতিরূপে এই বিশাল ক্ষত্রিয় বৈশ্যধর্ম্মী কৃষক জাতির অস্তিত্ব বঙ্গে বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। একথা আমি পূর্ব্বে ৩১৬-৩১৮ পৃষ্ঠায়ও বলিয়াছি। ভারতীয় কংগ্রেসের মত

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী ১১, ১৮৭, ১৮,৯০, ২০৪-২৪৭, ২০৭, ২০৮, ২৭১, ২৭৯, ৩০২-৩০৪ পৃষ্ঠা দেখ।

† পরবর্ত্তী "ব" পরিশিষ্টে শ্রীকেদারনাথ মিত্রের "The Mahishyas and their Brahmins" প্রবন্ধ পাঠ কর।

কৃষকদের ও চাষিশ্রমজীবিদের লইয়া এই সমাজ ঢালিয়া পুনঃগঠন করিতে হইবে, তাহা মাহিষ্য-নেতাদের যেন খুব ভালরূপ স্মরণ থাকে। 'শিক্ষিত যুবকবৃন্দ', 'ছাত্র সম্মিলনী' এবং সমাজপতিদের এই জাতীয় কাজে দৃষ্টিপাত সবিশেষ আবশ্যক। আমরা আশা করি যে কলিকাতার "কেন্দ্রীয় ছাত্র সম্মিলনী" সুনিয়মে ও সুপরিচালনে দৃঢ়তর করিয়া প্রত্যেক পাক্ষিক বা মাসিক অধিবেশনে সভ্যগণের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া সদাচার অনুসরণে এবং এই সমাজ সংস্কাররূপ হিতকর কার্য্যে অগ্রসর হইবেন এই প্রার্থনা। এ জন্য তাঁহাদিগকে কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, কারণ স্বার্থত্যাগ বিনা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। আমি বহু যত্ন, পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া ও যথেষ্ট অর্থব্যয়ে এই বৃহৎ কারিকা সংগ্রহ করিয়াছি। ইহার কতক অসম্পূর্ণ অংশ বিগত ১৩০৪ সালে "সময়" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কারিকা এখন সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ইতিহাসসহ প্রত্নতত্ত্বাদি সংগ্রহ করিয়া উদ্ধার করিয়াছি। যে সকল নোট আমার কাছে ছিল, তাহা হইতেই ইহা প্রকাশ করিলাম।

এই বৃহৎ 'মাহিষ্য-কারিকা' পাঠ করিলে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, গোবর্দ্ধনাচার্য্য রাজা বল্লাল সেনের রাজত্ব কালে এবং পরবর্ত্তী রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য সময়েও বর্ত্তমান ছিলেন; কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালেই তিনি সবিশেষ খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, এবং রাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করেন; তিনি লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই কারিকা পাঠে

---

* মাহিষ্য সমাজ ১৯ ভাগ ১৭৩ পৃঃ দেখ।

‡ পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫১ শ্লোক দেখ।

নানাবিধ ঐতিহাসিক এবং সামাজিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। আমার মনে হয় যে এই কারিকাখানি সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কালের শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল। ৺গদাধরের কুলজী যাহা "মাহিষ্য-প্রকাশ" পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং যাহা মদ্বন্ধু বাবু হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রমুখ অন্যান্য লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তকে অবাধে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ইহার বহুকাল পরে লিখিত হয়, যেহেতু, উহাতে যবন শাসক আহম্মদ শাহ এবং ভবানন্দ ভৌমিকের উল্লেখ দেখা যায়। ইঁহারা উভয়েই লক্ষ্মণ সেন, এমন কি মগধরাজ দ্বিতীয় গোপালের বহু পরবর্ত্তী সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিশাল মাহিষ্য সমাজের মধ্যে কি কি গোত্র প্রবর ও কুলীন বংশ এই সুদূর অতীত যুগে বিদ্যমান ছিল এবং ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে যে পুরাকালে আদান-প্রদান-রূপ যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধকরণীয় প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা জানা যায়। * রাজাত্যাচারে দুর্ভিক্ষাদি দৈবদুর্বিপাকে, ও নানারূপ সামাজিক কারণে এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বঙ্গের মাহিষ্য-সমাজ সঙ্কীর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে; আরও রাজ-রোষানলে পড়িয়া যে মাহিষ্য ও তৎযাজী পরম নিষ্ঠাবান বেদবেদাঙ্গ-পারগ গৌড়বাসী দ্রাবিড়-ব্যাস-বৈদিক বা তৎসমাজান্তর্গত গৌড়ীয়-পরাশর ব্রাহ্মণগণের এই বর্ত্তমান ছিন্ন-

---

* "মাহিষ্য-প্রকাশ" ১ম ভাগ ৮৯ এবং পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা সকল দ্রষ্টব্য।

সমাজের হীনাবস্থা ও সংকীর্ণতা উপস্থিত হইয়াছে তাহাও আমরা উক্ত কারিকা পাঠে অবগত হইয়াছি। গোবর্দ্ধনাচার্য্য মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা বহুবার পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং দক্ষিণ দেশীয় কুলজী পুস্তকাদি পাঠে জানা যায় যে তিনি 'দ্রাবিড়'-শ্রেণীর অন্তর্গত তপনতেজা শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই গোবর্দ্ধনাচার্য্যের বহু যাহিষ্য জাতীয় যজমান মেদিনীপুর, খড়বেতা, হাবড়া, কমলপুর, চেতুয়া প্রতাপনগর, মুজারসা, বলগুপুর, রাজপ্রতাপ, শিঙ্গুরা, উড়িষ্যা, বালেশ্বর,গঞ্জাম, এবং উত্তরে হাবড়া পর্য্যন্ত দেশ ব্যাপিয়া ছিল। তিনি সেকালের প্রধান নৈয়ায়িক এবং স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় মাধবাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। দক্ষিণ গাঞ্জাম ও গাঞ্জলিম আদি সম্বলপুরের নিকটস্থ গ্রাম সমূহে প্রাচীন প্রবাদ আছে যে এই মাধবাচার্য্য "পরাশর মাধবীয়" নামক স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এই স্মৃতিগ্রন্থের বিধি ব্যবস্থা এবং মত দক্ষিণ দেশে এবং মাদ্রাজ প্রদেশে অদ্যাবধি বহুল প্রচলিত আছে। অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায় যে মাধবাচার্য্য ৯৫০ বৎসরের পূর্ব্বের লোক ছিলেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্য দ্রাবিড় শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যাসবৈদিক শাখার দ্বিজ হইলেও তিনি বঙ্গদেশের প্রাচীন কবি ছিলেন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণ তাঁহাকে নিজ শ্রেণীর লোক বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম এবং প্রমাদপূর্ণ। মাধবাচার্য্য যেমন নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত ছিলেন, তেমনই একাধারে বৈদ্যকশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি মাহিষ্যযাজী দ্বিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি উৎকলের দক্ষিণস্থ কলিঙ্গ দেশবাসী বিপ্র ছিলেন।

তাঁহার কৃত "মাধব নিদান" দক্ষিণ ভারতের চিকিৎসক জগতে বিশেষ পরিচিত। গোবর্দ্ধনাচার্য্য এই মহামহোপাধ্যায় মাধবাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয়। গোবর্দ্ধন-কৃত "মাহিষ্য মেল চন্দ্রিকা" নামেক পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু ইহা বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইতে পারি নাই; মাহিষ্য-যাজী বিপ্র সম্প্রদায় মধ্যে সময়ে সময়ে যে সকল সুনাম খ্যাত মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্টের উল্লেখ পরে যথাস্থানে এই নোট করিয়াছি।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে ১৩৩০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রবাসীর 'আলোচনা' স্তম্ভে বাবু দীনবন্ধু আচার্য্য এবং গৌরহরি আচার্য্য শ্রীহরিশবাবুর মাঘ মাসের "গৌড়ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া বঙ্গের বিশাল 'মাহিষ্য-সমাজকে' জালিয়া কৈবর্ত্ত-গণের সহিত এক পর্য্যায় ভুক্ত করিয়া সমগ্র নিরীহ সমাজকে মনঃ-কষ্ট দিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্তগণের মন্ত্রদান নিষিদ্ধ ছিল; একথা নূতন নহে। আমাদের দেশেও নৌ কর্ম্মজীবি মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্ত মনুর মতে অন্ত্যজ। আচার্য্য মহাশয় দ্বয় বড় ঐতিহাসিক বটেন, তবে জাতি বিদ্বেষের খাতিরে সত্যের আলা[illegible] করিলেই ভাল হইত। ক্ষত্র-বৈশ্যাচারী কৃষি-মাহি[illegible]তী জাল-জীব নৌকর্ম্মজীবি কৈবর্ত্ত কি এক পর্য্যায় ভুক্ত? [illegible]চার্য্যদ্বয় একবার "বঙ্গীয়-মাহিষ্য-সমিতি" আপিসে আসিয়া মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধীয় অদ্যাবধি সংগৃহীত ও প্রকাশিত পুস্তকগুলি পড়িয়া গিয়া যদি প্রতিবাদ লিখিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। কোথায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশাবলীগণ বৈশ্যই চণ্ডাল আ[illegible]

যাহই হউন, তাঁহারা এখন পূর্ব্ববঙ্গের 'মাহিষ্য-পরাশর, সমাজ' মধ্যে নায়ার-জয়মণ্ডপ আদি থাকের মাহিষ্যদিগের সহিত চল। *

আমরা কাহারও সহিত মিছা শক্তিক্ষয়কারী ঝগড়া বিশম্বাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না; হরিশবাবু কোন স্থানেই তাঁহার প্রবন্ধে বলেন নাই, যে পালরাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন; তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহারা মাহিষ্য জাতীয় বৌদ্ধ ভাবাপন্ন নৃপতি ছিলেন। একথা সত্য। 'শ্রীরামচরিত' এবং "ভ্রান্তি বিজয়" পুস্তক দুই খানি আচার্য্যের একটু ভাল করিয়া পাঠ করিবেন; আর এই কারিকা খানিতেও একটু কৃপাকরিয়া চক্ষু বুলাইবেন। আচার্য্য মহাশয় যর এই কথাটা বেশ স্মরণ রাখিবেন যে বাঙ্গলার মাহিষ্য কৈবর্ত্ত বা কৃষি কৈবর্ত্ত অথবা হালুয়া বা পরাশর-দাস জাতি এবং জালিয়া পর্য্যায় ভুক্ত মদ্গু-মৎস্য-ঘাতী কৈবর্ত্ত, জন্মতঃ, ধর্ম্মত, সমাজতঃ এবং কর্ম্মতঃ এক নহে; বৌদ্ধযুগের কৈবর্ত্তগণকে মন্ত্রদানে নিষেধের বিষয় তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ক্ষত্র-বৈশ্যাচারী কৃষি-কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যদের কদাচ প্রযোজ্য নহে। প্রমাণ পাওয়া যায় যে মহাভারতীয় যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ক্ষত্র-বৈশ্য-ধর্ম্মী মাহিষ্যগণই রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, যুদ্ধ বিগ্রহে, সমাজ সংস্কারাদিতে তাঁহারাই পক্ষগ্রহণ ও অংশ লইয়াছেন, তাঁহারা জাতিতে ক্ষত্রীয়; জালিয়াদের রাজ্যশাসন কখনই শাস্ত্রে এবং ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয় না। এই

* মাহিষ্য সমাজ পত্রিকা ২ ভাগ ৮৯ পৃষ্ঠা 'সাভার' দেখ
" " ৫ " ১৭ " 'দিবরদিঘি'
" ১৭ " " ১১৮ 'কৈবর্ত্ত-রাজদিবা'
" " " ৫১৪ পৃঃ দেখ

বীরাগ্রগণ্য ক্ষত্র মাহিষ্য দলেরই বীরগোদ্ধাগণ বীর বিক্রমে একদিন বৃটিশ সিংহের মান সম্ভ্রম ভেলোরের বিদ্রোহে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল, এবং ইহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষদের নৌবাহিনীর যশ ভগবান রামচন্দ্রের প্রপিতামহ মহারাজ অজের সময় হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ সম্রাট মহীপাল দেবের শাসন কাল পর্য্যন্ত বহু শাস্ত্রে, ইতিহাসে, পুস্তকে এবং লিপিতে উদ্গীত হইয়াছে। আমার মনে হয় যে ত্রেতাযুগের মহারাজ রামচন্দ্র ভগবানের সাহায্যকারী—"বানর সৈন্য" অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের উপকুল-নিবাসী জলযুদ্ধ-পটু অধিবাসীগণ লইয়া গঠিত হইয়াছিল; (নর Captain উল্ (of) বহর সমুদ্র (Captain of the sea)। এই দেশবাসী লোক যে সকল maritime and seagoing-nation ছিল, তাহা মদ্বন্ধু শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় বাবুর "Indian Shipping" নামক পুস্তক হইতে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। কবি কালীদাসও এইকথা সমর্থন করেন। গড়জাত খণ্ডাইত রাজাদের বীরবিক্রমের কথা কোন ঐতিহাসিকের নিকট অপরিজ্ঞাত? মহামতি হাণ্টার ও রিজলী তাঁহাদিগকে অমর করিয়া গিয়াছেন।* এই বিশাল জাতির মধ্যে অশৌচ বৈষম্য, ক্ষত্র-বৈশ্য-শূদ্রোচিত আচার রীতি, নীতি ও ধর্ম্ম স্বতই লোকের মনে সন্দেহ উপস্থাপিত করিয়াছে ও করিতেছে যে মাহিষ্যজাতি ত্রেতা দ্বাপর এবং কলির প্রথমাংশে ক্ষত্রিয়োচিত ছিল, (এবং শাস্ত্র বেদ পুরাণাদি গ্রন্থ সমূহ ঐ মতেরই সমর্থনও পোষকতা করে,) জীবন ধারণের জন্য আপৎকাল বৈশ্যবৃত্তি অনুসরণেরও

---

* মাহিষ্য সমাজ ১৮ ভাগ ৪৩০ পৃষ্ঠা দেখ মাহিষ্য-বিবৃতি দেখ পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৪-১১৯ এবং ৩৫ শ্লোক দেখ।

প্রমাণ দেয় * এবং বর্ত্তমানে বৌদ্ধাচারের একাকারত্বে শূদ্রধর্ম্মী-ত্বেরও বাস্তব ঘটনার অস্তিত্ব এই দেশের স্থানে স্থানে প্রমাণিত করিতেছে। এই জাতির কোনটি আচরনীয়?

এই সকল সম্বন্ধে এবং মাহিষ্যজাতি সম্বন্ধে ১৩০৪ সালেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সালের হিতবাদী, বঙ্গবাসী, বঙ্গনিবাসী, সময় আদি সংবাদ পত্রে বহু গভীর আলোচনা ও বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকা সেইগুলি অনুসন্ধান করিয়া পাঠ করিতে পারেন। † আমার মনে হয় যে মাহিষ্য জাতির আন্দোলনের একটা যথাযথ ধারাবাহিক ছাপা ইতিবৃত্ত বঙ্গীয়-মাহিষ্য-সমাজের নেতাদের রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সম্প্রতি শ্রীগোপালচন্দ্র দাস বি এ মহাশয় ১৯২৮ সালে "মাহিষ্য নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত" নামক একখানি জাতীয় আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক বিবরণী প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি নিজের এবং শ্রীগগনচন্দ্র বিশ্বাস বাবুর কীর্ত্তির "দামামা" পিটিয়াছেন মাত্র এবং বহু সত্য কথার অপলাপ করিয়াছেন। ইহার তীব্র প্রতিবাদ ১৮ এবং ১৯ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সম্পাদক শ্রীগগনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের প্রচেষ্টায় আরও কয়েকটি তীব্র প্রতিবাদ চাপিয়া রাখা হইয়াছে, জাতীয় কাগজে প্রকাশ করা হয় নাই। ব্যক্তি-গত প্রশংসায় আমাদের সমাজের এবং জাতীয় পত্রিকার এইরূপই

* "মাহিষ্য বিবৃতি" পাঠ কর। মাহিষ্য প্রকাশ ১ম ভাগ শেষ অংশের ১১০-১২৯ শ্লোক দেখ।

† এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে এইগুলি যথাস্থানে কতক কতক প্রকাশিত হইবে।

দুর্দ্দশা হইয়াছে; কিন্তু কায়স্থ বা বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমাজের ব্যবস্থা অন্যরূপ। আমার মনে হয় যে আমাদের কলিকাতা সমাজের স্বজাতি ভ্রাতাদের জাতীয় সমিতির প্রতি একটু বেশী সহানুভূতি-সূচক দৃষ্টি পাত করা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই বিশাল মাহিষ্য সমাজ মধ্যে নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী পুরুষ তপ্রায়ই দেখিতে পাইনা; স্বার্থান্ধ লোকের উৎপাতে কি 'মাহিষ্য-সমাজ', কি তৎযাজী দরিদ্র একতাশূন্য এই 'বঙ্গ-গৌড়-নিবাসী দ্রাবিড়-বিপ্র সমাজ' অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। সেই জন্য আমার ৫৫।৫৬ বৎসর এই জাতির সেবা করিয়া এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, তাঁহারা বিচ্ছিন্ন ও একতাশূন্য বলিয়া বাঙ্গলার এই বিশাল ক্ষত্র—বৈশ্য ধর্ম্মাবলম্বী" কৃষক-মাহিষ্য জাতির মধ্যে স্থানে স্থানে বৈশ্যাচার, স্থানে স্থানে ক্ষত্রিয়াচার, এবং স্থানে স্থানে শূদ্রাচার প্রচলিত আছে। এই গুলির আশু সামঞ্জস্য প্রয়োজন এবং সমাজ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে শক্তিহীন ও উৎসাদিত করিয়াছে ও করিতেছে, এই বিশাল মাহিষ্য সমাজ এবং তৎযাজী বিপ্রসমাজের নেতাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য যে সেইগুলি উৎপাটিত করিয়া সমাজকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর পুনঃস্থাপিত করেন এবং জটিল সামাজিক প্রশ্নগুলির মীমাংসা এবং সামঞ্জস্য করিয়া দেন। আমর মনে হয় যে, ইহার প্রথম স্তর হইতেছে যে চারিশ্রেণী মাহিষ্য সমাজ এবং তৎযাজী গৌড়বাসী দ্রাবিড়-বিপ্র কুলমধ্যে পরস্পর পরস্পরের সহিত যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধকরণীয় এবং পান ভোজনাদির প্রথা আশু প্রবর্ত্তিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করণ; এই কথা বহুবার আমি এই নোটে

পূর্ব্বে এবং পরে বলিয়াছি; এ কথা আজিকার নূতন নহে। মল্লিখিত—"মাহিষ্য-প্রকাশ" পুস্তকে প্রকাশিত Mahishya Caste" প্রবন্ধে (পৃঃ ১—২৫) এইকথা আমি ২২ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম সূচনা করিয়াছি। কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভিভূত আত্মবিস্মৃত এই বিশাল সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি নাই; দীন নিঃস্ব কৃষকদের অরণ্যে রোদন কে কর্ণ-পাত করে? আজ যদি আমাদের এই জাতীয় অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য বিধান হইত, তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমান এই দুর্দ্দশা কেন হইবে? আমি বহুবার বহু স্থানে পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, আমাদের চাই দেশ ও সময়োপযোগী কৃষিশিক্ষা দেশে প্রবর্ত্তন ও প্রচলন, চাই আমাদের শিক্ষাগত নাসিকা-কুঞ্চন দূরীকরণ, চাই আমাদের সংঘবদ্ধ হওয়া, চাই স্বজাতির প্রতি বাৎসল্য, স্বজাতি প্রেম স্বজাতি পোষাণপ্রবণতা, উদারতা এবং সদাচারযুক্ত অর্থকরী শিক্ষা বিস্তার। কথার দিন গিয়াছে, এখন কাজের সময় আসিয়াছে। আমাদের সমাজে অশৌচ বৈষম্য দূর করা, বৈশ্যাচার বা ক্ষত্রাচার সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে সমস্ত উপসমাজ সমূহে গ্রহণ করা, চাষিশ্রেণী মাহিষ্য সমাজ মধ্যে যৌন-সম্বন্ধ আবদ্ধ করা, সমাজের আবর্জ্জনা ও কুসংস্কারগুলির মূলোৎপাটন করা আশু কর্ত্তব্য। এইগুলি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সংবাদদাতাগণের "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় সংবাদ নিয়মিত পূর্ব্বকার মত পাঠান কর্ত্তব্য এবং সেইগুলি জাতীয় পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য। জাতীয় মুখপত্র

পত্রিকার সম্পাদকত্ব ভার নিরপেক্ষ ও প্রবীণ লোকের হস্তে ন্যস্ত থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।*

জাতীয় উন্নতিসূচক বহু কাজ আছে, তাহা আমারা করি না; কেবল মাত্র ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশ ও সমাজ মধ্যে স্ব স্ব প্রাধান্য লাভের জন্য দলাদলি করিয়া সমাজ-শক্তিনাশ করিয়া থাকি। ইহা মাহিষ্য মাত্রেরই স্মরণ থাকে যে যতই কেন বড় হউন না, যতই কেন লেখা পড়া শিখুন না, সমাজ মধ্যে তাঁহাদের অপর জাতির মত পোষণ করিবার কেহই নাই; সমবেত হইয়া সংঘ শক্তির সম্বর্দ্ধনা না করিলে, পাশ্চাত্য দেশের গিল্ডের মত আমাদের স্বজাতি স্বজাতিকে পোষণ না করিলে, আমাদের এই তীব্র জীবন সংগ্রামের দিনে দাঁড়ান বড়ই কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বলি যে কুলজী এবং কারিকা পাঠে জাতীয় ইতিহাস কি তাহা সম্যক জানিয়া এই বিশাল সমাজের মধ্যে সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া পান ভোজন এবং যৌন-সম্বন্ধ-আবদ্ধ-করণীয় প্রথা সর্ব্বাগ্রে প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য; সমগ্র মাহিষ্য জাতির উন্নতির ইচ্ছা করিলে এইরূপ অগত্যআশিক বিবাহ বিধি আশু এই সমাজের মধ্যে প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকীর্ণ উপসমাজগুলির লোপ আশু বাঞ্ছনীয়। সেইরূপ মাহিষ্যযাজী দ্বিজ-সমাজ মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর এবং দক্ষিণ থাক বা শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধকরনীয় প্রথা আশু প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

---

* ১৩৩০ সালের পাঁতিহালে এবং আনন্দনগরে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ ২০ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় যত্নে পাঠ কর।

এই প্রাচীন কুলজী পাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে এই জাতির দক্ষিণ শাখার স্থানে স্থানে "ক্ষত্র আচার" বর্ত্তমান। উত্তর পশ্চিম এবং পূর্ব্ব সমাজে কোথাও বা বৈশ্যাচার এবং কোথাও বা শূদ্রাচার দেখা যায়। সেইজন্য এই কারিকায় প্রাচীন পণ্ডিত ৺গোবর্দ্ধনাচার্য্য মহাশয় "শূদ্র" বৈশ্য এবং "ক্ষত্র' ধর্ম্ম ও আচারের কথা বলিয়া গিয়াছেন।* ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দ্বাপরের শেষে এবং কলির প্রারম্ভে অর্থাৎ বিগত পাঁচ হাজার বৎসর বা ততোধিককাল হইতে বঙ্গদেশ দ্রাবিড় শ্রেণীয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা অধ্যুষিত, তাহার প্রমাণ আমরা "আহ্নিকাচার তত্ত্বের" "সনকশ্চ সনন্দশ্চ ইত্যাদি" শ্লোক হইতে পাইয়া থাকি এবং এই বোঢ়ু ঋষি "দ্রাবিড়ে চ মহাতপা" ছিলেন †। দ্রাবিড় দেশ হইতেই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণগণ বহু কাল যাবৎ বাঙ্গালায় বসবাস করায় "বঙ্গনিবাসী" হইয়াছেন কিন্তু তাহা হইলেও আভিজাত্যের ঘৃণাও দ্বেষ প্রযুক্ত রাঢ়ী বা বারেন্দ্র কুলজী বা কারিকার লেখকগণ ইঁহাদিগকে গৌড় বা দ্রাবিড় কোন বিশেষ শ্রেণী পরিচায়ক অভিধায় আখ্যাত করেন নাই। যদি সে ভাবের আত্মপরিচয়ের আখ্যা এই দ্বিজ কুলের থাকিত তাহা হইলে ধ্রুবানন্দ, ঘটক করিকা, সমসাময়িক পুস্তকে,

---

* পূর্ব্বের ১২৫ শ্লোক দেখ।

† ১৭ ভাগ "সাহিত্য সমাজ" ৬৬ পৃষ্ঠায় "দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধ পাঠ কর। সাহিত্য প্রকাশ ১ম ভাগে, গদাধরের ৺কুলজীর ১৪২ শ্লোক দেখ।

পুঁথীতে বা মুনোপঞ্চাননের কারিকায় তাহার উল্লেখ থাকিত। সে কথা বহুবার পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহার বিষয় কেহ কোন কথা বলেন নাই। এখন গায়ের জোরে লম্বা গলা করিয়া এবং কাণে হাঁটিয়া বড় হইয়া বলিলে শ্রীসেবানন্দ ভারতী মহাশয়ের অনুশাসন বচন, "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও একবাক্যে সমগ্র মাহিষ্যযাজী বিপ্র সমাজ গ্রহণ করিতে কদাচ সাহসী হইবেন না। এ বিষয় তাঁহারা (বিপ্রগণ) নিজে মীমাংসা করিলেই ভাল হয়, তবে প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য সে সভায় ২।৫ জন ইতিহাসজ্ঞ মাহিষ্যকেও তাঁহাদের ডাকাও বিশেষ কর্ত্তব্য।

মহাভারত পাঠক অবগত আছেন যে, যতুগৃহ দাহের পর বক রাক্ষসকে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বগড়ী পরগনার প্রান্তভাগস্থিত একচক্র নগরের শেষ-ভাগে গণগনির মাঠে বধ করেন, * সে সম্বন্ধেও পূর্ব্বে এই নোটে সবিস্তার বলিয়াছি। এখন এই বিশাল প্রাচীন মাহিষ্য সমাজ ও তৎযাজী দ্বিজ সমাজের নিকট নিবেদন যে, তাঁহারা মৎকথিত বিষয়গুলির মীমাংসা স্বয়ংই করুন এবং কিসে জাতীয় নির্ম্মলতা বজায় থাকে এবং জাতিসংঘ গঠিত হইয়া এই জাতি পূর্ব্বকার মত শক্তিশালী হয় তাহা করুন। আকাশকুসুম দেখিয়া ভুলিলে চলিবে না; আন্তরিকতা, সরলতা এবং উদ্যোগী হইয়া কাজ চাই !!

মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকাদি প্রথম মাহিষ্য

---

* শ্রীনীরদবরণ বাবুর "বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণতত্ত্ব," ১মখণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা দেখ

আন্দোলনের সময় হইতেই এতাবৎ কাল মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মাহিষ্যযাজী গৌড়নিবাসী বা ঔপনিবেশিক "দ্রাবিড় দ্বিজ সম্প্রদায়" সম্বন্ধে এবং তাঁহাদের সমাজ ও থাকবন্ধন বিষয়ে বড় বেশী কিছু অত্র নোটে লেখা হয় নাই এবং সে সম্বন্ধে পুস্তকাদিও বাহির হয় নাই; তাহার কারণ আমাদের দ্বিজগণ নিজেদের স্বরূপ এতাবৎকাল জ্ঞাত ছিলেন না, তাঁহারা তিমিরে অবস্থিত ছিলেন। অজ্ঞতা এবং অশিক্ষাই তাহার মূল। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি ও কতকাংশ বর্দ্ধমানডিভিজান লইয়া ভূভাগ মধ্যে যশোহর, খুলনা, হুগলী, বর্দ্ধমান, কলিকাতা, হাবড়া, চব্বিশপরগণা, বাঁকুড়া, বীরভূম ও নদীয়া প্রভৃতি জেলার মধ্যে যে সকল মাহিষ্য-যাজী দ্বিজকুল অতি প্রাচীন অতীত অস্মরণীয় কাল হইতে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে "ষোল আনা সমাজ" চলিত ভাষায় অভিহিত করিয়া থাকে। এই কারিকায় ২৮৪ এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোক সমুহ হইতে বেশ জানা যায় যে এই দ্বিজকুল যজমানগণ সহ কোন্ কোন্ দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এটা সকল মাহিষ্য এবং তদ্‌যাজী বিপ্র কুলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশ হইতেই বঙ্গে মাহিষ্যগণ তাঁহাদের ঋত্বিক্‌গণ সহ আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন। (৺গদাধরের কুলজীর ১৫২ এবং ১৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং পুনরায় বিবৃত করিতেছি যে রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্রি, ইত্যাদি দেশে অর্থাৎ প্রাচীন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, প্রাগ্-জ্যোতিষপুর, সুহ্ম আদি দেশে ব্রাহ্মণাবাস ও মাহিষ্যাবাস দক্ষিণ দ্রাবিড় ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতেই হইয়াছিল; পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণের মধ্যে, মিঃ কোল্‌ব্রুক্‌, ম্যাক্‌ ডোনেল, রেঃ শেরিং, মোক্ষমুলার পার্জ্জিটার, উড্‌রোফ, মুলার, ওমালী, গেট আদি বিপশ্চিতগণ এই কথাই এক বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ৺বালগঙ্গাধর তিলক ও ডাঃ কেদার নাথ মিশ্র মহাশয়ও সেই কথাই বলেন; এটা * ঐতিহাসিক সত্য হইলেও আমরা রাঢ় দেশীয় মাহিষ্যগণ ও তৎযাজী বিপ্র সম্প্রদায় মেদিনীপুর দেশবাসী মহিষ্য ও তৎযাজী দ্বিজ সমাজকে উ-পেক্ষা এবং ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকি; সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহারা পার উভয় সমাজই রাঢ়ী বরেন্দ্রী, পূর্ব্ব পার ও পশ্চিম পার সমাজ সবই মেদিনীপুর সমাজ দ্বারা পাল রাজ এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে উপনিবিষ্ট*; সে কথা আমরা আজ "ভুঁই ফোড়" সভ্যতার সভ্য হইয়াছি বলিয়া স্বীকার করি না। আমার মনে হয় যে বাঙ্গলার ও তাহার বাহিরে যেখানে যেখানে মাহিষ্য ও তৎযাজী বিপ্রকুল বাস করেন, সকল স্থান অপেক্ষা মেদিনীপুর সমাজই প্রাচীনতম এবং দ্রাবিড় দেশ হইতে আর্য্য সভ্যতা এদেশে আনিবার অগ্রণী বলিয়া সমধিক মান্য ও পূজ্য। দ্রাবিড় সভ্যতা অনার্য্য সভ্যতা নহে। হিন্দু শাস্ত্রমতে দ্রাবিড় সভ্যতা আর্য্য সভ্যতার অন্যতম। মনু ১০ অ ২২ শ্লোকে দ্রাবিড় দেশ বাসী হীনতম অসভ্য জাতিকে নির্দ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে। বহু শতাব্দী মনুর পরে দশ ব্রাহ্মণ বিভাগ যখন কল্পিত হয় তখন দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণদের বা তাঁহাদের সভ্যতাকে কোন শাস্ত্র গ্রন্থেই অনার্য্য বলা

---

* পরবর্ত্তী "খ" পরিশিষ্ট দেখ; ৺মহিম চন্দ্র মজুমদারের "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" পাঠ কর, "মাহিষ্য সমাজ" ১৭ ভাগ ৪০২ এবং ৬৬; ১৮ ভাগ ৭৬, ১২৫ পৃঃ দেখ।

হয় নাই। বর্ত্তমান সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যযুগে এইরূপ কতিপয় স্বার্থান্ধ লোকের স্বার্থ পরতায় এই সমাজে যথেচ্ছাচার ও একাকার হইবার ভীতি আমার মত অল্পবুদ্ধি মূর্খেরও মনে উপস্থিত হইয়াছিল।

১৭ ভাগ "সাহিত্য-সমাজ পত্রিকার ২২৮ পৃষ্ঠায় শ্রীসেবানন্দ ভারতী মহাশয় বলিয়াছেন যে "পরাশর" বিপ্রগণ সরযূ-পারিয়া বলিয়াও সমাজে পরিচিত হইয়া থাকেন"। ভারতী মহাশয় এ অভিনব কথা কোন শাস্ত্রে পাইলেন তাহা বলিয়া দিবেন কি? ইহা তাঁহার নূতন অভিধানের সৃষ্টি না কি? পরাশরগণ কখনই এবং কোন কালেই "সরযূ-পারিয়া নহেন। ঐ পত্রিকার ২৬৮ পৃষ্ঠায় তিনি পুনশ্চ বলিয়াছেন কে দক্ষিণাপথ হইতে সকল ব্রাহ্মণ আসেন নাই।" "ভ্রমূলক ইতিহাস "প্রণেতা শ্রীসেবানন্দ বাবু কৃপা করিয়া ঐ পত্রিকায় ৪০২ পৃষ্ঠা, পরবর্ত্তী "ঘ" পরিশিষ্ঠ, এবং মিঃ পার্জ্জিটার ও ৺বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের প্রবন্ধ ও পুস্তকগুলি পাঠ করিবেন কি? তিনি ঐ পত্রিকার ২৬৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে আর্য্যোপনিবেশের পূর্ব্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিল তাহারাই বোধ হয় ঋগ্বেদে "দস্যু" বলিয়া বর্ণিত এবং ঐতরেয় আরণ্যকেও তাহাদের উল্লেখ আছে। এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতি বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ছিল। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি। ইত্যাদি ইত্যাদি"। ভারতী মহাশয় বড় ঐতিহাসিক!!! তিনি যাহা প্রমাণ করিলেন খুবই সাধু!!

তিনি এই বাঙ্গালীর আত্মীয়তা দাবী করেন না কি? ধন্য ভারতী মহাশয়! সাবাশ্ আর্য্যত্বের দাবি!!! তিনি তাঁহার নাক ও মস্তক লইয়াই থাকুন!! আমরা তাঁহার মত খাঁটী বাঙ্গালি নহি এবং হইতেও চাহি না। নাক ও মস্তকের বাদানুবাদ এক কালে কলিকাতার বেঙ্গলী, ডেলিনিউজ আদি পত্রিকায় ১৯১১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয়। কারিকার ২৮৫—৩৫২ শ্লোক পাঠ কর।

এই নোটে আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান কমিশনারীর মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিম এবং উত্তর সমাজের মাহিষ্য-যাজী বিপ্রদের "দ্রাবিড় সংস্রব" ছাড়িতে পারে না। তবে মেদিনীপুরের "ব্যাস সমাজ" তাঁহাদের দ্রাবিড় সংস্রব বহু কাল ত্যাগ করায় এবং পূর্ব্ব শাখা হইতে বীরবাহিনীদল যাঁহারা বিজয় যাত্রায় বাহির হইয়া দক্ষিণস্থ মধ্য দেশের পর্ব্বত রাজি ভেদ করিয়া মেদিনীপুর, গড়জাত রাজ্য এবং গঞ্জাম, সম্বলপুর আদি দেশে উপনিবিষ্ট হইয়া দ্রাবিড়াগত মাহিষ্যদলের সহিত মিশ্রিত হন এবং বঙ্গের দক্ষিণ দ্বার মেদিনীপুরে উপনিবিষ্ট হইয়া পঞ্চ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পুরোধাগণ পরে উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণদের সহিত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য অধুনা ২ বা ৩ শত বৎসর হইতে "গৌড়াদ্য বৈদিক বলিয়া সমাজে পরিচয় দিয়া থাকেন।

যাঁহারা এই বিশাল মাহিষ্য ও তৎযাজী ব্রাহ্মণ সমাজের প্রকৃত কল্যাণকামী এ বিষয়ে আমি তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি যে তাঁহারা এই জাতির ভিন্ন ২ সমাজের প্রভূত

হিত ও কল্যাণ চিন্তা করিয়া তাহা কাজে পরিণত করুন। সমাজের মঙ্গলাকাঙ্খী হইতে হইলে সমাজের সকলরূপ অভাব ও অভিযোগ সামাজিক প্রবীনদের সহিত প্রকাশ্যে যুক্তি পরামর্শ করিয়া সমাজকে হিতপ্রদ পন্থায় চালিত করিতে হইবে। সমাজের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই বিশাল মাহিষ্য সমাজের মধ্যে যে সকল অনাচার ও অশৌচ বৈষম্য দৃষ্ট হয়, যে সকল আবর্জ্জনা ভিন্ন সমাজ মধ্যে কালের শ্রোতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে সকল সামাজিক ব্যাধি মজ্জাগত হইয়া কোন কোন সমাজকে তাপিত করিতেছে, তাহা সেই সেই সমাজের শিষ্ট ও সদ্‌বিবেচক বিপ্রকুল এবং স্থির বুদ্ধি এবং প্রবীন নেতাদের সমবেত করিয়া ও পরামর্শ করিয়া ক্রমে ক্রমে উৎপাটিত করিতে হইবে *। আমার মনে হয় যে সকল বিষয়েই মেদিনীপুরের বিদ্বৎবিপ্র সমাজকে আমাদের অগ্রণী করা বিশেষ প্রয়োজন; বাঙ্গলার সকল স্থানের মাহিষ্য-সমাজই তাঁহাদের হইতে উদ্‌ভূত এটা ঐতিহাসিক সত্য। যে সকল ঋক্‌বেদী ও যজুর্ব্বেদী সামান্য সংখ্যক মাহিষ্যযাজী বিপ্রকুল উত্তর পশ্চিম, পাঞ্জাব, রাজপুতনা, বিহার আদি প্রদেশ হইতে আসিয়া সুহ্ম ও বঙ্গে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম; তাঁহারা "দ্রাবিড়" সমাজে পরিপাক পাইয়া গিয়াছেন। দ্রাবিড় সমাজেও অনেক ঋক্‌বেদী ও যজুর্ব্বেদী দ্বিজ আছেন তাহা সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন। সেইজন্য জাতীয় হিতকল্পে

---

*১৯ম ভাগ মাহিষ্য সমাজ ২৭, ১৭১, ৩০৪, ১৯৭, ২৯০, ৩৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

সাময়িক পত্রিকায় সকলেরই সকল সমাজিক বিষয় প্রচারিত, আন্দোলিত এবং মিমাংসিত হওয়া কর্তব্য এবং "মাহিষ্য-সমাজ" কাগজ খানি উদার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়াই কর্তব্য। বৌদ্ধ-যুগের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে মেদিনীপুর ও তৎসংলগ্ন স্থানগুলি পূর্ব সমুদ্র উপকূল মাহিষ্য জাতির কেন্দ্রীয় আবাস ভূমি ছিল তাহা ইতিহাস শাস্ত্র, তন্ত্রাদি প্রাচীন গ্রন্থে বহুল প্রমান পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য কালের মাননীয় মিঃ পার্জ্জিটার সাহেবও তাঁহার পুস্তকে এবিষয়ে বহুবার বলিয়াছেন। পূর্ব উপকূলের মাহিষ্য নৌ বাহিনী কবি কালিদাসের সময় হইতে বৌদ্ধযুগ অতিক্রম করিয়া পাল রাজাধিরাজদের শাসন-কালপর্য্যন্ত সামতটিক দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমন হইতে রক্ষা করিয়া রণ ও বাণিজ্যপোত লইয়া সুদূর সাগর উপকূলস্থ দেশসমূহে বাণিজ্যে ও শক্তিতে প্রধান্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল সে কথা বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধান তারস্বরে আমাদের কাছে কেন, সমগ্র পৃথিবীর বর্ত্তমান বিদ্বৎ সমাজের কাছে ঘোষণা করিতেছে। আমাদের দেশে এমন অনেক অপ্রাজ্ঞ সংকীর্ণমনা মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ আছেন যাহারা মেদিনীপুর জেলার মাহিষ্য এবং তৎযাজী বিপ্রকুলকে জাতি এবং ইতিহাসগত প্রাধান্য এবং জাতি গঠনে সিদ্ধহস্ততা আদৌ স্বীকার করেন না। ইহা এই জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্যতা বলিতে হইবে। যদি অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মাহিষ্য ও তৎযাজী বিপশ্চিৎ বিপ্রকুল, পাল সম্রাট বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময় কেন, আমি বলি মহাভারতীয় যুগের কর্ণ রাজের সময় হইতে

যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে আজিকার হাবড়া, হুগলী, বৰ্দ্ধমান, চাব্বিশপরগণা, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, যশোহর ও রাজসাহী আদি জেলার স্ফীত ও জাত্যাভিমানী উপনিবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্র-পল্লীর আদৌ চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না। তাই বলি যে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানগরিমা-বিকাশে মাহিষ্যজাতিকে তৎকালিক সভ্য-জগতের সমক্ষে মান্ত, গণ্য ও বরেণ্য করিতে মেদিনীপুরই যে প্রথম পথপ্রদর্শক, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্যই বলি যে, হে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর জাত্যাভিমানী আত্মগৌরবে অন্ধ পশ্চিম বঙ্গের মাহিষ্যযাজী দ্বিজকুল, আপনারা মেদিনীপুরাদিস্থানের বিপ্রকুলকে সাথে লইয়া সংঘ-বদ্ধ হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হউন; অচিরাৎ উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইতে পারিবেন। আমার আন্তরিক বাসনা যে যেমন মাহিষ্য চারি সমাজ মধ্যে অধুনা যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে তেমনি মাহিষ্যযাজী সকল সমাজের বিপ্রকুল মধ্যেও অচিরে যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হউক। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর সমাজস্থিত বিপ্রকুল মধ্যে ঐরূপ সম্বন্ধ অধুনা স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু দাক্ষণ সমাজের সহিত মাহিষ্যযাজী অপর সামাজস্থ বিপ্রদের যৌন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; আমার মনে হয় ইহা হইতেও এখন কিছুকাল বিলম্ব আছে। উপরোক্ত সমাজগুলির কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা দূরীভূত না হইলে দক্ষিণ সমাজের সহিত সংযুক্ত হওয়া সহজ নহে বলিয়া আমার মনে হয়। দ্রাবিড় দেশীয় বিপ্রকুল এবং মেদিনীপুরের মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণদের আচার ও ব্যবহার সমান এবং নির্ম্মলতম।

পাল রাজাদের সময়ে বরেন্দ্রী প্রদেশে মাহিষ্যদের একটা খুব

শক্তিশালী বিশাল উপনিবেশ (confederacy) সংস্থাপিত ছিল যাহা রাজশক্তিকেও ভেদ করিয়া প্রজাতন্ত্র সংস্থাপন করিয়াছিল ; সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; রামপালচরিত তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাঁহারা অতীত যুগের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গগনে এইরূপ খেলা খেলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান সন্ততিগণ কি নীচ "কেবর্ত্ত" জাতির সমপর্য্যায় ভুক্ত হইতে পারে, তাহা বাবু অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণের মত বিদ্যাদিগ্‌গজ ভিন্ন অপর আর কে বলিবে তাহা জানি না ? ধন্য তোমার "বিদ্যাভূষণ" উপাধির সার্থকতা !!! মাহিষ্য জাতিকে সুমধুর ভাষায় অকথা কুকথা বলিয়া গালিগালাজ দিবার রঙ্গমঞ্চে শেষ দেখা দিয়াছেন "পতিত পাবনি" গঙ্গা সলিলে নিত্য স্নান-সুখ-ভোগী লোক লজ্জায় শিবপুর-ত্যাগী অধুনা ৺কাশী মিশির পোখরা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন ঠাকুর !! "জাতিতত্ত্ব পরিজ্ঞান" ও বৈদ্য মহারাজ অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেন শর্ম্মা শাস্ত্রীকৃত "জ্ঞানাঞ্জন শলাকা" দুইভাগ, "মোহমুদ্গর," "বিকারের মুষ্টি যোগে" তাঁহার শাস্ত্র জ্ঞান এতাবৎকাল "পতিত পাবনির" কৃপায় ও তাঁহার তীরদেশে বাস হেতু বিমল হইয়াছে কিনা তাহা জানিতে আমরা বসনা করি। তাঁহার বহু কীর্ত্তি সম্বন্ধু হরিশ বাবু উক্ত পুস্তক দ্বয়ে প্রকাশিত করিয়াছেন; এখন ৺ প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়, ৺ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী পঞ্চানন তর্করত্ন, ৺শ্রীবিকাশি কাব্যরত্ন, ৺শ্রীবসন্ত বিদ্যাভূষণ, ৺বাবু মহেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থাদি বাঙ্গালার "দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ যে পন্থাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহার তাহাই করা কর্ত্তব্য। সংস্কৃত

বিস্তার পারিদর্শিতার খুবই পরিচয় দিয়াছেন !! একটা গ্রাম্য বচন আছে "হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল ?"। এখন তরণি ঠেকিয়াছে ৺কাশীধামে পতিত পাবণির ঘাটে :পণ্ডিত শ্যামাচরণের কাছে !! হাহতোঽস্মি !! তাঁহার "টিম্‌টিমুনি থ্যাস্ত দিলেই দেশের ও সমাজের মঙ্গল !!

এই কারিকার ৯৯ হইতে ১১৮ শ্লোকে এই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অশৌচ বিধির বিচার করা হইয়াছে এবং ১১৩ শ্লোকে অশৌচ বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে মনুর প্রতিষেধ বচনও বলা হইয়াছে। এই জাতি বৈশ্য কি ক্ষত্রিয় তাহা মাহিষ্যগণ স্থানে স্থানে সভাসমিতি করিয়া বিচার করিয়া স্থির করিয়া লউন এই আমার প্রার্থনা।* মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ সম্বন্ধে বিচার ও ব্যবস্থা এবং শাস্ত্রীয় বচনাদি এই প্রসঙ্গের পরে যথাস্থানে সবিস্তার উদ্ধৃত করিয়াছি। যশোহর খুলনার অন্তর্গত নাড়াগাঁতি থানার অধীন পাটনা একাডমীতে বিগত ১১ই পৌষ ১৩৩৫ সালে যে মাহিষ্য অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং যাহার বিষয় "মাহিষ্য সমাজ পত্রিকা" ১৮ ভাগ ৪৫১ পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে ; তত্রস্থ ভ্রাতাগণের অবগতির জন্য বলিয়া দিতেছি. যে তাঁহারা যত্ন করিয়া এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবং একমত হইয়া সমগ্র সমাজ

---

* এই অশৌচ সম্বন্ধে অধ্যাঃ শ্রীহরিপদ সেন শর্ম্মা শাস্ত্রী কৃত মোহমুদ্গর ১৭৮-১৯০ পৃঃ দেখ ; মদত্ত পাঁতিহালে ও আনন্দ-নগরের অভিভাষণ পাঠ কর ; ১৯ ভাগ মাহিষ্যসমাজ ১৭১ পৃঃ দেখ।

মধ্যে ক্ষত্রিয়াচার যেন গ্রহণে যত্নপর হন ; মিছা দলাদলি সমাজে উপস্থিত করিয়া এই বিশাল সমাজের যেন শক্তিক্ষয় করিবেন না। যশোহর বড়দিয়ার শিক্ষক ভাই দীনবন্ধু বাবুর মনোযোগ এ দিকে আকর্ষণ করি।

এইস্থানে একটা প্রশ্ন স্বতই মনে উত্থিত হয় যে বঙ্গের ক্ষত্রোপম মাহিষ্যজাতি যদি প্রকৃতই "ক্ষত্রিয় বর্ণের" অন্তর্গত হয়, তবে তাহাদের ক্ষত্রিয়াচার, ক্ষত্রিয় সংস্কার এবং ক্ষত্রিয়ানুরূপ অশৌচ গ্রহণে বাধা কি হইতে পারে ; এবং যাহারা ত্রিশ দিন বা পোনের দিনে অশৌচ ত্যাগ করিয়া দ্বাদশ দিন ক্ষত্রিয়ের অশৌচ গ্রহণ করিবে, তাহাদের পিতৃপুরুষগণ উপলক্ষে অশৌচকাল মধ্যে পিণ্ডদান করায়, তাঁহাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে কিনা? এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর আমার বিবেচনায় জটিল হইলেও পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ যত্নে পাঠ করিলে সকল সন্দেহই দূর হইবে। পূর্ব্বোক্ত মনুর ১২৯ হইতে ১৩৩ শ্লোক পাঠ করিলে বেশ জানা যায় যে দ্বাপরের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মাহিষ্যজাতি কিরূপে এবং কি সামাজিক বৈগুণ্যে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয়। * তবে মাহিষ্য

---

*এই আন্দোলন অতি তীব্রভাবে ১৯০১ ও ১৯১১ সালের সেন্সাসদ্বয়ের সময়ে পরিচালিত হইয়াছিল। এই নোটে তাহা পুনরুক্তি—দোষে দূষিত হইলেও যথাস্থানে কাল লাইনের নীচে উপনোটে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই জাতীয় আন্দোলনের সময় কোনও জটিল জাতীয় প্রশ্ন হইলেও অনালোচিত থাকে নাই। আমার

আন্দোলনের মধ্য যুগে যে সকল বাদানুবাদ ইতিপূর্ব্বে ১২৯৭ সাল হইতে ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় তাহা পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য নিম্নে কতক কতক উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পাঠে সামাজিক অনেক জটিল প্রশ্নের সুসমাধান হইতে পারিবে।*

মনে হয় যে এই জাতির অশৌচ বৃদ্ধি বা সংকোচ ইত্যাদি সম্বন্ধে এই নোটের পরবর্ত্তী যথাস্থানে আলোচিত হইলেও এই জাতির অনুসরিত একাদশী, বিবাহ আদি দশ সংস্কার, এবং মাহিষ্য আন্দোলনের প্রথম যুগে যে যে বাদ-প্রতিবাদ উপস্থিত হয় এবং যাহার যথা—শাস্ত্রীয় উত্তর পণ্ডিতবর শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, এই লেখক, ভাই শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা, প্রভৃতি করেন, তাহার কতক কতক নিম্নে আমার মাহিষ্য ভ্রাতাদের অবগতির জন্য পরবর্ত্তী উপনোটে দ্বিতীয় ভাগে উদ্ধৃত করিলাম। ১৯ ভাগ "মাহিষ্যসমাজ ১৭১, ২০৫ এবং ৩৫৯ পৃঃ দেখ।

এই কারিকার ১২৯ শ্লোক পাঠ করিলে বেশ জানা যায় যে মাহিষ্যগণ পুরাকালে "ক্ষত্রিয়" বর্ণের অন্তর্গত থাকিয়া সেই বর্ণের সংস্কারভাজী হইতেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের বন্যায় ভারত যখন একাকারে পরিণত হইয়াছিল, তখন এই ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতি কিরূপে যুগমাহাত্ম্যে শূদ্রত্ব এবং বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা ঐ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে বিবৃত হইয়াছে।* আজ তাই এই জাতির সকল সমাজ মধ্যে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ মানসে আন্দোলন উঠিয়াছে। তাহার মীমাংসা ও শাস্ত্রীয় যুক্তি আদি পরে যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে।

আজ কাল ১৯২৩ সাল হইতে এক ধুয়া এই সমাজ মধ্যে উঠিয়াছে যে "মাহিষ্যগণ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত" এবং সেকারণে পাবনা আদি কয়টি জেলায় মাহিষ্য ভ্রাতাগণ ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ মতে দ্বাদশ দিনে অশৌচান্তও হইয়াছেন। তাঁহারা দৃঢ়শাস্ত্রীয় যুক্তির উপর এই অভিনব সংস্কারাধীন হইয়াছেন তাহা আমি নিঃসংকোচে বলিতে পারি। নন্দ, এবং যুযুৎসু বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বী মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা আমরা মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ আদি পুস্তক পাঠে অবগত হইয়া থাকি।

মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি, আচার, ব্যবহার, ব্যবসায়

---

* মাহিষ্য সমাজ ১৯ ভাগ ১৯৭, ৩০৫, ৩৫৯, ২৯০, ২১৬ এবং ১৭১ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠা দেখ; পাঁতিহালে সভাপতির অভিভাষণের ৮ ও তৎ পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা যত্নে পাঠ করুন।

ধর্ম্মকর্ম্ম আদি সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রীয় গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্বভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় এবং এই কারিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতাবৎকাল যত পুস্তক, প্রবন্ধাদি এই জাতি সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয়তেই মাহিষ্যকে বৈশ্য-ধর্ম্মী-দ্বিজ বলা হইয়াছে এবং বৈশ্য-ধর্ম্মাবলম্বী জাতি বলিয়া এতাবৎ সকল ব্যবস্থাদি সংগৃহীত ও প্রদত্ত হইয়াছে। ৫ম ভাগ "মাহিষ্য সমাজ"পত্রিকায় শ্রীদুর্গানাথ দেওয়ার নন্দ মহারাজকে বৈশ্য, বিদুরকে "করণ" বা "পারশব" এবং যুযুৎসুকে "মাহিষ্য" প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্র গ্রন্থ তথা ব্যাস, শঙ্খ লিখিত আদি ঋষির শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ ক্ষত্রিয়ের নিষেধ বিধি হইতে বেশ জানা যায় যে নিয়োগ বিধির দ্বারা সত্যবতী পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস দেবের বার্য্যে বীচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে (অক্ষত্রিয়া স্ত্রী গর্ভে) উৎপাদিত বিদুর জাতিতে মাহিষ্যই ছিলেন। ৪র্থ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় ৬৮ পৃষ্ঠায় ভাই সুদর্শনের মত দেখ। তাঁহাকে "পার-শব," "ক্ষত্তা," "করণ" ইত্যাদি বলায় "ব্যাসকূট" প্রযুক্ত হইয়াছে। মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৯ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, তিনি বেদবেদাঙ্গে বিশেষরূপে পারদর্শী ছিলেন। শূদ্রাগর্ভোৎপন্ন হইলে তাঁহার বেদবেদাঙ্গে অধিকার থাকিত না। তিনি বৈশ্যধর্ম্মী কদাচ নহেন; তিনি "দাসী" গর্ভোৎপন্ন বলিয়া "পারশব"; এবং শূদ্রবিধায় অণিমাণ্ডব্যের যমকে শাপের সার্থকতা প্রমাণ করিতেছে। এ সম্বন্ধে পরে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। মূর্দ্ধাভিষিক্ত বা বৈদ্যগণ যেমন "ব্রাহ্মণ" বর্ণের শাখাদ্বয়, সেইরূপ মাহিষ্যগণও "ক্ষত্রিয়বর্ণের" অন্যতম শাখা হইতেছেন। এসম্বন্ধে

সবিস্তার আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য! কিন্তু শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার "গৌড় প্রভা" পত্রিকায় ৫ম ভাগ ১০—১২ সংখ্যায় ৫২ পৃষ্ঠায় যে জাল ও প্রক্ষিপ্ত বৃহদ্ব্যাস সংহিতার কথা লিখিয়াছেন তাহাতে মাহিষ্যগণকে বিদুরের দ্বাদশ পুত্রের বংশজাত বৈশ্যবর্ণীয় "কৃষি-কৈবর্ত্ত" বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং পরে তাঁহাদিগকে "শূদ্র" বলিয়া প্রমাণ করিতেও ক্রটী করেন নাই। বিগত ১৩৩৫ সালে যশোহরের অন্তর্গত কালিয়া গ্রামে যে বঙ্গীয়-গৌড়াদ্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণদের সম্মেলন হয় তাহার অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণে শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন যে "গৌড়ের ব্রাহ্মণভক্ত বৌদ্ধ-পাল-সম্রাটগণ বিদুর বংশীয় মাহিষ্য ছিলেন।" এ কথা যোগেশ বাবু কোন শাস্ত্রে ও গ্রন্থে পাইয়াছেন তাহা বলিয়া দিবেন কি? বর্ত্তমান কালের গভীর শাস্ত্রীয় আলোচনা বিদ্বৎ জগৎ সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে যে. নন্দ, এবং যুযুৎস ক্ষত্রিয় বর্ণীয় ছিলেন। নন্দ মহারাজ বৈশ্য বৃত্তিক বা ব্যবসায়ী ছিলেন; তাহার সুমিমাংসা ভাই শ্রীসুদর্শন বিশ্বাস মহাশয় ৪র্থ এবং ৫ম ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় ও শ্রীদুর্গানাথ দেওয়ার বহু পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন।* যুযুৎসু ক্ষত্রিয়াচারী হইলে মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ আজ সমাজে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া

---

* শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ যাদব কৃত "গোপজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব" "যদুবংশ" আদি পুস্তকে দ্রষ্টব্য।; ১৯ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" ৩৭২, ১৭১, ৩৫৯, ৩০৫ পৃষ্ঠা এবং ১৮ ভাগ মাঃ সঃ ৪৩০, ২২০, ৪৯৮, ২১২, ১৭ ভাগ ৩৯৭; ৪ ভাগ ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

পরিগণিত হইবে না কেন ?† এ সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৮ পৃষ্ঠাও দেখ, এবং পরেও যে সকল শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা যত্নে পাঠ কর। বিগত ১১৩৫ সালের "গৌড়প্রভা" নামক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে বহুবিধ আজগুবি অনৈতিহাসিক অসত্য কথা বলিয়াছেন। তাহার প্রকৃষ্ট উত্তর ভাই শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরকার ১৮ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় "সমালোচনার নামে বিদ্বেষ প্রচার" শীর্ষক প্রবন্ধে ৩৫১ পৃষ্ঠায় সম্যকরূপে দিয়াছেন। সমগ্র মাহিষ্য সমাজ কদাচ বিদুর হইতে উৎপন্নও নহেন এবং তাহার সহিত জ্ঞাতিত্বও দাবী করেন না। বিদুর শূদ্রযোণিতে উৎপন্ন।; নচেৎ অণিমাণ্ডব্য ঋষির পাপ মিথ্যা হয়।

অশৌচের সংকোচন বা প্রসারণের দ্বারা কদাচ জাতিয়তার নির্ণয় শাস্ত্র সিদ্ধ হয় না। মাহিষ্য কোন বর্ণ তাহা ইহার দ্বারা স্থির হইতে পারে না; অধিকন্তু এতাবৎ মাহিষ্য জাতির সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন কালে সংগৃহীত হইয়াছে বা মাহিষ্য আন্দোলনের সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক সকল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা মাহিষ্যের দ্বিজত্ব এবং বৈশ্যধর্ম্মীত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, "ক্ষত্রিয়ত্ব" কদাচই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার সম্বন্ধে কলিকালে উশনার প্রতিষেধবচন "ক্ষাত্রধর্ম্মং নচাচরেৎ", পরিদৃষ্ট হয়; তাহার সম্বন্ধে পরেও বলি-

---

† ১৯ ভাগ মাঃ সঃ ৩৭২ পৃঃ দেখ।

য়াছি *। বিদুর মাহিষ্য ছিলেন, তাহা ভাই শ্রীসুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা প্রভৃতি লেখকগণ হিন্দুশাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, আদি মন্থন করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। † বঙ্গের সমগ্র মাহিষ্যগণ কদাচ বিদুরের দ্বাদশ পুত্রের বংশধর নহেন। বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ আদি পাঠ করিলে বেশ জানা যায় যে যাদব, সৌমস্ত এবং মাহিষ্যগণ একই জাতি এবং ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত। ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের "নারায়ণী সেনা," শ্রীকৃষ্ণের জাতি, দ্বাপরের যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়।* মাহিষ্যগণই দ্বাপরের যাদবগণ এবং তাহারাই বঙ্গ পৌণ্ড্রাদির আদিম ক্ষত্রিয়। * মাঃ সঃ ৫ ভাগ ১৫৫; ৪ ভাগ ৭৯; ৬ ভাগ ৬৬ পৃষ্ঠা দেখ। আমার মনে হয় সমগ্র বঙ্গের মাহিষ্যগণের এক মত হইয়া ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের সংস্কার যাহা শাস্ত্রীয় বিচারে সমিচীন বলিয়া মনে হয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের, কালিকা এবং বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণের প্রতিষেধ বচনের পর এই কলিযুগে অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের পরে লিখিত শ্লোক সমূহে সিদ্ধ হইলেও তৎপূর্ব্বকালে উৎপাদিত সন্তানগণকে উশানার বচন প্রয়োজ্য নহে। পরে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা দেখ। আমার মনে হয় মাহিষ্য

---

* মাহিষ্য সমাজ ১৮ ভাগ ১৭৬ এবং ৪৩০ পৃঃ দেখ। পূর্ব্বের ১৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

† মাহিষ্য সমাজ ৪র্থ ভাগ ৬৪ এবং ৭৫ পৃঃ দেখ।

,, ,, ১৯ ,, ৩৭২ পৃঃ দেখ

* ,, ,, ৫ ,, ২০১ পৃঃ দেখ। (প্রতিবাদ)

ক্ষত্রিয় বর্ণ। এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা পরে বলিতেছি। মাহিষ্য আন্দোলনের সময়ে যেমন দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করিয়া বঙ্গের কৃষি-মাহিষ্য জাতির "বৈশ্যধর্ম্মীত্ব" এবং উপনয়ন-গ্রাহীত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বঙ্গের বৃহৎ মাহিষ্য সমাজের মধ্যে স্থানে স্থানে অধুনা যে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের বিশেষ আকাঙ্খা দৃষ্ট হইতেছে, এমন কি কোন কোন স্থানে উহা গ্রহণও করিয়াছেন, সেইরূপ বর্ত্তমান "ক্ষত্রাচার গ্রহণ" সম্বন্ধে হয় নাই। এ সম্বন্ধে সহযোগী এবং বিরুদ্ধ মত দেখাইয়া বিশেষ প্রকাশ্য সভা করিয়া চরম সিদ্ধান্ত মত নির্ণীত হওয়া কর্ত্তব্য। যথেচ্ছাচার করিয়া ব্যক্তিগত মতে পৈতা এবং ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া সমাজ মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করা কর্ত্তব্য নহে। বৈশ্যাচার গ্রহণের তরঙ্গ মাহিষ্য সমাজ হইতে এখনও বিলীন হয় নাই। এ সম্বন্ধে এতাবৎকাল যে সকল প্রবন্ধ জাতীয় পত্রিকা "মাহিষ্য সমাজে" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আগে বিবৃত করিব পরে অপর গ্রন্থ হইতে সাপক্ষ এবং বিপক্ষ মত দেখাইয়া কি করা কর্ত্তব্য তাহা সমাজের মত চাহিব।

মাহিষ্য সমাজ পত্রিকার ৫ ভাগ ১৬ পৃষ্ঠায় "উপনয়ন ও অশৌচ সংক্ষেপ," ৩ ভাগ ৩১ পৃষ্ঠায় ডাঃ শ্রীবসন্ত কুমার ভৌমিক লিখিত "আর্য্য সংস্কারতত্ত্ব" (বৈশ্যের দশসংস্কার), ২ ভাগ ২৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীসুদর্শন বাবুর লিখিত মাহিষ্যের "জাতীয় উপাধি", ৩ ভাগ ৯ পৃষ্ঠায় শ্রীদুর্গানাথ দেওয়ার লিখিত "মাহিষ্য জাতির উপনাম বিচার," ৩ ভাগের ৬ পৃষ্ঠায় শ্রীসুদর্শন বাবুর লিখিত হিষ্যের জাতীয় উপাধি," ঐ ভাগের ১৫৪ পৃষ্ঠায় ডাঃ শ্রীবসন্ত মার ভৌমিক লিখিত "বৈশ্য তর্পণ বিধি," ১৫ ভাগ ৩৭ পৃষ্ঠায়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মাইতি লিখিত "মাহিষ্যের বৃত্তি ও ধর্ম্ম," ঐ ভাগের ৪৭ পৃষ্ঠায় ঐ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসেবানন্দ বাবুর নিজমত প্রকাশ করিয়া, "অশৌচ সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে বৈশ্য বলিয়াছেন, ১২ ভাগ ১৬৯ এবং ২০৯ পৃষ্ঠায় শ্রীসুদর্শন বাবু লিখিত "মাহিষ্যের অশৌচ বৈষম্য নিরাকরণ," ঐ ভাগের ৬০৮ পৃষ্ঠায় শ্রীরমেশচন্দ্র তালুকদার বাবুর লিখিত "মাহিষ্য কোন বর্ণ," ৮ ভাগ ১৬৪ পৃষ্ঠায় শ্রীসুদর্শন বাবুর লিখিত "মাহিষ্য ক্ষত্রিয়," ২ ভাগ ১০৬পৃষ্ঠায় ডাঃ শ্রীবসন্তকুমার ভৌমিক লিখিত "পক্ষাশৌচ গ্রহণের আপত্তি খণ্ডন," ১৫ ভাগ ৭৬ পৃষ্ঠায় শ্রীপ্রকাশবাবুর লিখিত "গোপালক কাহারা,"২ভাগ ২৬৪পৃষ্ঠায় "মাহিষ্যের বৈশ্যাচার ও অশৌচ বিধি," ১২ ভাগ ৪৫৪ পৃষ্ঠায় "মাহিষ্যের বর্ণ নির্ণয়," ১৮ ভাগ ৪৩০ পৃষ্ঠায় "শাস্ত্র ব্যাখ্যা," ২২০ পৃষ্ঠায় "মাহিষ্য ক্ষত্রিয়বর্ণ," এবং ৪৯৮ পৃষ্ঠায় "বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে সমাজ গঠনের উপায়, ৪ ভাগ ৪২ পৃষ্ঠায় "মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ," ১৯ভাগ ৩৫৯পৃষ্ঠায় শ্রীসুদর্শনবাবুর "মাহিষ্যের বৈশ্যমোহ," ঐ ভাগের ৩০৫ পৃষ্ঠায় শ্রীসেবানন্দবাবুর "মাহিষ্যের বর্ণ নির্ণয়", ঐ ভাগের ১৭২ পৃষ্ঠায় এই লেখকের, "হিসাব নিকাস," ২০ ভাগে পাঁতিহালের সভাপতির "অভিভাষণ" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। প্রায় সকলগুলিতেই ক্ষত্রোপম "কৃষি-মাহিষ্য" জাতিকে "বৈশ্যধর্ম্মী" ও "বৈশ্য" বলিয়া ঐ জাতির সমস্ত সংস্কারার্হ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতব্যাপী আন্দোলনে "মাহিষ্য প্রসঙ্গ," "ব্যবস্থা পঞ্চবিংশতি," "মাহিষ্য প্রকাশ, ১ ভাগ", ""মাহিষ্যতত্ত্ব বারিধি," "মাহিষ্য-বিবৃতি," হিতবাদী, আনন্দবাজার পত্রিকা,

সেবিকা, "মাহিষ্য-বান্ধব", ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ, "মুর্শিদাবাদ-প্রতিনিধি", সমাজ আদি পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যবস্থাগুলি এই জাতির বৈশ্যত্বমত-পোষকরূপে প্রদত্ত হইয়াই প্রকাশিত হইয়াছে।* কেবল মাত্র শ্রীসুদর্শন বাবু, শ্রীরমেশচন্দ্র তালুকদারবাবু এবং শ্রীসেবানন্দ বাবু ১৯ ভাগ "মাহিষ্যসমাজ" ৩০৫ পৃষ্ঠায় এই জাতির "ক্ষত্রিয়ত্ব" প্রচার করিয়া ঐ জাতির সংস্কার ও উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সমাজে বৈশ্য-সংস্কার" গ্রহণ লইয়া, এখনও মতভেদ রহিয়াছে তাহার উপর "ক্ষত্রিয়ত্বের বন্যা আনয়ন করিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা বর্ত্তমান সময়ে উপস্থিত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে বলিয়া আমার মনে হয়। আমি এই নব্য মতের বিরোধী নহি; যাহা করিতে হয় একমত হইয়া সমগ্র ভিন্ন ভিন্ন সমাজের করা কর্ত্তব্য; ক্ষত্রাচার গ্রহণের সাপেক্ষ কি কি বচন ও উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় এবং এই কলিকালে সেইগুলি কতদূর অনুসরণীয় তাহা দেখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিহার, উত্তর-পশ্চিম, রাজপুতনা ও পাঞ্জাবের স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণেতর জাতি সমুদয় গরুড় পুরাণের মতে ১২ দিনে অশৌচান্ত হইয়া ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়া শুদ্ধিলাভ করে; বঙ্গদেশেও নির্গুণ এবং সগুণ ভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপ অশৌচ বিধি পরিদৃষ্ট হয় তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি; সেই জন্য আগেই বলিয়াছি যে অশৌচ সংকোচনও প্রসারণে জাতিয়তার নিরূপণ হয় না। এই বাঙ্গালা দেশে স্মার্ত্ত

---

* এই সকল বাদ প্রতিবাদ এবং ব্যবস্থাদি পরে যথাস্থানে খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের কৃপায় ব্রাহ্মণাদি জাতির শাস্ত্র মতে ৩৪ প্রকারের বিভিন্ন অশৌচ বিধি লিখিত আছে; * তাহার দ্বারায় মাহিষ্যের জাতিও বর্ণের নির্ণয় হয় না। ১২ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় ৪৫৪ এবং ৩৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত সুদর্শন বাবু এবং বীরকুৎসার শ্রীরমেশচন্দ্র তালুকদার বাবু এবং শ্রীসেবানন্দ বাবু মাহিষ্য জাতি যে ক্ষত্রিয় তাহা মহাভারত (অনুশাসন পর্ব্ব) হইতে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; ১৮ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় "মাহিষ্য ক্ষত্রিয়" শীর্ষক প্রবন্ধে ৪৯৮ পৃষ্ঠায় "মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বর্ণ" শীর্ষক প্রবন্ধে ঐ ভাগের ২২০ পৃষ্ঠায় ভাই শ্রীসুদর্শন চন্দ্র এবং ১৯ ভাগের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় শ্রীসুদর্শনবাবু তথা ঐ ভাগের ৩০৫ পৃষ্ঠায় শ্রীসেবানন্দ বাবু মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়ত্ব শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন †। শ্রীহরিপদ সেন শাস্ত্রী দেবশর্ম্মা কৃত "মোহমুদ্গর" এবং জ্ঞানাঞ্জন শালাকা ১ ও ২য় ভাগ তথা "বৈশ্য-প্রবোধিনী" পুস্তকগুলি পাঠ করিলে মাহিষ্য কোন বর্ণ তাহা সহজেই নির্ণীত হইবে। বৈশ্য মহারাজগণের "ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠার কারণ যে যে যুক্তি ঐ সকল পুস্তকে প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই মাহিষ্যের "ক্ষত্রিয়ত্ব" প্রতিপাদন জন্য প্রযোজ্য;

---

* এই সকল বাদ প্রতিবাদ পরবর্ত্তী খণ্ডে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

† ২০ ভাগ "মাহিষ্য সমাজে" পাঁতিহালের সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ তথা ১৯ভাগ "মাহিষ্য সমাজ ১৭১ ও পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা যত্নে পাঠ কর।

আজ কালের হিন্দু সমাজের পরিবর্ত্তিত মাপ-কাঠিতে বিচার করিয়া প্রাচীন যুগের বৈধ অনুলোম বিবাহকে অবৈধ মনে করা মহাভ্রম। কুল্লুকাদি নিবন্ধকারেরা মহা পণ্ডিত হইলেও এই ভ্রমের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই, জাতিগত বিদ্বেষ এবং সমাজে প্রধান্যের বলবতী আকাঙ্খা তাঁহাদিগকে অন্ধপ্রায় করিয়াছিল;* স্বল্প মাধ্যে সকল কথাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি মাহিষ্য মাত্রকেই এই পুস্তকগুলি যত্নে পাঠ করিতে অনুরোধ করি; বিশেষতঃ "মোহ-মুদ্গর" পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায় খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে বলি। যে সকল সন্দেহ ও কূটপ্রশ্ন আজ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমাজে উত্থিত হইয়াছে, অস্মৎ সমাজেও সেইগুলি বহুকাল পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছিল এবং সমসাময়িক সংবাদপত্র স্তম্ভে তাহা কতক কতক মীমাংসিতও হইয়াছিল; সেইগুলি এই পুস্তকের এই নোটের নিম্নে যথাস্থানে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে কতক কতক পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে ও হইবে।

"বিপ্রবদ্ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ......শূদ্রবৎ॥" ব্যাসসংহিতার ঐ বচন "বৈশ্যবর্ণবিনির্ণয়" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্যাস সং ১অঃ ৭-৮ শ্লোক অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বিবাহিতা সবর্ণা বা অসবর্ণা (দ্বিজবর্ণের) সকল স্ত্রীতে জাত সন্তানের ক্রিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণানুরূপ হইবে; ক্ষত্রিয়ের ঐরূপ সকল স্ত্রীতে জাত সন্তানগণের ক্রিয়াকলাপ ক্ষত্রিয়ানুরূপ নির্ব্বাহিত হইবে; বৈশ্যের বিবাহিতা পত্নীতে জাতপুত্রের ক্রিয়াকর্ম্ম বৈশ্যের মত হইবে; কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাস্ত্রীতে জাতপুত্রের

ক্রিয়াকর্ম শূদ্রের ন্যায় হইবে। কারণ শূদ্র কন্যার সহিত দ্বিজগণের বিবাহ নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে নিষেধবচন গদাধরের কুলজীতে ৫২-৫৪ শ্লোকে ও তাহার অনুবাদ এবং এই প্রসঙ্গে পরে দ্রষ্টব্য।

"যে হেতু ব্রাহ্মণাদি তিন দ্বিজবর্ণের অসবর্ণা স্ত্রী সমন্ত্রক মন্ত্রে বিবাহিত হন বলিয়া তাঁহারা ভর্ত্তার সগোত্র এবং এই স্ত্রীগণের গর্ভজাত সন্তানসকল পিতৃজাতি ও বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; কিন্তু শূদ্রাস্ত্রীর সমন্ত্রক সংস্কার অভাবে দ্বিজত্ব সম্ভাবনা হয় না। গঙ্গাধর এই কথাই বলেন। অনুলোম বিবাহ বৈধ এবং সর্ব্ব স্মৃতির অনুমোদিত। ৺গদাধরের কুলজীর ৬১ শ্লোকে ব্যাসধৃত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে; ইহার সমর্থনেও আমরা দেখিতে পাই যে মহাভারতের অনু, ৪৪ অঃ ১১ শ্লোকের "তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বেভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ। বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ॥" বিষ্ণুপুরাণেও এই উক্তির সমর্থন "মাতা পিতুঃ পুত্রোযেনজাতঃ সএবসঃ" দেখা যায় ; অসবর্ণা বিবাহস্থলে এই পুরাণ-বাক্য অনুসারেও সন্তান মাতৃসবর্ণ না হইয়া পিতৃসবর্ণই হয়। এই মতের বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন যে "তাহা না।" সন্তান মাতৃবর্ণই হয় ; দৃষ্টান্তস্থলে— "রাবণের পিতা বিশ্রবন্ নামক ঋষি, মাতা রাক্ষসকন্যা কৈকসী ; এজন্ত রাবণ রাক্ষস শ্রেণীভুক্ত হইল। ইহার প্রমাণে "মাতামহস্য দোষেণ রাক্ষসোঽভূদ্দশাননঃ" বচন রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করেন। ইহার উত্তর নিম্নে দিতেছি। ঋষি, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দানব ইত্যাদি কি কোন জাতিবিশেষ, না উপাধি। মাতামহের দোষে রাবণ রাক্ষস হইয়াছিল, না রাবণের মাতা কৈকসী দারুণ সময়ে বিশ্রবন্ মুনির নিকট গিয়া রতি কামনা করিয়াছিল

বলিয়া, তাঁহার শাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল? রামায়ণ উত্তরকাণ্ডের ৯ম সর্গে এই উপাখ্যানগুলি লেখা আছে। অসুর, রাক্ষস, দৈত্য দানবগণ মধ্যেও সে কালে বর্ণ বিভাগ ছিল তাহা মার্কণ্ডের চণ্ডীর অষ্টম সর্গের এক হইতে ৮ শ্লোক পাঠে সম্যক অবগত হওয়া যায়। রাবণ বিভীষণাদি রাক্ষসোপাধিক হইলেও, ব্রাহ্মণ বলিয়াই সকলে তাঁহাদিগকে জানেন; তাঁহারা স্বাধ্যায় নিরত ছিলেন বলিয়া রামায়ণে বর্ণিত আছেন; সেই জন্য রাবণের যুদ্ধে নিধনের পর ঐ শবদেহ ব্রাহ্মণ-রাক্ষসগণ বহন করিয়া দাহ জন্য শ্মশানে লইয়া গিয়াছিলেন যথা—"ততো মাল্যবতাসার্দ্ধং...শ্চাভিনন্দিতং" (রামায়ন যুদ্ধ কাণ্ডের ১১২ সর্গ) মাতার দোষেই যেন সন্তান হীন হয়, কিন্তু উহার ঐ প্রমাণে "মাতৃর্দোষেণ" না বলিয়া "মাতামহস্তদোষেণ রাক্ষসাহং-ভুদ্দশাননঃ;" বলিবার তাৎপর্য্য কি? মাতামহ সুমালীর কু-পরামর্শে কুবেরের প্রতি অত্যাচারাদি দোষে রাবণ রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ঐরূপ উক্তি লেখা হইয়াছে। উত্তরকাণ্ডের ১১ সর্গ পড়িয়া লইলে এ সন্দেহের মিমাংসা সহজেই হইয়া যাইবে। রাবণ রাক্ষসের ঔরসে ময়দানব কন্যা মন্দোদরীর গর্ভে জাত সন্তান সকল দানব না হইয়া রাক্ষসই হইয়াছিল, রাবণের গন্ধর্ব্বকন্যা দেববতীর গর্ভে রাক্ষস সুকেশের ঔরসে মাল্যবান, সুমালি ও মালি পুত্রত্রয় গন্ধর্ব্ব না হইয়া রাক্ষসই হইয়াছিল; সেই রূপ অপ্সরা মেনকার গর্ভেজাতা দুষ্মন্ত-পত্নী শকুন্তলা ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ঔরসে জন্মলাভ করিয়া অপ্সরা না হইয়া ক্ষত্রিয়াই হইয়াছিলেন, এবং ক্ষত্রিয় পুরুরবার ঔরসে উর্ব্বশী অপ্সরার গর্ভে আয়ু

নামে যে সন্তান জন্মিয়াছিল, সেও অপ্সরা না হইয়া ক্ষত্রিয়ই হইয়াছিল, সেইজন্য ব্যাসদেব তাঁহার সংহিতার ২ অঃ ১০ শ্লোকে ও ("উঢ়ায়াং হি...প্রহীয়তে॥") শ্লোকে এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে দ্বিজত্রয়ের অসবর্ণা ও সবর্ণা স্ত্রী গর্ভজাত পুত্র মাতৃবর্ণ বা জাতি না হইয়া পিতার বর্ণ বা জাতিই হইয়া থাকে।)

মহাভারতের উপরোক্ত ৪৪অঃ ১১শ্লোকের অর্থ এই যে "ব্রাহ্মণের তিন ভার্য্যা, ক্ষত্রিয়ের দুই স্ত্রী এবং বৈশ্য স্বজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিবে; ইহাদিগের গর্ভজাত সন্তান বা পুত্র পিতৃসম (সদৃশ নহে) হইবে। এই সকল কথা ভীম-যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে আছে। বৌধায়নও সেই কথাই বলিয়াছেন।

"তাসু সবর্ণাস্তরাসু সবর্ণাঃ।" একান্তরদ্ব্যন্তরাসু অম্বষ্ঠোগ্র নিষাদাঃ। কেহ কেহ ইহার ভুল অর্থ করেন যে সবর্ণাতে এবং অব্যাহিত অনন্তরাতে জাত পুত্র (করণও) পিতার সবর্ণ। একান্তরাও দ্ব্যন্তরা স্ত্রীতে যাহারা জন্মে, তাহাদের নাম যথাক্রমে অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ। অতএব ইহারা পিতৃ সবর্ণ নহে। আমার মনে হয় যে উপরোক্ত বৌধায়ন সূত্রের মতে "অম্বষ্ঠ পিতৃসবর্ণ নহে," একথা সূত্রে নাই। উক্ত সূত্রের প্রকৃত অর্থ এইরূপ হইতেছে। "সবর্ণা এবং অনন্তরা অর্থাৎ অব্যবহিতান্তরা, একান্তরা, ও দ্ব্যন্তরা সকল স্ত্রীতে জাত সন্তান "সবর্ণ" হয়। তাহার মধ্যে অনন্তরা স্ত্রীতে জাত সন্তানদের পৃথক নামের প্রয়োজন হয় না; (কারণ তাহারা পিতার জাতিতে বা শ্রেণীতে মিশিয়া যাইত), একান্তরাতে জাত পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ ও উগ্র এবং দ্ব্যন্তরাতে জাত পুত্রের নাম

নিষাদ। দুইটি সূত্র পরস্পর হইতে পৃথক। প্রথমটিতে সকলের বর্ণ কি তাহা বলা হইল, দ্বিতীয়টিতে তাহাদের নাম কি তাহা বলা হইল।* অতএব বৌধায়ন বাক্যের প্রকৃত অর্থ হইতেছে "ব্রাহ্মণের পরিনীতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয় কন্যা, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্র-কন্যার গর্ভজাত পুত্র পিতার সবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। এইসূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যানুযায়ী শূদ্রাপুত্র পারশব এবং উগ্র ক্ষত্রিয় হইতেছে এবং করণ বৈশ্য হইতেছে। করণ, উগ্র এবং পারশবের দ্বিজত্ব মনু বিরুদ্ধ; সুতরাং এই বাক্য ত্যাজ্য। পণ্ডিত হরিপদ সেন শর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে বৌধায়ন সূত্রে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য, করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র এবং নিষাদ সকলের বর্ণনির্ণয় হইয়াছে। অতএব বেশ দেখা যাইতেছে যে, অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্বের এবং মাহি-ষ্যের ক্ষত্রিয়ত্বের পক্ষে মনু ব্যাস বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য বৌধায়নাদিরা বিরোধ নাই, প্রতিকূল ত নহেই, বরং অনুকূল। সেইজন্য সকল সংহিতাকারগণ এক বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে প্রতিলোম বিবাহ অবৈধ, নিষিদ্ধ এবং সংকরোৎপত্তির কারণ এবং সেইজন্যই নারদ তাঁহার স্মৃতিতে স্পষ্ট বলিয়াছেন "আনুলোম্যেন...বর্ণ সঙ্করঃ।" গদাধর ভট্ট তাঁহার বৃহৎ মাহিষ্য কুলজীর ৯৩ শ্লোকে এই শ্লোক নারদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। দক্ষ, গৌতম এবং যাজ্ঞ-বল্ক্যাদি সকলেই ঐ একই কথা বলিয়াছেন। †

---

* "মোহমুদ্গর" ২৩৯।২৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† শ্রীহরিপদ সেন শর্ম্মা কৃত "মোহমুদ্গর" ৪র্থ অধ্যায় এবং জ্ঞানরঞ্জন শলাকা ১ ও ২য় ভাগ পাঠ কর।

"বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষিপ্রবৎ।
জাত কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ ॥
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ ॥

(ব্যাস ২ অঃ ১-৮ শ্লোক)

উপরোক্ত শ্লোকদ্বয় শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বঙ্গবাসী এডিশান "ঊনবিংশতি সংহিতায়" উপরোক্তরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। ৺গদাধর ভট্টও প্রথম শ্লোকটি তাঁহার বৃহৎ মাহিষ্য কুলজীর ৫১ শ্লোকে উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখা যায় এবং ঐ শ্লোকের অনুবাদও যাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে ঐ পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছিলাম সেটাও তর্করত্নের: অনুবাদের অনুরূপমতই উদ্ধৃত করিয়াছিলাম; তাহা এক্ষণ বিশেষ চিন্তাও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠান্তে বুঝিলাম যে যে শ্লোক লিখা ছিল তাহার ভুল পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছিল, এবং অনুবাদও ভুল হইয়াছিল। তাহার সংশোধন বিশেষ প্রয়োজন বিধায় তাহা অত্রস্থানে উল্লেখ করিলাম। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি পূর্ণ বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া এইরূপ চাতুরী করিয়া কু-পাঠ প্রবেশ করাইয়া হিন্দুজাতিকে ভুলপথে চালিত করিয়াছেন।*

উপরোক্ত শ্লোকের যথার্থ ও শুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে—

---

* শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রীকৃত মোহমুদ্গর ২০৪ পৃষ্ঠা দেখ। উপনোটের ১৮০ পৃষ্ঠাতেও এই ভুল হইয়াছে, তাহারও সংশোধন আবশ্যক।

"বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতঃ কর্মাণি কুর্ব্বিত বৈশ্যবিন্নাসু বৈশ্যবৎ ॥"

"বৈশ্য ক্ষত্রিয় বিপ্রেভ্যো জাতাঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।" অর্থাৎ বিপ্র বিবাহিতা ত্রিবর্ণীয়া স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্রের সংস্কার বিপ্রবৎ হইবে, ক্ষত্রিয় বিবাহিত ক্ষত্র কন্যা ও বৈশ্য কন্যাতে উৎপাদিত পুত্রের ক্ষত্রিয় সংস্কার হইবে, বৈশ্য বিবাহিত বৈশ্য-কন্যাজাতদিগের বৈশ্য সংস্কার এবং ত্রিবর্ণীয় পুরুষ কর্ত্তৃক শূদ্রা ভার্য্যাতে উৎপাদিত পুত্রের শূদ্রবৎ সংস্কার হইবে। কারণ স্বয়ং ব্যাসদেব তাঁহার স্মৃতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাং চ ক্ষত্রিয়ো বিশম্। নতু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম ॥ মহাভারতেও দেখা যায় যে—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ অসংশয়ম্।
ক্ষত্রিয়ায়াং চ যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ম্ ॥
তথৈব ব্রাহ্মণশ্চ স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি ব্রাহ্মণাৎ ॥"

কাশ্মীর ও কাশীর সংস্করণ মহাভারতে এই শ্লোকের নিম্নলিখিত পাঠ দৃষ্ট হয় যথা ;—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি ॥

কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্ নৃপ সত্তম।
যতস্তু ত্রিস্বর্ণাং পুত্রাস্তয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি ॥

মহা, অনু ৪৭অঃ ২৮ শ্লোক

ইহার পূর্ব্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্র ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াপুত্র এবং বৈশ্যাপুত্র ও ক্ষত্রিয়। যুধিষ্ঠির নিজের সংশয় মিটাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিন পুত্রই যদি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের দুই পুত্রই যদি ক্ষত্রিয় হয়, তবে তাহাদের পিতৃধনে কম বেশী অধিকার দায়বিভাগ কালে কেন? ভীষ্মদেব স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে সকল পুত্রই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কিন্তু ব্রাহ্মণের তিন পত্নী এবং ক্ষত্রিয়ের দুই পত্নীর মধ্যে বংশগৌরব অনুসারে তারতম্য আছে ত, সেই জন্যই এই পার্থক্য। মাতামহের গৌরব অনুসারে বর্ত্তমান কালেও সামাজিক গৌরবের তারতম্য দৃষ্ট হয়। মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং অম্বষ্ঠ যদি ব্রাহ্মণ না হইবে, তবে বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব তিন তিনবার তাহাদিগকে "ব্রাহ্মণ" বলিলেন কেন? ভীষ্ম কি এতই ভাষাজ্ঞানহীন ছিলেন যে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে পার্থক্য জানিতেন না? তিনি শরশয্যায় শয়ন করিয়া অন্তিম অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের সহিত কি "হেঁয়ালি' করিতেছিলেন? কখনই নহে। গঙ্গাধর ইহার অর্থ করিলেন "ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণোঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যা চ ব্রাহ্মণী এব ভবতি, ন ক্ষত্রিয়া ন চ বৈশ্যা; ন চ শূদ্রায়াঃ দ্বিজত্বং সম্ভবতি সমন্ত্রক সংস্কারাভাবাৎ॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সমন্ত্রক বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণীই হয়, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হয় না; সমন্ত্রক বিবাহাদি সংস্কারভাবে শূদ্রকন্যা গর্ভজাত পুত্রের দ্বিজত্ব সম্ভাবিত হয় না। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রা বিবাহ নিন্দিত; কিন্তু তাহা হইলেও ঋষিব্রাহ্মণের শূদ্রাস্ত্রী গর্ভজাত

সন্তানদের ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতে দেখা যায়, যেমন এলুষ পুত্র কবষ, ঐ কবষের পুত্র তুর রাজা যম্নেজয়ের রাজ্যাভিষেকে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, ইত্যাদি বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বীজ ও তপঃ প্রভাবে ইঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। শ্রীসেবানন্দবাবু ও তাঁহার বৈশ্যাশৌচ বিবেক পুস্তকে এই কথাই বলিয়াছেন। সেই রূপ ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তান "মাহিষ্য" ক্ষত্রিয় পিতার সমান এবং সেইজন্যই বৃহস্পতি স্পষ্টই বলিয়াছেন "পাণিগ্রাহনিকাঃ মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ, পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যাঃ তস্য পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ আম্নায়ে স্মৃতি শাস্ত্রেষু লোকাচারেচ সর্ব্বথা। শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা॥" শঙ্খ ১৫ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে এবং লিখিত ২৭ শ্লোকে, এই কথাই বলিয়াছেন।

উপরোক্ত "বিপ্রবৎ" শ্লোকের যে অর্থ উপরে দিয়াছি তাহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত এবং যুক্তিযুক্ত; শ্রী৺পেঁচো তর্করত্ন বিষম পরিবর্ত্তিত মূল ও তাহার ভুল অনুবাদ করিয়াছেন অর্থাৎ তৃতীয় পংক্তিতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যজাত ও শূদ্রজাত পুত্রদিগের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় নাই। শূদ্রজাতেরা শূদ্র হউক, কিন্তু বৈশ্যজাতেরা কিজন্য কোন শাস্ত্র বিধির অনুসারে শূদ্র হইবে? এই কথা সকল স্মৃতিগ্রন্থের বিরুদ্ধ। এখানে শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সকল স্মৃতি-শ্রুতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া ব্যাসদেবের মাথা ভাঙ্গিয়া অম্বষ্ট, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য আদি দ্বিজের অপসদ্ সন্তানগণের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার জালজুয়াচুরী ধরাইয়া দিয়া অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী

মহাশয় তাঁহার কৃত "মোহমুদ্গর" পুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ে এই সকল বিষয়ের সুন্দর শাস্ত্রীয় মিমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

মহাভারতের উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ এই :—"তিস্রোভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বেভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যতু। বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের তিন পত্নী, ক্ষত্রিয়ের দুই পত্নী, এবং বৈশ্যের কেবল একমাত্রপত্নী স্বজাতীয়ের কন্যা; তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃসম জাতি হয়। অতএব মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, ও মাহিষ্য পিতৃবর্ণ। তবে সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বা পুত্র হইতে তাহাদের পার্থক্য কি? যাজ্ঞবল্ক্য ১অঃ ৫৬ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে দ্বিজাতির শূদ্রা-ভার্য্যাগ্রহণ আমার মত নহে; কারণ জায়াতে নিজের আত্মা জাত হয়। শূদ্রাস্ত্রীতে তাহা হয় না, শূদ্রাপুত্র মাতৃবর্ণীয় হয়; সেইজন্য শূদ্রা-পুত্র উৎপাদন আমার অনুমোদিত অভিমত নহে। অতএব শূদ্রাবিবাহ অনিন্দ্যবিবাহ নহে, অর্থাৎ এইরূপ বিবাহ নিন্দ্য। মনু মহারাজও ৩অঃ ১৪-১৯ শ্লোকে ঐ মতেরই সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। অতএব শূদ্রাবিবাহ ব্যতীত অপর অনুলোম বিবাহ অনিন্দ্য। সেইজন্য ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ১অঃ ৯০ শ্লোকে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন :—"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ। অনিন্দ্যেষুবিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ অর্থাৎ সবর্ণাতেই সবর্ণ হইতে স্বজাতি জন্মে; অসবর্ণাতে সজাতি হয় না, কিন্তু অনিন্দ্য অসবর্ণ বিবাহে সন্তান-বর্দ্ধন অর্থাৎ গোত্রবর্দ্ধন পুত্র হয়। উপরোক্ত শ্লোকের প্রথম পংক্তির অর্থ করিলে বেশ দেখা যাইতেছে যে সবর্ণ হইতে সবর্ণাস্ত্রীতে "সজাতি" অর্থাৎ পিতার সজাতি বা সম-জাতি পুত্র উৎপন্ন হয়;

অনুলোম বিবাহে পিতার "সজাতি" পুত্র হয় না বটে, কিন্তু সবর্ণ পুত্র হইতে বাধা নাই। এই জন্য মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্যের ভিন্ন পৃথক "জাতি নাম"। "ব্রাহ্মণ বলিতে যেমন ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং অম্বষ্ঠ দ্বিজপুত্রকে বুঝায়, সেইরূপ ক্ষত্রিয় বলিতে ক্ষত্রিয়াণী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র এবং বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাতপুত্র মাহিষ্যকে বুঝাইতেছে; ইহাই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত †।

ব্যাসদেব ২অঃ ১০ শ্লোকে বলিয়াছেন "উদ্বাহ.....প্রহীয়তে।" অর্থাৎ দ্বিজগণ সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিয়া ইচ্ছানুসারে* অসবর্ণা দ্বিজ কন্যাও বিবাহ করিতে পারিবেন; সেই অসবর্ণা পত্নীর পুত্রও পিতৃবর্ণ হইতে হীন বর্ণ হয় না অর্থাৎ সমান হয় (সদৃশ নহে); গদাধরও তাঁহার বৃহৎ মাহিষ্য কুলজীর ৫১ শ্লোকে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু শাস্ত্রকারগণ শূদ্রা বিবাহ অমন্ত্রক বলিয়া নিন্দ্য বলিয়া গিয়াছেন। শূদ্রাস্ত্রী দ্বিজ ত্রিবর্ণীর স্বামীর পিণ্ড ও গোত্রে একত্ব প্রাপ্ত হয় না। যুক্তীকরণ মন্ত্র স্ত্রীকে স্বামীর অশৌচে গোত্রে ও পিণ্ডে একত্রীভূত করে।

---

* "কামম্" ইহাতে কামগন্ধ নাই। কোবাহুসারের ইহার "অর্থ যথেপ্সিত" এখানে কামগন্ধ নাই। শ্রীহরিপদ সেন শাস্ত্রী শর্ম্মাকৃত "মোহমুদ্গর ১৯৮ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ১৬ ভাগ মাহিষ্য সমাজ ৬৭ এবং ১৯ ভাগ মাঃ সঃ ৩০৫, ৩১৩, ৩৭২, ৩৫৯ পৃঃ দেখ।

এই মন্ত্রগুলি পরে যথাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে *। শূদ্রাস্ত্রী ধর্ম্মপত্নী নহে, সে কামস্ত্রী। (বিষ্ণু দেখ ১৬ অঃ ১-৫) কিন্তু ব্যাসের পূর্ব্বোক্ত "বিপ্রবৎ" শ্লোকের বাঙ্গলা অনুবাদ যাহা বঙ্গবাসী সংস্করণ উক্ত পুস্তক হইতে মল্লিখিত ও সংগৃহীত ৺গদাধরের কুলজীর ৫১ শ্লোকের নিম্নে এবং পরবর্ত্তী উপনোটের ১৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই। শুদ্ধি পত্রে ইহা ঠিক করিয়া সংশোধন করা হইয়াছে। পাছে অম্বষ্ঠ, মাহিষ্যাদি দ্বিজের অপসদ্ সন্তানগণ পিতৃসম জাতি উপরোক্ত প্রমাণ সমূহ দৃষ্টে প্রমাণিত হন, সেই জন্য চতুর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ঠাকুর সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের অপরূপ ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া স্বীয় অগাধ অতল-স্পর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার মনু স্মৃতির ব্যাখ্যায় এবং তাঁহার কৃত "মোহমুদ্গর গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ে আমার উক্তিরই সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাই আমার সমিচীন বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে পরেও সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। "বৈদ্যবর্ণ বিনির্ণয়" পুস্তকে উদ্ধৃত ব্যাস সংহিতা হইতে ১ অ ৭।৮ শ্লোকের ঠিক পাঠই উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—"বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাস্থ ক্ষত্র বিন্নাস্থ-ক্ষত্রবৎ জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যবিন্নাস্থ বৈশ্যবৎ। বিপ্র ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেভ্যস্ততঃ শূদ্রাস্থ শূদ্রবৎ॥ অধ্যাপক শ্রীহরিপদ বাবু চতুর পঞ্চাননের জ্ঞান ধরাইয়া দিয়া হিন্দু সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের অনন্ত কীর্ত্তি !!

* ১৯ ভাগ মাহিষ্য সমাজ ৩৭৪ পৃঃ দেখ।

•

নিজ সংহিতার ২ অঃ ১০ শ্লোকে ব্যাসদেব "উঢ়ায়াংহি...প্রহীয়তে ॥" শ্লোক যাহা গদাধরের কুলজীর ৫১ শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে, তর্করত্ন মহাশয় তাহার অনুবাদও ভুল করিয়াছেন। "কামম্" শব্দের অর্থ "যথেপ্সিতং" বা ইচ্ছানুরূপ বা স্বচ্ছন্দ্য ধরিলে সকল গোল মিটিয়া যাইত। (মোহমুদ্গর ১৯৮ ও পরবর্ত্তী পৃঃ যত্নে পাঠ কর)। তর্করত্নের জাল জুয়াচুরী শ্রীহরিপদ বাবু এখানেও ধরাইয়া দিয়াছেন। মাহিষ্য মাত্রেরই এই মোহমুদ্গর পুস্তক পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। পুণা "স্মৃতি সমুচ্চয়" যাহা শ্রীবামন শিবরাম আপ্তে মহাশয় প্রকাশ করেন তাহাতে "সবর্ণাৎ" শব্দের পরিবর্ত্তে "স্ববর্ণাৎ" পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা অর্থ আরও সুন্দর হইতেছে। মাহিষ্য, অম্বষ্ঠ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত উৎপাদকের স্বীয়বর্ণ হইতে হীন হয় না অর্থাৎ উৎপাদকেরই বর্ণ প্রাপ্ত হয়; ইহাই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। শ্রীশ্যামাচরণ ও শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন এই শ্লোকের কদর্থ ও ভুল অনুবাদ করিয়া আমাকে ভুল দিকে চালিত করিয়াছিলেন বলিয়া কাজেই আমি ৺গদাধরের কুলজীর ৫১ শ্লোকে ভুল অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তাহার ঠিক অনুবাদ ও শুদ্ধি এইবার পাঠক সংশোধন করিয়া লউন। "কামং" শব্দ দ্বারা তর্করত্ন "কামগন্ধ" অনুভব করিয়াছেন, সেটা ভুল। মোহমুদ্গর ১৯০ পৃঃ হইতে ২০০ পৃঃ পাঠ কর; সকল সংশয় দূর হইবে। দ্বিজত্রয়ের শূদ্রাভার্য্যা গ্রহণ একেবারেই নিষিদ্ধ। গদাধরের কুলজীর ৫২ এবং ৫৩ শ্লোক দেখ; মনু ৩অঃ ১৫, ১০ অঃ ৪১ শ্লোক, এবং বিষ্ণু ১৬ অঃ ১-৫ সূত্র দেখ। মোহমুদ্গর পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে এই সকল বিষয়ের সুন্দর শাস্ত্রীয় আলোচনা দেখ।

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষত-যোনিষু ।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্ত এবতে ॥" মনু ১০ অঃ ৫শ্লোক

এই শ্লোকের কুল্লুক, মেধাতিথি আদি টীকাকারদের ব্যাখ্যা ঠিকও পরিস্ফুট নহে, বরং বিদ্বেষপূর্ণ; সেইজন্ত মহর্ষি কল্প গঙ্গাধরের অর্থই গ্রহণীয়। বিরুদ্ধবাদীগণ "আনুলোম্যেন" পদের অনুক্রম অর্থ করেন, কিন্তু তাহা সমিচীন নহে। ঐ শ্লোকের অর্থ গঙ্গাধর এইরূপ করেন,—"সর্ব্ববর্ণের মধ্যে জাতি সামাজে তুল্যানারীতে, সমান সমান বর্ণজা পত্নীতে এবং অনু-লোমজ অক্ষত যোনি অর্থাৎ কুমারীতে জাত সন্তান পিতৃ বর্ণই হইয়া থাকে" (এই ব্যাখ্যায় কুণ্ড, গোলক পৌণর্ভব, কানীন প্রভৃতি সন্তানেরও পিতৃবর্ণত্ব বুঝায়। স্মৃতিতে কুণ্ড গোলক প্রভৃতি জারজকেও শ্রাদ্ধে আপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণ বলাতে এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত এবং সর্ব্বব্যাপিনী বলিয়া মনে হয়। পৌনর্ভব পুত্রের বিষয় মনু ৯অঃ ১৭৫-১৭৬ শ্লোকে আলোচনা করিয়াছেন)। মনু যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ এবং গৌতম আদি ঋষিগণ তাঁহাদের সংহিতায় পৌনর্ভব পুত্রের বিষয় সবিস্তার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সম্বন্ধে যুক্তি ও তর্ক এবং শাস্ত্রীয় বিচার ৫ম ভাগ "বৈশ্য হিতৈষিনী" পত্রিকায় ৪৬-৫১ পৃষ্ঠা যত্নে দ্রষ্টব্য। মনু মহারাজের উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা চারি প্রকারের পৌণর্ভব পুত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়; ইহারা সকলেই পিতার স্বজাতি। পূর্ব্ব কালে অপরের পত্নীকেও স্বজাতীয় অপর পুরুষ ব্যবহার করিতে পারিতেন। ঐ পুরুষ জাত সন্তানও সেই সেই জাতি বা বর্ণ হইত। ইহা শ্বেতকেতুর উপাখ্যান হইতেই পাওয়া যায়। মনুর

১০ অঃ ৫ শ্লোকে এবং যাজ্ঞবল্ক্যের" সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈসজাতয়ঃ।" (১ অঃ ৯০) একই কথা অর্থাৎ "তুল্যাসু পত্নীষু এবং "সবর্ণাসু" (সমান বর্ণীয়াসু পত্নীষু) নিশ্চয়ই এক কথা অর্থাৎ ("সমানবর্ণীয়াসু বেঢ়াসু পরোঢ়াসু নারীষু চ) সবর্ণেভ্যঃ পুরুষেভ্যঃ সজাতয়ঃ সবর্ণ পুত্রাঃ জায়ন্তে"। এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারাই যাজ্ঞবল্ক্য মতেও মনুমতের মত কুণ্ড গোলক প্রভৃতিরও ব্রাহ্মণ-ত্বাদি ও সজাতিত্ব সিদ্ধ হইল। তবে পত্নী শব্দ যদি নারী সামান্যের বোধক হয় তবেই "সবর্ণাসু" এবং "তুল্যাসু পত্নীষু" এক কথা বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বের "তুল্যাসু পত্নীষু" (মনু ১০ অঃ ৫) শ্লোক দ্বারা শূদ্রাপুত্র ভিন্ন ব্রাহ্মণের অনুলোম পত্নীজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নী গর্ভজাত সন্তানকেও (মাহিষ্যকেও) ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে; এইস্থলে আশঙ্কা হয় যে যদি ব্রাহ্মণের দ্বিজাত্রয় স্ত্রীগর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের দ্বিজাদ্বয় স্ত্রীগর্ভ জাত সন্তান ক্ষত্রিয় হয়, তবে ইহাদের মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্যাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন নাম করণ কেন করা হইল এবং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ পত্নীজাত সন্তানের সহিত ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা পত্নীজাত সন্তানের সহিত বা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীজাত সন্তানের সহিত এবং তাহা। বৈশ্যা পত্নীজাত সন্তানের তারতম্য কিসে বুঝা যাইবে? এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য মনু ১০অঃ ১৪ শ্লোকের (পুত্রা যে······প্রচক্ষতে।") অধ্যাহার করিলেন এবং "অনন্তর নাম্নঃ" পদের দ্বারা উহাদের নামের পার্থক্য বিধান করিলেন। এই শ্লোকের দ্বারা মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ

হইল। বিরুদ্ধবাদীগণ মাহিষ্যের বৈশ্যত্ব জোর করিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বিষ্ণুর "সবর্ণাসু পুত্রাঃ...মাতৃবর্ণাঃ" (১৬ অঃ ১-২ সূত্র) উদ্ধৃত করেন। কিন্তু ইহা প্রমাদপূর্ণ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিষ্ণু ঋষি ও দ্বাদশবিধ পুত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া ১৬ অধ্যায়ে নিযুক্ত "ক্ষেত্রজাদি" পুত্রের বর্ণনির্ণয় সম্বন্ধে বলিলেন "নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে সগোত্র সবর্ণ অথবা উত্তম বর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র "ক্ষেত্রজ" অতএব এইরূপ উত্তমবর্ণ পুরুষের দ্বারা (ব্রাহ্মণাদির দ্বারা) ক্ষত্রিয়াদি কর্ত্তৃক বিবাহিতা অনুলোমা বৈশ্যাদি স্ত্রীতে নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে জাত সন্তানেরাই ক্ষত্রিয়; যেমন ব্যাসদেব দ্বারা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে (স্ত্রীতে) উৎপাদিত ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু আদি ব্রাহ্মণ না হইয়া ক্ষত্রিয়াই হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের অনুলোমা দুই দ্বিজাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সমন্ত্রক মন্ত্রে বিবাহিত বলিয়া পিতৃ সবর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহারা "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ"র বিষয় নহে। এই জন্য জমদগ্নি-রেণুকার পুত্র পরশুরাম ব্রাহ্মণ, গৌতম—অহল্যার পুত্র শতানন্দও ব্রাহ্মণ। গদাধর তাঁহার কুলজীর ৪৪ শ্লোকে এই শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়াছেন।*

এখন এই শ্লোকগুলি বেশ করিয়া বিচার করিয়া দেখা যাক যে "মাহিষ্য" এই গুলির শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণে কোন বর্ণ প্রতিপন্ন হয়? মনু ১০ অঃ ৪৪ শ্লোকে এবং তাহার পূর্ব্ব শ্লোকে "শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা-

---

* মাঃ সঃ ১৯ ভাগ ৩২১ পৃষ্ঠা দেখ।

দর্শনেন চ ॥" কাজেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন অপূর্ব্ব ন্যায়ে স্থির করিলেন কলিতে "ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য" নাই। * সেই জন্য বিষ্ণু পুরাণেও লিখিত আছে" * * * * তেন মহানন্দি পর্য্যন্তঃ ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবংক্ষত্রিয়া লোপাদ্ বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্বষ্ঠাদীনামপি" ॥ (শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন)। বাচস্পতি মিশ্রও সেই কথাই বলিয়াছেন। এই জন্য ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, অম্বষ্ঠ, বৈশ্য আদি জাতির শালগ্রামাদি পূজার ব্যবহার নাই। তাঁহাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণই ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। মনু পূর্ব্বোক্ত ১০ অঃ ৪৫ শ্লোকে ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয় (এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি) বলিয়া পর বচনেই তাহাদের নির্দ্দেশ পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ খশাঃ ॥" করিয়াছেন। ইহারাই "বৃষলত্বং গতাঃ" (বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল)। এইখানে অতীত কাল প্রয়োগ করায় তাঁহার সংহিতা প্রণয়নের পূর্ব্বে ঐ সকল ক্ষত্রিয়ই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সমস্ত ক্ষত্রিয় হয় নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তাহা না হইলে, পরশুরাম ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ হইয়া 'একুশবার" পৃথিবীকে যে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, তখন তিনি দ্বিতীয়বারের পর হইতে ২১ বার পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় পাইলেন কোথায়? তাহাতেও প্রত্যেক বারই নিঃশেষে ক্ষত্রিয় নাশ করিলে "একুশবার" কিরূপে ঘটিল? তাঁহার সমকালে ত্রেতার শেষভাগেও সূর্য্য এবং চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইল? দ্বাপরে যদু, কুরু, ভরতবংশীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ কোথা হইতে আসিলেন?

---

* পাঁতিহালে সভাপতির অভিভাষণ ৪, ৫, ৮, ২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

আবার মহাপদ্ম নামা নন্দের সময় ক্ষত্রিয় আসিল কোথা হইতে? তবেই দেখা যাইতেছে যে ইহাঁরা সকল ক্ষত্রিয় নাশ করিতে পারেন নাই; এবং ক্রিয়া কলাপে অধিকাংশ ক্ষত্রিয়, মাহিষ্যাদি জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও সকল ক্ষত্রিয়, সকল মাহিষ্য, সকল বৈশ্য এবং সকল অম্বষ্ঠ, সকল মূর্দ্ধাভিষিক্তগণ শূদ্র হইয়া যান নাই; কতক কতক প্রকৃত ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, বৈশ্য, অম্বষ্ঠ এবং মূর্দ্ধাভিষিক্ত শূদ্র হইতে বাকী থাকিয়া গিয়াছিলেন এবং এখনও আছেন। এই কারণে বঙ্গের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ প্রভাবের গুণে বৈদ্য-অ[illegible] এবং মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত সমাজে পঞ্চদশ এবং ত্রিশ দিন অ[illegible]ধি পরিদৃষ্ট হয়। "দ্রাবিড়" বলিলে অনার্য্য বুঝায় না। তাহা [illegible] হইত, তাহা হইলে পদ্ম পুরাণে "দশ-বিধ" ব্রাহ্মণগণের বিভাগ কল্পনায় "দ্রাবিড়ের" নাম সন্নিবিষ্ট হইত না। শঙ্করাচার্য্য এবং কুমারিল ভট্ট কি অনার্য্য ছিলেন? *

এ[illegible]বার পূর্ব্বোক্ত মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ের ১৭ এবং ১৫ শ্লোক দুইটির বিচার করা যাক। যাজ্ঞবল্ক্য ১ অঃ ৯০ [illegible] বলিয়াছেন যে "সবর্ণেভ্যঃ......সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥" অর্থাৎ [illegible]ণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে পরিণেতা সবর্ণ কর্ত্তৃক উৎপন্ন সন্তান [illegible]ও সবর্ণ হইবে; কারণ অনিন্দ্য অর্থাৎ অসবর্ণা বিবাহ ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি বিবাহে জাত সন্তান বংশ গৌরব বৃদ্ধি করে। বিষ্ণু ষোড়শ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে বলেন "সমানবর্ণাসু...বিগর্হিতাঃ॥" এ। অর্থাৎ সবর্ণাস্ত্রীতে সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়; অনুলোমা স্ত্রীতে

---

* মাহিষ্য সমাজ ১৮ ভাগ ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।

মাতৃ সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং প্রতিলোমা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রগণ আর্য্যগণের নিন্দিত। আবার হেমাদ্রির পরাশর বচনধৃত আদিত্য পুরাণ বচনে দৃষ্ট হয় "কন্যানাং অসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভি-রিত্যাদ্যভিধায়, এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।" সেই জন্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি এই কলিকালে অপর জাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, তাহা অসবর্ণা বিবাহ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে এবং সেই জন্যই কেবল দ্বিজাতিগণের পক্ষে অসবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। রঘুনন্দন তাঁহার উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত বৃহন্নারদীয় পুরাণের "দ্বিজানাম সবর্ণাসু কন্যাসুপ যমস্তথা। ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানা-হুর্ম্মনীষিণঃ॥" অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক অসবর্ণা কন্যার পানি-গ্রহণ কলিতে বর্জ্জনীয়। গদাধর ভট্ট তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "বৃহৎ মাহিষ্য কুলজীয়" ৪৪ হইতে ৬৭ শ্লোকে এই সকল জটিল প্রশ্নের মিমাংসা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে মাহিষ্য বৈশ্য জাতি এবং কৃষি ব্যবসায়ী কোন কোন দেশে হইলেও বৈশ্য "ধর্ম্মাবলম্বী" হইতেছে। আমার বোধ হয় তাঁহার সময়ে মাহিষ্য-গণ ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে খলিত হইয়া বৈশ্য ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়িয়া-ছিলেন।

শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার প্রকরণ, উপক্রম, উপসংহার এবং বচনান্তরের সহিত সামঞ্জস্য দেখিতে হয়। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ে ১১-১২ এবং ২৫-২৮ শ্লোকগুলির উপক্রমে ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠীরের প্রশ্ন হইতেছে যে "ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং রতীচ্ছায় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও

শূদ্রা এই চতুর্ব্বিধ ভার্য্যা বিহিত হইয়াছে। মনু ৩ অঃ ১২-১৩ শ্লোকে (সবর্ণাগ্রে...ক্রমশোহবরাঃ॥ শূদ্রৈব ভার্য্যা...চাগ্র জন্মনঃ" ॥ গদাধরের কুলজী ৪৯-৫০ শ্লোক।) ঐ কথাই বলিয়াছেন। তাহাদের পুত্রগণের মধ্যে যথাক্রমে পিতার ধন কে কিরূপ অধিকারী হইবে? ভীষ্ম উত্তর দিলেন ঐ ৪৭ অধ্যায়ের ১১-১৫ শ্লোকে "লক্ষণং গোবৃষো.........
......শূদ্রাপুত্রায় ভারত॥" মন্বাদি স্মৃতিতেও রিক্থ-বিভাগ সম্বন্ধে এই রূপই বিধি দৃষ্ট হয়। তাহার পর যুধিষ্ঠির ২৯ শ্লোকে প্রশ্ন করিলেন "আপনি যখন তিন বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, (পূর্ব্বলিখিত ১৭ এবং ২৫ শ্লোক দেখ।) তখন তাহারা কি জন্ম এরূপ অসমান অংশ প্রাপ্ত হইবে? ভীষ্ম ৫৮ শ্লোকে" উত্তর দিলেন এষদায়বিধিঃ...স্বয়ম্ভুবা॥" অর্থাৎ দায় বিভাগকালে ক্ষত্রিয়াত্মজাতে ও বৈশ্যাত্মজাতে জাতপুত্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণীতে জাতপুত্র অধিক সম্মানিত হন এবং সেইজন্য তাঁহার বিভাংশ ও অধিক হইবে; যে হেতু ইঁহাদের জননীদিগের জন্ম বর্ণাংশে পরস্পর বিশেষ আছে। আমাদের দেশে মাতামহবর্ণগত মর্য্যাদা বা কুল মর্য্যাদা অদ্যাপি বহু স্থানে গণ্য হইয়া থাকে। ভীষ্মদেব ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণবর্ণজাতা পত্নীর ন্যায় ক্ষত্রিয় বর্ণ জাতা ও বৈশ্যবর্ণজাতা পত্নীর স্বামীর সহিত সবর্ণত্ব ও সদৃশত্ব বলিয়া তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠাদি ভেদে, তাঁহাদের পুত্রগণের ও জ্যেষ্ঠত্ব, মধ্যমত্ব ও কনিষ্ঠত্ব ৪৮ অধ্যায়ে ভীষ্মদেব স্পষ্ট বলিয়াছেন।

"সবর্ণাস্বপি চৈতাসু ভার্য্যাসু সদৃশাস্বপি। জ্যেষ্ঠ এবাপ্নুয়াং

শ্রেষ্ঠমংশং তেষু পিতুর্ধনাৎ। মধ্যমশ্চাপ্নুয়াৎ মধ্যং কনিষ্ঠকম্ ॥" এই সকল শ্লোকে সকল ভার্য্যাকেই সবর্ণা বলা হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ স্মার্ত্তকার এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বলেন যে এই অপসদ পুত্রগণ পিতৃসদৃশ পিতৃ সমজাতি নহে। এই উক্তিটা তাঁহাদের ভুল; কারণ কোন কোন স্মৃতিকার ক্ষেত্র অপেক্ষা বীর্য্যেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। *

মহাভারতের পরবর্ত্তী ৪৮ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ভীষ্মদেব বলিতেছেন যে এই অপসদ্ পুত্রগণ পিতৃসদৃশ, (পিতৃসম) জাতি নহে। এখন দেখা গেল যে মাহিষ্য কৈবর্ত্ত মাতৃসম জাতি, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পিতার জাতি, বৈশ্য কদাচ নহে যে হেতু সমন্ত্রক বিবাহে বৈশ্যপত্নী ক্ষত্রিয় স্বামীর সহিত গোত্রে, পিণ্ডে, এবং অশৌচে বৃহস্পতির বচনানুসারে একত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়াচার ও ঐ জাতির উপনয়ন গ্রহণ শাস্ত্র সিদ্ধ। ইহা ছাড়া কলিকালে অসবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ তাহা দেবী ভাগবতে, আদি পুরাণে, বৃহন্নারদীয় পুরাণে এবং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে প্রতিষেধ বচন আছে। উত্তর পশ্চিমাদি দেশে "মাহেশ্রী" জাতিও বৈশ্যধর্ম্মী এবং বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত। কিন্তু ঐ সকল প্রতিষেধ বচন রচনা কালের পূর্ব্বে যে সকল অসবর্ণা বিবাহ [illegible] ও সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল [illegible] কোন জাতি হইবে [illegible] নির্ণয় [illegible] রঘুনন্দন করিতে [illegible] না। আমার মনে হয় [illegible] ক্ষত্রিয় [illegible] বৈশ্যা

* মনু ৯ অঃ ৩৬-৪০ শ্লোক দেখ; ঋগ্বেদের ঐ তরীয় ব্রাহ্মণের ৭.[illegible]; মাঃ সঃ ১৮ ভাগ ২১৫-২১ পৃঃ দেখ।

ত্রিবর্ণীয়-সমন্ত্রক-অর্সবর্ণা-কন্যা বিবাহে স্ত্রী স্বামীর অশৌচ গোত্র ও বর্ণভাজী হওয়ায় উপরোক্ত সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণের সমক্ষে মাহিষ্য ক্ষত্রিয় এবং কোন কোন সমাজে অজ্ঞতা বশতঃ বৈশ্যা-চারধারী বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়; এবং কোন কোন স্থানে বৌদ্ধাচার হেতু শূদ্র ধর্মীও দেখা যায়; কিন্তু ভ্রান্তি প্রকটিত হইলে বহুকালের পুরাতন ভুল সংস্কারাই হইলেও তাহা উন্নতি সোপানে গমনশীল সমাজের পরিহার করিয়া ভুল সংশোধন করা সর্ব্বতো-ভাবে ও সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সমন্ত্রক বিবাহ দ্বারা স্বামীর গোত্রের সহিত স্ত্রী পিতৃ গোত্র ত্যাগ করিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বর্ণের একত্ব হয় না; কিন্তু "আবৃত অপূপ" ন্যায়ে ইহা সিদ্ধ হইতেছে, অর্থাৎ বর্ণের একত্ব না হইলে গোত্রের একত্ব হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের অসংস্কৃত শূদ্রা ভার্য্যার বর্ণান্তরও হয় না, গোত্রান্তরও হয় না, কিন্তু মন্ত্র সংস্কৃতা ব্রাহ্মণ পরিণীতা ক্ষত্রিয় কন্যা ও বৈশ্য কন্যা যে ব্রাহ্মণী হয় এবং ক্ষত্রিয় পরিণীতা মন্ত্রসংস্কৃতা বৈশ্য কন্যা যে ক্ষত্র-বর্ণা হয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। লিখিতস্মৃদীয় সংহিতায় বলিয়াছেন :—বিবাহ চৈব নির্বৃত্তে ..সূতকে" ॥ ১ অঃ ২৬ শ্লোক। এতদ্বারা পতি পত্নীর গোত্র, পিণ্ড ও অশৌচ এক হয় বলা হইল। বর্ণে একত্ব না হইলে এই তিনটি বিষয়েই "যুগপৎ একত্ব" হইতে পারে না। ভিন্ন গোত্র থাকিলে যেমন পতির সহিত ধর্ম্মাচরণে অধিকার হয় না; ভিন্ন বর্ণা থাকিলেও সেইরূপ কোন অধিকারই হয় না; পত্নীত্বই যখন হয় না, তখন তাহার পত্নীত্বের অধিকার কি? এই বিষয়

আরও পরিস্ফুট করিয়া মহর্ষি বিষ্ণু তাঁহার সংহিতায় ২২ অঃ ১৮ সূত্রে লিখিয়াছেন "পত্নীনাং দাসানাং ... অশৌচম্...মৃতে স্বামিনি আত্মীয়ম্।" ১৯ অত্রিও এই কথাই ৮৯ শ্লোকে "মৃত সূতকে দাসীনাং ... চানুলোমিনাম্" বলিয়াছেন। এই শ্লোকদ্বয়ের সুন্দর মীমাংসা অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা কৃত "মোহমুদ্গর" পুস্তকের ১৮২—১৮৭ পৃষ্ঠায় দেখ। পতি পত্নীর একত্ব সম্বন্ধে লিখিতের উপরোক্ত মত বৃহস্পতিও সম্পূর্ণ সমর্থন করেন তাহা পাণি গ্রাহণিকা মন্ত্রাঃ ..সমা॥ * "শরীরার্দ্ধং" এবং "পুণ্যাপুণ্যে ফলে সমা" ভিন্ন গোত্র এবং ভিন্ন বর্ণা হইয়া কি কখন সম্ভবে, তাহা কাশীর শ্রীশ্যাচরণ কবিরত্ন ও শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলিয়া দিবেন কি ?

যখন উপণয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনবর্ণের পুত্রগণ শূদ্রবৎ বিদ্যাধিকারে বঞ্চিত থাকে, ত্রিবর্ণীয়া দ্বিজকন্যারাও বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শূদ্রবৎ বিবেচিত হয়; এই জন্য কন্যাদিগের বিবাহের পূর্ব্বে কোন সংস্কার কার্য্যেই মন্ত্র প্রয়োগ হয় না। মনু ২।১৭২ শ্লোকে এবং ব্যাস ১ অঃ ১৫—১৬ শ্লোকে এই কথাই বলিয়াছেন। মনু ২ অঃ ৬৭-৮ শ্লোকে ইহার অর্থ আরও পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য কন্যাকে বিবাহ করিবার সময় ক্ষত্রিয় সাজিয় বর্ম্মান্ত নামে কার্য্যারম্ভ করেন, অবিকল ক্ষত্রিয়াচারেই ঐ বিবাহ হইয়া থাকে; ঐ কন্যা ক্ষত্রিয় পতির সহিত কেবল পিণ্ড,

* মোহমুদ্গর ১৮৮—১৯২ পৃঃ দেখ।

গোত্র ও অশৌচে নয় (যুতকী করণ মন্ত্র দ্বারা) মনে প্রাণে সূক্ষ্মভাবে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়স্বরূপ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় ও লাভ করে। (যুতকী করণ মন্ত্র :—১। ওঁ সগীভবেথাম্। ২। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্ব দেবাঃ সমাপোহৃদয়ানি নৌ। সং মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী। দধাতু নৌ ঋগ্বেদ ১০।৮।৪৭। ৩। ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধামি, মমচিত্তমনুচিত্তন্তে অস্তু। মমবাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতিষ্টানিযুনক্তু মাম্॥ ৪। ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচাত্বচম॥" ইত্যাদি মন্ত্রগুলি যাহা পঠিত হয় তাহার তাৎপর্য্য কি? *

ক্ষত্রিয়ের বৈধ বিবাহিত বৈশ্য কন্যা "ধর্ম্ম পত্নী"; শূদ্রাস্ত্রীর ন্যায় ভার্য্যা নহে; মনুর ৯ অং ১৫৯-১৬৬ শ্লোকের বলে এই ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত সন্তান ঔরস পুত্র; এই পুত্র সদাই পিতার সবর্ণ এবং এই পুত্র শৌদ্র পুত্র কদাচ হইতে পারে না, কারণ সমন্ত্রক বিবাহিতা বৈশ্যাস্ত্রী ক্ষত্রিয়ের "দাসী" কদাচ হইতে পারে না; শূদ্রাস্ত্রী গর্ভজাত পুত্রকে শৌদ্র নামে অভিহিত করা হয়। যে ধর্ম্মপত্নী সে ঔরস পুত্রের জননী। ঔরস পুত্র সদা পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। শূদ্রাস্ত্রী "কামপত্নী" কিন্তু দ্বিজের ত্রিবর্ণীয় দ্বিজাস্ত্রী ধর্ম্মপত্নী। ইহাই শাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত; তবে সবর্ণার গর্ভজাত পুত্র হইতে তাহাদের পার্থক্য কি? তাহাই যাজ্ঞবল্ক ১ অঃ ৯০ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সবর্ণ হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে "স্বজাতি

* ১৯ ভাগ মাহিষ্য সমাজ ৩৭৪ পৃঃ দেখ

অর্থাৎ পিতার সজাতি পুত্র উৎপন্ন হয়। অনুলোম বিবাহে উৎপন্ন পুত্র পিতার "স্বজাতি" পুত্র হয় না বটে কিন্তু "সবর্ণ" পুত্র হইতে বাধা নাই; সেই জন্য মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্যের এই তিন পৃথক "জাতিনাম" তাহারা স্ব স্ব পিতার "সবর্ণ" বলিয়া পিতার সকল সংস্কারের অধিকারী; তাহারা পিতার সমশ্রেণী নহে অর্থাৎ স্বজাতি নহে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংরাজ শাসনেও আমরা দেখিতে পাই মাদ্রাজ হাইকোর্টের দুইজন হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ জজ শ্রীভাষ্যম্ আয়ান্গার এবং শ্রীমাথুস্বামী আয়ার আই, এল্ আর ২৭ মা ১৩ পৃঃ এবং ঐ ১২ মা ৭২ পৃঃ নজীরদ্বয়ে শূদ্রাগর্ভজাত সন্তানের "মাতৃ ধর্ম্মীত্ব হয় এই কথাই বিষ্ণু ঋষিকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় উভয় জজই ভুল করিয়াছেন; শ্রীহরিপদ সেন শাস্ত্রী কৃত "মোহমুদ্গর" ৪র্থ অধ্যায়ে যে সকল ন্যায় তর্ক ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা মাননীয় জজ বাহাদুর দ্বয়ের সমক্ষে যদি উপস্থাপিত করা হইত তাহা হইলে এই গড্ডালিকা প্রবাহের মত নজীর আদৌ ছাপা হইয়া আইনে পরিণত হইত না। লিঙ্গাপ্পা বনাম খিণ্ডাসন এবং বৃন্দাবন বনাম রাধামণি ইংরাজ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারের চূড়ান্ত ফল হইলেও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুরূপ তাহা এই প্রসঙ্গে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইল। এই কথাগুলি একটু বিশদ করিয়া পরে বলিতেছি, তাহা যত্নে পাঠ করিবেন।

যে সময়ে বঙ্গের দুর্ব্বল রাজা গণেশের এবং তাঁহার সভাসদ্ মনুর প্রসিদ্ধ টীকা লেখক কুল্লুক ভট্ট এবং উদয়নাচার্য্য প্রমুখ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের করতলগত, শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহাদেরই

কুক্ষিগত, হিন্দু মাত্রেরই আচার সংস্কার তখন তাঁহাদের বিধানে বা আদেশেই সম্পন্ন হইত। কাজেই আভিজাত্য কুশল বৈদ্য-ব্রাহ্মণ এবং মাহিষ্যাদি অপরাপর ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতিদের প্রতি রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়; সেই সময়ে ঐ সকল যজন ব্রাহ্মণেরা সুবিধা পাইয়া নিজেদের প্রাধান্য বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মাহিষ্য বৈশ্য-বণিকাদি ব্রাহ্মণেতর সমাজের প্রতি বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়া অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। * বল্লাল সেন কর্ত্তৃক অনাচারী রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র দ্বিজদিগকে দেশান্তরে নির্ব্বাসিত করার কথা তাঁহাদিগের কুল-গ্রন্থে বিস্তারিত লিখিত আছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে যে কেহ কেহ ব্যক্তিগত হিংসা দ্বেষে, কেহ কেহ বা জিদের বশে, কেহ "অমুকের কথা শুনিয়া ছোট হইব কেন?" অমুককে অপদস্থ করিতেই হইবে ইত্যাদি রূপ নীচ ও কদর্য্য মনোভাবে ইহাঁরা মহত্ত্ব হারাইয়া সমাজ মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি করিয়া বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিতেছেন, নতুবা সমগ্র মাহিষ্য সমাজের প্রতিষ্ঠিত যে "বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি" প্রাচীন নষ্ট সদাচারের পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইয়াছেন, জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন, মুষ্টিমেয় উদ্যোগী কর্ম্মীর সাহচর্য্যে, তাঁহারা তাহারই বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এই সার্ব্বজনীন জাতীয় কাজ পণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? এইরূপ আচরণে তাঁহারা কেবল মাহিষ্য জাতির কাছে নহে, বরং

* ১৯ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" ১৭১ পৃঃ দেখ।

বঙ্গের অপরাপর জাতির নিকটেও যে উপহাস্ত হইতেছেন, তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না? যাঁহাদের স্বজাতি-প্রেম নাই, বিশ্বপ্রেম তাঁহাদের পক্ষে লাভ করা অসম্ভব নহে কি? স্বজাতি ত বিশ্ব ছাড়া নহে?

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বাপ পিতামহের দোহাই দিয়া আচার সংশোধনে আপত্তি করেন, কেহ কেহ এমন স্থিতিশীল মত পোষণ করেন যে তাঁহারা ভিন্ন দেশের মাহিষ্য সমাজের সহিত যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধ করাকে জাতি পাতের সূচনা মনে করেন, কেহ কেহ পঞ্চদশ দিন বা দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণে বা উপনয়ন গ্রহণে ঘোর জাতিপাত হইল মনে করিয়া সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থাপিত করিয়া সমাজের শান্তিকে নষ্ট করেন, উত্তর এবং দক্ষিণ সমাজে মিলামিশা করিয়া একত্রীকরণকে মহাপাতক মনে করেন, কিন্তু তাঁহারাই নিত্য নূতন অনাচার গ্রহণ কালে বাপ পিতামহের প্রাচীন আচার স্মরণ করেন না। কেহ কেহ আবার বলেন যে "পূর্ব্বপুরুষগণ কি মূর্খ ছিলেন, তাঁহারা কি এই কুসংস্কার দূর করিতে পারিতেন না, ইত্যাদি। পূর্ব্ব পুরুষগণ মূর্খ ছিলেন এ কথা বলিবার আমার সে সাহস বা ধৃষ্টতা নাই। তবে ইংরাজ রাজের শান্তিময়ী শাসনের পূর্ব্বে যখন শিক্ষা বর্ত্তমান কালের মত এত সস্তা হয় নাই, যখন বিপ্রদের কুক্ষিগত ছিল, তাঁহারা দ্বেষ পরবশ হইয়া সমাজে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রঘুনন্দন, কুলুকাদি টীকাকারদের সহায়তায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গের পূর্ব্বে এবং ১৯ ভাগ "মাহিষ্য-সমাজ" নামক জাতীয় পত্রিকায় মৎ লিখিত "জাতীয় উন্নতি" এবং "হিসাব নিকাশ"—

শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে বিশেষভাবে সমাজ সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ক্ষত্র-মাহিষ্য জাতি কালের কঠোর কষাঘাতে ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া স্থানে স্থানে বৈশ্যবৎ এবং ক্ষত্রবৃত্তি লোপে, সদাচার ও শিক্ষার অভাবে শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সমাজে নিগৃহীত হইতেছে। শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলিকে অসত্য বলিবার উপায় নাই; সেই শাস্ত্রবিধানই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ; সেই শাস্ত্র বাক্যের আমরা অপব্যখ্যা করিতেছি বলিয়া বিরুদ্ধবাদীগণ মনে করেন। সেইজন্য তাঁহারা সমাজ-হিতকর বিচারে কদাচ অগ্রসর হন না।* নন্দ, যুযুৎসু, †শল্য আদি বহু বহু মহাত্মাদের প্রাচীন যুগের "ক্ষত্র-বৈশ্য" প্রসিদ্ধি, নব্য দলের নিকট এখন অবিদিত হইলেও, শ্বেতশ্মশ্রু প্রবীনেরা তাহা অবশ্যই অবগত আছেন।। সুতরাং মধ্য যুগের শূদ্রাচারকে ভ্রান্ত অনাচার ব্যতীত অপর কিছুই বলা যাইতে পারে না। অনাচারের মূলোৎপাটন যে কোন সময়ে করা যাইতে পারে ইহাই সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন। নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী ২০।৫০ পুরুষের কদাচারকে অপরিহার্য্য বলিলে বৌদ্ধ বিপ্লবের পর দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হিন্দু সমাজে কখনই সম্ভবপর হইত না।

এখন জিজ্ঞাস্য মাহিষ্য কোন বর্ণ এবং কোন জাতি? ‡ এ সম্বন্ধে মিমাংসা ও অমোঘ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকদ্বয় তাই

---

* ১৪ এবং ২১ জুন ১৯৩০ সালের "সময়" দেখ।

† মাঃ সঃ ১৯ ভাগ ৩৭২ পৃঃ দেখ।

‡ ১৯ ভাগ মাঃ সঃ ৩০৫ পৃঃ দেখ; ২০ ভাগ মাঃ সঃ ১৪৫ পৃঃ দেখ।

শ্রীসুদর্শনচন্দ্র দেববর্ম্মা ও ভাই শ্রীসেবানন্দ ভারতী মহাশয় এবং ভাই শ্রীরমেশচন্দ্র তালুকদার দেববর্ম্মা মহাশয় বহু প্রবন্ধে "মাহিষ্য-সমাজ" পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগে এবং আমিও মৎসংগৃহীত "গোবর্দ্ধনের বৃহৎ মাহিষ্য কারিকায়" এই শেষ মোটে বিবৃত সবিস্তার করিয়াছি। স্বজাতি ভ্রাতাগণের সংক্ষেপে অবগতির জন্য সেইগুলি আর একবার বিবৃত করিলে মন্দ হয় না। মনু মহারাজ তাঁহার সংহিতার ৩য় অধ্যায় ১১—১৬ শ্লোকে এবং ঐ অধ্যায়ের ৪৩-৪৪ শ্লোকে এই বিষয়ে কতকটা মোটামুটি আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাকন্যার পাণিপীড়ন বিহিত এবং বৈধ। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের সমমন্ত্রক বিবাহিত তিন দ্বিজ ভার্য্যাপত্নী হইত এবং তাঁহাদের গর্ভে ঔরস পুত্রই জন্ম গ্রহণ করিত। সমাজের এই অবস্থা মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৪ ও ৪৭ এবং ৪৮ অধ্যায়ে ব্যাসদেব অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা মাহিষ্য ভ্রাতাগণকে মহাভারতের সেই অংশগুলি যত্নে পড়িতে অনুরোধ করি। মাহিষ্যের বর্ণ নির্ণয় করিবার জন্য মনুর ১০ অঃ ৫-৭, ১৪, ২৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২ শ্লোকগুলি বিশেষ যত্নে দ্রষ্টব্য এবং কুল্লুকের টীকা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। উপরোক্ত ৫ শ্লোকের "আনুলোম্যেন" পদটির কুল্লুক "অনুক্রম" অর্থ করিয়াছেন তাহা ভুল। তিনি বলেন ঐ পদটি পরবর্ত্তী ১০।৬শ্লোকের সহিত যোগ করিতে হইবে; তিনি মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও মাহিষ্যকে বাদ দিতে চান। অনুক্রম কথার অনুরূপ শব্দ মূলে নাই। ষষ্ঠ শ্লোকের "সদৃশান্" পদটি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কুল্লুক ভট্ট "পিতৃসদৃশান্ নতুপিতৃ

সজাতীয়ান্" বলিতেছেন ; কিন্তু নতুপিতৃসজাতীয়ান্ "পদ কোথা হইতে পাইলেন ? মাতার আপেক্ষিক হীনবর্ণত্ব নিবন্ধন অসবর্ণজ পত্নীগর্ভজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও মাহিষ্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণীয় হইলেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা আভিজাত্যে কিঞ্চিৎ নীচ হইবে এই মাত্র মূল শ্লোকের উদ্দেশ্য !! দশম অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে কুল্লুক "ইমং" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "বক্ষ্যমাণং" কিন্তু পরবর্ত্তী ৮ম শ্লোকে বর্ণ কিম্বা আভিজাত্য নির্দ্দেশক কোনও কথা নাই। "ইমং শব্দের অর্থ" পরবর্ত্তী হইলে "অব্যবহিত পরবর্ত্তীই" বুঝিতে হইবে, সুতরাং এখানে "ইমং" শব্দের অর্থ বক্ষ্যমানং কখনই হইতে পারে না। "ইমং" পদ দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ শ্লোককেই লক্ষ্য করা হইতেছে অর্থাৎ অম্বষ্ঠ, মাহিষ্যাদি পিতৃসদৃশ কিন্তু মাতৃ দোষ বিগর্হিত। পারশব ও উগ্রের কথা স্বতন্ত্র কারণ তাহাদের মাতা শূদ্রা। ৮ম ও ৯ম শ্লোকে দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রা কন্যা বিবাহকে কখনও ধর্ম্মাবিধি বলা যায় না (মনুর ৩য় অঃ ১৪-১৬শ্লোক দ্রষ্টব্য]। ৭ম শ্লোক সম্বন্ধে নিবন্ধকার মেধাতিথি বলিয়াছেন, "নাতিবায়ং শ্লোকঃ সপ্রয়োজনঃ"। দশম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকের টীকায় কুল্লুক অনুলোমজ সন্তানগণের বর্ণ নির্দ্দেশক মনে করেন, কারণ তাহাতে "অনন্তর-নাম" পদটি রহিয়াছে। এই পদের তিনি অর্থ করিয়াছেন "মাতৃ-জাতি ব্যপদেশ্যান্, অর্থাৎ অম্বষ্ঠ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্যাদির কুল্লুকের মতে কোনও জাতি, অর্থাৎ বর্ণ নাই। সুতরাং তাহারা কোন্ বর্ণানুযায়ী ক্রিয়া কলাপও কর্ম্মাদি করিবে এই আশঙ্কায় কুল্লুক বলেন ইহারা মাতৃজাতির [অর্থাৎ মাতামহজাতির বা মাতা-

মহ বর্ণের] সংস্কারাদি পাইবে অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা কুল্লুকের মতে এই শ্লোকের ব্যাখ্যানুসারে মাতামহ বর্ণীয়। "অনন্তর নাম" পদের প্রকৃত অর্থ যাহা গঙ্গাধর, গোবিন্দরাজ মেধাতিথি আদি টিকাকারগণ করিয়াছেন তাহার মতে "অনু-লোমজ" হয়, অর্থাৎ সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণ হইতে পার্থক্য প্রদর্শন জন্য মাতা আপেক্ষিক হীন বর্ণত্ব নিবন্ধন অম্বষ্ঠ; মাহিষ্য মূর্দ্ধাভিষিক্তকে এক কথায় "অনুলোমজ" বলা হইয়াছে। পূর্ব্ব-লিখিত শ্লোকের সহিত বিচার করিয়া দেখিলে কুল্লুকের ব্যাখ্যার ভ্রম স্বতই পরিদৃষ্ট হইবে। উপরে কথিত ২৮ শ্লোকের "আত্মা" পদের প্রতিশব্দ কুল্লুক "দ্বিজ" করিয়াছেন। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা কেহ কখনও শুনে নাই। "আত্মা" শব্দের অর্থ "নিজ"। শ্লোকটির অর্থ এই:—যেমন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রী গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাপত্নী গর্ভজাত ঔরসপুত্র ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৈশ্যা স্ত্রীগর্ভজাত পুত্র বৈশ্য হয়, সেইরূপ বৈশ্যের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান ও ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণী গর্ভ-জাত প্রতিলোমজ সন্তান, শূদ্রের প্রতিলোমজ সন্তান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ। কুল্লুকও এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যেমন অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়াছেন, নীলকণ্ঠও মহাভারত অনুঃ ৪৭ অঃ ১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অনেক ভুল বলিয়া ব্যাসের ৪৪।১১, ৪৭।১৪, ৪৭।২৮ শ্লোকের সহিত বিরোধ উৎপন্ন করিয়াছেন। ব্যাসদেব এই সকল শ্লোকে অম্বষ্ঠ ও মূর্দ্ধাভিষিক্তকে ব্রাহ্মণ এবং মাহিষ্যকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। ৪৪ অঃ ১১ শ্লোকে ত দায়ভাগের কথা নাই, সেখানে কেন ব্যাসদেব "তাবপত্যং সমং ভবেৎ" এই

কথা বলিলেন। অতএব এইগুলির সহিত ৪৮ অঃ ১-১০ শ্লোকের মধ্যে বিশেষরূপে ৪র্থ শ্লোকের সহিত উপরোক্ত শ্লোকের বিরোধ ঘটে বলিয়া আপ্তে, বাল গঙ্গাধর তিলক, ভট্টোজি দীক্ষিৎ, রাণাডে আদি বহু কাশী এবং দাক্ষিণাত্যের নব্য ও প্রাচীন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ২-৮ শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। ৪৮।৪ শ্লোকের সহিত অবিকল্প মনু ৩অঃ১৫, ১০।৬৭-৬৮, মহা অনুঃ ৪৭।৫১-৫৫ শ্লোকের স্পষ্টতঃ বিরোধ দৃষ্ট হয়। "বৈশ্য ব্রাহ্মণ সমিতির দ্বারা কলিকাতা কল্পতরু প্রাসাদ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে প্রকাশিত "জ্ঞানাঞ্জন শলাকা" এবং "মোহমুদ্গরাদি" পুস্তক পাঠে এই সকল জটিল প্রশ্ন সমূহের নিশ্চয়ই সুমিমাংসা হইবেক।

যে সকল ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্য হইতে মাদ্রাস, আর্কট, তৈলঙ্গ, ত্রিবাঙ্কুড়, কাঞ্চন নগর, মদ্র আদি দেশে গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক শাখা দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশবাসী মাহিষ্য ক্ষাত্রিয়গণের পৌরহিত্যে বরিত হইয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া যে মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণগণ যজমানবর্গ সহ দ্বারবঙ্গ বয়ে অর্থাৎ পশ্চিম দ্বারবঙ্গ, ত্রিহুৎ (তীরভুক্তি) অতিক্রম করিয়া, মধ্যভারতের গিরিরাজি ভেদ করিয়া দক্ষিণ দ্বারবঙ্গে (মেদিনীপুর, উৎকলিঙ্গ দেশে) অস্মরণীয় অতীত যুগে দক্ষিণাগত দলের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণতি লাভ করিয়া উত্তর কলিঙ্গ দেশে (মেদিনীপুর জেলায়) রূপা, হরিদ্রা, কংশাবতী, গঙ্গা, দামোদর আদি নদ তটে স্বাধীন মাহিষ্য রাজ্য স্থাপন করিয়া সেদিন পর্য্যন্ত মোগল বাদসাহদের পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া দোর্দ্দণ্ড

প্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বীর মাহিষ্য বাহিনার অতীত কাহিনী স্যার রিজলী ও স্যার হাণ্টার, এবং ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, ভাণ্ডে, তিলক, রাণাডে, কেদারনাথ, আদি মনীষিগণ তাঁহাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া এই জাতির অমরত্ব বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাহারই কতক কতক আপনাদের সকল জাতীয় পুস্তকে ও পূর্ব্ব পূর্ব্বভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকার বহু মাহিষ্য লেখকদের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীসেবানন্দ বাবু, শ্রীসুদর্শনচন্দ্র দেববর্ম্মা বাবু, শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দেবশর্ম্মা বাবু, ৺ভগবতীচরণ প্রধান বাবু, ৺বসন্তকুমার রায় বাবু, শ্রীরাধাবিনোদ বাবু, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই সকল ভাগ পত্রিকা আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত এবং অনুসন্ধিৎসু মাহিষ্যকে যত্নে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বিষ্ণুঋষি ১৬ অঃ ২ সূত্রে বলেন যে "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা এবং অগ্নি পুরাণ "আনুলোম্যেন বর্ণানাং জাতিঃ মাতৃসমা স্মৃতা॥" এবং মহাভারতের অনুঃ ৪৮।৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে দ্বিজত্রয়ের অনুলোম সন্তান মাতৃ জাতি প্রাপ্ত হয়। এই বচনগুলি মনু বাক্যের বিরোধী বলিয়া গ্রাহ্য নহে এবং পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে অনু ৪৮।৪ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। অতএব ইহা দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে মাহিষ্য ক্ষত্রিয়বর্ণ এবং বৈশ্য বৃত্তিক হইলেও ক্ষত্রিয় সংস্কার ভাজী। ইহাই সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত। আমাদের সমগ্র সমাজের কর্ত্তব্য যে এক মত হইয়া ধীরে ধীরে ক্ষত্র সংস্কার গ্রহণ এবং অশৌচ বিধি পালন করা। ইহাতে কোন প্রত্যবায় নাই।২০ ভাগ মাঃ সঃ ১০৮ পৃষ্ঠায় শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সরকার

এবং ঐ সংখ্যায় ১৪৪ পৃষ্ঠায় চাকদার পণ্ডিত আমার পরিচিত পুরাতন পণ্ডিত শ্রীশ্রীহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুর যে মত প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা সমিচীন বলিয়া আমার মনে হয় না। আশা করি ভট্টাচার্য্য মহাশয় এসম্বন্ধে যে সকল সাপেক্ষ এবং বিপক্ষ মতামত বিগত ২০ বৎসর ধরিয়া "মাহিষ্যসমাজ" পত্রিকায় তথা অন্যান্য সংবাদ পত্রে এবং এই শেষ নোটে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া এবং ভাই সুদর্শনচন্দ্রের উত্তর যাহা উক্ত ভাগ পত্রিকার ১৪৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠান্তে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ভাল হয়।

এখন আমাদের এক মত হইয়া শূদ্রত্ব পরিহার করিয়া ক্ষত্র-বৈশ্যধর্ম্মী হইতে হইবে, সকল সমাজ ও উপসমাজ গুলির নেতাদের "বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির" পণ্ডিতদের সহিত মতামত স্থির করিয়া সমাজ সংস্কাররূপ কঠিন কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে; সমাজ সমূহের আবর্জ্জনা দূর করিয়া সদাচার গ্রাহী ও উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ ও বেদাধ্যয়ন করিতে হইবে; "মন্ত্র ব্যাখ্যাকৃত আচার্য্য" প্রস্তুত করিতে হইবে। কাহাকে কাহাকে উপনয়ন সংস্কার প্রদান করিয়া আচার্য্য বেদ অধ্যয়ন করাইবেন সে সম্বন্ধে মনু মহারাজ বলেন "আচার্য্য পুত্রঃ...ধর্ম্মতঃ" ॥ ১ অঃ ১০৯।

এ সম্বন্ধে আরও উদারতা প্রদর্শন করিয়া মনু ঐ অধ্যায়ের ১৫৪ শ্লোকে বলিয়াছেন যে ঋষিগণ নিয়ম করিয়াছিলেন, বয়স দ্বারা কি কেশাদির পক্কতার দ্বারা, কি ধন দ্বারা, কি সম্পর্ক দ্বারা কিম্বা এই সকল মিলিত গুণ দ্বারা মহত্ব হইবে না, কিন্তু যিনি সাঙ্গবেদে পণ্ডিত তিনিই আমাদের মধ্যে মহৎশব্দ বোধ্য। সেই

জন্ত আমাদের মধ্যে নানা কারণে প্রবিষ্ট কদাচার পরিহার পূর্ব্বক লুপ্ত ক্ষত্রাচার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, নিজের জাতি ও বর্ণের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইবে। তবেই আমরা হিন্দু সমাজে বরণ্যে হইব।

মিঃ রিজলী ও সার হান্টারের পুস্তক পাঠ করিলে বেশ জানা যায় যে পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে বহুসহস্র উৎকলবাসী খাণ্ডাইৎ মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে পরিপাক লাভ করিয়া আজ "গড়জাত" সামন্তরূপে শোভা পাইতেছেন। বিরুদ্ধবাদীগণের প্রথম সন্দেহ "মাহিষ্য যদি ক্ষত্রিয় তবে তাহারা শূদ্রাচার গ্রহণ করিল কেন?" ইঁহারা একেবারে বিস্মৃত হইতেছেন যে, প্রবলের অসহ্য পীড়নে অধঃপতন এইরূপই হইয়া থাকে। এদেশের হিন্দুগণই প্রবল মুসলমানের অত্যাচারে মস্লেম্ ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য হইয়া পূর্ব্ব বঙ্গে বাঙ্গালি মুসলমানরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। হিন্দুর অনুপাতে পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন জেলাতে মুসলমানের সংখ্যা বেশী; উত্তর পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশের অনেক স্থানেও এইরূপ "গ্রামকে গ্রাম" "দেশকে দেশ" অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছিল; তাহাদেরই অধঃস্তন বংশাবলী শুদ্ধির আন্দোলনে আজ গা ভাসাইয়া পুনশ্চ হিন্দুসমাজ মধ্যে ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রবেশ লাভ করিতেছে: ভবিষ্য—পুরাণের উক্তি সত্যে পরিণত হইতেছে। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে খ্রীষ্টান-ধর্ম্মযাজকের প্রলোভনে শত সহস্র হিন্দু খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খৃষ্টান জাতিতে পরিণত হইতেছেন!! মাহিষ্যের শূদ্রাচার এইরূপ জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে ঘটিয়াছিল বলা যায় না

কি? মাহিষ্যাদি কতিপয় ক্ষত্র ও বৈশ্যধর্ম্মী জাতিদের উপর যজন-রাঢ়ী-বারেন্দ্র বিপ্রগণের বিদ্বেষ চির প্রসিদ্ধ। সেই প্রসিদ্ধি যে অমূলক নহে, তাহাও কুল্লুক মেধাতিথি গোবিন্দরাজাদির মনু ব্যাখ্যা যাহা আপনাদের "সমাজ" পত্রিকায় ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালী রাঢ়ী ব্রাহ্মণ রচিত উপপুরাণগুলি পড়িলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। বিদ্বেষান্ধ না হইলে কুল্লুকাদি প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত নিবন্ধকারগণ কখনও অনুলোমজ বৈধ-সন্তান মাহিষ্য অম্বষ্ঠাদি জাতিকে বর্ণ-সঙ্কর বলিয়া নির্লজ্জতা প্রকাশ করিতেন না। মনু, ব্যাস, উশনাদির ভুল যাঁহারা দেখাইতে সাহসী হন তাঁহারা আমাদের কাছে কৃপার পাত্র বটেন।

বিদ্বেষের কারণ, মাহিষ্য-পাল ভূপতিগণের একচ্ছত্রত্ব, নিষ্কলঙ্কত্ব, এবং বৈশ্যদিগের বিদ্যাবত্তা ও আভিজাত্য, বণিকাদির ব্যবসা কুশলত্ব, কাপালিকদিগের বীরত্ব। ইহাদিগকে সমাজে অবনত না করিলে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইত। এই জন্য রাজা গণেশের দুর্ব্বল শাসনকালে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিপ্র-সমাজভুক্ত উদয়ন ভাদুড়ী, কুল্লুক, মেধাতিথি আদি টীকাকারগণ এই সকল নির্ম্মল জাতিগণকে এক না এক দোষ দিয়া পতিত করিলেন—কাহাকেও বৈশ্য করিলেন এবং কাহাকেও শূদ্রত্বের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাহার পর রঘুনন্দন আবার নব্যস্মৃতি লিখিয়া বঙ্গে কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অপর বর্ণ নাই বলিয়া ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরও শূদ্রত্ব ঘোষণা করিলেন।*

* ১৯ ভাগ মাঃ সঃ ১৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেন শর্ম্মা শাস্ত্রী বলেন, "মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বর্ণ, সুতরাং ক্ষত্রিয়ের বিধান অনুসারেই তাহার সর্ব্ববিধ সংস্কার হইবে; ব্রাত্যত্ব এবং ব্রাত্যত্বের সংস্কারও মাহিষ্য ক্ষত্রিয়ে, অন্যান্য দ্বিজ সন্তানের ন্যায় নিশ্চয় সম্ভব। শূদ্রের ব্রাত্যত্ব নাই, তদিতর ষট্ দ্বিজ সন্তানের (যাহাদের উল্লেখ মনু ১০ অধ্যায় ১০-১৪ শ্লোকে করিয়াছেন) ব্রাত্যত্ব নিশ্চয় সম্ভব, কারণ দ্বিজোচিত উপনয়ন বেদপাঠাদি হইতে ভ্রষ্ট হইলেই "ব্রাত্যত্ব" দোষ ঘটে। কোন কোন দেশের পণ্ডিতগণ মত দেন যে মাহিষ্য খাঁটী ক্ষত্রিয় জাতি নহে, সেজন্য তাহাদের ব্রাত্যত্ব স্পর্শ করে না। মল্লিখিত "মাহিষ্য প্রকাশ" ১ম ভাগ পুস্তকের অন্তর্গত ব্যবস্থা সংগ্রহাধ্যায়ের অন্তর্গত "মাহিষ্য দিধিতি" নামক ১২ পরিচ্ছেদটি যত্নে পাঠ করিলে সে সংশয় দূর হইবে। মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বর্ণ অতএব "দেববর্ম্মা" বা শুধু "বর্ম্মা" ব্যবহার করিতে পারেন। দেব শব্দ দ্বিজত্বের বা আর্য্যত্বের বোধক; বৈশ্যকেও দেব বলা যায়। এই জন্য ত্রিবর্ণীয়া স্ত্রীর নামান্তে "দেবী" শব্দ ব্যবহার সমীচীন; শূদ্রাই "দাসী" তদ্‌ভিন্ন অপর বর্ণীয়া সকল স্ত্রীরা "দেবী।" সুতরাং কেবল "দেব" বলিলে বর্ণ বুঝা যায় না। তন্ত্রধারকতা পুরোহিতের কাজ। মাহিষ্য দ্বিজ হইলেও নিজে নিজের পৌরহিত্য করিতে পারেন না। পুরোহিত "অব্রাহ্মণ" হইতে পারে না। সুতরাং মাহিষ্যের পক্ষে প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে পৌরহিত্য বা তন্ত্রধারকত্ব সম্ভব নহে। শ্রীহরিপদ সেন শর্ম্মার ইহাই মত। আমাদের বক্তব্য যে মাহিষ্য ভ্রাতগণ উপনয়ন গ্রহণোপলক্ষে যাবতীয় ক্রিয়া কর্ম্ম নিজ নিজ পুরোহিতের দ্বারাই করাইবেন।

বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়াচারগ্রাহী মাহিষ্যদের বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন যে তাঁহাদের গৃহে ব্রাহ্মণের এবং কোন হিন্দুরই ভোজন করা বা ক্রিয়াকলাপ করান উচিত নহে। * কেন নহে তাহার কোন কারণ বা শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি প্রদর্শন বা বিচারের ইঁহারা প্রয়োজন মনে করেন না; কেবল গায়ের জোর এবং রূপকথার উপর শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদের হুকুমের উপরই হিন্দু সমাজ পরিচালিত হইতেছে। শাস্ত্রদর্শী এবং হিন্দুমাত্রই সকল বিধানেই শাস্ত্রের আদেশ অপেক্ষা করেন। তাই স্মার্ত্ত রঘুনন্দকেও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মিথ্যা ব্যবস্থা লিখিতে হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মাহিষ্য, বণিক, অম্বষ্ঠাদির শূদ্রত্ব মনু সংহিতায় লিখিত হয় নাই, তথাপি রঘুনন্দন তাঁহাদের শূদ্রত্ব ঘোষণার জন্য "শূদ্রত্বমাহ মনুঃ" বলিয়া এই অবান্তর শ্লোকের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই বিধান শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মাহিষ্য অম্বষ্ঠাদি কেহই শূদ্রত্ব স্বীকার করেন নাই। † অদ্যাপি সমগ্র ভারতে ক্ষত্রিয়গণ দ্বাদশাহ ও পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া পকান্নের পিণ্ডদানে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ গয়াক্ষেত্রে প্রত্যহ করিতেছেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছি। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণ মাহিষ্যের অশৌচ কত শাস্ত্র সম্মত মনে করেন? তাঁহারা রঘুনন্দনের উপরোক্ত মতানুসরণে বলিবেন এক মাস এবং বিষ্ণু ঋষির "অনুলোমাস্থ মাতৃ-

---

* ১৯ ভাগ মাঃ সঃ ২৯০ পৃঃ দেখ।

† মাঃ সঃ ১৯ ভাগ ৩১৭ পৃঃ পাঠ কর।

বর্ণাঃ” অনুসরণে বলিবেন ১৫ দিন। আমরা জানি বঙ্গে মাহিষ্যের ত্রিবিধ অশৌচ বিধি পরিদৃষ্ট হয়,—একমাস, ১৫ দিন, এবং দ্বাদশাহ। এই সকল কথা মল্লিখিত “গোবর্দ্ধনের বৃহৎ মাহিষ্য কারিকার” শেষ নোটে এবং পণ্ডিত শ্রীসেবানন্দ বাবু তাঁহার কৃত “মাহিষ্যাশৌচবিবেক” নামক পুস্তকে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। এখন এই ত্রিবিধ ব্যবহার দেখিয়াও প্রকৃত শাস্ত্রাদেশ কি তাহা অনুসন্ধান করা উচিত নহে কি? স্মৃতিশাস্ত্র ও মহাভারত অনুসন্ধান করিলে মাহিষ্যের ১৫ দিন এবং ১২ দিন অশৌচের বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়, শূদ্রোচিত এক মাসের প্রমাণ কোন শাস্ত্রগ্রন্থে নাই। ব্যাস সংহিতার ১ অঃ ৭-৮ শ্লোকে স্পষ্ট উক্তি আছে “বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু...শূদ্রবৎ।” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পরিণীতা ব্রাহ্মণ কন্যার, ক্ষত্রিয় কন্যার ও বৈশ্য কন্যার এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় কন্যা ও বৈশ্য কন্যার গর্ভে যে সকল পুত্র হইবে, তাহারা সকলেই পিতৃবৎ সংস্কার ও অশৌচাদি পালন করিবে। অতএব উপনীত মাহিষ্যগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বা মাহিষ্য যাহাই হউন, তাঁহাদের অশৌচ কখনই বৈশ্যবৎ হইতে পারে না; ক্ষত্রিয়বৎ হইবে। ভ্রান্তিবশতঃ বা রাজ অত্যাচারের ফলে তাঁহারা কয়েক শতাব্দী ৩০ দিন অশৌচ পালন-পর হইয়া শূদ্রের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন ইহা সত্য; কিন্তু ভ্রান্তি ও অত্যাচারের জন্য গৃহীত অনাচারের সংশোধনই সকল জ্ঞানী মাহিষ্যের কর্ত্তব্য; নচেৎ জ্ঞানকৃত অপরাধে অধিকতর অপরাধী হইতে হয়। উত্তর বঙ্গের এবং কোলা ঘাটের সন্নিকটস্থ মেদিনী-পুর জেলার কোন কোন স্থানের মাহিষ্য ভ্রাতাগণ এ বিষয়ে

সমগ্র সমাজের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। শাস্ত্রে অশৌচকাল বৃদ্ধি করিতে নিষেধ আছে। "ন বর্দ্ধয়েৎ অঘানি" মনু ৫ অঃ ৪৮। কিন্তু অধিকার ভেদে অশৌচ কাল হ্রাস করিতে কোনই নিষেধ নাই। বিহার উত্তর-পশ্চিম, রাজপুতানাদি প্রদেশে ব্রাহ্মণেতর জাতি সকল দ্বাদশ দিনে অশৌচান্ত হয়। আমার স্বজাতিবৃন্দ এই সকল ব্রহ্ম-বন্ধুদের হাত হইতে রক্ষালাভ করিবেন বলিয়া এই প্রসঙ্গ লিখিলাম। মনু, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকার ঋষিগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে ক্ষত্রিয় পরিণীতা বৈশ্যকন্যার পুত্র মাহিষ্য। এই পুত্র ঔরস পুত্র সম্বন্ধে মনু ৯ অঃ ১৬৬ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন। পরিণয়ের ফলে পত্নী পতির সাজাত্য লাভ করে, তাই মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় বলিতে শাস্ত্রাদেশে সাহসী হইতেছি। মহর্ষি বিষ্ণু ও অত্রি "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ" বিধান দিয়াছেন, তাহার অভি-প্রায় "অনুলোমা পত্নীর পুত্রগণ মাতৃবর্ণ হইলেও পিতৃবর্ণ, কিন্তু পত্নী ভিন্ন অপর অনুলোমার পুত্র মাতৃবর্ণ অর্থাৎ মাতামহ বর্ণ হইবে। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা। কথাটা একটু বিষদ্ করিয়া পরে বলিতেছি। মাহিষ্যের বৈশ্যাচার সমর্থন জন্য যাঁহারা মহর্ষি অত্রি ও বিষ্ণুর বাক্য প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে এই "অনুলোমা" পদটির অর্থ "অনুলোমা পত্নী" ধরিলে, মনু, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্যাদি প্রণীত স্মৃতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটে। ব্যাসের "বিপ্রবদ্ বিপ্রবিন্নাসু...শূদ্রবৎ"।, মহর্ষি লিখিতের "বিবাহচৈব নিবৃত্তে...সূতকে॥" ১-১২, বিষ্ণুর "পত্নীনাং... আত্মীয়ম্॥" ২২ অঃ ১৮-১৯ অত্রির "সূতসূতকে...

যৌনিকম্ ॥" ৮৯, মনুর "সবর্ণাগ্রে...চাগ্রজন্মনঃ" ৩ অঃ ১২-১৩, ব্যাসের "উদ্বাহাং...গ্রহীয়তে" ॥ ২ অঃ ১০, মনু ২ অঃ ৬৭।৬৮; মহা, অনু ৪৪ অঃ ১১, যাজ্ঞবল্ক্যের সবর্ণেভ্যঃ...সন্তান বর্দ্ধনাঃ ॥" ১ অঃ ৯০ শ্লোকগুলির পরস্পর বিরোধ ঘটে। শাস্ত্র বিধানে এইরূপ বিরোধ অসম্ভব এবং অনাবশ্যক; বিশেষতঃ যে স্মৃতিবচন মনুর বিরোধী, তাহা অগ্রাহ্য। সুতরাং অগ্নি ও বিষ্ণুর নির্দ্দিষ্ট "অনুলোমা" অর্থে পত্নী ব্যতীত "অপর নারী" বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ নিয়োগ বিধানে অনুলোমের গর্ভজাত পুত্র মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। এই জন্য ব্রাহ্মণ পরিণীতা ক্ষত্রিয় কন্যার পুত্র পরশুরাম ব্রাহ্মণ, কিন্তু বিচিত্রবীর্য এবং চিত্রাঙ্গদের ক্ষেত্রে (পরিণীতা স্ত্রীগর্ভে) জাত নিয়োগ বিধানে ব্যাস কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন।*

এই সকল প্রমাণ বলে দেখা যাইতেছে যে বঙ্গের সমগ্র মাহিষ্য সমাজের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণই সমিচীন ও শাস্ত্র সংগত মত। বিগত ৯।২।২৯, ২।৩।২৯, ২৩।৩।২৯, ৩০।৩।২৯, ১৪।৬।৩০ এবং ২১।৬।৩০ সালের "সময়" স্তম্ভে মল্লেখনী সম্ভূত নিম্নলিখিত বিষয়টি "মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়ত্বে অধিকার" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়, তাহা মাহিষ্য ভ্রাতাদের অবগতির জন্য পরে উদ্ধৃত করিলাম,† ইহা যত্নে পাঠ করিবেন।

* মাঃ সঃ ১৯ ভাগ ৩২১ পৃঃ পাঠ কর।

† "মাহিষ্য সমাজ" ১৮ ভাগ ২১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত স্মৃতিবচন গুলি যত্নে দ্রষ্টব্য; ঐ পত্রিকার ১৮ ভাগের ২২০ পৃষ্ঠা

"বর্ত্তমান সময়ে কেবল বাঙ্গালায় কেন বরং সমস্ত ভারতের অধিবাসীগণের মধ্যে এবং বিশেষতঃ বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে জাতীয় উন্নতির জন্ম কমবেশ সাড়া দেখা দিয়াছে। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, কায়স্থগণ বর্ম্মক্ষত্রিয় হইয়াছেন, নমশূদ্রগণও শর্ম্মা, বন্দোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, গাঙ্গুলী হইতেছেন, পুণ্ড্রকগণ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হইয়াছেন, আগুরীগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ও যুগীগণ যোগী হইয়াছেন, পাটুনিগণ পতিত-মাহিষ্য হইতে চাহিতেছেন। বিগত ৫০ বৎসর তীব্র দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে কৃষিকৈবর্ত্তগণ আপনাদিগকে "মাহিষ্য" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কতকাংশ বৈশ্যাচারী হইয়াছেন, কতকাংশ শূদ্রাচারীই হইয়া আছেন এবং কতকাংশ ক্ষত্রিয়চারী হইতেছেন; আবার ভারতের গোপ বা গোয়ালাগণের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়গণ একমত হইয়া পশ্চিম দেশীয় আহীর ও গোপগণের সহিত সাহচর্য্য করিয়া যাদব-ক্ষত্রিয় হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। খুবই ভাল কথা, কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে গোপ এবং মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়ত্বে দাবির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ক্ষত্রিয় ঔরসে বিধি পূর্ব্বক পরিনিতা বৈশ্যা স্ত্রীগর্ভে মাহিষ্যের উৎপত্তি। এই মাহিষ্যজাতি বৈশ্যধর্ম্মী কি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা তাহা দেখা কর্ত্তব্য। মাহিষ্যজাতির প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বলিত "গোবৰ্দ্ধ-

---

দেখ। ইহা ছাড়া অধ্যাঃ হরিপদ শাস্ত্রী দেবশর্ম্মা কৃত "মোহমুদ্গর" ৪র্থ অধ্যায় যত্নে পাঠ কর। প্রাপ্তিস্থান শ্রীরামপুর কলেজ শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী।

নের বৃহৎ মাহিষ্যকারিকা" প্রচলিত আছে, তাহা দর্শনে বেশ জানা যায় যে এই জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বঙ্গের এই বিশাল সমাজ মধ্যে ভিন্ন ভিন্নরূপ সংস্কার বর্ত্তমান আছে। ইহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফল বলিয়া আমার অনুমিত হয়। দ্বাপর যুগে গোপ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব ছিল না; ইহা বহু পরবর্ত্তী কালের সৃষ্টি। ঐ যুগে মাহিষ্যগণই গোপের ব্যবসা করিতেন এবং বৈশ্যবৎ বৃত্তি অনুসরণ করিতেন; নবলক্ষ গোপতি গোপরাজ শ্রীনন্দ মহারাজ মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় ছিলেন—তাহা মহাভারত, হরিবংশ এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। * গোবর্দ্ধনের কারিকার শেষ নোটে, মাহিষ্য প্রকাশ ১ম ভাগ ৫৬৭ পৃষ্ঠায়, ১৮ ভাগ মাহিষ্য সমাজের ২২৭পৃষ্ঠা, ১৪ভাগ ঐ প্রত্রিকায় প্রকাশিত "গোপ কাহারা" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিলে সব সন্দেহ নিরসিত হইবে। ব্যাস, নারদ, মনু, অত্রি, যাজ্ঞবাল্ক্যাদির স্মৃতিগ্রন্থ পাঠ করিলে বেশ জানা যায় যে মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় বর্ণ; ক্ষত্রিয় এবং মাহিষ্য উভয় নামধারী জাতিদ্বয় ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত। যেমন কামার, কুমার, নাপিত, গোপ, তিলি, মালী প্রভৃতি জাতির ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তি ও ভিন্ন ভিন্ন নামে সমাজে পরিচিত হইলেও একই শূদ্রবর্ণের মধ্যে পড়ায় সকলেরই মাসশৌচ ও শূদ্রত্ব-ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, তদ্রূপ মাহিষ্য এবং ক্ষত্রিয়ের বিভিন্ন নাম হইলেও তাহারা একই ক্ষত্রিয় বর্ণের ও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মিত্বের অন্তর্গত। মধুর পুত্র বৃষ্ণিবংশ সম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ মাধব নামে স্থানে স্থানে পরিচিত হইয়া থাকেন।

---

* এই প্রসঙ্গে পরে দেখ।

যদুবংশে বৃষ্ণি, ভোজ, দাশার্হ প্রভৃতি নৃপতিগণ বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; নন্দরাজ এবং বসুদেবাদি যাদবগণ এই বংশ সম্ভুত ছিলেন। ফলতঃ গোপগণও মাহিষ্য বটেন; ইহাঁরা বৈশ্য বৃত্তি পরায়ণ এবং ক্ষত্রিয় বর্ণ।

উপরোক্ত শাস্ত্রকারগণের উক্তির বিরুদ্ধে কেবল মাত্র বিষ্ণুর বচন 'অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা' দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ বিষ্ণু পুরাণে মাতাবস্ত্রা পিতুঃ··· সঃ" অর্থাৎ মাতা চর্ম্ম পেটিকা মাত্র। যাহার দ্বারা যে জন্মগ্রহণ করে, সে সেই হয়, অর্থাৎ পিতার সমান হয়। সেই জন্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মীমাংসকগণ বিষ্ণুর "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ" শ্লোকের অর্থ করেন যে অবিবাহিতা বৈশ্যাগর্ভে ক্ষত্রিয়ের যে সন্তান জন্মে, সেইই মাতৃ জাতি প্রাপ্ত হয়। পাণিগ্রহণিকা সংস্কারে এবং সপ্তপদাগমনে অনন্তরজা ব্যন্তরজা পত্নী পতির সবর্ণতা প্রাপ্ত হয় সুতরাং তৎ গর্ভজাত সন্তান মাতার জাতি অর্থাৎ পিতৃ জাতি প্রাপ্ত হয়; ইহাই আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন। সকল কথাই পূর্ব্বে সবিস্তার বলিয়াছি।

ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীগর্ভজ সন্তান মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে মহাভারতাদি প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মদ্ররাজ শল্য মাহিষ্য হইলেও ক্ষত্রিয়বর্ণ ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্ররাজের বৈশ্যাস্ত্রী গর্ভজাত পুত্র-যুযুৎসু ক্ষত্রিয় ছিলেন।* এই সকল সন্তান বৈশ্য হন নাই। ইহার কারণ উপরেই বিবৃত করিয়াছি।

এক্ষণে কেবল গোপরাজ নন্দ মহারাজার বৈশ্যত্ব লইয়া তর্ক

---

* ১৯ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" ৩৭২ পৃঃ দেখ।

উপস্থিত হইতেছে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দ মহারাজকে বৈশ্য বলা হইয়াছে; নন্দের পিতা পর্জ্জন্য দেব প্রকৃত মাহিষ্য ছিলেন; তিনি স্বীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। আভীরদের নেতা বা তাহাদের মধ্যে রাজা হইয়াছিলেন; নন্দক গোপ ব্যবসায়ী হইয়া আভীরত্ব প্রাপ্ত হন; ইহারা কর্ম্মাভীর। জন্মগত আভীর নহে। ব্রহ্ম পুরাণ বলেন, "নন্দ ক্ষত্রিয়ঃ গোপাল সৎগোপঃ"। নন্দাদি ব্রজের গোপাল এবং মথুরার উগ্রসেন, কংশাদি ক্ষত্রিয়গণ উভয়েই এক যদুবংসের দুইটি শাখা সম্ভূত ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। *

শক্তিসঙ্গম তন্ত্র, পাঠে জানা যায় যে নহুষ পুত্র যদু হইতে বহু পুরুষ অধস্তন এই যদু বংশে রাজা পুনর্বসুর পুত্র আহুক নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহাকে কেহ কেহ আভুক নামেও অভিহিত করিত। এই আভুক বা আহুক হইতে আহীর বা আভীর ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়াছেন; তথাপি তাহারা পশ্চিমোত্তর প্রদেশে যদুবংশ আহীর বা যদুবংশী রাজপুত নামে পরিচিত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমানে "আভীর ছত্রী" বলিয়া পরিচয় দেয়। এই অহুক বা আভুক হইতে যদুবংশের এক শাখা আহীর বা আভীর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আভীর বা আহীর জাতি মূলে ক্ষত্রিয় হইলেও কর্ম্মাভীরত্ব ব্যবসায় অনুসরণে বর্ত্তমানে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্যই বসুদেব শ্রীনন্দকে জ্ঞাতিভ্রাতা বলিতে

---

* নন্দের সম্বন্ধে বিচার পরে দ্রষ্টব্য।

কুণ্ঠিত হন নাই। বঙ্গ ও মগধের শাসক ও সম্রাট পাল নৃপতিগণ বৌদ্ধ ভাবাপন্ন মাহিষ্য গোপ-ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তাহা শ্রীরাম-চরিতাদি পুস্তক পাঠে সম্যক অবগত হওয়া যায়। মনু ১০ অঃ ৭১ শ্লোকে বীজোৎকর্ষ বিবৃত করিয়া গিয়াছেন; কাজেই তাঁহার এবং যাজ্ঞ্যবাল্ক্যের ২ অঃ ৫৬ শ্লোকে "তত্রায়ং জায়তে স্বয়ং" এই পতি স্বয়ংই সেই ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেন। মনুও ৭ অঃ ৩১ শ্লোকে এবং ৯ অঃ ৩৬-৪৩ শ্লোকে এই কথারই সমর্থন বিশেষ ভাবে করিয়াছেন। মহাভারতে অনুঃ পর্ব্বের অন্তর্গত ৪৭ এবং ৪৮ অধ্যায়ে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব অসবর্ণ বিবাহে বর্ণ নির্ণয় প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণের পরিণীতা শূদ্রা পত্নীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক জাত সন্তান সংস্কার রহিত ক্ষেত্র হেতু শূদ্র হইবে; তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ আদি তিন দ্বিজ জাতির সবর্ণা, অনন্তর ও দ্ব্যন্তর জাতা কন্যা বিবাহ-জাত সন্তান ও সম্যক বিবাহ হেতু কর্ত্তার জাতি প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার গর্ভজাত সন্তান পিতারই জাতি প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ তাহার সংস্কার প্রাপ্ত হইবে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত সংস্কার ভাগী হইবে। কলিযুগের নিষেধ বচন দ্বারা সত্যাদি যুগত্রয়ে উৎপন্ন বৈশ্য, মূর্দ্ধাভিষিক্ত মাহিষ্যাদি জাতির বর্ণসঙ্করত্ব প্রতিপাদিত হয় না।

এইবার গোপজাতি সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত গাছিহাটা পোষ্টের অধীন ধুলদীয়া গ্রাম নিবাসী বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ যাদব কৃত "গোপের ক্ষত্রিয়ত্বে দাবী' এবং "যদুবংশ" আদি পুস্তক পাঠে অবগত হইলাম যে, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অধস্তন বংশাবলী। যে

খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে বাঙ্গলার গোপগণ এতদিন যাদব বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন নাই কেন? পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গোপ এবং সূর্য্যবংশীয় বা চন্দ্রবংশীয় অথবা যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া দুই ভিন্ন জাতি আছেন; একটি অপরে সহিত তাহাঁর যৌন সম্বন্ধে কদাপি মিশেন না। আমাদের দেশের গোপগণ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ আদির মতে শেষ দ্বাপরে উৎপন্ন মিশ্র জাতি। তাহারা কখনই ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে মেলামেশা বা বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই। কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এ সম্বন্ধে এতাবৎ পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ত্বে দাবী করেন কিরূপে এবং কোন শাস্ত্রে বলে? যদি বলেন যে, ইহা বল্লালের অত্যাচার-সম্ভূত। তাহার উত্তর হয় বল্লালসেন নাপিত্য, বণিক, কাপালি আদি জাতিকে নির্য্যাতন করিয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; গোপগণের প্রতি তাহার রাজ রোষের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। যদি বলেন যে, বর্ত্তমান বঙ্গীয় গোপগণের শূদ্রত্ব বৌদ্ধ প্রভাব; তাহা হইলে কবে হইতে, কাহার সময়, কি উপলক্ষে তাঁহারা পশ্চিম দেশ বা দক্ষিণ দেশ বা কোন্ দেশ হইতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক গোপ মহোদয়-গণ জানাইবেন কি? তাঁহাদের মধ্যে বৈশ্য ধর্ম্মীত্ব এবং শূদ্র ধর্ম্মীত্ব কি জন্য বর্ত্তমান আছে? উত্তর পশ্চিম দেশস্থ গোপ এবং আভীর ও যদুবংশী ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধ করণীয় প্রথা আজকাল বিদ্যমান আছে কিনা? আমাদের দেশের গোপভায়াগণ যতক্ষণ না এই প্রশ্নগুলির শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা

সুমীমাংসা করিতে পারিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাধারণে কিরূপ বুঝিবে যে, বঙ্গের গোপগণ ক্ষত্রিয়। মাহিষ্যগণ ৭০ বৎসরের তীব্র জাতীয় আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন শাস্ত্রের, ইতিহাসের এবং সমাজের প্রমাণ দ্বারা যে তাঁহারা "মাহিষ্য"; তাঁহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন, আজও ক্ষত্রিয় হইতে পারেন এবং ক্ষত্রিয়রূপে স্থানে স্থানে আজও বর্ত্তমান আছেন। আমার মনে হয় যে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের গোপগণই বর্ত্তমানে "মাহিষ্য—ক্ষত্রিয়" বা "কৃষি কৈবর্ত্ত জাতি।" ইহার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ ও শাস্ত্র বচন আহ্বান করি যাহাতে অন্ধকার দূর হয়।

মাহিষ্য জাতির সম্বন্ধে বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া খুবই আন্দোলন বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে চলিয়া স্থির হইয়াছে যে, পূর্ব্বে যাহারা বঙ্গে কৃষি-কৈবর্ত্ত বলিয়া সমাজে পরিচিত হইত, তাহারা তীব্র প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের ফলে "মাহিষ্য" বলিয়া সরকারের দরবারে তথা পণ্ডিত সমাজে তথা বঙ্গের বিরাট হিন্দুসমাজে গৃহীত ও পরিচিত হইয়াছে এবং নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য বহু পুস্তক ও ভাব-পত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা স্বজাতি মধ্যে বিতরণও করিয়াছে। এই জাতীয় আন্দোলন ১২৮০ সাল হইতে পশ্চিম বঙ্গে প্রথম আরম্ভ হয়; এবং এই কাল মধ্যে বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর আক্রমণ এই জাতির উপর দিয়া গিয়াছে; কিন্তু এতাবৎকাল মধ্যে সকল আক্রমণই উচিত মত উত্তর পাইয়া হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আক্রমণ কায়স্থ এবং বৈদ্য মহারাজদের উপরও ঘটিয়াছে। এই তীব্র মাহিষ্য আন্দোলন সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের সেন্‌শাস্ রিপোর্টে স্পষ্টই লিখা আছে যে, সকল জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে মাহিষ্য-গণের আন্দোলন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

এই সময় "সময়" সম্পাদক আমাদের পরম মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস এই জাতির সম্বন্ধে অনুকূল প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া এই জাতির যে অপরিমেয় হিত সাধন করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না এবং তজ্জন্য সমগ্র বঙ্গের ১৪ লক্ষ মাহিষ্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বিগত ৯।২।২৮ তারিখের "সময়" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে অস্মজ্জাতির ক্ষত্রিয়ত্বে দাবী সম্বন্ধে একটু আভাস দিয়াছি মাত্র। তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে যে শাস্ত্র বচন ও নীতির উপর আজ বৈশ্য মহারাজগণ ব্রাহ্মণের বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত বৈশ্যা স্ত্রী গর্ভজাত সন্তান হওয়া হেতু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, আমাদেরও সেই সেই বচন বলে মাহিষ্য কেন "ক্ষত্রিয় বর্ণ" ভুক্ত হইব না, তাহাই পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাস্য। যথাযথ উত্তর পাইলে আমরাও সেইরূপ ধর্ম্মাচরণে ব্রতী হইব।

মনু ১০অঃ ৪১ শ্লোকে বলিয়াছেন, 'সজাতিজানন্তরজা... দ্বিজধর্ম্মিণঃ।" অর্থাৎ দ্বিজগণের সবর্ণা ও অনন্তরজা দ্বিজভার্য্যাতে যে সব পুত্র জন্মে, তাহারা দ্বিজ-সংস্কারার্হ; এতদ্দ্বারা মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণধর্ম্মীত্ব সূচিত হইতেছে। সকল স্মৃতিতেই দ্বিজত্রয়ের সংস্কার বিষয়ক বিশেষ বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু কোনও উপজাতির পৃথক সংস্কার বিধি দেওয়া হয় নাই, কারণ তাহারা দ্বিজত্রয় বর্ণের মধ্যে কোনটির মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছে। ব্যাস ২।১০ শ্লোকে এবং ভীষ্ম মহাভারতের অনু ৪৪-অঃ ১১, ৪৭অঃ ১৭ এবং ২৮, শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন

যে, এইরূপে জাতপুত্র পিতার সবর্ণ হইতে হীন হয় না; মহাভারত অনু ৪৭ অঃ ১৭ এবং ২৮ শ্লোকেও ভীষ্ম এই কথাই বলিয়াছেন। বৌধায়ন সূত্রেও এই উক্তির সমর্থন দৃষ্ট হয়। কেবল বিষ্ণুর ১৬৷২ সূত্রে ইহার বিরোধ বচন দৃষ্ট হয়। ইহা দ্রষ্টব্য যে, সূত্রে দ্বিজত্রয়ের দ্বিজা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে "মাতৃবর্ণ" বলা হইয়াছে, "মাতামহবর্ণ" বলা হয় নাই; কারণ এটা নিশ্চিত যে মাতা বিবাহ-মন্ত্রে সংস্কৃত হইয়া মাতার বর্ণ বা পিতৃ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুইটাই এক কথা, যেহেতু মাতা বিবাহান্তে স্বামী গোত্রভাগী ও স্বামীর একত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি। অনূঢ়া অবস্থায় মাতার যে বর্ণ, এই সূত্রে তাহাও বলা হয় নাই। পুরাকালে মাহিষ্যকেও লোকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিত; তাহার বহু উদাহরণ শাস্ত্র গ্রন্থে আছে। শল্য, যুযুৎসু, নন্দমহারাজ মাহিষ্য ক্ষত্রিয় ছিলেন। নন্দমহারাজ গোপ ব্যবসায়ী ছিলেন; তিনি কর্ম্মাভীর, জন্মাভীর ছিলেন না। দ্বাপরে গোপ বলিয়া, কোন পৃথক জাতির অস্তিত্ব ছিল না; মাহিষ্যগণই গোপ ছিলেন এবং গোপের ব্যবসা করিতেন। ভাগবৎ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশাদি পুস্তক ইহাই সমর্থন করে।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যবর্ণীয়া ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্র যুযুৎসু ক্ষত্রিয় বীর ছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং রাণী গান্ধারী মৃত হইলে পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুযুৎসুকে পুরোগামী করিয়া শ্রাদ্ধে নিবাপাঞ্জলী দান করেন। (মহাঃ আশ্রম ৩৯ অঃ ১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) অনুলোম বিবাহ অবৈধ হইলে শাস্ত্রে তাহার অনুমোদন থাকিত

না। অনুলোম বিবাহে বর্ণ-সঙ্করোৎপত্তির আশঙ্কা থাকিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিপালক পাণ্ডবগণ যুযুৎসুর জ্যেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া শ্রাদ্ধ কার্য্যে ব্রতী হইতেন না, এবং রাজা দশরথ (রাম পিতা।) ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তা নামক কন্যা দান করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেন না। অনুলোম বিবাহ বৈধ বিবাহ; বৈধ বিবাহে কামসংসর্গ বিবেচনা করা নষ্ট বুদ্ধির ও স্বেচ্ছার্থ পরিচায়ক। এ সম্বন্ধে সকল কথাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি। "রতিমিচ্ছতঃ" এবং বিষ্ণু ঋষিও নিজসংহিতার ১৬অঃ ১—৫ শ্লোকে সকল কথাই বিশদ্ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। এই বচনগুলি শূদ্রা ভার্য্যার পক্ষে প্রয়োজ্য, দ্বিজাভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী, তাহার পক্ষে ইহা প্রয়োজ্য কদাচ হইতে পারে না।* ঐ রূপ অর্থে সবর্ণা বিবাহেও কামগন্ধ আসিয়া পড়ে। মনু ৩।১২।১৩ শ্লোকে ইহার মীমাংসা বিশদ্ ভাবে করিয়া দিয়াছেন। দ্বিজত্রয় শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ করিবে না। বিষ্ণু ২৬অঃ ১ হইতে ৫ শ্লোকে ঐ অধ্যায়ের সূত্রে স্পষ্টই করিয়া দিয়াছেন। মনু মহারাজ তবে কি ২অঃ ২১০ শ্লোকে ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-চারীকে গুরুর অসবর্ণা রক্ষিতা বেশ্যাকে অভিবাদন (প্রণাম) করিয়া সম্মান করিতে অনুশাসন বিধি দিয়াছেন? বর ও বধূ বিবাহের অন্তে সপ্তপদী গমনের পর একত্ব বর্ণে গোত্রে প্রাপ্ত হয়, ইহা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মত। লিখিতও ১।২৮ শ্লোকেও এই কথাই বলিয়াছেন। প্রতিলোম বিবাহের কোন ব্যবস্থা

---

* মোহমুদ্গর ১৮৭-১৯০ পৃঃ দেখ

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই, কিন্তু অনুলোম বিবাহের মন্ত্র সবর্ণা বিবাহের মন্ত্র হইতে একটুও পৃথক নহে ; বিশেষতঃ বিবাহ মন্ত্রের অর্থ যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা কখনও পতি ও পত্নীর একত্বে সন্দিহান হইতে পারেন না। মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের কয়েকটি শ্লোকের বিরোধী মত সামঞ্জস্য করিয়া দেওয়ার কল্পে এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করিলাম।

মনু মহারাজ ৯ অঃ ৩৮-৪০ শ্লোকে, ১০ অঃ ৭০—৯৬ শ্লোকে, তথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৭ অঃ ৩৩ মন্ত্র মতে বীজের প্রাধান্য কল্পিত হইয়াছে। তাহা হইলে বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়ের বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্যা পত্নী গর্ভজাত সন্তান, সমাজে যে মাহিষ্য নামে পরিচিত, তাহার সমন্ত্রক বিবাহ হেতু "ক্ষত্রিয় বর্ণ" হইতেছে। এতাবৎ আমরা মাহিষ্যকে, বিষ্ণু, ব্যাস, আদি স্মৃতির বচন ও কুল্লুকের ভুল টীকায় অর্থ অনুসরণ করিয়া বৈশ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছি, এখন তাহা ভ্রম বলিয়া মনে হইতেছে। মনু ১০ অঃ ৫ শ্লোকে যে "আনুলোম্যেন" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ লইয়া উভয় পক্ষীয় পণ্ডিতগুলির মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হইতেছে। এক দল বৈশ্য-প্রবোধিনীর মতানুসরণ করিয়া বলেন যে, "সকল বর্ণের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে অক্ষতযোনি ও দ্বিজত্ব-সামান্যে তুল্যা পত্নীতে অনুলোমজ সন্তান (অর্থাৎ উত্তম বর্ণ কর্ত্তৃক নিম্ন বা হীন বর্ণে জাত সন্তান) জাতিতে পিতৃবর্ণই হইয়া থাকে। গঙ্গাধরের প্রমাদভঞ্জনী টীকা এই মতেরই সমর্থন করে, কিন্তু মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ, এবং কল্লুকভট্টকে অনুসরণ করিয়া অপর পক্ষ বলেন যে, "আনুলোম্যেন" শব্দ দ্বারা উত্তম বর্ণ

কর্ত্তৃক নিম্নতর বর্ণে উৎপাদিত সন্তানকে বুঝাইতেছে না। "আনুলোম্যেন" শব্দের অর্থ যথাক্রমে "ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং" "ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়ামিত্যানুক্রমেণ" বুঝাইতেছে। মনু ১০ অঃ ৫ শ্লোকে অসবর্ণা পত্নীজাত পুত্রগণের বর্ণ এবং ধর্ম্ম সংস্কারাদি নির্ণয় করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী "স্ত্রীষনন্তরজাতাসু...মাতৃদোষবিগর্হিতান্" শ্লোকে তাহাদিগকে সদৃশ বর্ণ অর্থাৎ পিতৃসদৃশ বলিলেন; সম জাতি বলিলেন না অর্থাৎ পিতৃবর্ণীয় বলিলেন, পিতৃ-স্বজাতি বলিলেন না। মনু অনুলোম-জাত পুত্রদিগকে অপসদ্ এবং প্রতিলোমজ পুত্রদিগকে অপধ্বংসজ, এবং ভীষ্ম মহাভারতের অনুঃ ৪৯ অঃ ৬-৮ শ্লোকে অনুলোমজাত পুত্রগণকে অপসদ্ বলিয়াছেন। ব্যাসও ১ অঃ ৭-৮ শ্লোকে এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন। কারণ মনু, ব্যাস, অত্রি, গৌতম, বিষ্ণু আদি স্মৃতিকার ঋষিগণের মতে অনুলোম বিবাহ বৈধ এবং শাস্ত্রানুমোদিত। যাজ্ঞবল্ক্যও ১ অঃ ৯০ শ্লোকে অনিন্দ্যবিবাহোৎপন্ন পুত্রকে "সন্তানবর্দ্ধন বা গোত্রবর্দ্ধন" অর্থাৎ পিতৃগোত্রবর্দ্ধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, *i. e.*, extension of the same line, *i. e.*, in the case of Mahisya, the Kshatriya father's lin.e আবার তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) ১ অঃ ৯৫ শ্লোকে "অসৎসংস্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ" বলিয়া সেই প্রহেলিকার মীমাংসাও করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের জাতীয় যুদ্ধ রঙ্গমঞ্চে হাবড়ার ৺প্রাণবল্লভ শর্ম্মা হইতে কাশীর শ্রীশ্যামাচরণ বিদ্যাবারিধি কবিরত্ন পর্য্যন্ত কেহই এই দীন জাতিকে অযথা আক্রমণ করিতে ও গালি দিতে ত্রুটী করেন নাই। এই সকল বাদ-প্রতিবাদ গুলি বাঙ্গলার বিশাল সাহিত্য

আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর-বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৺গোবর্দ্ধনের বৃহৎ মাহিষ্যকারিকার শেষ নোটে এই সকল বাদানুবাদ কতক কতক উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই জাতির প্রতি অযথা আক্রমণ করিয়া শেষে পল্লীর ও স্বজনের আগ্রহাতি-শয়ে নিজ ভ্রম বুঝিয়া যে অযথা উক্তি গুলি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা মাহিষ্য জাতির মুখ-পত্র "মাহিষ্য সমাজ" পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। সেবানন্দ বাবুর প্রতিবাদ যাহা ঐ পত্রিকায় ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা মাহিষ্য মাত্রেই অবগত আছেন।

কাশীর টুলো পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্নের "জাতিতত্বের তীব্র প্রতিবাদ বঙ্গের বৈদ্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে জ্ঞানাঞ্জন গ্রন্থাবলী সিরিজের শ্রীচন্দ্রায়ুধ কৃত দ্বিতীয় শলাকায়, (মূল্য ৷৷৹) প্রকাশিত হইযাছেন; ইহা পাঠ করিলে উক্ত শ্যামাচরণ কৃত জাতিতত্বের উপযুক্ত ও প্রকৃষ্ট উত্তর পাওয়া যাইবে; ইহা সকল অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পাঠ করা ও গৃহ পঞ্জিকার মত ঘরে ঘরে রাখা কর্ত্তব্য। ইহা অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী, এম, এ, শ্রীরামপুর কলেজ জেলা হুগলীর নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দেবশর্ম্মা বাবু ও তাঁহার কৃত "জাতিতত্ব পরিজ্ঞানে" কবিরত্নের মুদগরাঘাতক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সকল যুক্তি, তর্ক, যাহা তিনি শলাকা, গায়ত্রী, মনুসংহিতা ইত্যাদিতে যে সকল তর্ক উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার সমুদয়ই মাহিষ্য জাতির প্রতি প্রযোজ্য। এ সম্বন্ধে "হিজলী হিতৈষী"তে ও "সময়" পত্রিকায় যে সকল

প্রবন্ধ ১৯৩০ সাল মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছি, তাহা মাহিষ্য-মাত্রেরই যত্নে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থে বহু বচন আছে, যাহার দ্বারা বাক্যোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং সেগুলির উল্লেখ আমি উপরেই করিয়াছি। বিগত ৩০ বৎসরের তীব্র আবদ্ধ আন্দোলনে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, আমরা ক্ষত্রিয়ের বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্যা-পত্নী গর্ভ জাত সন্তান। এই জাতি "ক্ষত্রিয় বর্ণের" অন্তর্গত এবং মনুর বর্ণিত দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে "ঔরস" পুত্রের মধ্যেই অন্তর্নিবিষ্ট। মাহিষ্যের উৎপত্তি উপরোক্ত রূপ সকল স্মৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে; তাহাই যদি হয়, তবে আপনাদের আদি মাতা ক্ষত্রিয়ের বিধি-পূর্ব্বক-বিবাহিতা-বৈশ্যা পত্নী হইলেন; তিনি ক্ষত্রিয় স্বামীর সহিত বিবাহে পতি-সগোত্র হইলেন অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া হইলেন; তাহার গর্ভস্থ সন্তান যিনি "মাহিষ্য" নামে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে পরিচিত, তিনি ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত হইবেন না কেন? উপরোক্ত শাস্ত্রবচনগুলি, গঙ্গাধর কুল্লুক, গোবিন্দরাজ ও নীল-কণ্ঠাদির টীকা সহ পাঠ করিলে সব সন্দেহ নিরসিত হইবে। ব্যাস এবং মনু ১০ অঃ ৬ শ্লোকে বলিয়াছেন—স্বামন্তরজতাস্থ বিগর্হিতান্॥" এই শ্লোকে কেবল অনন্তর-জাত মাহিষ্য ও মূর্দ্ধাভিষিক্তকেই পিতৃসদৃশ বলা হইয়াছে, অম্বষ্ঠকে পিতৃসদৃশ বলা হয় নাই, ঐরূপ কথা কেহই বলিতে পারে কি? অব্যবহিত পর শ্লোকে মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "অনন্তরজাতাসু বিধিরেষঃ সনাতনঃ। দ্ব্যেকান্তরাসু জাতায়াং ধর্ম্ম্যোহয়ং বিস্তাৎ ইমং বিধিম্॥" অর্থাৎ অনন্তরাতে জাতদিগের এই সনাতন নিয়ম অর্থাৎ তাহারা

পিতৃসদৃশ হয় ; একান্তরাতে এমন কি ব্যন্তরাতেও ইহাই ধর্মানুমোদিত বিধি। এখানে "এবং এবং "ইমং" পদদ্বয় : দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ শ্লোকেরই ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হইতেছে। শ্রীশ্যামাচরণ এবং 'বৈদ্য" গ্রন্থ প্রণেতা গৌহাটীর উকীল শ্রীকালীচরণ সেনগুপ্ত রায় বাহাদুর মহাশয় মনুর এই শ্লোক দ্বয়ের ভুল অনুবাদ করিয়া আমাদেরও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। উভয় লেখকই "জাতি ও "বর্ণ" একার্থ পরিচায়ক এই অর্থ করিয়া মহদ্ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শূদ্রবর্ণের মধ্যে যেমন কুমার, কামার, গোপ, নাপিত আদি বহু শূদ্র জাতি বর্ত্তমান আছে, যেমন ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে মাহিষ্য, খাঁটী ক্ষত্রিয়াদি বহু জাতি বিদ্যমান আছে, তেমনি ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, খাটী ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি বহু জাতীয় ব্রাহ্মণ অন্তর্নিবিষ্ট আছে। মনুর পরবর্ত্তী ১০ অঃ ৮ শ্লোকে বর্ণ নির্ণায়ক কোন বিধি নাই। মনু ব্রাহ্মণের শূদ্রা পত্নীকে যদিও পত্নী না বলিলেও ভার্য্যা বলিতে ভুলেন নাই এবং বিশেষ প্রতিষেধক বচন থাকিলেও সময়ে সময়ে শূদ্রা ভার্য্যাকে "অভ্যর্হণীয়া" ও বলিয়াছেন (যথা অক্ষমালা, শাণ্ডঙ্গী প্রভৃতি, মনু ৯।২৩) এবং শূদ্রা পুত্র "নিষাদকে" পারশব বলিয়াছেন। এতদ্বারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে সর্ব্ববিধ পুত্রকৃত্যে সমর্থ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। মনু আরও বলিয়াছেন, "জাতো নার্য্যাম্ অনার্য্যায়াম্ আর্য্যাৎ আর্য্যো ভবেৎ গুণৈঃ ॥" অর্থাৎ আর্য্য হইতে অনার্য্যাতে উৎপন্ন পুত্র গুণবাহুল্যেই আর্য্যই হয়।

এইরূপ শ্লোকের বলে ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণের পিতৃবর্ণত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই নিয়ম অতি প্রাচীন যে তাহাও মনু স্পষ্টই

"বিধিরেষ সনাতনঃ" বাক্যের দ্বারা বলিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণের "মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ" এই সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন উক্তি হইতেও মনু বচনের সনাতনত্ব অনুমতি ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই জন্য পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা ও রাজারা অনেক সময়ে গন্ধর্ব্বকন্যা, নাগকন্যা, অপ্সরাকন্যা বিবাহ করিলেও, তাহাদের পুত্র ঠিক পিতার মতই বর্ণ ও ধর্ম্ম পাইত। প্রমতি, রুরু, দুষ্মন্ত, কুশ, জরৎকারু,নন্দ, যুযুৎসু, নারদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, ইত্যাদিরূপ পুত্রগণ পিতৃবৎ হইয়াছিলেন। মনু প্রোক্ত এই প্রাচীন উদার অভিমতের বিরুদ্ধে বৈধ বিবাহ জাত অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্যকে নীচ শূদ্র জাতির মত বর্ণসঙ্কর বলিবার প্রয়োজন হওয়াতেই, যেন বাঙ্গলায় কুল্লূক রঘুনন্দন প্রমুখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হস্তে নিখিল হিন্দু শাস্ত্রের সদ্গতি হইয়াছে !!! এই সকল কথা পূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

শুদ্ধ ক্ষত্র-বৈশ্য মাহিষ্য জাতিকে "জাতিতত্ত্ব" প্রণেতা মনুর সঙ্করোৎপন্ন "নিষাদং.. নিবাসিনঃ"॥ মনুক্ত মৎস্যঘাতী ধীবর ব্যবসায়ীকে কৈবর্ত্তের সঙ্গে মিশাইয়া মহদ্ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্য কৈবর্ত্তকে "বর্ণসঙ্কর কথন" নামক ৪৮ অধ্যায় মহাঃ অনুঃ পর্ব্বে অনুলোমজাত পুত্রবিধায় "বর্ণসঙ্কর" বলা হয় নাই। প্রতিলোমজগণকেই বর্ণসঙ্কর বলা হইয়াছে। স্মৃতিগুলি পাঠ করিলে বেশ অনুমিত হয় যে, প্রতিলোমজেরাই "বর্ণসঙ্কর," অনুলোমজেরা কদাচ নহে। নারদ ১০২ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম সঃ বিধিস্মৃতঃ, প্রাতিলোম্যেন যোজাতঃ স এব বর্ণসঙ্করঃ॥" মনুও ১০।২৪ শ্লোকে "বর্ণানাং

ব্যভিচারেণ...বর্ণ সঙ্করাঃ॥" এই কথাই বলিয়াছেন। মনু শুধু বর্ণসঙ্করদিগের লক্ষণ বলিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, অনুলোমজাত অপসদ্ পুত্রদিগের নামোল্লেখের পর বর্ণসঙ্করদিগের নির্দ্দেশ করিয়া ১০ অঃ ১০-১২ শ্লোকে স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন; একথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি। অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য বিদ্বেষীগণ মহাভারতে জাল পাঠ প্রবেশ করাইয়াছেন। মনুশ্লোকের কদর্থ করিয়াও ব্যাকরণ বিরুদ্ধ পাঠ ও অনুবাদ প্রচার করিয়া মাহিষ্য ও অম্বষ্ঠজাতি দ্বয়কে সমাজে অপদস্থ করিতে চাহেন। জাতিতত্ত্বে এই কাজই করা হইয়াছে। ভণ্ড জাল পণ্ডিতদের সব জাল জুয়াচুরী ধরা পড়িয়াছে; বৈদ্য মহারাজগণ সবই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

ব্যাস নিজ সংহিতার ১ অঃ ৮ শ্লোকে বলিয়াছেন যে "বিপ্রবৎ...শূদ্রবৎ॥" বঙ্গবাসীর প্রকাশিত পঞ্চাননের এডিশানে ব্যাসসংহিতার প্রাচীন পাঠ জাল করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া মাহিষ্য ও অম্বষ্ঠকে কদর্থ ও ভুল অনুবাদ করিয়া বৈশ্য ধর্ম্মীত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ঐ শ্লোকের যথাযথ অনুবাদ হইতেছে যে ব্রাহ্মণের পরিণীতা সবর্ণা ও অসবর্ণা দ্বিজাতি স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের ক্রিয়াকর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের মত হইবে, বৈশ্যের ঐরূপ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের বৈশ্যানুরূপ হইবে, কেবল দ্বিজত্রয়ের শূদ্রা ভার্য্যা গর্ভজাত সন্তানের ক্রিয়া ও সংস্কারাদি শূদ্রের ন্যায় হইবে; যে হেতু ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের শূদ্রা বিবাহ শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ। "আপদ্যাপি ন কর্ত্তব্যা শূদ্রা ভার্য্যা কদাচন।" বিষ্ণুও ২৬ অঃ ৫ শ্লোকে ঐ কথাই বলিয়াছেন,—"দ্বিজস্য ভার্য্যা.. প্রকীর্ত্তিতা॥"

ব্যাস মহারাজও ২ অঃ ১০ শ্লোকে এবং ১ অঃ ৭ শ্লোকে এবং হিন্দুর পঞ্চম বেদ মহাভারত অনুঃ ৪৭ অঃ "সবর্ণাস্তরাসু সবর্ণাঃ," অনু ৪৪ অঃ ১০, ৪৭ অঃ, ১৭, এবং ২৮ শ্লোক এবং মনু ১০ অঃ "সর্ব্ববর্ণেষু...তে এবং পূর্ব্বলিখিত বোধায়ন সূত্র উপরোক্ত মতেরই সম্পূর্ণ সমর্থন ও পোষকতা করিতেছে। অর্থ ও ঐ বচন ও শাস্ত্র প্রমাণগুলি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যের পিতৃবর্ণত্ব দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব বুঝাইয়া দ্বিজধর্ম্মীত্ব অর্থাৎ পিতার অনুরূপ বর্ণত্ব ও সদৃশত্ব প্রকাশ করিতেছে, মাতৃবর্ণত্ব দ্বারা নহে। এই সকল অনুলোম সন্তানগণ পিতৃবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, পিতৃ সমজাতিত্ব প্রাপ্ত হয় নাই; ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্যাস সংহিতার ২ অঃ ১০-১১ শ্লোকে 'ঊঢ়ায়াং হি...পূর্ব্ব বর্ণজাম্॥" এই উক্তিরই সমর্থন করিতেছে। এই গুলির একটি মাত্র বিরোধী বচন বিষ্ণুসংহিতার "অনুলোমাসু... ...মাতৃবর্ণাঃ" ১৬ অঃ ২ শ্লোকে পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু উপরোক্ত বচনগুলির সহিত বিষ্ণুসূত্রের কোনরূপ বিরোধ নাই, তাহা একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে।

এই শ্লোকে বিষ্ণু ঋষি সকল প্রকার অনুলোমা ভার্য্যা হইতে উৎপন্ন পুত্রদিগের কথা বলিয়াছেন। "সংক্ষিপ্ততাই সূত্রের প্রাণ" যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিষ্ণুর এইরূপ সূত্রের দ্বারা সকল পুত্রকে বুঝানই সমিচীন বলিয়া মনে হয়; কারণ, দ্বিজ ত্রিবর্ণের দ্বিজাতে উৎপন্ন তিন দল এবং দ্বিজত্রয় হইতে শূদ্রা ভার্য্যাতে উৎপন্ন তিন দল পুত্র মোট ছয় দল হইতেছে, ইহার মধ্যে শূদ্রাতে জাত সন্তানগণ শূদ্র হইবে, সে বিষয়ে কোনই

সন্দেহ নাই; কারণ শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ দ্বিজত্রয়ের পক্ষে একতঃ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ তাহা সমন্ত্রক নহে; দ্বিজাতে উৎপন্নেরা পিতৃবর্ণ বা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়, ইহা একই কথা, কারণ দ্বিজা ভার্য্যা বিবাহ মন্ত্রে সংস্কৃতা হইয়া পত্নী বা সহধর্ম্মিণী হইলে পিতার সমবর্ণা ও সগোত্রার পরিবর্ত্তে স্বামী সগোত্রা, সবর্ণা—পিণ্ডদা, দায়হারী ও সমত্ব লাভ করিয়া ঔরস পুত্রের জননী হয়। একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ইহা দ্রষ্টব্য যে বিষ্ণুর উপরোক্ত সূত্রে সন্তানকে 'মাতৃবর্ণ' বলা হইয়াছে, "মাতামহবর্ণ" বা "অনূঢ়া অবস্থায় মাতার যে বর্ণ থাকে তদ্বর্ণীয়া" এরূপ বলা হয় নাই, প্রত্যুত মাতার মাতৃত্বের অবস্থায় যে বর্ণ হয়, পুত্রেরও সেই হয় বলা হইয়াছে। অতএব যখন দেখা যাইতেছে যে, কোন অনুলোমজ পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত, এবং কোন অনুলোমজ সন্তান "মাহিষ্য" বলিয়া সমাজে আত্ম পরিচয় দিলেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই মূল চতুবর্ণের একটা না একটার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছে, তখন সকলগুলির কীদৃশ বর্ণ হইবে সংক্ষেপে বুঝাইতে হইলে "অনুলোমাসু...মাতৃবর্ণাঃ" উক্তিটিই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং সংক্ষেপত্ব পরিচায়ক !!! কন্যা বিবাহের পর অর্থাৎ সপ্তপদী গমন ও লাজাহোম বিধির পরে পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্বামী গোত্রভাগী হয়, তাহা লিখিত ১ অঃ ২৬ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন। সেই জন্য আমার মনে হয় যে, অগস্ত্য—গোত্রীয়, জমদগ্নি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ হইলেও প্রাচীন সমাজে সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেন; অনুলোম বিবাহে বর্ণসঙ্করোৎপত্তির আশঙ্কা ও সম্ভাবনা

থাকিলে তাহা প্রাচীন সমাজে অনুমোদিত হইত না এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ এইরূপ বিবাহে কামগন্ধ থাকিলে বৈধ বলিয়া উল্লেখ করিতেন না; এইরূপ বিবাহকেই যাজ্ঞবল্ক্য ১ অধ্যায়ে "অনিন্দ্য-বিবাহ" বলিয়া গিয়াছেন; এইরূপ বিবাহে উৎপন্ন পুত্র তাঁহার মতে পিতৃ গোত্র বা বংশ বর্দ্ধন হয়। যুযুৎসু, অবলক্ষ গোপতি নন্দ মহারাজ, মদ্ররাজ শল্য প্রভৃতি জাতিতে মাহিষ্য হইলেও বর্ণে ক্ষত্রিয়ই ছিলেন এবং সকলেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুসরণ করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারতাদিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বৈশ্য ছিলেন না। কেহ কেহ শল্যকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শল্য মহাভারত, শল্যপর্ব্বে ঋষি গোত্র সম্ভূত মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মূর্দ্ধাভিষিক্ত হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া পড়েন, যেমন উপরের ব্যাখ্যামতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদি সকলেই ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত প্রাচীন হিন্দু সমাজে পরিচিত ছিলেন। শল্য সকল শত্রুকে জয় করিয়া মূর্দ্ধা অর্থাৎ মস্তকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া "মূর্দ্ধাভিষিক্ত" বলিয়া দুর্য্যোধনকে আত্ম পরিচয় দিয়া ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ হইলে পাণ্ডুরাজ তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ করেন কিরূপে? এই বিবাহ শাস্ত্রীয় বৈধ বিবাহ হইল না। অতএব তিনি মাহিষ্য হইলেও ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন।

কোন কোন বিরোধী মূর্খ দ্বিজত্রয়ের অনুলোমা ভার্য্যা "ধর্ম্মপত্নী" নহে, "কাম পত্নী" এই কথা বলেন। বৈধ বিবাহকে কাম সংসর্গ কল্পনা করা মূর্খতা এবং নষ্ট বুদ্ধির পরিচায়ক। এইরূপ মূর্খের সংশোধনের মূলমন্ত্র "লাঠৌষধি" তাহা সুধীজন বলিয়া

গিয়াছেন। সবর্ণা এবং অনুলোমা স্ত্রীর সহিত কিরূপে দ্বিজত্রয় ধর্ম্মাচরণ করিবেন, তাহা বিষ্ণু ঋষি নিজ সংহিতার ২৬ অঃ ১—৫ শ্লোকে বিশদ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম কার্য্যে দ্বিজের শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ কদাচ হয় না,সে কেবল রাগোন্মত্ত ব্যক্তির রত্যর্থ। সে অমন্ত্র-গৃহীতা কামপত্নী, সেই জন্য ব্রাহ্মণ গৃহীর ইহার সহিত ধর্ম্মাচরণ যেমন নিষিদ্ধ হইয়াছে, তেমনি ক্ষত্রিয়া, ও বৈশ্যা পত্নীর সহিত তাহার ধর্ম্মাচরণে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ পত্নী কামপত্নী হইলে দ্বিজত্রয় এইরূপ সহধর্ম্মিণীর সহিত কিরূপে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন, তাহা পঞ্চানন ও শ্যামাচরণ প্রমুখ বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতগণ বলিয়া দিবেন কি? কোন পত্নী সহধর্ম্মিণী হইয়া পতির সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবেন, তাহা বিষ্ণু মহারাজ নিজ সংহিতার ২৬ অঃ ১-৪ শ্লোকে স্পষ্ট বিবৃত করিয়া গিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার উপর আর কি বক্তব্য হইতে পারে? এইখানে বলা প্রয়োজন যে, হরিশবাবুর "পরিজ্ঞান" অপেক্ষা হলায়ুধ শ্রীযদুনন্দন সেন শর্ম্মার "জ্ঞানাঞ্জন" দ্বিতীয় শলাকা জাতিতত্ত্বের" প্রকৃষ্ট" উত্তর ও "যেমন ওল্ তেমনি বাঘা তেঁতুলের" ন্যায় হইয়াছে। মনু মহারাজ ২ অঃ ২১০ শ্লোকে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে প্রত্যুত্থান ও প্রণাম দ্বারা গুরুর অসবর্ণা ভার্য্যাকে অভিবাদন ও পূজা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন কেন? এইরূপ স্ত্রী যদি গুরুর রক্ষিতা হয় তাকে উক্তরূপ সম্মান প্রদর্শন কি সদাচারের লক্ষণ? সদাচার সম্বন্ধে মনু মহারাজ "অস্মিন্দেশে......উচ্যতে" এবং "এতদ্দেশ-প্রসূতস্য...সর্ব্বমানবাঃ॥" "শ্লোকদ্বয়ে সদাচার কাহাকে বলে এবং কাহারা তাহা অনুসরণ করিবে, তাহা বিশদভাবে বিবৃত

করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বিবাহ মন্ত্রের অর্থ অবগত আছেন, তাঁহারা কখনই পতি পত্নীর একত্বে সন্দেহ করিতে পারেন না। প্রতিলোম বিবাহের কোন ব্যবস্থা ধর্ম্ম শাস্ত্রে নাই, কিন্তু অনুলোম বিবাহের মন্ত্র সবর্ণা বিবাহের মন্ত্র হইতে একটুও পৃথক নহে। যে ব্যক্তি "ত্বচা ত্বচং মাংসাদ্ মাংসং" "প্রজাপতি স্ত্বানিযুনক্তু মহ্যং" অথবা "সমঞ্জন্তু বিশ্বদেবা! সমাপো হৃদয়ানি নৌ" ইত্যাদি বিবাহের বেদোক্ত মন্ত্রগুলির অর্থ অবগত আছে, সে কখনই বিবাহান্তে পতি পত্নীর একত্বে সন্দেহ করিতে পারে না। মুখুর্য্যে সাহেব ঘোষ কন্যাকে বিবাহ করিলে যেমন তিনি মিশেস মুখুর্জ্জি হন, ফরাসী সাহেব ইংরাজি কন্যাকে বিবাহ করিলে যেমন তিনি ফরাসিনী হন এবং স্বামীর নাম ধারিণী হন, সেইরূপ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণীয় দ্বিজের শূদ্রা ভার্য্যা ব্যতীত অপর তিন অনুলোমা-দ্বিজা-পত্নী-গর্ভজাত সন্তান পিতৃ বর্ণীয়ই হয়, এবং তাহাদের অশৌচাদি সম্বন্ধে অত্রি ঋষি মহারাজ ১ অঃ ৮৯—৯০ শ্লোকে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন জন্ম এবং অশৌচগামীর স্ত্রীদিগের বা দাসীদিগের এবং অনুলোমা পত্নীদিগের স্বামী জীবিত থাকিতে স্বামীর বর্ণানুরূপ অশৌচ হইবে, অন্যথা স্বামী মৃত হইলে স্ব স্ব যৌন সম্বন্ধানুসারে শৌচাশৌচ অনুসরণ করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা ইহাই বলা হইল যে, শূদ্রা বিবাহ অমন্ত্রক হওয়ায় সেইস্ত্রী মন্ত্র সংস্কার অভাবে পতিবর্ণ না হইয়া শূদ্রাবর্ণই থাকে, এজন্য তাহার শূদ্রবৎ ক্রিয়া কর্ম্ম উচিত হইলেও, যত দিন বিপ্র স্বামী জীবিত থাকেন, তত দিন এই শূদ্রারও বিপ্রবৎ শৌচাশৌচ হয়। বিপ্রসেবা পরায়ণ দাস দাসীদেরও বিপ্রবৎ অশৌচ, ইহা

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। কিন্তু অনুলোমা দ্বিজা স্ত্রীরা "পত্নী" হওয়ায়, পতির মৃত্যুর পরেও (বিবাহ মন্ত্রে সংস্কৃত হইয়া যৌন সম্বন্ধে পতিবর্ণ হওয়ায়) বিপ্রবৎ শৌচাশৌচ অনুসরণ করিবে, পিতৃবর্ণবৎ করিবে না। ইহা দ্বারা এই অসবর্ণা-অনুলোমা-পত্নীদের গর্ভজাত পুত্রদিগের যে অবশ্যই পিতৃবৎ শৌচাশৌচ হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে। এখন এই সকল শাস্ত্রীয় যুক্তির সমক্ষে বঙ্গের তথা ভারতের নিরপেক্ষ পণ্ডিত মণ্ডলী আমাদের বলিয়া দিন যে, বঙ্গের মাহিষ্য-কৃষি-কৈবর্ত্তগণ" কোন্ বর্ণের সংস্কার-ভাক্ হইবে? ব্রাত্যত্ব সম্বন্ধে আপস্তম্ভ ও কাত্যায়নের পৃথক বিধি আছে, তাহা "মাহিষ্য প্রকাশ" ১ম ভাগ ১৫৭ পৃষ্ঠায়, এবং "বৈশ্য-প্রবোধিনী" ও "বৈশ্য-প্রতিভা" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা যত্ন-সহকারে পাঠ করুন।

* নন্দ মহারাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা এই নোটে পূর্ব্বে ৩৫৩ এবং ৩৮৯পৃষ্ঠায় করিয়াছি। এইখানে আমি শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পালক-পিতা নব লক্ষ গোপতি নন্দ মহারাজের জাতি ও বর্ণের নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১ অঃ ৯০ হইতে ৯৫ শ্লোক পাঠে বেশ অবগত হওয়া যায় যে, দ্বিজত্রয়ের দ্বিজা ও শূদ্রা ভার্য্যা গর্ভোৎপন্ন "নিন্দ্য" ও "অনিন্দ্য" দ্বিবিধ অনুলোম সন্তান উৎপন্ন হইতেছে। প্রতিলোমজাত সন্তানদিগের তুলনায় ইহারা সকলেই "সৎ"। ঐ স্মৃতির ৯৩ হইতে ৯৫ শ্লোকে যে সকল প্রতিলোমজ সন্তানগণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে সকল প্রতিলোমজ পুত্র, তাহারা অনুলোমজগণের তুলনায় "অসৎ"। বৈধ বলিয়াই

অনুলোমজেরা "সৎ" অর্থাৎ "সন্তান-বর্দ্ধন" অর্থাৎ "গোত্র-বর্দ্ধন"। প্রতি লোমজগণই "অসৎ"। সেই জন্য ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ১ অঃ ৫৬ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, জায়াতে নিজের আত্মা জাত হয়, শূদ্রাতে তাহা হয় না। শূদ্রাপুত্র মাতৃবর্ণ হয়, অতএব শূদ্রাপুত্র উৎপাদন আমার অভিমত নহে অর্থাৎ ভাল বলিয়া আমার অনুমোদিত নহে। অতএব শূদ্রা বিবাহ নিন্দনীয় তাহা নিজ সংহিতায় ৩ অঃ ১৪-১৯ শ্লোকে, ব্যাস ১ অঃ ৭-৮ শ্লোকে এবং মনু ৩ অঃ ১২-১৩ শ্লোকে, লিখিতও ১ অঃ ২৬ শ্লোকে, বিষ্ণু ২২ অঃ ১৮ শ্লোকে, শঙ্খ ৪ অঃ ৯ শ্লোকে, অত্রি ৮৯ শ্লোকে, এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। পারস্কর ও নারদও সেই কথাই বলিয়াছেন। এই সকল কথা পূর্ব্বেও সবিস্তার বিবৃত করিয়াছি। মহাভারত অনু ৪৭ অঃ ৪ এবং ৪৪ অঃ ১১ শ্লোকে ব্যাসদেব পুনশ্চ নিজ স্মৃতির কথারই সমর্থন করিয়াছেন। দ্বিজের শূদ্রা ভার্য্যা অমন্ত্র-সংস্কৃত কামপত্নী; এ জন্য বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস, পরাশর, নারদাদি ঋষির মতে শূদ্রা ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মাচরণ যেমন নিষিদ্ধ হইয়াছে, ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা ভার্য্যার সহিত তেমনই ধর্ম্মপত্নী বলিয়া ধর্ম্মাচরণে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহারা "কামপত্নী" হইলে ব্রাহ্মণ গৃহী কিরূপে ইঁহাদের সহিত ধর্ম্মাচরণ করেন? আর কামপত্নী হওয়া সত্ত্বেও যদি ইঁহারা ধর্ম্ম কার্য্যে অধিকারিণী হয়, তবে শূদ্রা ভার্য্যার কি অপরাধ? সেই বা কেন বাদ পড়ে? পিতার অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসারের কর্ত্তা হয় বলিয়া অপর পুত্রগণ কি পুত্র নয়? এও তদ্রূপ। শূদ্রা ভার্য্যা পত্নীর কার্য্য করিতে পারে না, এ জন্য সে নিকৃষ্ট "কাম-স্ত্রী"। সেই জন্য

বৃহস্পতিও তাঁহার স্মৃতিতে গোত্রভ্রংশের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে "পাণিগ্রাহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা।" ভিন্ন গোত্রা ও ভিন্ন বর্ণা হইয়া "শরীরার্দ্ধম এবং পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা" তুল্যাধিকারিণী হওয়া সম্ভবপর কদাচ নহে। দ্বিজ কন্যার বিবাহ সংস্কারই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরুষের উপনয়ন সংস্কারবৎ দ্বিজত্ব প্রাপক ; সমন্ত্রক বিবাহই দ্বিজ কন্যাকে দ্বিজত্ব দান করে। তখন হইতে সে পতির ধর্ম্মকর্ম্মে সহচারিণী হয়। * ৯ অঃ ১৬৬ শ্লোকে মনু মহারাজ ঔরস পুত্র কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, নিজের মন্ত্রসংস্কৃতা স্ত্রীতে আপনা কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রই "ঔরস" পুত্র। উপরোক্ত প্রমাণ ও শাস্ত্র বাক্য মতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্য স্ব স্ব পিতার ঔরস পুত্র। যে ধর্ম্মপত্নী, সে ঔরস পুত্রের জননী। পতির সহিত তাহার সর্ব্বদা একত্ব। যে ভার্য্যার পক্ষে যুতকীকরণ মন্ত্রর দ্বারা পতির সহিত একত্ব সিদ্ধ হয় না, সে শূদ্রা ভার্য্যা বুঝিতে হইবে, তদন্যা বৈধ ভার্য্যা "ধর্ম্ম-পত্নী"। ব্যাসদেবও তাঁহার সংহিতার ২ অঃ ১০ শ্লোকে উপরোক্ত মতেরই সম্পূর্ণ পোষকতা ও সমর্থন করিয়াছেন। † পূর্ব্বেও এই কথা ৩৮৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি।

---

* ১৯ ভাগ মাহিষ্য সমাজ ৩২১ এবং ৩৬৫ পৃঃ দেখ।

,, ,, ,, ,, ১৭১ পৃঃ দেখ।

† ১৯ ভাগ মাহিষ্য সমাজ ১৭১, ৩৭৬, ৩০৫, ৩৫৯ পৃঃ এবং ২০ ভাগ মাঃ সঃ পত্রিকার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ কর।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণে নন্দের জাতি ও বর্ণ নির্ণয় করিতে পারা যায়। ৪র্থ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" ৮৭ পৃষ্ঠায় এবং পঞ্চম ভাগ ২১০ পৃষ্ঠায় ৺ দুর্গানাথ দেওয়ার নন্দের বর্ণ নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ যেমন বৃষ্ণি ও যদুবংশ জাত ক্ষত্রিয়, আভীর বংশাবতংশ ও শৌরী, সেইরূপ নন্দ মহারাজও বর্ণে বৃষ্ণি ও যাদব কিম্বা মাধব বংশজাত ক্ষত্রিয় এবং জাতিতে মাহিষ্য। "মাহিষ্য" ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্যতম শাখা ও জাতি। * গো মহিষাদি পালন জন্য নন্দ মহারাজের গোপ বা ঘোষ পদবী শাস্ত্রে লিখিত আছে। ১৫ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকার ৭৬পৃষ্ঠায় আমিও ঐ কথা বহু বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছি স্মরণ হয়। মাহিষ্যগণই নন্দ, যুযুৎসু, শল্যাদির সমজাতিত্ব দাবী করিতে পারেন; বঙ্গের অপর কোন জাতিই তাহা পারে না। বর্ত্তমানে পল্লব গোপগণ নন্দের সমজাতিত্ব দাবী করিয়া উপনয়ন গ্রাহী হইয়াছেন, তাহা আমার সমিচীন বলিয়া মনে হয় না। বৈশ্য বৃত্তির জন্যই নন্দাদির গোপ উপাধি, নতুবা জাতিতে তাঁহারা গোপ নহেন। তন্তুবায় পুরুষের ঔরসে ও মনিবন্ধ জাতিয়া স্ত্রীতে গোপ জাতির উৎপত্তি; তাহারা বর্ণ সঙ্কর। শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিবংশের প্রমাণে নন্দাদি গোপগণ এই বর্ণসঙ্কর গোপ জাতি নহেন। বৈষ্ণব কবি শ্রীনরোত্তম দাসের প্রার্থনায় নন্দাদি গোপগণকে "আভীর গোপ"ও বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পুরুষ এবং অম্বষ্ঠ কন্যার গর্ভে আভীর জাতির জন্ম

---

* ১৫ ভাগ মাহিষ্য সমাজ ৭৬ এবং ১৮ ভাগ মাঃ সঃ ২২৭, ২০ ভাগ ঐ ১৪৫ পৃঃ দেখ।

হইয়াছে ; নন্দাদি গোপগণ এইরূপ জাত "আভীর" ও ছিলেন না। শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠে জানা যায় যে, ক্ষত্রিয় রাজা দেবমীঢ়ের বৈশ্যা ভার্য্যাজাত পুত্র পর্জ্জন্য, তাঁহার পুত্র নন্দ এবং নন্দের কন্যা মহামায়া দেবী ভগবতী। (মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবীর স্তুতিপ্রসঙ্গে "নন্দ গোপ গৃহে জাতা যশোদা-গর্ভ-সম্ভবা'' এইরূপ লিখিত আছে)। অতএব ভগবতী মহামায়া আদ্যা শক্তি দুর্গা জাতিতে ভাগবত মতে মাহিষ্যা এবং কালিদাসের "কুমারসম্ভব" মতে ক্ষত্রিয় হিমালয় রাজের কন্যা বিধায় ক্ষত্রিয়ানী ; একই কথা।

আবার দেখা যায়, দেবমীঢ়ের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীগর্ভোৎপন্ন পুত্র শূর এবং শূরের পুত্র বসুদেব এবং তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ। আবার বায়ু, বিষ্ণু ও মৎস্যাদি পুরাণ পাঠে জানা যায় যে, যাদব দৌষন্ত এবং মাহিষ্যগন একই বৃষ্ণি বা আভীর বংশ হইতে উৎপন্ন ; ইঁহাদের পিতা ক্ষত্রিয় এবং মাতা বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্যা কন্যা ছিলেন। ১৮ ভাগ মাহিষ্যসমাজ পত্রিকায় ২২১ পৃষ্ঠায় শ্রীহট্ট-সুনামগঞ্জের মযন্ধু রায় সাহেব শ্রীপ্যারীমোহন দাস নন্দ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইয়া আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। * এখন জিজ্ঞাস্য যে, এই নব লক্ষ গোপতি শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা নন্দ মহারাজ কোন বর্ণ এবং কোন জাতি ?

শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের পাঠক অবগত আছেন যে ব্রহ্মার স্ত্রী বেদমাতা গায়ত্রী গোপ কন্যা ; ভূতভাবন মহাদেবের সহধর্ম্মিণী মহামায়া নন্দগোপ-কন্যা

---

* পূর্ব্বত্তী ১৭০ এবং ২৬৫ পৃষ্ঠা দেখ।

তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ও গোলকে গোলোকপতির সহধর্ম্মিণী সুশীলা ও স্বধা গোপ-কন্যা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব তিন জনই গোপবংশের জামাতা। এই গোপ কাহারা ?

দ্বাপর যুগের শেষ পর্য্যন্ত মাহিষ্য ক্ষত্রিয়ই গোপ ও আহীর নামে সমাজে পরিচিত ছিল, তাহা মাঃ সঃ ১৫ ভাগ ৭৬ পৃষ্ঠায় বিবৃত করিয়াছি। অধুনা বঙ্গের গোপ জাতি যে এই গোপ গোপী ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের জ্ঞাতিত্ব ও সমজাতিত্ব দাবী করেন, তাহা মহৎ ভ্রম বলিয়া আমার মনে হয়। শাস্ত্রানুশাসন মতে মাহিষ্যগণই ইহা দাবী করিতে পারেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত, মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণ তথা "শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত," ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড "পুরাণাদি" গ্রন্থের পাঠক অবগত আছেন যে, ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, তৎপুত্র চন্দ্র, তৎপুত্র বুধ, তৎপুত্র পুরুরবা, তৎপুত্র আয়ু, তৎপুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতি সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। যযাতি-পুত্র যদু হইতে যদুবংশের উৎপত্তি হইয়াছে ; সংখ্যায় ইহাঁরা ৫৬ কোটি ছিলেন এবং এই বংশে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান জন্মগ্রহণ করেন। ৯ম স্কন্দ ২৩ অধ্যায় ভাগবত পাঠে জানা যায় যে, যদুবংশ অতিশয় পবিত্র। যদু পুত্র ক্রোষ্টার অধস্তন বংশে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। এই ক্রোষ্টার বহু পুরুষ অধস্তনে রাজা পুনর্ব্বসু জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহার পুত্র আহুক ছিলেন ; তাঁহার পুত্র আহুক বা আভুক ; আভুক হইতে আহীর ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম, বিহার, রাজপুতানা এবং পাঞ্জাব প্রদেশে

আভীর এবং অন্ধকবংশীয় বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible]
[illegible] এই আভীর ক্ষত্রিয়গণের উল্লেখ দেখা যায়। এই
শাখায় মধু নামক এক জন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা জন্মগ্রহণ
করেন। এই বংশে জাত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মাধবও বলা হয়।
মধুর পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণি হইতে বৃষ্ণি বংশ জন্মিয়াছে; যদুবংশ
এবং বৃষ্ণি ভোজ, দাশার্হ, কুন্তী, এবং কুকুর বংশ যদু বংশ হইতে
উৎপন্ন; সকলেই চন্দ্রবংশের অন্তর্গত। বৃন্দাবনের নন্দাদি
গোপগণ এবং মথুরার উগ্র-সেনপুত্র কংসাদি রাজাগণ
সকলই বৃষ্ণি-বংশ-সম্ভূত ক্ষত্রিয় ছিলেন, এবং যদুর পুত্র সহস্রজিৎ
হইতে বৃষ্ণি বংশের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা ঐতিহাসিক ও পুরাণ
পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। ব্রহ্মপুরাণ পাঠক অবগত আছেন
যে ব্রজের নন্দাদি গোপ-ক্ষত্রিয়গণ এবং কুকুর, বৃষ্ণি, ভোজ, সাত্বত
আদিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ "যাদব ক্ষত্রিয়" বংশ সম্ভূত ছিলেন।
গোপ ক্ষত্রিয়ই দ্বাপরে মাহিষ্য, শল্য, যুযুৎসু, নন্দাদির সমজাতি
এবং বৌদ্ধ বিপ্লবের পর বর্তমান সময়ের "কৃষি কৈবর্ত" বা "মাহিষ্য
ক্ষত্রিয়" হইতেছেন। "কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা" হইতে জানা যায়
যে, নন্দাদি গোপগণ যাদব বংশীয় ক্ষত্রিয় এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বজাতি
ও জ্ঞাতি। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রক যুদ্ধে বলিয়াছিলেন—

"গোপোঽহং সর্বদা রাজন্...সর্বদা।"

অর্থাৎ হে রাজন্! আমি গোপ, সর্ব প্রাণীর প্রাণদাতা, সমস্ত
ভুবনের রক্ষক এবং সৃষ্টের পালনকর্তা। (ব্রহ্মবৈবর্ত, বিষ্ণুপর্ব
৪৬ অঃ ৭৭, ভবিষ্য পর্ব ১১ অঃ ৪১; বিষ্ণুপর্ব, ২০ অঃ ১০-১;
ঐ [illegible] অঃ ৬৮ শ্লোক)। [illegible] "[illegible]" [illegible]

মাহিষ্য বা গোপ-ক্ষত্রিয় (মাহিষ্য) জাতির দ্বারা প্রধানতঃ গঠিত ; ইতিহাস তাহার স্বর্ণাক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই গোপ-ক্ষত্রিয়গণ বর্ত্তমানকালের "কৃষি-মাহিষ্য।" নব লক্ষ গোপতি-নন্দ মহারাজ, এই গোপব্যবসায়ী গোপজাতি সম্ভূত এবং বর্ণে ক্ষত্রিয় ছিলেন। উত্তর ভারতবর্ষের পাল বংশীয় নৃপতিগণ ও নেপালের গুপ্ত বংশীয় নরপালগণ সকলেই ক্ষত্র-মাহিষ্য বংশীয় গোপ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের "খাশ" দশ কোটী "নারায়ণী" সেনা অনেক গোপ বা মাহিষ্য ক্ষত্রিয় সেনার দ্বারা পুষ্ট এবং গঠিত ছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবৎ ও মহাভারত পাঠক অবগত আছেন। ১৮০৭সালে ভেলোর বিদ্রোহ দমন কালে মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের মাহিষ্য জাতীয়া সামন্ত রাণী শ্রীমতী সন্তোষপ্রিয়া দেবী এবং রাণী জানকী দেবী ১৬ সহস্র সাহসী মাহিষ্য সৈন্ত ইংরাজ কোম্পানিকে সাহায্য দিয়া অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহ দমন কালে ঐ সময়ের তমলুক-রাজসরকার বাহাদুরকে মাহিষ্য সৈন্ত দানে বিশেষ সাহায্য দান করিয়াছিলেন। ১৮০৭সালের ভেলোর বিদ্রোহ দমনে কর্ণেল পাওয়েলের সৈন্তদল সংগঠনে ভবানীপুর সরকার বংশের অন্যতম কর্ত্তা শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী সরকার বিশেষ কুশলতা ও সাহায্য দান করিয়াছিলেন, তাহা ঐ "সরকার বংশের ইতিহাস" পাঠ করিলে জানা যায়। এই সরকার বংশে ৺উমেশচন্দ্র সরকার যিনি গয়া জেলায় প্রখ্যাত সরকার উকীল ও জমীদার ছিলেন, নিজ তীক্ষবুদ্ধি ও বাহুবলে যে বিশাল জমীদারী গয়া, পাটনা ও পালামৌ জেলায় অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মাহিষ্য জাতির গৌরবময় কীর্ত্তির মধ্যে অন্যতম। গয়া-পাটনা-পালা-

যুক্তে সে কালের লোকের মধ্যে উমেশ বাবুর নাম বিশেষ প্রখ্যাত ; তাঁহার মাল্লাপাড়াস্থিত বাটী বঙ্গদেশবাসীর "আশ্রয়" ছিল, এবং তিনি নিজ প্রতাপবলে গয়া জেলার মধ্যে বাঙ্গালীর মানমর্য্যাদা ও গৌরব, ৫৭ সালের বিদ্রোহের অরাজকতার পরে বিশেষ রূপে বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। সরকার বংশের ইতিহাসে এই সকল কথা বিস্তারিত ভাবে স্বর্ণাক্ষরে বিবৃত আছে। *

অনেক অবান্তর কথা বলিয়াছি। এখন নন্দ মহারাজ যে পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত মাহিষ্য জাতির লোক ছিলেন, তাহা পুস্তক ও শাস্ত্র হইতে প্রমাণিত হইল--এই হিন্দুশাস্ত্রের চরম মীমাংসা। প্যারী বাবু, সুদর্শন বাবু, দুর্গানাথ বাবুর সিদ্ধান্ত এই ; আমারও তাহাই মত। নন্দ মহারাজের পিতামহী বৈশ্য-কন্যা ছিলেন ; কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বচনানুসারে এবং মহাভারত বনপর্ব্বের ১৩ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকানুসারে এদের ক্ষত্রিয়ত্বে কোন হানি হয় না "ত্রিষু ক্ষত্রিয় সম্বন্ধাৎ হ্যোরাত্মাস্তু জায়তে। হীনবর্ণস্তৃতীয়ায়াং শূদ্র উগ্র ইতি স্মৃতঃ ॥" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের নিম্নের তিন বর্ণের কন্যা গর্ভে বিধি পূর্ব্বক বিবাহ দ্বারা সন্তান জন্মিলে ক্ষত্রিয় হয় ; শূদ্র কন্যার গর্ভজাত উগ্র শূদ্র হয়। চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগের বহু পূর্ব্বে ঋগ্বেদে গোপ জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গোপ জাতি মাহিষ্য ব্যতীত

---

* আগড়পাড়ানিবাসী বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসের "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক পুস্তকে গয়া প্রসঙ্গে ইঁহার সম্বন্ধে সবিস্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

অপর কেহই নহে। ব্যাস পুরাণে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গোপ জাতিকে বৈশ্য বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্যাস, মনু, উশনা, যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতি এবং মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে গোপ বলা হইয়াছে। কিন্তু স্মৃতিগ্রন্থ সমূহে এই সন্তানকে মাহিষ্য আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে এবং এই উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণে ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্র ধর্ম্মী; আর ঐ বর্ণের সকল সংস্কারভাজী। পরাশর সংহিতা, ব্যাসপুরাণ আদি গ্রন্থে শূদ্র বর্ণান্তর্গত যে মিশ্রোৎপন্ন গোপ জাতির উল্লেখ দেখা যায়, তাহা মাহিষ্য ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রযোজ্য নহে। মাহিষ্য গোপগণ চিরকালই ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত এবং সামরিক জাতি। অতএব উপরোক্ত সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া বিশ্লেষণ করিলে বেশ জানা যায় এবং এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বৈশ্যবৃত্তিক নব লক্ষ গোপতি নন্দ মহারাজ বর্ণে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তিনি জাতিতে মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় ছিলেন। ১৫ ভাগ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকার ৭৬ পৃষ্ঠায়ও এই কথা বলা হইয়াছে। অলমিতি বিস্তরেণ।

এখন শেষ প্রশ্ন হইতেছে যে যদি মাহিষ্যগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ হইল তাহা হইলে তাহাদের অশৌচ শাস্ত্রানুসারে ১২ দিন অথবা কি হইবে? এ অবস্থায় সমগ্র সমাজকে একমত হইয়া তাহা গ্রহণে আপত্তি কি? এখন এক প্রশ্ন হইতেছে যে যাহারা ত্রিশ বা ১৫ দিন অশৌচ বিধিত্যাগ করিয়া দ্বাদশদিনে অশৌচান্ত হইবে তাহাদের পিতৃপুরুষগণের স্বর্গলাভ ঘটিবে কি না? তাহারা অশৌচকাল মধ্যে অশৌচান্ত হইয়াছে তাহাদিগের পিতৃপুরুষের

মুক্তি কি প্রকারে হইবে এই কথা কেহ কেহ বিরুদ্ধবাদীর মনে হইতে পারে। ইহার উত্তর যথাসম্ভব পরে বিবৃত হইতেছে। মনু মহারাজ ৫অঃ ৮৪ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে অশৌচ দিন বৃদ্ধি করিবে না। শ্রৌতস্মার্ত্তঅগ্নিহোত্রের ব্যাঘাত করিবে না। যদি পুত্রাদি কোন সপিণ্ড প্রতিনিধি হইয়া হোমাদি করেন, তাহাতে তাহারা অশুচি হইবে না। কারিকার ১১৩ শ্লোকে গোবর্দ্ধন মনুর ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই কথাই বলিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ৩ অঃ ২২ শ্লোকে বলিয়াছেন যে "ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈবতু। ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্যতদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পূর্ণাশৌচ দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশদিন, শূদ্রের একমাস এবং ন্যায়বর্ত্তী (অর্থাৎ পাকযজ্ঞ দ্বিজ শুশ্রূষাদি কর্ম্মে নিরত) শূদ্রের মাসার্দ্ধ। মিতাক্ষরা এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যে টীকা ও মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে অঙ্গিরা সংহিতার বচন উল্লেখে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিতাক্ষরাধৃত অঙ্গিরা বচনটি এই :—"সর্ব্বেষামেব বর্ণানাম্ সূতকে মৃতকে তথা। দশাহাচ্ছুদ্ধি রেতেষামিতি শাতাতপোঽব্রবীৎ॥" এই বচন সকল বর্ণের সকল জাতির দশাহ অশৌচ পালনের অনুমতি দিতেছে। গরুড় পুরাণও এই কথাই বলেন। (মাঃ সঃ ৪ ভাগ ৪২ পৃষ্ঠা দেখ।) আর দেখাও যাইতেছে যে বঙ্গের বাহিরে ভারতের অধিকাংশ স্থানে কাহার, কুর্ম্মী, হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকল জাতির দশদিন অশৌচ পালনের রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। বাঙ্গলা ছাড়া ভারতবর্ষের ২২ কোটী হিন্দুর জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে পিতৃলোকের প্রেতত্ব মোচন চিরকাল হইতেছে, কেবল হইবে না

পোড়া বাঙ্গালীর ও ক্ষত্রিয়াচারগ্রাহী মাহিষ্যের তথা ব্রাহ্মণত্বগ্রাহী বৈশ্যদের পিতৃলোকের !!! রঘুনন্দন স্মার্ত্তের নব্য ন্যায়ের ও স্মৃতির বিধানে এবং বাঙ্গালী কুল্লুকের টীকার অত্যাচার-মহিমায় আকুমারিকা-হিমাচল প্রসিদ্ধ ভারতীয় সদাচার পরিত্যাগ করিয়া আজ মাহিষ্যগণ ক্ষত্রিয়ত্বে দাবি করিয়া তাহার সংস্কারগ্রহণে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে এবং তাহাদের কোন কোন সমাজে শূদ্রত্ব ত্যাগ করিয়া বৈশ্যাচার ও গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া এবং বঙ্গের বৈশ্য ব্রাহ্মণ জাতি পঞ্চদশ এবং দশদিন ও ত্রিংশৎ দিনব্যাপী অশৌচ পালন করিতে শিখিয়াছে বলিয়া, তাহার কি আর প্রতিকার নাই ? যদি বাঙ্গলায় একাদশাহ শ্রাদ্ধে বৈশ্যব্রাহ্মণদের পিতৃপুরুষগণের প্রেতত্ব মোচন না হয়, যদি ঐ দেশের ক্ষত্র বৈশ্যধর্ম্মী মাহিষ্যগণের দ্বাদশাহ বা পঞ্চদশাহ শ্রাদ্ধে তাহাদের পিতৃপুরুষগণের প্রেতত্ব মোচন না হয়, তবে রাঢ়া কুলীন মুখো, গঙ্গো, চট্টো, প্রভৃতির সন্তানগণের (যাহাদের শিরায় শিরায় মেলমালা, কুলরমা, নগেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মণকাণ্ডের তথা "সম্বন্ধ নির্ণয়" প্রণেতা ৺লালমোহন বিদ্যানিধির মতে হাড়ি-ডোম-যবন-শোণিত প্রবাহমান) পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার একাদশাহে কোন শাস্ত্রে বলে হয়, তাহা কাশীর শ্যামাচরণবাবু বা ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বা তাঁহাদের মতাবলম্বী বাঙ্গলার পাণ্ডিত্যা-ভিমানী মহোদয়গণ কি একবার আমাদের বলিয়া দিবেন ? এ ত্রিংশ বা বত্রিশ দিনে যদি কোন মাহিষ্য অশৌচান্ত হইয়া শুদ্ধ হইতে পারে, এবং শ্রাদ্ধকারীর পিতৃপুরুষগণ অবাধে স্বর্গলাভ করিতে পারেন, তবে যাহারা ১২ দিনে অশৌচান্ত হইয়া ক্ষত্রিয়াচার

গ্রহণ করিতে পারে, সেই মাহিষ্যদের পিতৃপুরুষের স্বর্গলাভ ও মুক্তি হইবে না কেন তাহা বলিতে পারি না। সদাচার গ্রহণ এবং ভুল সংশোধন সৎসমাজের সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য; তাহার কালাকাল বিচার নাই।

আমি আগেই বলিয়াছি যে আমাদের জাতীয় মুখপত্র পত্রিকা "মাহিষ্য-সমাজ ১২ ভাগের ১৬১, ২০৯, ৪০৮ এবং ১৬ ভাগের ৬৭, এবং ৩৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধগুলিতে এই সকল জটিল প্রশ্নগুলির সুমীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, দাক্ষিণাত্য, বেহার, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু ও রাজপুতনাদি প্রদেশে ব্রাহ্মণ ছাড়া সকল জাতিরই উপরোক্ত স্মৃতি বচন এবং গরুড় পুরাণের মতে ১২ দিন অশৌচ বিধিদৃষ্ট হয়। "মাহিষ্য" যদি ক্ষত্রিয় বর্ণই শাস্ত্রীয় বিচারে প্রতিপন্ন হয়, তবে তাহার ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণে আপত্তি কি হইতে পারে? ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে সে অনায়াসেই উপনীত হইতে পারে এবং ক্ষত্রিয়াচার সকলই গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে কি প্রত্যবায় হইতে পারে? এ সম্বন্ধে মল্লিখিত "মাহিষ প্রকাশ" ১ম ভাগের ১৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত "মাহিষ্য-দিধিতি" নামক ব্যবস্থা যত্নে পাঠ করিয়া তাহার বিধি অনুসরণ করা এবং ক্ষত্রিয়ের বেদাধ্যায়ী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক মহাত্মা বলেন যে "পুরুষানুক্রমে যে প্রথা বা নিয়ম চলিয়া আসিতেছে সহসা সেই কুলাচার পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে।" অনেকে আবার কুলাচারের ফলে পারিবারিক অনিষ্ট পাতের আশঙ্কাও করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই এটা বিবেচনা করেন না যে, শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও অজ্ঞতা বা

ভ্রমক্রমে বা অত্যাচার করে গৃহীত অনাচার বা কদাচার কখনও "কুলাচার" হইতে পারে না। মাহিষ্য সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ক্ষত্রির বর্ণের অন্তর্গত; ক্ষাত্রবংশে কয়েক পুরুষ দুই একটি বৈশ্যাচার বা শূদ্রাচার পালন করিলে, উহাই আমাদের "কুলাচার" এরূপ মনে করা কদাচ সঙ্গত নহে। নন্দাদি গোপ বৃত্তিক মাহিষ্য জীবনধারণ জন্য বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিলেও চিরকাল ক্ষত্রির।* আমাদের জাতির ন্যায় অন্ধ জাতি কুত্রাপি দেখি নাই !!!

রাঢ়ী ঠাকুরদের মত মাহিষ্যযাজী নির্মল বঙ্গনিবাসী প্রাচীন দ্রাবিড়-বিপ্রগণের শিরায় ব্রহ্মহত্যা, রণ্ড, পিণ্ড, বলাৎকার অন্ত-পূর্বা, কন্যাবহির্গমন, কলু, কোঁচ, রজক, যবন, আদি বিভৎস দোষগুলি নাই। কাজেই সমাজে তাঁহারা এই "খাটী" আর্য্য ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে কোণঠাসা, অত্যাচারিত এবং নির্য্যাতিত !!! এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে; পূর্ব্ববর্ত্তী ৩১৫ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠা সকলে যত্নে সকল কথা লিখিত আছে। কুলাচার বড় কি স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ও বেদাদির অনুশাসন বড়, তাহা শ্রীগোবর্দ্ধন স্পষ্টই তাঁহার কারিকার ১৬৯ হইতে ১৮৪ শ্লোকে ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন; ইহার উপর আর বলিবার কিছুই নাই; এই কারিকার ১৭১ হইতে ১৮৪ শ্লোকে এই প্রশ্নের মিমাংসা করিয়া দিয়াছেন। কোন কোন বিরুদ্ধবাদী কূর্ম্মপুরাণের "যেষু স্থানেষু যচ্ছোচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ। তত্র তন্নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ॥

---

* মাহিষ্য-সমাজ ১৮ ভাগ ৫৩০ পৃঃ দেখ।

অর্থাৎ যে স্থানে যেরূপ শৌচ ও ধর্মাচার বিদ্যমান আছে, তথায় ধর্মও সেইরূপ জানিবে, উহার অবমাননা কদাচ করিবে না। কাজেই মাহিষ্যের ত্রিংশদিন অশৌচ ধারণই সমীচিন; কিন্তু বেদ এবং স্মৃতি বচনের সম্বন্ধে পুরাণের অনুশাসন কিম্বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মত বলবতী হইতে পারে না, তাহা স্বতই প্রমাণিত হইতেছে। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে মাহিষ্যের ক্ষত্রিয়াচার এবং আপদ্ধর্ম বৈশ্য-বৃত্তি শাস্ত্র বিহিত; তবে বড় পথ থাকিতে ছোট সঙ্কীর্ণ পথ অনুসরণ করা সদাচার ধর্ম নহে; মাহিষ্যের ক্ষত্রিয় ধর্মানুষ্ঠানে প্রত্যবায় নাই; তবে সমগ্র সমাজ একমত হইয়া সংস্কার কাজ করিলে সমাজে বিপ্লব হয় না। এইবার ব্রাত্যদোষ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

ব্রাত্য দোষ ঘটিলে যদি বর্ণনাশের সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে মনু, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ধর্মশাস্ত্রকারগণ কখনই ব্রাত্যতা দোষ ক্ষালনের জন্য ত্রিকৃচ্ছ্র, ব্রাত্যস্তোম, প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতেন না। অতঃপর উপনয়ন অধিকারী দ্বিজবর্ণের মধ্য উপনয়নকাল ও ব্রাত্যতাদোষের কারণ তন্নির্ণয়ের প্রসঙ্গে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টই বলিয়াছেন যে পতিত সাবিত্রিক হইলেই ব্রাত্যতা ঘটে। ইহারা যথা বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ না করিলে, কোনরূপ আপৎকালেও ইহাদের সহিত সজাতিগণ কদাচ ব্রাহ্ম বা যৌন সম্বন্ধ করিবেন না। মনু ২ অঃ ৩৯ শ্লোকে এবং যাজ্ঞবল্ক্য ১ অঃ ১৪ এবং ৩৭ শ্লোকে দ্বিজত্রয়ের মুখ্য এবং গৌণকাল মধ্যে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন,

গৌণ কাল কদাচ অতিক্রম করিবে না; এই গৌণকালও অতিক্রম করিলে, দ্বিজত্রয় "ব্রাত্য" নামে অভিহিত হয় এবং আর্য্য সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। মনু শ্লোকের "অপূত" শব্দের অর্থ সকল টীকাকারগণ "অকৃতপ্রায়শ্চিত্তঃ" বলিয়াছেন। এইজন্য যাজ্ঞবল্ক্যও ১মঃ ৩৮ শ্লোকে বলিয়াছেন যে সাবিত্রীপতিত দ্বিজত্রয় ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। অতএব যথাকালে উপায়ন না হওয়াই "ব্রাত্যদোষ," ইহাই নির্ণীত হইল। গদাধর তাঁহার কুলজীর ১২২-১২৪, হইতে ১৪০ শ্লোক পর্য্যন্ত এই বিষয়ের সূচনা করিয়াছেন। গর্গও বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন কাল উত্তরায়ণে এবং বৈশ্যের দক্ষিণায়ন সময়ে কর্ত্তব্য; কিন্তু নৈমিত্তিক উপনয়নে এইরূপ সময় বিচার অনাবশ্যক। ব্রাত্যগণ "ব্রাত্য" প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দক্ষিণায়ন কালেও শুক্রাস্তের প্রথম সময়ে উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারিবেন। দক্ষও এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে নৈমিত্তিক কার্য্য করিবার সময়ে কালাকালের বিচার করিবে না, যে কোন সময়ে তাহা করিতে পারা যায়।

এখন দেখা কর্ত্তব্য যে ব্রাত্যতা কিরূপ পাতক? মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য ইহাকে উপপাতকের মধ্যেই গণ্য করিয়াছেন; ইহা মহাপাতক বা অতিপাতক নহে। এই উপপাতক হইতে শুদ্ধি লাভের সম্বন্ধে মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই বলিয়াছেন যে ত্রিকৃচ্ছ্রব্রত অথবা চান্দ্রায়ণব্রত অনুষ্ঠানান্তে উপনয়ন সংস্কার যথাবিধানে গ্রহণীয়। এসম্বন্ধে সম্বর্ত্ত, অঙ্গিরা এবং যম ও যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির পৃথক পৃথক অনুশাসন দৃষ্ট হয়; তাহা

বৈশ্যজাতির মুখপত্র পত্রিকা "বৈশ্যহিতৈষিণী" ১ম ভাগের "ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত বিধান" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি যত্নে দ্রষ্টব্য। কোন কোন বিরুদ্ধবাদী সন্দেহ উপস্থিত করেন যে মনুবাক্যে যে ব্রাত্যতার উল্লেখ আছে, তাহা সেই একপুরুষ সম্বন্ধে, কিন্তু পুরুষপরম্পরাক্রমে ব্রাত্যতা বিষয়ে নহে। ইহার উত্তরে অবশ্য বলিতে হইবে যে মনুবাক্যোক্ত ব্রাত্যতা কেবল একপুরুষ সম্বন্ধে মনে করিবার কোনই কারণ নাই। মনু কেবল একপুরুষ সম্বন্ধে ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন নাই। তবে পুরুষপরম্পরানুক্রমে বহু পুরুষ হইতে ব্রাত্যতা অনুসৃত হইলে সেই ব্রাত্য দোষের প্রায়শ্চিত্ত যে গুরুতর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐরূপ বহু পুরুষাবধি ব্রাত্যতা কখনই প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য হইবে না। এই অভিপ্রায়েই মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ লঘু-গুরু ভেদানুসারে বহুবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান ও উপদেশ দিয়াছেন। মনু, যম, বশিষ্ঠ, আপস্তম্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। কাত্যায়ন এবং আপস্তম্বের বিধান সাহিত্য প্রকাশ ১ম ভাগে বিশেষরূপে বিবৃত আছে। বশিষ্ঠের বিধানে সাবিত্রী হীনতার জন্য উদ্দালক ব্রত হইতে ব্রাত্যস্তোম পর্য্যন্ত নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। যাজ্ঞবল্ক্যও ব্রাত্যস্তোম, পারকব্রত, চান্দ্রায়ণ, প্রভৃতি বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছেন। আপস্তম্ব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে যাহার পিতা ও পিতামহ অনুপনীত ছিলেন, তাহাকে সম্বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক বেদত্রয় অধ্যয়ন করিতে হইবে। যাহার প্রপিতামহ হইতে ঊর্দ্ধ পুরুষের উপনয়ন স্মরণ হয় না, তাহাকে শ্মশানসংস্কৃতের ন্যায় অপবিত্র জানিয়া, তাহার সহিত অভ্যাগমন ভোজন ও বিবাহাদি

পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ লোক দ্বাদশবর্ষ কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, তৎপরে উপনয়ন গ্রহণ করিবে। আপস্তম্ব সূত্রকারের এই বিষয়ে পিতা ও পিতামহের উল্লেখের পর প্রপিতামহাদির উল্লেখ থাকায়, তদূর্দ্ধ পুরুষেরই অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। কাত্যায়ন বলেন যে যাহার তিনপুরুষ হইতে সাবিত্রী ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার দ্বাদশবৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্ত করিলে বিশুদ্ধ ও ব্যবহার্য্য হইবে।

অতঃপর প্রায়শ্চিত্তের গুরু-লঘুত্ব আলোচনা আবশ্যক। বৃহস্পতির মতে যিনি বহুজনের সম্মত, অর্থাৎ যৌথ-হিন্দু সংসারের কর্ত্তা, তিনি একাকী ধনদান বা প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্য করিলে তাহাই তাঁহার অনুগতজনগণেরও কৃত বলিয়া গণ্য হইবে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও বলিয়াছেন যে একান্ন ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনই প্রায়শ্চিত্ত করিলে সকলেরই করা হইবে, কিন্তু তাঁহারা বিভক্ত বা পৃথক হইলে অপরাপর ভ্রাতাকে মুখ্য প্রায়শ্চিত্তের একচতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নারদের মতের উপর স্মার্ত্তের মত প্রতিষ্ঠিত। স্বামী প্রায়শ্চিত্ত করিলে, পত্নীর স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক, যেহেতু পত্নী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। হারীত, বিষ্ণু, শাতাতপ, বিশ্বামিত্র এবং অঙ্গিরার মতে স্ত্রী, রোগী, বালক এবং বৃদ্ধগণ অজ্ঞানতঃ কোন পাপ করিলে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক হইবে। পরাশর বলেন যে প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বে কেশ মুণ্ডন করিতে হইবে, না করিলে ইহার [illegible] দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দ্বিগুণ দক্ষিণা দিতে হইবে। অতঃপর মুণ্ডন [illegible] বিধি বলিব।

প্রায়শ্চিত্তের মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে গৌতম বলেন যে প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বর্ণ, গো, বস্ত্র, অশ্ব ভূমি, তিল, ঘৃত ও তণ্ডুল দান করিবে। সম্বর্ত্তের মতে স্বর্ণ দান, গোদান এবং ভূমিদানের ফলে মহাপাতকও বিনষ্ট হয়। মনু, যম আদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজক-গণ এইরূপ পৃথক পৃথক বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ধেনু অর্থে সবৎসা গাভী বুঝিতে হইবে। কত্যায়ন গাভীর মূল্য ৩২ পণ কড়ি এবং একটি বৎসের মূল্য ১ কাহন কড়ি নিরূপণ করিয়াছেন। কেশ মুণ্ডন সম্বন্ধে পরাশর স্মৃতিতে বিধি আছে। কলি কালে তাহা অনুসরণীয় বলিয়া জানিবে। অমরকোষে দেখা যায় যে ৮০ রতি তাম্র মূল্যে একপণ হয়। ধনীর পক্ষে ধেনুর মূল্য ৫ কাহন, মধ্য বিত্তের পক্ষে তিন কাহন এবং গরিবের পক্ষে ১ কাহন কড়ি ব্যবস্থেয়। কেশ মুণ্ডন, নখ ছেদন আদি প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব দিনে কর্ত্তব্য। সে সম্বন্ধে বিধ সংখ, লিখিত, এবং হারীতে দ্রষ্টব্য। ঐ দিন উপবাস করিয়া সংযত হইয়া বাহিরে অবস্থান করিবে। ইহাই প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্ব কৃত্য। প্রায়শ্চিত্তের পরে যাহা কর্ত্তব্য তাহা পরাশর স্মৃতিতে দেখিবে।

শাস্ত্র বিহিত সকল প্রায়শ্চিত্ত করিতে নিতান্তই অসমর্থ হইলে, সংকল্প পূর্ব্বক কেবল গঙ্গা স্নান করিয়া পুরোহিতকে দক্ষিণা দান করিলেও ব্রাত্যতা পাতকের শুদ্ধি হয়। যাহার প্রপিতামহ হইতে উর্দ্ধতন বহু পুরুষ ব্রাত্য, তাহাকে দ্বাদশ বার্ষিক অথবা ষড়বার্ষিক আপস্তম্বোক্ত ব্রত আচরণ করিতে হইবে; তাহাতে অশক্ত হইলে ৯০টি ধেনু দান, তাহাতে

অশৌরত্ত হইলে দরিদ্র পক্ষে ৯০ কাহন, মধ্যবিত্ত পক্ষে ২৭০ কাহন এবং ধনী পক্ষে ৪৫০ কাহন কড়ি দান করিবে। ইহাতেও অশক্ত হইলে উপরোক্তরূপ গঙ্গাস্নান বিধি জানিবে। প্রায়শ্চিত্তের পরদিন শাস্ত্রোপদিষ্ট বিধানানুসারে উপবীত গ্রহণ করিয়া, গুরুগৃহে বাসের অনুকল্প স্বরূপ নির্জ্জন গৃহে ব্রহ্মচারী অবস্থায় দ্বাদশদিন বা ছয়দিন অথবা তিনদিন বাস করিতে হইবে। এই সময়ে প্রত্যহ তিন সহস্র, অন্ততঃ এক সহস্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা আবশ্যক। তদনুকল্প দশবার গায়ত্রী জপ এবং ত্রিসন্ধ্যার সন্ধ্যারাধনা যাহা প্রচলিত ও বিহিত আছে, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। "গায়ত্রী" সম্বন্ধে শ্রীহরিপদ সেন শর্ম্মা কৃত "গায়ত্রী" অথবা শ্রীচন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত "সন্ধ্যা-রহস্য" যত্নে পাঠ কর। নির্দ্দিষ্ট দিনে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ করিয়া "সমাবর্ত্তন" কার্য্য সম্পাদন করিবে; ইহাই পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা। সমাবর্ত্তন কার্য্য উপনয়নের অঙ্গীভূত, তাহাতে পুনর্ব্বার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ না করিলে বিশেষ কোন দোষের আশঙ্কা নাই। অতএব বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ না করিয়াও তিনদিন পরে গৃহ নিষ্ক্রামন করিয়াই "সমাবর্ত্তন" কর্ত্তব্য ইতি। এই খানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে এই সকল কার্য্যে পৌরহিত্য, তন্ত্রধারকাদির কাজ, মন্ত্রাদি পাঠন ইত্যাদি ব্রাহ্মণই করাইবেন; ব্রাহ্মণেতর অপর কোন জাতিরই ইহাতে অধিকার নাই। ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও চরম মত।

কোন কোন সম্বলপুর এবং গঞ্জাম তথা মেদিনীপুর দেশানীত পুঁথীতে মূলের ৩৭৯ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দেখা

যায় কিন্তু সেইগুলি সর্ব্ববাদী সম্মত নহে বলিয়া তাহা মূল কারিকায় উদ্ধৃত করি নাই ; এই উপাধিগুলি দাক্ষিণাত্য-বাসী দ্বিজ সমাজ মধ্যে বর্ত্তমান, এইগুলি আধুনিক কোন ঐ দেশীয় পণ্ডিতদ্বারা সংযোজিত বলিয়া মনে হয়। এই শ্লোকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মজুন্দার সারঙ্গশ্চ সাহিক সাহ্যকিতথা।
পাণ্ডাপতি চক্রবর্ত্তীঃ ঔত্থাসনিক এবচ ॥
ভট্টাচার্যা ভট্টপাত্রঃ বেদান্ত রায়স্তথা।
রাজপণ্ডিত পণ্ডিতঃ প্রবকর্ণী চ উকীলঃ ॥
পতিতুণ্ডীহণ্ডীমুণ্ডী শাস্ত্রী বরিষ্ঠশ্চতথা।
উকীল ঘটকদণ্ডী কণ্ঠাভরণ দ্রাবিড়াঃ ॥
বটব্যাল হংসঋষিঃ সরকার করশ্চবৈ।
রাজরাজদণ্ডপতিঃ সীমান্দার ত্রিপাঠকঃ ॥
পুরোহিত মিশ্রচন্দ্রাঃ চৌধুরী সিদ্ধান্তা তথা।
উপাধ্যায়তলাপাত্রাঃ রায়জোষিকগজেন্দ্রাঃ ॥
হালদার সন্ধিবিগ্রহী দণ্ড পাঠক চন্দ্রকাঃ।
রাচজোজ সবঙ্গশ্চ কাশী সাধুকরাঃ ক্রমাৎ ॥
তরপ্‌দার সর্ব্বেশ্বরঃ রায়চৌধুরী তু পাত্রাঃ।
দীঠল দণ্ডপাঠকৌ উদ্মাথী শাস্ত্রীচ তথা ॥
দণ্ডীমুন্সী আচার্য্যশ্চ ধ্যাসভূরীশ্রেষ্ঠশ্চবৈ।
অধিকারী সাধিকশ্চ সবাহীচার্য্য বরট্টাঃ ॥
এতৈর্ব্ব্যাপাধয়োপ্রোক্তা দ্রাবিড়বিপ্রাণাং পুরা।
মহীপেন সমাদত্তামানানুসারতঃ ভুবি ॥

গদাধর তাঁহার কুলজীতে ২৪৯-২৫৩ শ্লোকে এবং ৩৪২-৩৪৮

শ্লোকে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হয় তিনি বোধ হয় গোবর্দ্ধনের এই কারিকা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন।

পূর্ব্ব লিখিত ১৬১ এবং তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় কলিকাতার মাহিষ্য সমাজের কথা যৎসামান্য বিবৃত হইয়াছে। ইহার বিষয় এই-খানে আরও ২।৪ কথা বিস্তারিতরূপে বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। সীতি একদিকে কলিকাতা সমাজের অন্তর্গত, অপর-দিকে সীতি, নপাড়া, কাশীপুর, গরুই, ইটেলগাছা, দমদম, ভাতাণ্ডা, বিষ্ণুপুর, বেলগাছিয়া আদি একটি উপসমাজরূপে গদাধরের কুলজীর ২৩৬ শ্লোকে উল্লেখ আছে বলিয়া এই সমাজ অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কলিকাতা সমাজটি পূর্ব্বকাল হইতেই একটি ক্ষুদ্র মাহিষ্যসমাজ বলিয়া খ্যাত হইলেও সুতানটী, গোবিন্দপুর, কলিকাতা, বহুবাজার, কাঁলিঘাট, ইটালী, সোনাই, জানবাজার, বালীগঞ্জ টালিগঞ্জ, ভবানীপুর, সাহানগর বেহালা শ্যামবাজার, আহিরিটোলা, ফতেপুর মুদিয়ালি আদি লইয়া গঠিত ছিল।

ইংরাজের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় হইতে এই সকল স্থানে বহু মাহিষ্য বসতি, বৰ্দ্ধমান, বালিয়া, লাউপালা, মাণ্ডরা, রাণা, সুবর্ণপুর, বেড়াবেড়ী, হুগলী, শিবপুর আদি স্থান হইতে আসিয়া এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বহু মাহিষ্য পরিবার কর্ম্মোপলক্ষে বসবাস স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেক কুলীন ও মৌলিক ঘর ছিল। অষ্ট কুলীন বা গোষ্ঠীপতি ঘর লইয়া এই সমাজমূলে গঠিত হইলেও যতই কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে ইংরাজে কুঠী ও নবাবের বন্দরের

আশেপাশে নূতন বসতি বসিতে লাগিল এবং সেইগুলিতে নূতন নূতন লোক সুদূর পাড়াগাঁ হইতে কোম্পানীর-নবপ্রতিষ্ঠিত কুঠীর সন্নিকটে কার্য্যোপলক্ষে অধিবাসীগণ আসিয়া বসতি করিতে লাগিল। এই সকল অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, গোপ, মাহিষ্য, তন্তুবায়, তিলী, তাম্বুলী, বারুই জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক ছিল। শ্রীমৎ গোবর্দ্ধনাচার্য্য যে ২১টি বৃহৎ মাহিষ্যসমাজের উল্লেখ তাঁহার কারিকায় করিয়াছেন এবং যাহা রাজা বল্লালসেনের ভীম শাসনকালে ২৬ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং যাহার বিষয় আমি পূর্ব্বে নোটের ১৬১-১৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ কালের স্রোতে উৎপন্ন হইতেছিল। কলিকাতা সমাজ মধ্যে কতকগুলি কুলীন ঘর ছিল এবং কতকগুলি মানী গৃহও ছিল। জানবাজারের মাড়বাবুগণ ৺রাণি রাসমণির বংশধর হইতেছেন। ৺শ্রীপ্রীতিরাম দাস হইতেই এই বংশের অভ্যুদয় এবং শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। তাঁহার পুত্র ৺রাজচন্দ্রবাবু রাণি শ্রীরাসমণির ভর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ, যশসৌরভাদির কথা তাঁহার জীবনচরিত পাঠক সবই অবগত হইতে পারিবেন। রাণির কীর্ত্তিস্তম্ভ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী, যেখানে ৺রামকৃষ্ণদেব সিদ্ধিলাভ করেন ও শালবেড়ের ৺কালীমাতা অদ্যাবধি বিরাজ করিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই স্থানে একটি তাম্র বা প্রস্তর ফলক তাঁহার বংশধরেরা ও বিত্তভোগীরা অদ্যাবধি রাণির স্মৃতিচিহ্নরূপে বহু আবেদন নিবেদন সত্বেও আজ পর্য্যন্ত স্থাপিত করিতে পারিলেন না!!! এরূপ আত্মবিস্মৃত জাতি আর দেখি

নাই !! রাণির সুযোগ্য বংশধর বরেণ্য শ্রীযোগীন্দ্রমোহন দাস যাঁহার হস্তে দেবত্তর ষ্টেট অবস্থিত এদিকে কি দৃষ্টিপাত করিবেন? জানবাজারের মান্নাগণ ৺শ্রীপ্রীতিরাম মাড়কে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন এবং নানা জাতীয় কাজে অগ্রণী হইতেন বলিয়া সেকালের প্রাচীন মাহিষ্যসমাজে তাঁহারা মানীগৃহ; ইটালির দাস (দালাল) গণও ঐরূপ মানীগৃহ; ইঁহাদের আদি বাসস্থান হুঁড়াগ্রামে। হুঁড়ার প্রতাপচন্দ্র দাস এবং ৺রামজীবন দাসের বংশধরেরা কুলীনগৃহ; সেইরূপ ভবানীপুরের সরকার ও বিশ্বাসগণ তথা কালীঘাটের ৺প্রসন্নকুমার দাসের বংশধরেরা কুলীন; ভবানীপুরের কামরাঙ্গাতলা গলির (বর্ত্তমান ৺অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন নিবাসী) দাসেরাও কুলীন ছিলেন। আজকাল তাঁহারা সমাজে সরকার বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। শ্যামবাজারে ৺রমানাথ দাসের তথা ৺দর্পনারায়ণ দাসের বংশধরেরা কুলীন হইতেছেন। ৺মাধব রক্ষিতের বংশধরেরাও কুলীনগৃহ। রক্ষিৎবংশ সীতি হইতে আসিয়া কলিকাতা-শ্যামবাজারে বাস স্থাপন করেন। কুলীন কাশ্যপ-গোত্রীয় বলিতে গোষ্ঠীপতিগৃহ বুঝিতে হইবে। ভবানীপুরের সরকার-গণ সুবর্ণপুরের গোষ্ঠীপতি গৃহ; তাঁহাদের পূর্ব্ব বিবরণ "সরকার বংশের ইতিহাসে" বিবৃত আছে। বহুবাজার গ্রামের মধ্যে ৺বিশ্বনাথ দাস, তথা ঐ স্থানের অর্দ্ধকগণ এবং ৺মধুসূদন দাসের বংশধরগণ আদিম গোষ্ঠীপতি বা কুলীন গৃহ। মাড় এবং দক্ষিণের রাজা বাওয়ালীর মণ্ডলগণ কলিকাতা সমাজের মধ্যে কুলীন নহেন। মণ্ডলগণ বাওয়ালী উপসমাজের মধ্যে কুলীন এবং ঐ সমাজে প্রধান বা দলপতি; সেইরূপ জানবাজারের চৌধুরীগণ

খুলনা সমাজের কুলীন বা দলপতি এবং সাঁতি সমাজে আটাগণ তদ্রূপ সমাজে কুলীন বা গোষ্ঠীপতি ; এবং জানবাজারের বিশ্বাস জমীদারগণ যশোহর সমাজের গোষ্ঠীপতি বা কুলীন হইতেছেন ; কলিকাতা সমাজে তাঁহারা বা বাওয়ালীর মণ্ডলগণ মৌলিকগৃহ। যশোহর জেলার কুলপঞ্জিকা ১৯ ভাগ মাঃ সঃ পত্রিকায় ২৩৬ পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে। তাঁহারা ভবানীপুরের বিশ্বাস সরকারাদির করণীয় ঘর হইতেছেন। জানবাজারের এবং ইটালির আটাবংশ কলিকাতা সমাজে গোষ্ঠীপতিত্ব দাবী করেন। তাঁহারা বলেন যে সাঁতি উপসমাজ কলিকাতা সমাজের অন্তর্গত। এটা সর্ব্ববাদীসম্মত মত নহে। খিদিরপুরের সরকারগণ, দাসগণ (ইহারা সব্জীওয়ালা নামে পরিচিত) এবং নস্করপুরের দাসগণ কুলীন গৃহ; ইটালি ও কামারডাঙ্গা গ্রামে ৺কালী সরকারের বংশধরগণ এবং ৺হরিচরণ দাসের বংশাবলী তথা ৺চণ্ডীচরণ ভাণ্ডারী ও ৺নবীনচন্দ্র ভাণ্ডারীর বংশধরগণ ও জ্ঞাতিগণ কুলীনগৃহ হইতেছেন। এই সকল বংশ ছাড়া অপর সকল বংশধারাই মৌলিক বা অকুলীন বলিয়া কলিকাতা সমাজে প্রসিদ্ধ। এই সকল জিনিষ লোকে আর ইদানী দেখেনা ; এখন পয়সাই মান সম্ভ্রমের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাজেই এই একাকারের দিনে লোকে এই সকল জাতীয় সমাজবন্ধন, জাতীয়তা রক্ষণ, জাতীয় সম্ভ্রমের দিকে দেখে না, ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়া সমাজে একাকার উপস্থিতের পক্ষপাতী হইয়াছে বলিয়া বঙ্গের এই বিশাল মাহিষ্য সমাজ মধ্যে বিশৃঙ্খলা স্বতঃই সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে। ইহার সংশোধন আশু প্রয়োজন। এই কাজ করিতে হইলে নিস্বার্থ লোভহীন

শক্তিসম্পন্ন নিরপেক্ষ নেতার দরকার; তাহা আমাদের নাই; তাহা গড়িতে হইবে; তবেই আমাদের সমাজের উন্নতি সম্ভব, নচেৎ কদাচ নহে!!! ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির কারিকা, কুলগ্রন্থ ইত্যাদি পুস্তক আছে; আমাদের সমাজে তাহার একান্ত অভাব এবং জাতীয় পত্রিকায় যে সমস্ত কুল-পঞ্জিকাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বহু প্রতিবাদও সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে; স্বার্থান্ধ সংবাদদাতাগণ সত্য কথা দেন না; আমাদের সমাজে এইগুলির খুবই অভাব দৃষ্ট হয়; প্রথমতঃ তাহার সংগ্রাহক লোক নাই, দ্বিতীয়তঃ যথাযথ অনুসন্ধান, সংবাদ এবং নিদর্শন দিবার লোক নাই, চাহিলেও পুরাণ খবর পাওয়া যায় না; আমাদের স্বজাতিবর্গ এদিকে খুবই উদাসীন; কাজেই এই অনুযোগের কারণ ইচ্ছা থাকিলেও অনেক আবশ্যকীয় কাজ সমাধা করা যাইতে পারে নাই; আমাদের জাতীয় নেতাগণ, প্রধানগণ এবং আশাভরসার স্থল "শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়" এদিকে একেবারেই বীতশ্রদ্ধ!!! বহুকষ্টে যৎসামান্য ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া পরে এই নোটে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

এখন দেশমধ্যে একটা ধুঁয়া উঠিয়াছে যে, জাতিভেদ তুলিয়া দাও। ভাল কথা; তাহা করিবার পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ যে বহু ক্ষুদ্র জাতি উপজাতিতে বিভক্ত হইয়া কালধর্ম্মে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, "তিন রাজপুতের তের হাড়ী" হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সংকোচ করিয়া চারি বর্ণে আগে পরিণত হউক, তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম আচরণ করুক, তবে এক বর্ণের কল্পনা করা আমার মতে কর্ত্তব্য। বিগ্রহপাল দেবের শাসন কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গের

মাহিষ্যগণ একই ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন তাহা এই কারিকার ২৫৭ হইতে ২৬৪ শ্লোক পাঠে জানা যায়। তাহার পর শ্রীমৎ মদন পাল দেবের রাজত্বকালে রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র সমাজদ্বয়ের অতিরিক্ত পূর্ব্ব-দেশস্থ "পরাশর-সমাজের" সৃষ্টি হয়। এই সমাজ পশ্চিম সমাজ হইতে উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধান প্রমাণ দেয়, তাহা যথাস্থানে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।" তাহা হইলে বেশ দেখা যাইতেছে যে রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র সমাজদ্বয় কালক্রমে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণী বারেন্দ্র এবং দক্ষিণ-রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ মাহিষ্যগণ "রাঢ়ী-মাহিষ্য" বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। উত্তর-রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র মাহিষ্য সমাজটি এই জাতির মধ্যে একটি বড় এবং প্রখ্যাত সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই সমাজ মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পূর্ণিয়া, রাজসাহী, বোগড়া, আদি জিলা আলিঙ্গন করিয়া বর্ত্তমান আছে; পশ্চিম সমাজ মধ্যে হুগলী, হাবড়া, বীরভূমি, বাঁকুড়া, মানভূম আদি জিলা আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত; দক্ষিণ সমাজ মধ্যে হাবড়া, মেদিনীপুর, সম্বলপুর এবং উড়িষ্যার কতকাংশ অবস্থিত এবং পূর্ব্ব সমাজ ২৪ পরগণা, খুলনা, যশোহর, ঢাকা, কুমিল্লা, পাবনা, সুরমা দেশ বা আসামের অংশ বিশেষ, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, লইয়া বর্ত্তমান; চৈত্রহাটী সমাজের অন্তর্গত আসাম, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা বর্ত্তমান। এই সকল সমাজের মধ্যে পুনশ্চ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বহু উপসমাজ বিদ্যমান আছে। কলিকাতা একটি স্বতন্ত্র উপসমাজ; ইহা সকল বহিঃসমাজের সহিত সম্পর্কিত ইহাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পুনশ্চ পরস্পর পরস্পরের সহিত কাল ধর্ম্মে আদানপ্রদান রহিত এবং অচল। বহু প্রাচীনকাল হইতে কলি-

কাতা একটি স্বতন্ত্র সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশাল মাহিষ্য সমাজের ভিন্নভিন্ন স্থানের নেতাদের কর্ত্তব্য যে এই সকল বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র সমাজ সমূহ মধ্যে একতা স্থাপন পূর্ব্বক যৌন-সম্বন্ধ প্রচলিত করিয়া এক মহাশক্তি-সম্পন্ন জাতিতে পরিণতির পথ প্রদর্শক হন। আসাম, খুলনা, যশোহর, হাবড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা আদি জেলার জাতীয় কুলপঞ্জিকা ক্রমশঃ সংগৃহীত হইলে পরে প্রকাশিত হইবে।

গদাধরের কুলজী এবং এই কারিকার ২৫৭ এবং পরবর্ত্তী শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, শ্রীমৎ লক্ষণ ও বল্লাল সেন দেবের সময় রাঢ়ী-মাহিষ্যগণ "উত্তর" এবং "দক্ষিণ-রাঢ়ী" শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাস জন্য কল্পনা করিয়াছিলেন; আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশবাস এবং, সঙ্কীর্ণতা হেতু এই উত্তর শ্রেণীর মাহিষ্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-সমাজে বিভক্ত হইয়া সঙ্কীর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন; যেমন গঙ্গানদীর পশ্চিম হাবড়া জেলা এবং হুগলী জেলার মধ্যে এই জাতির ধার্শা, বোরো, ভূরীশ্রেষ্ঠ, (ভুরসুট), বেলে (বালিয়া) চাকুড়, মণ্ডলঘাট, শশাটি, বাসন্দরী, ঝিঁক্রা, উলুবেড়িয়া চন্দ্রনগর আদি উপসমাজ-গুলি পরিদৃষ্ট হয়। তেমনি পূর্ব্বপারে ২৪ পরগনা, কলিকাতা, সীতি, কোঁচিয়াড়া, নবাবগঞ্জ, কাশীপুর, বরাহনগর, বেহালা, রাজপুর, ডায়মণ্ডহারবর বা পারুলীয়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্দ্ধমান আদি বহু উপসমাজ অবস্থিতি করিতেছে। গদাধর তাঁহার কুলজীর ২৩৬-২৪২ শ্লোকে ইহাদের সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই সকল সমাজ ও উপসমাজ সকলের কথা বিস্তারিতরূপে ৺গোবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁহার এই বৃহৎ মাহিষ্য কারিকার ২৯০ হইতে ৩৫২ শ্লোকে আলোচনা

করিয়াছেন। উত্তর-রাঢ়ী সমাজের ন্যায় দক্ষিণ রাঢ়ী সমাজ মধ্যেও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থাক ও বিভাগ কালের কুটিল গতিতে এবং স্থানীয় দলপতি ও প্রধানদের ব্যক্তিগত দ্বেষ এবং ঈর্ষাপ্রযুক্ত কল্পিত হইয়া এই বৃহৎ সমাজকে হীনশক্তি করিয়া তুলিয়াছে। সকল মাহিষ্য সমাজের উৎপত্তি যখন একরূপ, তখন তাঁহাদের সকলের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধে মিশ্রিত হইয়া একমহাজাতিতে পরিণত হইয়া হিন্দু সমাজের অঙ্গ পুষ্টি করা আমার মনে হয় সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মেদিনীপুর জেলায় মাহিষ্য সমাজ মধ্যে এককালে এইরূপ রাজ-ঘর, কাজি বা দেওয়ান-ঘর, লক্ষ্মীনারায়ণ এবং ভুঁতিয়া এই চারি থাকের মাহিষ্য ছিল। শিক্ষাবিস্তারের সহিত এই সঙ্কীর্ণ থাকগুলি ক্রমশঃই তিরোহিত হইতেছে। ঢাকা-নারায়-চন্দ্রপ্রতাপ সমাজটি পূর্ব্ব-বঙ্গের মধ্যে একটি গরিষ্ঠ সমাজ; ইহার মধ্যে মৈমনসিংহ, আগলা, চৈবহাটী আদি সমাজগুলি শ্রীহট্ট আসাম পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিয়া বিরাজ করিতেছে। ঢাকা সমাজের কুলপঞ্জিকা মাঃ সঃ ১২ ভাগের ২৮ পৃষ্ঠায় সাদরে প্রকাশিত হইয়াছে। আসাম, শিলচর, গৌহাটী, সুনামগঞ্জ, শিলঙ্ আদি দেশেও বহু ধনী চাষী এবং ব্যবসায়ী মাহিষ্যের বাস। ইঁহারা আপনাদিগকে "দাস" বলিয়া সমাজে পরিচয় দেন, কিন্তু তাহা খুবই ভুল এবং প্রমাদপূর্ণ। "দাস" বলিলে হিন্দু শাস্ত্রমতে শূদ্রগণকে বুঝায়; তাহার মিমাংসা যদি মাহিষ্য ভ্রাতাগণ আমাকে সাহায্যদানে মুক্তহস্ত হন, তাহা হইলে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তার বিবৃত করিব। আমার

মনে হয় সমগ্র বঙ্গ ও কতক আসাম প্রদেশের মাহিষ্যগণ "মাহিষ্য" বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেই সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হয়। এই সমাজ মধ্যেও বহু জমীদার, রাজা, ব্যবসায়ী, চাষী ও ভাণ্ডারী ঘর এই চারি থাক পরিদৃষ্ট হয়। এই সমাজ মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত ও কুলীনবংশ এই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্তবর কালের কঠোর শাসনে ও ভাগ্য বিপর্য্যয়ে নির্ব্বংশ হইয়া ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল বংশের নির্দ্দশন স্থির করা কঠিন হইলেও বহু চেষ্টা ও আয়াসে তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রখ্যাত কতকগুলির নামধাম মধ্বন্ধু সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত উকীল শ্রীযুক্তবাবু প্যারীমোহন দাস অধিকারী মহাশয়ের এবং অপরাপর পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তথা শ্রীমঙ্গলের শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ পুরকায়স্থের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আমার স্বজাতি ভ্রাতাদের অবগতির জন্য অত্রস্থলে প্রকাশিত করিলাম। এইরূপে বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশের যাবতীয় জেলায় প্রাচীন প্রখ্যাত মাহিষ্য বংশগুলির ইতিহাস সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইলে কিছুকালমধ্যে সহজেই জাতীয় ইতিবৃত্তমূলক কুল-পঞ্জিকা বিনায়াসে প্রস্তুত হইয়া যাইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ মধ্যে যৌনসম্বন্ধ আবদ্ধ করণের পথ বিশেষ সুগম হইয়া আর এক মহান শক্তিশালী সমাজে গঠিত হইবার পথ সহজেই উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। কালের গতিতে বঙ্গের মাহিষ্য সমাজের মত শ্রীহট্টের মাহিষ্যসমাজের মধ্য হইতে এই সংকীর্ণ বিভাগগুলি ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে। এই সমাজ মধ্যে বৈদ্য, কায়স্থ, এবং সাহাদিগের সহিত মাহিষ্যের

বিবাহাদি পদ্ধতি ও প্রথা দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান যুগে সামাজিক জীবন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এইরূপ অনুলোম বিবাহ-বিধি রহিত হওয়াই গতিশীল সমাজের পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। এতদ্দেশীয় মাহিষ্য ভ্রাতাগণ এই নিয়ম ক্রমশঃ সমাজ হইতে তিরোহিত করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সামাজিক আবর্জ্জনা দূর করিলে অচিরে এই সমাজ নির্ম্মলত্ব লাভ করিবে এবং দেশে পুনরায় প্রাচীনকালের মত এই জাতি বরেণ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। মাঃ সঃ ১৯ ভাগ ২০৭ পৃষ্ঠায় মৈমনসিংহ জেলায় মাহিষ্য "কুলপঞ্জিকা" বিবৃত আছে। এই শ্রীহট্ট প্রদেশ মধ্যে জালসুখার দাস চৌধুরীগণ, নাজিরপুরের চৌধুরীগণ, রিচির দাস চৌধুরীগণ, বালাগঞ্জ থানায় বড়চড় ইলাশপুর ও সুনামপুরের চৌধুরীগন (ইহারা সাধারণতঃ বুরালজুরের চৌধুরী বলিয়া সমাজে বিশেষ প্রখ্যাত এবং পরিচিত), ছাতকথানার অন্তর্গত ছাতকের চৌধুরী ও পুরকায়স্থগণ, ইছাকলসের চৌধুরীগন, এবং ধর্ম্মপাশা থানার বংশীকুণ্ডার চৌধুরীগণ কি ভাবে অত্র দেশস্থ নিজ নিজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা ঐ দেশের আপূরব্রাহ্মণ সকলেই বিশেষ পরিজ্ঞাত। শ্রীহট্ট জেলায় খানপুরের পুরকায়স্থগণও দশঘরের চৌধুরীগণ, মোরিয়ার পুরকায়স্থ এবং পুঁটিজুরীর চৌধুরীগন, খঞ্জন-পুরের মাহিষ্য—চৌধুরীগণ, জগন্নাথপুরের অধিকারীগণ, এবং চাঁদপুরের মহান্তগণ, সুখাইড়, গোয়ালবর, জাঞ্জী, রাজানগর, আটগাঁও, বিথঙ্গল, মুড়া-কই, হাপিতলা, ভুয়ারাই, কাকাইলছেও এবং চোয়ারদানীর চৌধুরীগণ, আতানন, ইদেশ্বর, শহরপুর,

শ্রীমঙ্গল, ষোলভাগীর পুরকায়স্থ এবং চৌধুরীগণ এবং নন্দনপুর ও অস্তেহরির তরপ্‌দারগণ ও বৈগাঙ্গের চৌধুরী ও পুরকায়স্থগণ, লাউড়, রামদিঘা প্রভৃতি পরগণায় তালুকদারগণ এবং আমুরা বড়লেখার সেনাপতিগণ বিশেষ প্রখ্যাত কুলীন এবং স্মরণাতীত কাল হইতে নিজ নিজ সমাজের নেতারূপে পরিচিত এবং তাহা পরিচালন, ধর্ম্মরক্ষা এবং ধর্ম্মশাসন করিয়া আসিতেছেন তাহা তত্তদেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা কাহারও অবিদিত নাই। ইঁহারা চিরকালই সমাজে "জলচল"। এই জেলায় হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বিথলঙ্গ আখড়ার স্থাপয়িতা ৺রামকৃষ্ণ গোঁসাঞির পিতা ৺বনমালী দাস চৌধুরী এবং মাতা ৺জাহ্নবী চৌধুরাণী ঐ এলাকাস্থ রাঁচিগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এখন এই বংশ নির্ব্বংশ হওয়ায় রাঁচি এখন পঞ্চখণ্ডের দত্তগণের করকবলাধীন !!! মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত দাহিমা গ্রামের চৌধুরী বংশ শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ এলাকাস্থ রাঁচির চৌধুরী বংশের সহিত বিশেষরূপে সম্পর্কিত। দাহিমা গ্রামের নিকটবর্ত্তী ভাদোরা গ্রামনিবাসী ৺বুধচন্দ্র বিশ্বাস (বুধাই বিশ্বাস) মহাশয়ের বংশে কন্যাধারায় মহাত্মা রামকৃষ্ণের জন্ম হয়; সুনামগঞ্জের বিখ্যাত উকীল মধন্ধু পরোপকারী শ্রীপ্যারীমোহন দাস অধিকারী মহাশয় কন্যাধারায় এই বুধাই বিশ্বাস মহাশয় হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইগুলি ছাড়া শ্রীহট্ট জেলায় আরও অনেক স্থানে মাহিষ্যের বাস আছে। ইঁহাদের পদমর্য্যাদা সর্ব্বত্র গরীয়সী। বঙ্গ, শ্রীহট্ট এবং আসামদেশ মিলাইয়া সংখ্যায় প্রায় ২৭ লক্ষ

মাহিষ্যের বাস তাহা বিগত সেন্‌সাস্‌ রিপোর্ট দেখিলে অবগত হওয়া যায়। মহাভারত, অনুঃ পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ের ৪১-৩২ শ্লোকের আদেশমতে এই জাতির, আচারব্যবহার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, উৎপত্তি ব্যবসাদির দ্বারা এই জাতিকে পণ্ডিতগণ সমাজ মধ্য হইতে চিনিয়া লইতে পারেন। ইঁহাদের জাতীয় পেশা যুদ্ধ, কৃষি, পশুপালনাদি। বলবীর্য্যে এই জাতি বাঙ্গলায় অপর কোন জাতি হইতে হীন নহে। সেইজন্য বলিতে পারি যে বাঙ্গালী জাতির জাতিত্ব লইয়া গৌরব করিবার যদি কিছু থাকে, তাহার অধিকাংশ এই মাহিষ্য-ক্ষত্র জাতির সম্পর্কে প্রাচীন ইতিহাসের সহিত জড়িত আছে। ইহাদের প্রাচীন ইতিবৃত্ত "মাহিষ্য-সমাজ" নামক জাতীয় পত্রিকায় এবং এতাবৎকাল মধ্যে প্রকাশিত জাতীয় পুস্তক সমূহে তথা গোবর্দ্ধনের "বৃহৎ-মাহিষ্য-কারিকায়" লিপিবদ্ধ আছে। এই জাতিকে বাদ দিলে বাঙ্গালীর জাতীয়ত্ব থাকে না, আর্য্যত্ব থাকে না, অতীত গৌরব করিবার কিছুই থাকে না !!!

এইবার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত কুলীন মাহিষ্য-সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যাহা আমি নং ২৬।ডি নীলমণি মিত্র রোড, টালা, কলিকাতা নিবাসী বন্ধু শ্রীবিজয়চন্দ্র দাশ বি-এ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা স্বজাতি ভ্রাতাগণের অবগতির জন্য পরে প্রকাশিত করিলাম।

"খুলনা জেলা বঙ্গদেশের দক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত এবং প্রেসিডেন্সী কমিশনারী বিভাগের অন্তর্গত। পূর্ব্বে ইহা যশোহর জিলার একটী সাব ডিভিসন ছিল। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে পৃথক

জেলায় পরিণত হইয়াছে। এই জেলায় বর্ত্তমানে ৩টী মহকুমা—খুলনা সদর, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা। সাতক্ষীরা পূর্ব্বে ২৪০ পরগণার অন্তর্গত একটী সাবডিভিসন ছিল। বর্ত্তমানে ইহা খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। খুলনা জেলার পরিমাণ ফল ৪৭৬৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৪ লক্ষের উপর। খুলনা জেলায় মাহিষ্যের সংখ্যা প্রায় ২৮০০০ আটাশ হাজার।

খুলনা জেলায় মাহিষ্যগণের ৪টী সামাজিক স্তর আছে। (১) হোসেনপুর সমাজ (২) মূলঘর সমাজ (৩) দাঁতীয়া সমাজ (৪) মৌলুক সমাজ। সামাজিক মর্য্যাদা হিসাবে হোসেনপুর সমাজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং শীর্ষস্থানীয়। তৎপরে মূলঘর এবং তন্নিম্নে দাঁতীয়া ও মৌলুক সমাজ। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া কলাপ পূর্ব্বে স্ব-স্ব সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল—এখন হোসেনপুর ও মূলঘরে এবং দাঁতীয়া ও মৌলুক সমাজে পরস্পর সামাজিক ক্রিয়া কলাপ চলিতেছে। এই দেশ পূর্ব্বকালে অর্থাৎ বল্লালসেন রাজার বহু পূর্ব্ব হইতে কঙ্করাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

খুলনা জেলায় কুলীন সমাজ বলিতে গেলে এই হোসেনপুর সমাজকেই বুঝায়। "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম্" ইত্যাদি সৎগুণাবলীর উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া প্রাচীন কাল হইতেই এই কুলীন সমাজের উদ্ভব হইয়াছিল। সাতক্ষীরা মহাকুমার অন্তর্গত হোসেনপুর সমাজে নিম্নলিখিত কয়েকঘর কুলীন আছেন। (১) সোণাবাড়িয়ার চৌধুরী (২) রামকৃষ্ণপুরের হালদার (৩) ভাদলীর হালদার (৪) বিথারীর বিশ্বাস (৫) রেউইএর

সরকার (৬) হাটুনীর সরকার (৭) সোণাবাড়িয়ার হালদার (৮) সোণাবাড়িয়ার কপাট।

(১) সোণাবাড়িয়ার চৌধুরী বংশ।—এই বংশের আদি পুরুষ ভাগ্যবন্ত খাঁ। মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্ম দিল্লি হইতে বঙ্গদেশে প্রেরিত হন, সেই সময়ে বর্ষাকালে বন্যার জলোচ্ছ্বাসে দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া ঘটনাচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে দলবলসহ সোণাবাড়িয়ার হাটে উপস্থিত হন। তখন সোণাবাড়িয়া নাম ছিল খেংরাবাড়িয়া। তখন তাঁহার সৈন্যসামন্তদের রসদও ফুরাইয়া গিয়াছিল। মানসিংহ হাটে উপস্থিত হইয়া কিছু রসদাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় যখন হাটে ঘুরিতেছিলেন—তখন ভাগ্যবন্ত খাঁয়ের সহিত হাটে আলাপ পরিচয় হয়। হাটে যে চাউল ডাউল আসিয়াছিল, মানসিংহের সৈন্যগণের পক্ষে তাহা নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত ছিল। ভাগ্যবন্ত খাঁর গৃহে বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে ঘরে অনেক খাদ্যদ্রব্য মৌজুদ ছিল। তিনি মানসিংহকে বিপন্ন দেখিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে মানসিংহ রাজী হন এবং ভাগ্যবন্ত খাঁর আতিথ্য সৎকারে যারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে খাঁ উপাধির পরিবর্ত্তে চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করেন এবং গ্রামের নাম খেংরা বাড়িয়ার পরিবর্ত্তে "সোণাবাড়িয়া" এই নাম প্রদান করেন। * * * এই ভাগ্যবন্ত খাঁ মহাশয়ের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী মহাশয় সোণাবাড়িয়ার মঠবাড়ীর * প্রতিষ্ঠাতা। এইরূপ সুবৃহৎ কারু-

---

* যাঁহারা "মঠবাড়ীর" বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছা

কার্য্য শোভিত মন্দির খুলনা জেলার মধ্যে আর কুত্রাপি নাই। মন্দিরের মধ্যে ৺শ্যামরায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা আছে এবং এই বিগ্রহ সেবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ লাখেরাজ দেবোত্তর সম্পত্তি সেবাইতকে দান করা আছে। অধুনা এই মন্দির সংস্কারাভাবে ভগ্নপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু তবু এখনও যাহা আছে—তাহা অতীত মাহিমা কীর্ত্তির জয়গান ঘোষণা করিতেছে। * * *

এই চৌধুরী বংশের শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরীর সহিত রাণি রাসমণির এক কন্যার বিবাহ হয়। ৺প্যারীমোহন বাবুর বংশধরেরা কলিকাতার অন্তর্গত জানবাজারে (বর্ত্তমান কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে) বাস করেন। বাবু চণ্ডীচরণ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নচরণ চৌধুরী, বাবু দুর্গাপ্রিয় চৌধুরী বাবু নন্দলাল চৌধুরী প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা "মাড়-চৌধুরী বাবুরূপে বাস করিতেছেন।" অধুনা সোনাবেড়িয়া ক্রমু-অবনতির পথে চলিয়াছে। এই চৌধুরী বংশে শ্রীযুক্ত রামগোপাল চৌধুরী মহাশয় জীবিত আছেন। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে। ইঁহার ৪ পুত্রের মধ্যে ৩য় পুত্র পাঁচুগোপাল চৌধুরী Matric পাশ করিয়া বর্ত্তমানে কলিকাতায় চাকুরী করিতেছেন।

(২) রামকৃষ্ণপুরের হালদার বংশ।—৺জন্মেজয় হালদার এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইহারাও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও আচারে কুলেমানে অতি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই বংশের অনেক লোক

করেন—তাহারা অঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত "যশোহর খুলনার ইতিহাস—২য় খণ্ড" পাঠ করুন। ঐ ইতিহাসে মঠবাড়ী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

রাণী রাসমণির সরকারে উচ্চ কর্ম্মচারীরূপে সম্মানের কাজ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইঁহাদের বংশে তেমন উপযুক্ত উল্লেখযোগ্য লোক একজনও নাই। যাঁহারা এক্ষণে আছেন—তাঁহারা জ্ঞাতি হিংসা ও সরিকী বিবাদ করিয়া আপনাপন শক্তি ক্ষয় করিতেছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র হালদার, যোগেন্দ্র হালদার, প্রভৃতি ২।১ জন লোক এখনও এ বংশের স্মৃতিচিহ্নরূপে বর্ত্তমানে হীনভাবে বাস করিতেছেন।

(৩) ভাদ্‌লীর হালদার বংশ:--এক সময়ে ইহারা আচার ব্যবহারে-কুলে-শীলে সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন, বর্ত্তমানে এই বংশে তেমন উল্লেখ যোগ্য লোক একজনও জীবিত নাই।

(৪) বিথারীর বিশ্বাশ বংশ।—বিথারীর বিশ্বাস বংশ জাত ৺মথুরমোহন বিশ্বাসই রাণীরাশমণির জামতা এবং দক্ষিণ হস্ত স্বরূপা ছিলেন। ইঁহাদের অচার ব্যবহার ও কৌলীন্য সর্ব্বজন বিদিত। এই বংশে এখন কোন উল্লেখ যোগ্য গণ্যমান্য ব্যক্তি নাই। ৺মথুরবাবুর পৌত্র শ্রীকালীদাসবাবু এবং প্রপৌত্র শ্রীশিবনাথ বিশ্বাস বাবু কলিকাতায় বাস করেন। শিবনাথ বাবু এই লেখকের ভাগিনেয়।

(৫) রেউইএর সরকার বংশ।—রেউইএর সরকার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৺রূপচাঁদ সরদার মহাশয় একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। ইঁহার নামে অকলা গাছে ফল ধরিত। ইনি সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত হইয়াও আপন ভাগ্য ও বুদ্ধি বলে আপনার উন্নতি সাধন করায় কৌলিন্য পদে বৃত হন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বড় বড় কুলীনের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করেন।

অধুনা এই বংশ বহু দরিকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রজ সরকার, জয়দেব সরকার, জগদীশ সরকার প্রভৃতি বর্ত্তমান বংশধরগণ সেই অতীত কৌলীন্য স্মৃতির সাক্ষী স্বরূপ দীনভাবে দণ্ডায়মান আছেন। ইঁহারা এখন "সরদার" উপাধি ত্যাগ করিয়া "সরকার" হইয়াছেন।

(৬) হাটুনীর সরকার বংশ।—হাটুনীর সরকার বংশও অতি সম্ভ্রান্ত। শ্রীযুক্ত হেমনাথ সরকার মহাশয় সামাজিক জ্ঞান ও মর্য্যাদায় এখনও সমাজের শীর্ষ স্থানীয় রূপে বরণীয় হইয়া আছেন। ইঁহার একপুত্র I. Sc. পাশ করিয়া বিলাতে Engineering পড়িতে গিয়াছেন।

(৭) শোণাবাড়িয়ার হালদারগণও অতি সম্ভ্রান্ত। ইঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে শিবনাথ হালদার ও তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবিধু ভূষণ হালদার বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। শিবনাথ হালদার মহাশয়ের কোন পুত্র সন্তান নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যার ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটের উকিল বিধুভূষণ হালদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকারের ষ্টেটের নায়েব শ্রীযুক্ত অবনী হালদারের সহিত বিবাহ হইয়াছে। এই বংশের শ্রীনগেন্দ্র নাথ হালদার মহাশয় "সিদ্ধেশ্বর এণ্ড কোম্পানীর" ম্যানেজারের কার্য্য করেন।

(৮) সোণাবাড়িয়ার কপাটদেরও এক সময়ে স্বসমাজে খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা ছিল। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এখনও ইঁহাদের বাটীতে এক বিরাট অতিথিশালা আছে। যে কোন জাতীয় যত লোক যখনই ইঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হউক না কেন,

—তাঁহারা এই অতিথি শালায় সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া থাকেন। সোণাবাড়িয়ায় কপাট বংশে এখন শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কপাট মহাশয় সম্ভ্রান্ত ও বৃদ্ধ। মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কপাট মহাশয় ডাক্তারী করেন। ইঁহারা একান্নবর্ত্তী আছেন।

এই আটঘর কুলীন ব্যতীত খুলনার সদর সাবডিভিসেনের অধীন কাটি পাড়ার সাধুখাঁরা এবং সাতক্ষীরা সাবডিভিসনের অন্তর্গত খাজরা গ্রামের সাধুখাঁগণ সম্ভ্রান্ত ও কুলীন বলিয়া খ্যাত। এই বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত দাক্ষিণেশ্বর সাধুখাঁ মহাশয় কলিকাতায় লাহা বাবুদের সদরের নায়েবের পদে কার্য্য করিতেছেন এবং আর একজন দেবেন্দ্রনাথ সাধুখাঁ ওকালতী পাশ করিয়া সাতক্ষীরার কোর্টে ওকালতী করিতেছেন।

সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত মৌতলার সরদার বংশ ও অতি সম্ভ্রান্ত এবং কুলীন বলিয়া খ্যাত; ইহারা বড় গাঁতিদার। এই বংশের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সরদার মহাশয় কলিকাতায় বেলেঘাটায় ডাক্তারী ব্যবসা প্র্যাক্‌টিশ্ করিতেছেন। আমাদের সম্ভ্রান্ত ও গণ্য মান্য অনেকের সহিত ইহার পরিচয় ও সৌহার্দ্দ্য আছে। ইনি ডাক্তারী ব্যবসায়ে কলিকাতায় বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত সাঁইহাটির দাস বংশীয়গণও বিশেষ সম্ভ্রান্ত। ইঁহারা কুলীন না হইলেও সোণাবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানের চৌধুরী প্রভৃতি বংশের করনীয় ঘর। এই বংশের খ্যাতনামা মাতৃিভ্য কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাসের "পদ্ম", "দাম্পত্যচিত্র", "বৌকথা কও"

প্রভৃতি পুস্তকবিশেষ বিখ্যাত; তিনি এই সকল পুস্তক লিখিয়া সাহিত্যিক জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি এখন কলিকাতায় থাকেন। তাঁহার পুস্তকগুলি বেশ পঠনোপযোগী এবং সেইজন্য বেশ কাটতি আছে। ইহার আয়েই তিনি জীবিকানির্ব্বাহ প্রধানতঃ করেন।

বাগের হাট মহাকুমার অন্তর্গত গোটাপাড়া গ্রামের চৌধুরী ও বিশ্বাসেরা সে অঞ্চলের কুলীন। ইঁহাদের আচার ব্যবহার উন্নত। গোটাপাড়ায় শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্ক চৌধুরী মহাশয় বি, এল পাশ করিয়া আলিপুর কোর্টে ওকালতী করিতেছেন। এই মহকুমার অন্তর্গত বাসাবাটীর দাসেরাও শিক্ষিত, প্রাচীন, প্রখ্যাত এবং সম্ভ্রান্ত। এই বংশের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস, সীতানাথ দাস, প্রভৃতি বরেণ্য মহোদয়গণ বাগেরহাটের ফৌজদারী আদালতের নাজির, সেরেস্তাদার প্রভৃতি পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দুঃখের বিষয় যে আমরা এই সকল স্বজাতি বৃন্দের সহিত পরিচিত নহি।

সাতক্ষীরা মহকুমায় "হোসেনপুর" সমাজের অব্যবহিত পরে কুলীন সমাজ বলিতে গেলে "মূল ঘর" সমাজের উল্লেখ করিতে হয়। বর্ত্তমান মুলঘর ও হোসেনপুর সমাজ পরস্পর মিশিয়া যাইতেছে। এই মুলঘর সমাজের কৃষ্ণ নাথ সরদারের গোষ্ঠীরা সর্ব্বাপেক্ষা বহু বিস্তৃত ও সম্ভ্রান্ত। এই "সরদার" গোষ্ঠীরা কোথাও সরকার, কোথাও দাশ, কোথাও বা এখনও "সরদার" বলিয়া পরিচিত আছেন। পোদ্দালিয়ার এই সরকারেরা অধুনা খুব অবস্থাপন্ন ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং সকল বড় বড় কুলীনের

সহিত সামাজিক ক্রিয়া কলাপ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই বংশোদ্ভব সাতক্ষীরা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র দাস বি, এ, মহাশয়ের * আন্তরিক চেষ্টায় হোসেনপুর ও মূলঘর সমাজের পরস্পর বিরোধিতা দূর করিয়া কয়েকটী বড় বড় কুলীনের সহিত মূলঘর সমাজে বিবাহাদি আদান প্রদান দ্বারা ঐক্য স্থাপন করতঃ বিশাল জাতীয়তা গঠনেরদিকে তিনি সহায়তা করিয়াছেন; চিরাচরিত কু-সংস্কার ত্যাগ করিয়া ইনি বিবাহের ক্ষুদ্র গণ্ডী ত্যাগ করিয়া টাকীতে আসিয়া সর্ব্ব প্রথম বিবাহ করেন। তাঁহার এই সৎদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া এখন টাকীর ও বসিরহাটের কুলীন সমাজের সহিত হোসেনপুরের কুলীনদের অনেকস্থলে যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া কুলীন সমাজের পরিধি ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে খুলনা জেলার "মূলঘর" সমাজই ক্রমে উন্নতির পথে চলিয়াছে। অলমিতি বিস্তারেণ হাত।

বিগত ১৩৩৬ সালের আষাঢ় সংখ্যা মাহিষ্য সমাজ পত্রিকায় ৯৮ পৃষ্ঠায় ঢাকা বা চন্দ্রপ্রতাপ-আগলাদি সমাজের কুলপঞ্জিকা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা প্রকাশ করিয়াছেন।

---

* ইনি "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকার একজন উদীয়মান্ লেখক। ইঁহার বহু কবিতা ও প্রবন্ধ "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকা, "শুভবণী," "অর্চ্চণা" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বর্ত্তমানে কপিলমুনি নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী ও ব্যবসায়ী রায় সাহেব শ্রীবিনোদ বিহারী সাধুর কলিকাতার বাটীতে থাকিয়া প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পদে কার্য্য করিতেছেন।

তাহাতে স্বজাতি বৃন্দের বিশেষ হিত সাধিত হইয়াছে। আবার ভাই শ্রীসুদর্শন চন্দ্র ঐ ভাগ জাতীয় পত্রিকায় ১৩৬ পৃষ্ঠায় যশোহর নলদী মাহিষ্য সমাজের এক ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিয়া জাতীয় মহীয়সী-হিত-সাধন করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমাদের এই বিশাল মাহিষ্য সমাজের মধ্যে কত শত সহস্র উদ্যোগী যুবক এবং প্রবীন বৃদ্ধ আছেন তাঁহার এই সকল জাতীয় ইতিবৃত্ত বা সংবাদ বহুবার প্রর্থেনা করিলেও যথা সময়ে পাঠাইয়া পুস্তক সংকলনে সহায়তা করেন না।

এইবার আমি এইখানে হাবড়া জেলায় মাহিষ্যগণের একটি ক্ষুদ্র ইতিবৃত্তি বিবৃত করিব। সদরের অধীন মুযারপার প্রখ্যাত জমিদার বাবু শ্রীযুক্ত অশুতোষ মান্না মহাশয় ইহা আমারে এই পুস্তকে প্রকাশ জন্য বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কলিকাতার পশ্চিম দিকে গঙ্গার পর পারে হাবড়া জেলা অবস্থিত। ইহা মাহিষ্য বহুল জেলা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিগত ১৯২১ সালের সেন্‌সাস মতে এই জেলায় ২৪৬২৪১ জন মাহিষ্যের বাস বলিয়া রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ক্ষত্র-মাহিষ্যগণ উত্তর রাঢ়ী এবং দক্ষিণ রাঢ়ী উভয় থাকের অন্তর্গত। এই বিভাগ কবে এবং কি কারণে সংসাধিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না তবে "গোবর্দ্ধনের বৃহৎ মাহিষ্য কারিকা" পাঠে জানা যায় যে এই দক্ষিণ এবং উত্তর থাক বিভাগ স্বল্প কালের নহে, ইহা গোবর্দ্ধনের সময়ে বা তাঁহার কিছু কাল পরে সংঘটিত হইয়াছিল, অনূ্যন ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে হইবে। এ সম্বন্ধে ১২ ভাগ মাহিষ্য সমাজ পত্রিকায় ২২৮ পৃষ্ঠায় ভাই শ্রীসুদর্শনের মন্তব্য ও শেষ সিদ্ধান্ত

লিপিবদ্ধ আছে। আমারও তাহা সমিচীন বলিয়া মনে হয়। হাবড়া জেলার মধ্যে তিনটি মহকুমা :—১। সদর, ২; উলুবেড়ে, ৩। আমতা। বালিয়া পরগণার ৪৮টী প্রধান প্রধান মৌজে লইয়া একটি "মাহিষ্য উপসমাজ" বহুকাল হইতে মহকুমা-সদরের অধীন প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বড় বড় গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন মাহিষ্য-বংশ সকল বহুবিধ উপাধিধারী হইয়া বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে বহু কুলীন, মৌলিক এবং প্রখ্যাত বংশ বিরাজ করিতেছে। তাঁহাদের একটি তালিকা যাহা বহু কষ্টে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। দক্ষিণ এবং উত্তর-রাঢ়ের ভেদাভেদ আজকাল শনৈঃ-শনৈঃ উঠিয়া যাইতেছে। হাবড়া জেলার অন্তর্গত বালিয়া পরগণার মধ্যস্থিত মুন্সিরহাট গ্রামের "মান্না" জমিদার বংশ অতি প্রাচীন, প্রখ্যাত এবং কুলীন বংশ বলিয়া এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ। এই বংশের ৺মোহন চন্দ্র মান্না মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন। এই বংশে মায়ের শারদীয়া মহাপূজা ৯৯ বৎসর হইতেছে। বর্ত্তমানে পরম মাননীয় বাবু আশুতোষ মান্না মহাশয় ৺মোহন বাবুর আসনে বসিয়া সসম্মানে তাহার মান সম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখিয়া সংসার যাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত করিতেছেন। আশু বাবু "মহাশয় ব্যক্তি" এক কথায় বলা যাইতে পারে। উঁহার জ্ঞাতি বর্গের অনেক ঘর বিশেষ সম্ভ্রান্ত আছেন। তাঁহারা কলিকাতা বড় বাজারে—নিমতলা ষ্ট্রীটে লোহা লক্কড়ের ব্যবসা করেন। মুন্সিরহাটের হাজরা এবং পাত্র, আকবর-পুরের ডিণ্ডা, কটিকগাছির দলুই, সিদ্ধেশ্বরের সামন্ত, বালিয়ার বেরা, মান্না, মাইতি এবং মণ্ডল, নারিটপুর এবং ফিঙ্গেগাছির কর,

গোশুনপাড়ার হালদার, এবং কোলিয়া, দেউলপুরের মাল, এবং কোলিয়া, মল্লিকপুরের মেটিয়া, অনন্তগাছির সাঁং, আন্দুলের মান্না, মহিয়াড়ীর ভাঁণ্ডারি, শাঁখরাইল এবং মাটলের কাঁড়ার রামচন্দ্রপুরের মাল, জালালশীর মাল এবং খাঁড়া, দেউলপুরের কোলে, মাল, দে এবং গোলুই, দেওড়ার সাউ, রানাপাড়ার ধাওয় গঙ্গাধরপুরের খাঁড়া, ওয়াদিপুরের খাঁড়া, এবং পাত্র, রুদ্রপুরের খাঁড়া, মাঝী, পাল এবং পাত্র, কেশবপুরের পাল, পাঁজা, পাশিত এবং খাঁড়া, সাঁকদহের মাঝি এবং পাত্র, লতিবপুরের হাজরা কোড়লার দাস, বেগড়ীর পাত্র, শিকারদহের পাত্র, পুঁটেপাছার কাণ্ডার, রমানাথপুরের মুদী এবং মান্না, ভগবতীপুরের কোল্যে নবাবপুরের কোল্যে, মামুদপুর ও অনন্তরামপুরের ভাণ্ডারি লক্ষণপুরের কোলে, কমলপুরের কোলে ও দাস, বড়গাছিয়া দাস ও কোলে, জগৎবল্লভপুরের দাস এবং কোলে এবং পাঁতিহালের চ্যাং বংশ বিশেষ প্রখ্যাত এবং কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ অপরাপর জেলা ও মহকুমায় মাহিষ্যসমাজ ও উপসমাজের তালিকা সংগ্রহ হইলে পরবর্ত্তী ভাগে সন্নিবিষ্ট করিব যদি তাহা প্রকাশে স্বজাতি ভ্রাতাগণ মুক্তহস্ত হন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

"ঘ" পরিশিষ্ট

(*From the Kayestha Messenger, 1925*)

The Mahishyas and their Brahmins.

(By Dr. Kedar Nath Misser,)

M. R. A. S., L. L. B., M. A., Ph. D., (Berlin).

The Mahishya caste though of antique origin would seem to many to be a new caste evolved out of the mixed original castes of the present day. The Mahishyas sprang from a Kshatriya father upon a duly-wedded Vaishya mother. In the Kayastha Messenger of 1909 to 1912 my friend Mr. P. C. Sarkar of Calcutta had dealt with the ancient history of the caste.* The origin of the caste as stated above has been recited in Parasara Sambita, Jones's Menu, Yagyavalkya, Vridha Harita, Goutama, and Steele's Custom of Hindus p. 90. Thus from a historical survey of the Hindu Shastras, the Purananas, Upa-Puranas, Tantras, and Smirties we find that the social position of the Mahishyas of yore were none the less dignified than the pure born and pure Kshatriyas of the Mahabharatic age. They intermarried amongst themselves. The social status and position of the present day Mahishyas or the Agricultural Kaibortas or Parasara Das of Bengal is far superior to that of the Sudras both by origin and occupation. As the Ambashta Kayasthas of Bihar and U. Provinces came to settle in Lahore from Central Asia at the time

* This has been reprinted in full in the Mahishya Prokash Part I, Pages 1-25.

of the early migration of the Aryans, the Mahishyas, a community of nomadic traders and warriors, still more ancient and antique, whose mention is found even in the Vedas, long before the advent of the Ambastas towards the east, settled along the banks of the Kabul and Soni rivers in Mahishik country in ancient Afganistan, the country of the Aps and North Western Aratta country in Upper Amoor tracts. When they were pushed forth towards the east by fresh hordes of Aryan settlers from behind, they bifurcated—one branch colonized the tract of country in the Palhabi regions or Southern Balkh and thence entered India through Southern Beluchistan to settle in Guzerat, Sindh and Northern Rajputana along the forts and passes of the desert country. From there they settled in and about Omkar and the Western limits of the kingdom of Ratnavatipur, which had its capital under the Rajahs of Tumluk, bordering the eastern seas. A branch of these last warrior bands settled along the deserts of Sindh, Guzerat and the country round Omkar, in Southern Vindhya regions, and afterwards extended to colonize the rich northern country, irrigating the banks of the Ravi, the Sutlej and the Indus in southern and mid-Panjab.† Here they intermingled and mixed with the second branch of original colonists, who settled from the Aratta and Apa country of North Afganisthan, in Kashmir and northern Panjab and from thence they spread all over northern India as Maheshri Banias. Many of these settled in Oudh and in the firtile lands on the banks of the Jamuna and Sarjoo rivers. Though these peaceful people came to settle in

these parts of the country, from Afganistan and Panjab, in course of time they did not leave behind them the traditions of the Vaisyas or commercial caste and the warlike Kshatriyas. In the Mahabharatic wars, we find Salya and Jujutsu to be Mahisya-Kshatriyas fighting side by side with the best Kshatriya warriors of the day. Even the great God Krishna, who is looked upon as an incarnation of the Supreme God and a superman, who combined in his person an ambassador, a plenipotentiary, an organizer, a philosopher a warrior, a law-giver, a charioteer, a peace-maker and a breeder of domestic animals, though of Kshatriya origin, was nurtured in his early days in the house of the Mahishya King or chieftain Nanda Maharaja who reared 9 lacs cows in his vast herd in Brindaban.* The Mahishyas were the Gopas of the early Kali Yuga, for, the present day gooalas were not then known, in as much as, their mixed origin is of a much later date and era in history. The Bhagbat 9th and 5th cantoes bear ample testimony to my above statements.‡

The south migrating nomadic hordes of these brave Kshatra-Mahishyas, emanating from the hills and deserts of Omkar, Guzrat and Sindh, gradually colonized and settled with their priests southwards in Carnatic, Maharashtra, Telegu, Andhra, and Dravid country, in Southern India. Here lived in ancient prehistoric days the great sage and ascetic Bochu, son of Borhu, whose mention is made in

* কারিকার শেষ নোট দেখ ; ২০ ভাগ মাঃ সঃ ২৭০ পৃঃ।

‡ See Mahishya Prokash Part I, Pages 537-538.

এই কারিকার শেষ নোট বড়ে দেখ।

Ahnickachara Tattwa and the Ghrijhya Sutras of Gobhila, Parashkar, Ashwalayana Goutama and the sacred writings of Jaimani, the great disciple of Vyasa and lastly in the ancient Kulaji of Gadadhar, whose mention is made in very eulogistic terms by the late oriental scholars Sirs. W. W. Hunter and H. H. Risley, in their writings. From the Dravid country these ancient agriculturists and warriors, who controlled also the maritine powers of the ancient days even up to the time of the Pal kings of Bengal, and who were none other than the Buddhistized Mahishya-Ksatriyas of the 7th and 8th centuries downwards, migrated with their priests northwards to colonize the eastern coast of India up to Telegu and Orissa country even as far as Midnapur, District, which formed the border line between Bengal proper and the Orissa country in pre-Muhammadan times.

The District of Midnapur which at one past era formed an important part of Kalinga Pradesh, is the southern gate of Bengal Proper, as Darbhanga, in Mithila Desha, the country of Janak and the Lichhabi Rajputs of yore, forms the north-western gate of the present-day Bengal Proper. A band of brave fortune-seekers from the eastward marching main body of warrior hordes bifurcated to march southwards through hills and passes of Central India to meet the southern body of Dravid country settlers in Midnapur and founded five independent Mahishyaa-kingdoms there. From here they migrated northwards to colonize the firtile country, on both banks of the Rupnarayan, Banka,

Damodar and Ganges rivers. In course of time being pushed by aft-coming hordes of Mahishya-settlers in pre-Pal times from the south and encountering the northern branch of valiant Mahisaya soldiers and warriors from Magadh and N. W, they advanced under their leaders and priests towards Eastern Bengal where they designated themselves as Parasara Dasses; and some of these valiant warriors and agriculturists settled along the banks of Bhairab and other rivers of Sundeabands many of which have since dried up. This vast tract of country formed in pre-Moslem times a part of the Lat and Kanka kingdoms ruled then by Mahishya Kings and swayed by the iron hands of valiant and brave Mahishya chieftains; five of which maintained their existence even up to the times of the Pathan Kings of Bengal under their own chieftains in Maina, Kutubpur, Balisita Turkha and Sabang. All vestige of their ndependent Mahishya chieftainship is gone now to be buried in eternal oblivion !!!

The northern branch of Mahishya settlers with other hordes of equally brave and avaricious colonists settled in eastern Bengal to advance to the further east to take their habitation the forest-clad country of the Garos and Nagas as far east as the Khasia and Jaintia hills and the spurs of the Himalayas in northern Assam; a branch of these new settlers colonized with their priests, the sacred and pure Dravid-Gour Brahmins, the whole tract of country between Dacca district and the foot of the Khasia and Jaintia hills in eastern Assam. Here they upreared kingdoms

and principalities, well known as Nabagouranga, Bangshikunda, Konda, Bhogebetal etc., too numerous to mention here. The inquisitive reader will find short histories of these small and independent Mahishya kingdoms of East Bengal in the various yearly volumes of the vernacular monthly magazine "The Mahishya Samaj" 2 Gurudas Dutt Garden Lane, Shambazar Calcutta.

From long before the reign of the Pal kings of Bengal these Mahishyas came to settle in Midnapur and southern Rarh country from South or Dravid country and spread from there over the rich and firtile tracts of unlimited virgin country on both the eastern and western banks of the Ganges, Damodar, Bhairab, Kharia, Churni, Jamuna and other rivers of west Bengal and east Bengal and even westward to the banks of river Sarajoo in U. P. as I have said before. Wherever they migrated, they carried their ploughs, their civilization their war-like traditions and their priests to guide them in all religious and spiritual acts and ceremonies. They are a class of people that have been in direct touch with the land they till and live upon the fruits of their agricultural pursuits thereon.

They have always lived in peace and contentment and have never cared for the growing political advancement and education of the masses of the country; and therefore they have been always looked down with contempt by the subsequent Sen conquearors of Bengal. History is the living example of the rise and fall of nations. The long dole of pathetic history of the oppression of the conquering Normans over the con-

quered Saxons, that of theCarlovengians over the Merovengians, of the Emperor Charlss V over the Netherlanders, of the Moguls over the Pathans, is well known to every reader of comparitive history. The careful reader of science of history will very well remember that the story of the Assyrians, Persians, Grecians, Romans and Saxons very well bears ample testimony of the fact that the growth of money by cultivation of the peaceful muses and consequent luxury, the abandonment of the manly pursuite, indolence and interneicene feuds, enervates a nation and brings about gradual moral terpitude and, that was just the cause of the gradual downfall of the valiant Mahishya Pal Kings of Bengal who held an iron sway over her for about a thousand years, till the eve of the advent of the Moslem rule in Bengal.

The ancient *Karika* of Goberdhan, a book of unique historical and ethnological interest, ample mention of which is found in the immortal writings of Sir W. W. Hunter, Sir H. H. Risley, and the late Mr. Vincent Smith, the great historian, gives us a complete history of Mahishya immigration into the country and the constitution of the different *Samajes* existing in the times of the Sen and Pal kings of Bengal and even from before their rule. The short history of the pre-Pal Mahishya immigration and colonization of Bengal from the Southern Dravid country in the rich and firtile country on the banks of the Ganges, Banka, Bhairab, Haldi, Kapotakshi, Jamuna, Damodar, Rupa and other rivers of Bengal will be a very interesting research study to the historical reader ; and his reseaches will throw a great light upon

the heitherto pent-up and locked doors of the ancient unwritten pages of history of Bengal !!!

In the Mahabharatic era, the present Presidency Division of Bengal was not in existence, being submerged under the sea. The then sea washed the southern shores of Tirhoot or Tirbhukti and Samatata extended from here eastwards to Cachar and Chandradwipa, where reigned in those days King Chandra Sena who fought with Bhima the second Pandava, in the Ashwameda era of the Mahabharat. The road to the east up to Manipur, Kachar, Chandradwipa and other eastern counties lay over the mainland from Tirhoot, Maldah and neighbouring districts in a semi-circular orb-like form to end in the hill tracks of Eastern Assam and Cachar; another route lay by sea from the port of Tamluk or Ratnabatipur to Chandrawipa, Cachar, Manipur through the Lat and Kanka kingsdoms of the Sunderbans, where flowed the Jamuna, Bhairava Kapotakshi, Ganges with her innumerable tributaries and winding through shallow estuaries and creeks, to meet the sea about fifty miles to the south. The warrior hordes from U. P. Behar and further west, marched, with their clans men and priests to seek their fortunes, to the east through the mainland by the then existent route to settle in the spurs and hill tracts of Upper Assam as I have said before. The southern body of colonists who peopled Anga, Banga and Kalinga in those days up to the banks of the Sarjoo and Jamua in Surasena, came from the south, the then historical Dravid country and being pressed by subsequent gallant bands of warlike

people from behind, advanced eastwards by sea, to settle in the present Dacca and Chittagong Divisions with their priests and clansmen. These northern and southern settlers intermixed in subsequent times to from the neucleus of the east Parasara Samaj of Eastern Bengal districts of which I have stated before and this piece of ancient history of pre and post-Pal times of Bengal has been amply and elaborately dealt with in Goberdhan's much-esteemed Karika, one of the great jewels of the State Council of King Lakshman Sen, the last of the Sen kings of Bengal.

Now let us see what is the best epithet or nomenclature that may be very conveniently applied to these ancient Brahmin-settlers of Bengal who colonized the newly-formed Bengal delta and adjoining countries in pre and post-Mahabharat times and continued their unending immigration from the south and north-west even up to the times of the Sen and Pala eras of Bengal history. To my thinking on the evidence of the Hindu Shastras including Vedas, Puranas, Tantras and Mr. Pargiter's latest book "Ancient Indian Historical Traditions," we came to the unfaltering conclusion that the original and prehistoric settlers of Bengal-Brahmins were none other than the Mahishya administering Brahmins of the race and deciplage of Borhu's projeny, Bochu, the great sage of Southern-Dravid country they were the original settlers of Bengal's newly formed delta country and may be very rightly called the Benga-Gour-country-inhabiting Dravid Brahmins. Parasara, Vyasa, and similar epithets are *Paribhasik* terms and can not be said to be generic

names. The only generic name applicable to th pure Brahmins is Gouriya-Dravidya Brahmins of Beng I have discussed the whole thing in this short arti and if any person has any objection to it, he may s in his arguments to the "Mahishya Samaj" office Calcutta, for early publication in its pages for dispe the cloud of doubts that has fast accumulated.

I beg to note here that in writing out this articl have been materially helped by the invaluable writin and researches of my friend Mr. P. C. Sarkar, M. R. A. L. L. B. Advocate of the Calcutta High Court the writin of M. Hara Prosad Shashtri and Gen's Cunninghar "Anciente Geography of India."

It must have to be said here that these Gour countr inhabiting Dravid Brahmins, for according to our Sha tras and the invaluable revelations of Prof. Radh Kumud Mukherjee, Gour country extended up to th present day Sarwar, including the north and south eastern portion of Upper Provinces and the ancien Kalinga Kingdom extended from the mouths of th Ganges to the mouths of the Cauvery in Madras count in the south of India) have no connection whatsoev with the Gourtaga Bipras of the United Provinces historically, originally and ethnologically. A-Gour ma be identified with Ghore in Afganisthan or country abo Gouda near Srabasthi in V. I as stated by Gen Cunnin ham.